তারবিয়াতুস সালিক

(আল্লাহ্‌প্রেমিকদের আত্মশুদ্ধির পথ)

১ম অধ্যায়

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা
আশরাফ আলী থানভী রহ.

হযরত হাফেজ্জী হুজুর রহ. এর খলিফা
আলহাজ্জ আব্দুর রশিদ সাহেবের
বাণী ও দুআ

নাহ্‌মাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহিল কারীম। আম্মাবাদ, হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. বারবার বলতেন যে, হাকীমুল উম্মত থানভী রহ. প্রতিটি বিষয়ে বই-পুস্তক লিখে গিয়েছেন। কাজেই নতুন করে বই-পুস্তক লেখার আর কোনো দরকার নেই। যেহেতু তিনি উর্দু, আরবীতে কিতাবাদি লিখেছেন কাজেই সেইগুলি বাংলায় তরজমা করা দরকার। যাতে বাংলা ভাষা-ভাষীদের উপকার হয়। শামসুল হক ফরিদপুরী রহ. থানভী রহ. এর বই-পুস্তক বাংলায় তরজমা করতেন। সফরে ও হযরে তার ব্যাগের মধ্যে সবসময় থানভী রহ.-এর বই-পুস্তক থাকত। মৌঃ আব্দুস সালাম সাহেব থানভী রহ. এর মুরীদ ছিলেন। তিনি থানভী রহ. এর মাওয়াযের অনুবাদ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করতেন তাঁর সম্পাদিত মাসিক নেয়ামত পত্রিকায়। তিনি হযরতের মাওয়ায়েয 'আল এবকা' পঁয়ত্রিশ খণ্ড বাংলায় প্রকাশ করেছিলেন।

হাফেজ্জী হুযূর রহ. এর খাস কামরায় প্রত্যহ বাদ আছর সমবেত শিক্ষক মণ্ডলী ও সালেকীনদের মজলিসে থানভী রহ. এর 'তারবিয়াতুস সালিক' পড়ে শোনানো হত। আমরা তাতে শরিক হতাম। সফরের সময় হাফেজ্জী হুযূর রহ. থানুভী রহ. এর 'কামালাতে আশরাফিয়া' কিতাব সঙ্গে রাখতেন এবং বিভিন্ন মজলিসে পড়ে শোনাতেন। আশরাফ চরিত এবং হযরতের জীবনী গ্রন্থে ইসলাহি চিঠি সন্নিবেশিত দেখে হযরত হাফেজ্জী হুযূর খুব সন্তুষ্টি প্রকাশ করতেন।

আমরা খানকায়ে আশরাফিয়ার পক্ষ থেকে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি যে, থানভী রহ. এর বই-পুস্তক যথাসম্ভব তরজমা

https://kitabbhubon.com

করার উদ্যোগ নিব ইনশাআল্লাহ্। ইতিমধ্যে হাফেয মাওলানা মাসউদুর রহমান সাহেব 'তারবিয়াতুস সালিক' কিতাবের ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায় বাংলা অনুবাদ করে আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন। যা দেখে আমাদের হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হয়েছে। আমরা আশা করি এই কিতাবটির অনুবাদ সম্পূর্ণ হলে কামলাতে আশরাফিয়া কিতাবটিরও তরজমা হয়ে প্রকাশ ও প্রচার হবে।

'বেহেশতী জেওর' কিতাবটির ব্যাপারে আমাদের আশা এগার খণ্ডের প্রতি অধ্যায় যাচাই বাছাই করে বর্তমান পরিস্থিতি ও হাল চিন্তা করে কিছু মাসআলা যোগ, বিয়োগ করে বা পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে সংযোগী বই প্রকাশ ও প্রচার হবে। এরপর যতটুকু সম্ভব থানভী রহ. এর সাড়ে এগার শ রচনাবলী থেকে বিশেষ বিশেষ কিতাবসমূহ বঙ্গানুবাদ হয়ে প্রকাশ ও প্রচার হবে।

দুআ করি দয়াময় আমাদের তামান্না পুরা করুন এবং হাফেয মাওলানা মাসউদুর রহমান সাহেবকে হায়াতে তাইয়্যেবা দান করুন। এই কাজ করার পূর্ণ যোগ্যতা দান করুন ও জাযায়ে খায়ের নসীব করুন এবং শামসুল হক ফরিদপুরী রহ. এর ফয়েয ও বরকত নসীব করুন। আমীন।

(আলহাজ্জ আব্দুর রশিদ)
খলিফা, হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ.

https://kitabbhubon.com

অনুবাদকের কথা

'তারবিয়াতুস সালিক' হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. (১২৮০ হি.– ১৩৬২ হি.) এর এসলাহী খিদমতের এক ব্যতিক্রমী উদ্দ্যোগ। হযরতের সঙ্গে যাদের এসলাহী তাআল্লুক ছিল, তারা নিজেদের হাল ও অভিব্যক্তি, ওয়াসওয়াসা বা সংশয় ইত্যাদি জানিয়ে তাঁর নিকট পত্র লিখতেন এবং সেগুলো পাঠ করে তিনি নিজেই প্রয়োজনীয় পরামর্শ, অভিমত, বিশ্লেষণ বা এলাজ লিখে তাদের নিকট পাঠিয়ে দিতেন। পরবর্তীতে বহু মানুষের অনুরোধে হযরত সেইসব চিঠিপত্র ও জবাব সংকলিত করেন এবং তার নাম নির্বাচন করেন তারবিয়াতুস সালিক।

হযরত থানভী রহ. এর রচনা ও কিতাবাদি বাংলা অনুবাদের ফলে এ-দেশের মানুষের কাছে তাঁর ও তাঁর রচনাবলীর রয়েছে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা। সে হিসাবে বহু পূর্বেই তারবিয়াতুস সালিকের বাংলা অনুবাদ হওয়া উচিৎ ছিল। তাছাড়া এর মাধ্যমেই এসলাহ ও আত্মশুদ্ধির ময়দানে তাঁর মুজাদ্দিদ সুলভ স্বকীয়তার প্রকাশ ঘটেছে সর্বাধিক। তাসাওউফের পূর্ণাঙ্গ ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এই গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ না হওয়ায় এ দেশের ইসলাহ প্রত্যাশীগণ এর বরকত থেকে এতকাল মাহরূম রয়ে গেছেন। অবশ্য গ্রন্থটির গুরুত্ব অনুধাবনকারী উলামায়ে কেরাম এযাবত মূল গ্রন্থ থেকেই উপকৃত হয়ে আসছেন। এর অসাধারণ প্রভাবের কারণেই হযরত হাফেজ্জী হুজুর রহ. নূরিয়া মাদরাসায় আসাতিযায়ে কেরামের (শিক্ষকদের) মজলিসে আজীবন এ কিতাবের তালিম চালু রেখেছিলেন এবং উর্দূ না জানা এসলাহ প্রত্যাশীদের কাছেও এই কিতাবের কল্যাণ পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যে ওলামায়ে কেরামের অনেকের কাছেই তিনি বলতেন- 'কিতাবটির বাংলা অনুবাদ হওয়া প্রয়োজন।'

https://kitabbhubon.com

যথোপযুক্ত উলামায়ে কেরাম সম্ভবত নিজেদের নানামুখী দীনী ব্যস্ততার কারণে এরজন্য সময় বের করতে পারেন নি। ফলে হযরত হাফেজ্জী হুজুর রহ. দিলের ঐ আকাঙ্ক্ষা দিলে নিয়েই মাহবুবের দরবারে চলে গেছেন।

আমার শায়েখ ও মুর্শিদ আলহাজ্জ আব্দুর রশিদ সাহেব (আল্লাহ্ তাকে নেক হায়াত দান করুন) নিজ পীর হযরত হাফেজ্জী হুজুর রহ. এর ঐ অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার কথা মাঝে মাঝে স্মরণ করতেন এবং অনুবাদ বিষয়ক অন্তরের ব্যাকুলতা প্রকাশ করতেন। একদিন বেশ কয়েকজন খলিফার উপস্থিতিতে তিনি বললেন আমরা খানকায়ে আশরাফিয়া টাঙ্গাইলের পক্ষ থেকে মাওলানা মাসউদ সাহেবকে তারবিয়াতুস সালিক অনুবাদের অনুরোধ করছি। তিনি আরও বলেছিলেন হাফেজ্জী হুজুর রহ. এর কাছে গিয়ে অন্তত বলতে পারব ''আপনার দিলের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে এসেছি। তারবিয়াতুস সালিক বাংলা ভাষার মানুষের হাতে পৌঁছে দিয়ে এসেছি।''

জুলাই ২০০৮ইং এর সেইদিন থেকে নিজের অযোগ্যতার দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে 'আল্লাহ্ওয়ালাদের দিলের তামান্না পূরণ হবে' এবং 'হয়ত এতে নিজের নাজাতের কোনো বাহানা হয়ে যাবে' সেই আশায় বুক বেধে অধম অবিরাম সাদা কাগজের বুক কালো কালিতে এঁকে চলেছি। এভাবেই প্রায় আড়াই বছরে তারবিয়াতুস সালিকের তিন অধ্যায় পর্যন্ত অনুবাদ করার সুযোগ দয়াময় এই অযোগ্যকে দান করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ্। এই জটিল ও দুঃসাধ্য কাজের মধ্যে ভালো ও প্রশংসাযোগ্য কিছু হয়ে থাকলে বুঝতে হবে সেটা সম্পূর্ণই আল্লাহ্র রহমত ও আমার মুর্শিদের দোয়ার বরকত। ত্রুটি বিচ্যুতির সম্পূর্ণ দায় এই অধমের।

https://kitabbhubon.com

তাসাওউফ এর অতীত ও বর্তমান

তাসাওউফ হল এসলাহে নফসের উদ্দেশ্যে ইলমী ও আমলী তারবিয়াত– পরিশুদ্ধি। দিলের মধ্যে সৎ স্বভাবের প্রতিষ্ঠা ও অসৎ স্বভাব (রাযায়েল) ও শাহাওয়াতের (কু-প্রবৃত্তির) মুলোৎপাটন। ইসলামী শরীয়তের আনুগত্য, সকল অবস্থায় আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্টি, প্রতিকূল অবস্থায় সবর ও ধৈর্য্যের প্রতি নিজেকে প্রশিক্ষিত করে তোলা।

তাসাওউফ বলা হয় নফসের হারাম কামনার বিরুদ্ধে নিরন্তর যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া, প্রতিনিয়ত নফ্‌সকে জবাবদিহিতার কাঠগড়ায় তুলে তার করনীয় বর্জনীয় কার্যাবলীর হিসাব নিতে থাকা, কলবকে গাফলাতের সকল ক্ষেত্র থেকে দূরে রাখা, আল্লাহ্‌র পথে সকল বাধা অতিক্রম করা। ঐ সকল ভাব, ভালোবাসা ও ভাবনা থেকে অন্তরকে মুক্ত রাখা যেগুলো আল্লাহ্‌র যিকির থেকে গাফেল রাখে এবং অন্তরকে দখল করে রাখে। (স্বামী, স্ত্রী, সন্তান, সম্পদ ইত্যাদি)

অল্পকথায় তাসাওউফের ব্যাখা দিয়েছেন আবু মুহাম্মদ আল জারিরি রহ. এভাবে– 'তাসাওউফ হল সকল উত্তম স্বভাব গ্রহণ এবং নিকৃষ্ট স্বভাব বর্জন'। তিনি আরো বলেছেন– 'সেটা হল সকল অবস্থার প্রতি তিক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা (প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া) এবং আদব রক্ষা করা।'

তাসাওউফপন্থীদের আদব সম্পর্কে আবূ নছর রহ. বলেন- কলবকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করণ, আসরার ও রহস্যের রেয়াতকরণ, আল্লাহ্‌ ও বান্দার মধ্যকার অঙ্গীকারসমূহ পালন ও সময়ের সৎ ব্যবহার ইত্যাদি।

উপরোক্ত বক্তব্যগুলোর আলোকে বলা যায়, তাসাওউফ হল ইসলামী শরীয়তের প্রাণ ও দীনের নির্যাস।

https://kitabbhubon.com

কোনো কোনো সূফী বলেছেন– 'ইলমে শরীয়ত (বা ফিকহ) ছাড়া ইলমে মারেফাত (বা হাকীকত) বাতিল আর হাকীকত ছাড়া ইলমে শরীয়ত অকর্মা। সুতরাং একজন মুসলিমের জন্য শরীয়ত ও হাকীকত হল একটি পাখির দুটি ডানার সমতুল্য। যার একটি ছাড়াও পাখির জীবন মূল্যহীন।

এই ছিল বিদআত ও অজ্ঞতা বর্জিত, বক্রতা ও ত্রুটিমুক্ত তাসাওউফ। ভেজালমুক্ত, শরীয়াত ও মারেফাতের সমন্বয়কারী জগৎ বিখ্যাত কয়েকজন তাসাওউফের ইমাম হলেন–

১। হযরত হাসান বসরী রহ. (মৃত ১১০ হি.)
২। ইবরাহীম বিন আদহাম রহ. (মৃত ১১৬ হি.)
৩। মা'রুফ আল কারখী রহ. (মৃত ২০১ হি.)
৪। বিশর আল হাফী রহ. (মৃত ২২৭ হি.)
৫। যিন্নুন মিছরী রহ. (মৃত ২৪৫ হি.)
৬। সারী সাকতী রহ. (মৃত ২৫৭ হি.)
৭। জুনাইদ বাগদাদী রহ. (২৯৭ হি.)
৮। ইমাম গাযযালী রহ. (মৃত ৫০৫ হি.)
৯। আব্দুল কাদের জিলানী রহ. (মৃত ৫৬১ হি.)

তারাই ছিলেন আমাদের মহান আকাবির ও অনুস্মরণীয় পূর্বসূরী। উক্ত আকাবির উলামা মাশায়েখদের যুগে হক্কানি পীরের জন্য অপরিহার্য শর্ত ছিল দুটি।

এক– মুরীদদের যোগ্যতা ও মেজাজের বৈশিষ্ট্য অনুধাবনের পূর্ণ দক্ষতা।

দুই– শানে এরশাদ ও তারবিয়াত (প্রভাবসৃষ্টিকারী বয়ান-বক্তব্য ও অন্তরের রোগ-ব্যাধি সংশোধনের বিশেষ যোগ্যতা) পূর্ণাঙ্গরূপে বিদ্যমান থাকা। শানে এরশাদের বিচারে যেই পীর আপন যুগের অন্য পীরদের শীর্ষে থাকেন তাকে বলা 'কুতুবুল এরশাদ'। যেমন

https://kitabbhubon.com

হযরত জুনায়েদ বাদাদাদী রহ. এবং হরত আব্দুল কাদের জিলানী রহ. প্রমূখ।[১]

তারবিয়াতের ব্যাপারে পীরের করণীয় বিষয়ে পড়ুন মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী রহ. এর বক্তব্য। তিনি آداب الشيخ والمريد গ্রন্থে লিখেছেন-

فلابد أن يكون عند الشيخ دين الأنبياء و تدبير الأطباء و سياسة الملو و حينئذ يقال له الاستاذ. و يجب على الشيخ أن لايقبل مريدا حتى يختبره.

অর্থ- শায়েখ বা পীরের জন্য অপরিহার্য এই যে, তার কাছে থাকবে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের দীন, চিকৎসকদের তাদবীর এবং রাজা-বাদশাহের কৌশল। এসবের সমন্বয় ঘটলেই কেবল তাকে আখ্যায়িত করা হবে তারবিয়াতের উস্তায বলে। শায়েখ ও উস্তাদের অপরিহার্য কর্তব্য হল– পরীক্ষা নিরীক্ষা ছাড়া কাউকে মুরীদ হিসেবে কবুল না করা।

উপরোক্ত ইবারাত থেকে বোঝা যায় যে, আকাবিরদের মাকসূদ ছিল এছলাহে নফ্স, এখলাছের সঙ্গে শরীয়তের মামূরাত (নির্দেশ) পালন এবং মানহিয়াত (নিষেধ) বর্জন। আরও বোঝা যায় পীর ও মুরীদের সম্পর্ক হল রোগী ও চিকৎসকতুল্য। ইবরাহীম দাসূকী রহ. এর মন্তব্য দেখুন–

لو ان الفقيه أتى العبادة والمأمورات الشرعية بغير علة كما أمره الله تعالى استغنى عن الشيخ ولكنه أتى العبادات بعلل و امراض فلذلك احتاج إلى طبيب يداويه حتى يحصل له الشفاء.

অর্থ- ফকীহ (শরীয়তের বিধান সম্পর্কে অবগত আলেম) যদি আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশমতো যথার্থরূপে ইবাদত ও শরীয়তের অন্যান্য নির্দেশ পালনে মশগুল থাকতে পারতেন নির্ভুলভাবে

১. তাসাওউফ এর অতীত ও বর্তমান শিরোনাম থেকে এ পর্যন্ত 'রিসালাতুল মুস্তারশিদীন' লেখক আল হারিস আল মুহাসিবী রহ. তাহকীক ও তা'লীক শায়েখ আব্দুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ রহ. এর ২৪,২৫,২৬ ও ২৭ পৃষ্ঠা থেকে কিছুটা সংক্ষেপিত।

https://kitabbhubon.com

তার কোন পীরের প্রয়োজন হত না। কিন্তু বাস্তবতা এই যে, তিনি ইবাদতে মশগুল হলেও থেকে যায় ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অনেক রোগ-ব্যাধি। সে কারণে তারও প্রয়োজন পড়ে এমন চিকিৎসকের (পীরের) যিনি তার এলাজ করবেন আমরায থেকে পূর্ণ শিফা হাসিল হওয়া পর্যন্ত।

আকাবিরদের যুগে এসলাহ ও আত্মশুদ্ধি ছিল একটি স্বতন্ত্র বিষয়। তখন শায়েখ ও পীর হওয়া কেবল তখনই স্বীকৃত হত যখন তিনি ইবাদতের ত্রুটি-বিচ্যুতি, অন্তরের রোগ-ব্যাধি সম্পর্কে এবং ঐসবের এলাজ ও ব্যবস্থাদির সকল পদ্ধতি সম্পর্কে পূর্ণ দক্ষ হতেন এবং মুরীদগণকে ঐসকল বিষয়ে তালীম দিতেন, ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও মুরীদদেরকে স্বাধীন ছেড়ে দিতেন না। এই ছিল আকাবিরদের পীর-মুরীদির ধরণ।

এরপর ধীরে ধীরে অবস্থা এরূপ পাল্টে যায় যে, এসলাহের বিষয়টি প্রায় নিষ্প্রাণ ও নির্জীব হয়ে পড়ে। অন্য সকলের কথা বাদ দিলেও খোদ মুর্শিদগণও এ বিষয়ের হাকীকত সম্পর্কে অজ্ঞ হয়ে পড়েন। চিকিৎসক নিজেই অসুস্থ হলে বা নিয়মমতো চিকিৎসা না দিলে রুগীর সুস্থ হওয়ার আর কী আশা থাকে? এখন হক্কানী পীর হিসেবে পরিচিতদের মধ্যেও এরশাদ ও তারবিয়াত শুধু যিকির ও শোগলের তালীমের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। পীর মাশায়েখগণ ঐ তালীমকেই নিজেদের কর্তব্য স্থির করে নিয়েছেন। আর মুরীদগণও ঐটুকুর পাবন্দি করাকে এবং উহাকে কারণে সৃষ্ট কিছু কাইফিয়াত ও আহওয়ালকেই মনে করে নিয়েছেন যে, 'ওসূল ইলাল্লাহ্ হয়ে গেছে' অর্থাৎ আল্লাহ্কে পেয়ে গেছেন। যদিও অন্তর রয়ে গেছে কিবির, হাসাদ, রিয়া ইত্যাদি আখলাকে মাযমূমায় আচ্ছন্ন।

এসলাহ ও তারবিয়াতের পুনরুজ্জীবন

আল্লাহ্ তাআলার চিরন্তন রীতি এই যে, পরিত্যাক্ত কোন ধারায়

https://kitabbhubon.com

পুনরুজ্জীবনের জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেন আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম, উলামা ও মুজাদ্দিদীনকে। তাঁর সেই ধারাতেই হিজরী চতুর্দশ শতকেও নির্বাচন করেছেন উলামা মাশায়েখকে। যাদের শীর্ষ ব্যক্তিত্ব মুজাদ্দিদুল মিল্লাত মুহউিস সুন্নাহ, কামিউল বিদআহ্ হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. ছিলেন নিসন্দেহে উক্ত শতাব্দির মুজাদ্দিদ, সময়ের গাযযালী এবং উম্মতের রূহানী চিকিৎসক হাকীমুল উম্মত। তাঁর এরশাদ ও তারবিয়াত ছিল মাশায়েখে মুতাকাদ্দিমীনের সমতুল্য। বহুযুগ পর তাসাওউফের অস্পষ্ট হাকীকতের এমন স্পষ্ট ও বিশদ বর্ণনা তিনি দিয়েছেন যাতে হাকীকত অনুধাবনে আর কোন অস্পষ্টতা অবশিষ্ট রয় নি। আমরা জোড়ালো ভাষায় ঘোষণা করতে পারি, যে কেউ চাইলে হযরতের বিভিন্ন কিতাব বিশেষত 'তারবিয়াতুস সালিক' পড়ে কথাটি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। হযরতের প্রায় সকল কিতাবে তাসাওউফ বিষয়টি থাকলেও তারবিয়াতের অমূল্য মণি মুক্তার বহু ভাণ্ডার। আজ পর্যন্ত 'তারবিয়াত' বিষয়ে এমন কোন কিতাব রচিত হয় নি যেখানে তার উসূল, ফুরূ' অর্থাৎ তারবিয়াতের সকল মৌলিক ধারা ও উপধারা বিশদভাবে আলোচিত। সালিকদের সামনে আগত সকল হালতের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ এই গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে চমৎকারভাবে। সেই সাথে সেগুলো সম্পর্কে হযরতের সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম বিশ্লেষণ পাঠককে করবে বিস্ময়ে অভিভূত। এমনিভাবে এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে আ'মাল ও হালাত সম্পর্কে বিভিন্ন স্তরের মানুষের অসংখ্য প্রশ্ন এবং হযরতের জবাবের বিশাল ভাণ্ডার। যেগুলো মনোযোগের সঙ্গে পড়লে এই বিষয়ের সঙ্গে সমঝদার ব্যক্তিবর্গের মুনাসাবাত তৈরি হতে পারে। তারা লাভ করতে পারেন এর হাকীকত সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা। উপরন্তু এখানে পাওয়া যাবে বহুধরনের সামায়েল, প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা আর হযরতের অসাধারণ জ্ঞানদীপ্ত তাহকীক, বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা ও জবাব। যেগুলো কমবেশি প্রত্যেক

https://kitabbhubon.com

ব্যক্তির যাপিত জীবনের সঙ্গে মিলে যাবে। এবং যেগুলো পড়ে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই ফায়সালা দেবেন তার অবস্থা ভালো না মন্দ, সুস্থ না অসুস্থ। কিতাবটিতে রয়েছে মোট নয়টি অধ্যায়। শুরুতে হযরতের নিজের লেখা একটি ছোট্ট ভূমিকা এবং মূল কিতাব ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছু প্রারম্ভিক কথা, যেমন তরীকতের হাকীকত, হুকূকে তরীকত, হযরতওয়ালার শানে এরশাদ ও তারবিয়াতের বৈশিষ্ট্য এবং এমনি ধরণের জরুরী আলোচনা। পাঠকের সুবিধার্তে কিতাবের মোট নয়টি অধ্যায়ের বিবরণ নিচে দেয়া হল–

১ম অধ্যায়- বাইআত ও শায়খের সোহবত
২য় অধ্যায়- আখালাকে হামীদা
৩য় অধ্যায়- আখলাকে রাযীলা
৪র্থ অধ্যায়- আ'মালের বর্ণনা
৫ম অধ্যায়- আহওয়ালের বর্ণনা
৬ষ্ঠ অধ্যায়- যিকির ও শোগলের বিবরণ
৭ম অধ্যায়- স্বপ্ন ও কাশফ সম্পর্কে
৮ম অধ্যায়- ওয়াসওয়াসা সম্পর্কে
৯ম অধ্যায়- বিবিধ বিষয় সম্পর্কে

যারা নিজেকে শুদ্ধ করতে চান, অবশ্যই তাদের এ কিতাবটি পড়া উচিত। বিশেষত যেসব উলামায়ে কেরাম কুরআন-সুন্নাহ ও ইসলামী জ্ঞানে সুপণ্ডিত হতে চান, হাকীমুল উম্মতের গোটা জীবনের তাহকীক ও মুতালাআ, রিয়াযত ও মুজাহাদা, ইলম ও আমল, হাকায়েক ও মাআরিফের নির্যাস এই কিতাব না পড়া তাদের একেবারেই অনুচিত কাজ হবে। সকল পাঠকের খিদমতে এই দুআ ভিক্ষা চাচ্ছি যে, আল্লাহ্ আরহামুর রাহিমীন যেন এই ভিক্ষুককে কাজটি সম্পূর্ণ করার তাওফিক এনায়েত করেন, আমীন।

https://kitabbhubon.com

বাতিল ও বিদআতপন্থী পীর মাশায়েখ

আরো এক প্রকারের তাসাওউফ যুগ যুগ ধরেই এ-জগতে প্রচলিত। যে সকল সুফি বা পীর-মুরীদ কুরআন সুন্নাহর নির্দেশনা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত। ফরয, ওয়াজিব পালন করে না, সুন্নতের ধার ধারে না। যাদের আকীদা-বিশ্বাস কুফরী ও শিরক মিশ্রিত। আমাদের এই বাংলাদেশে অল্প কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া প্রচলিত ও পরিচিত বেশিরভাগ পীর বাতিল ও বিদআতপন্থী। তাদের কারও কারও এমন বক্তব্য পাওয়া যায় যা কোরআন সুন্নাহ বিরোধী। হযরত হাকীমুল উম্মতের এই গ্রন্থ বাতিল পীরের মুখোশ উম্মোচন করে সত্য সন্ধানীদের জন্য বর্ণনা করেছেন খাঁটি পীরের আলামতসমূহ।

পীর মুরীদির বিরুদ্ধে অপপ্রচার

বাংলাদেশে ব্যাপকহারে বাতিল পীরদের রমরমা ব্যবসা চলছে এবং প্রকাশ্যে সহজ-সরল মসুলমানদের ঈমান ধ্বংস করা হচ্ছে এ-কথা যেমন সত্য একইভাবে সত্য এ-কথাটিও যে, এখানে বাতিল পীরদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করতে গিয়ে হক্কানী পীরদের বিরুদ্ধেও বিষোদগার ও অপপ্রচারের আশ্রয় নেওয়া হয়। অথচ ইসলাম সর্বদাই সিরাতে মুস্তাকীম বা ভারসাম্যপূর্ণ পন্থার অনুসরণ করতে বলে। আল কোরআন বলে– অর্থ 'একের (দোষের) বোঝা অন্যের ঘারে চাপানো যাবে না।' তাহলে কেন বাতিল পীরদের বিভ্রান্তির আলোচনার পাশাপাশি হক্কানী পীরদের হক প্রচেষ্টার প্রশংসা করা হয় না? অথচ তারা নিজেদের মুরীদদেরকে কঠোরভাবে দীন ও শরীয়তের হুকুম পালনে, বিদআত উৎখাতে, বিদআতীদের থেকে দূরে রাখার মুজাহাদায় সর্বদা তৎপর থাকেন। নিশ্চয়ই এ-ব্যাপারে তাদের প্রশংসা ও মূল্যায়ন হওয়া উচিত।

https://kitabbhubon.com

পীর ও ওলীগণ নিষ্পাপ নন

অতীত ও বর্তমানের কোনো পীর বুযুর্গ এমনকি উল্লেখিত জগতবিখ্যাত ওলীগণেরও কেউই মাসুম বা নিষ্পাপ নন। কেউই ভুল-ত্রুটির উর্দ্ধে নন। নিষ্পাপ শুধু কেবল আম্বিয়া কেরাম আলাইহিমুস সালাম। এতএব, ওলীদের কোনো ভুল ভ্রান্তি হওয়া 'অসম্ভব' বলে বিশ্বাস করা যাবে না। কারও কোনো ভুল-ত্রুটি জানা গেলে ভুলকেই সঠিক বলে জেদ করা যাবে না। আবার কারও কোনো ভুলের কথা জানা মাত্রই তার শানে কোনো বেআদবীও করা যাবে না। ইসলামের দেওয়া আদবের শিক্ষা ও মুসলমানী আখলাক দ্বারা সংশোধন করতে হবে।

প্রিয় পাঠক,

তারবিয়াতুস সালিক কিতাবটি খুব কঠিন বলে প্রশিদ্ধ। অনেক ক্ষেত্রে পাঠোদ্ধার করাই কঠিন। মর্মোদ্ধার করা আরও কঠিন। কারণ মূলত কিতাবখানি এসলাহী চিঠি ও জবাবের সংকলন। এটা হযরতের স্বতন্ত্র কোনো রচনা নয়। চিঠির লিখকগণ লিখার সময় হযরত থানভী রহ. এর তিক্ষ্ণ মেধার কথা ভেবেই সংক্ষেপে বা ইশারা করেই ক্ষান্ত হয়েছেন। হযরত থানবী রহ.ও একই রকম সংক্ষিপ্ততা ও ইশারার আশ্রয় নিয়েছেন। লেখক ও পাঠকের বোধগম্যতাই আসল উদ্দেশ্য। অন্য কারোর বোঝা না বোঝার বিষয়টি কারোরই উদ্দেশ্য ছিল না। ফলে পরবর্তীদের জন্য যথেষ্ট জটিল হয়ে পড়েছে কিতাবটি।

আমি অনুবাদের কাজ করতে গিয়ে জটিলতার মুখোমুখি হয়ে আশপাশে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে কোথাও কাউকে খুঁজে পাই নি। কারণ আমার আবাসস্থল কুষ্টিয়াতে, যেখানে লালন ও রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ পাওয়া গেলেও বিশেষজ্ঞ উলামা পাওয়া যায় না। শেষে আশ্রয় নিয়েছি তাঁর কাছে, যার ইশারা আমার জন্য নির্দেশ

https://kitabbhubon.com

সমতুল্য। তিনি আমার মুর্শিদ, তিনি বলেছেন 'যেখানেই জটিলতা বোধ করবেন দু-রাকাত নামায পড়ে আল্লাহ্‌র কাছে দুআ করবেন। আমিও দুআ করছি।' (আল্লাহ্ হুযূরকে ছিহহত ও আফিয়াত দান করুন। আমীন।) হুযূরের সেই বুদ্ধি আর দুআতেই আল্লাহ্‌র মেহেরবাণী হয়েছে। এই পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয়েছে। অনুবাদকে মূলানুগ করা এবং অল্প লেখাপড়া জানা লোকদের জন্যও বোধগম্য করার চেষ্টা ছিল অধমের মধ্যে সর্বাধিক। উচ্চশিক্ষিত পাঠকদের নিকট সবিনয় আরয, দয়া করে ভাষাগত ত্রুটি-বিচ্যুতি কিংবা অন্য যে কোনো অসঙ্গতি ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন। যে কোনো অসঙ্গতি আমাদের জানালে আমরা উপকৃত হব এবং পরবর্তীতে শুধরে নিতে পারব ইনশাআল্লাহ্।

রাহনুমা প্রকাশনী ইসলামী পুস্তক প্রকাশনার জগতে একটি নতুন নাম। রাহনুমা হাকীমুল উম্মতের আত্মশুদ্ধির এই কিতাব তারবিয়াতুস সালিক দিয়ে শুরু করল তার নব যাত্রা। আরহামুর রাহিমীন আল্লাহ্ এই প্রকাশনা সংস্থাকে কবুল করুন। তার অগ্রগতি হোক এই কামনা করি। মূল কিতাবের মতো অনুবাদকেও আল্লাহ্ তাআলা কবুল ও মকবুল করুন। সকলকেই এর মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির তাওফীক দান করুন। আমীন, ছুম্মা আমীন।

বিনীত–

মাসউদুর রহমান
কমলাপুর, কুষ্টিয়া।
মোবাইল ঃ ০১৭২৩-২২১১৪৫

https://kitabbhubon.com

হযরত থানভী রহ. এর ভূমিকা

মহান আল্লাহ্‌র প্রশংসা এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদের পর, আল্লাহ্ তাআলা এরশাদ করেন- ولكن كونوا ربانيين (কিন্তু তোমরা হয়ে যাও রব্বানী- আল্লাহ্ওয়ালা)। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন 'রব্বানী' সেই ব্যক্তি যিনি বড় বড় বিষয়ের পূর্বে ছোট ছোট বিষয় শিখিয়ে মানুষের তারবিয়াত করেন।

উপরোক্ত তাফসীরের ভিত্তিতে আয়াতটি যোগ্যতা অনুসারে দীনী তারবিয়াতের কাজকে ব্যাধ্যতামূলক নির্দেশ (মামূরবিহী বা জরুরি) বলে প্রমাণ করছে। যেই দীনী তারবিয়াতের বহু ও বিভিন্ন শাখার মধ্যে বিশেষ এক প্রকার তারবিয়াত ইলম ও আমলসহ প্রায় সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে যেতে বসেছে। সেটা হল আত্মার পরিশুদ্ধি ও সংস্কার (তারবিয়াতে বাতেন)। আত্মার স্তর ও অভিব্যক্তিসমূহ (মাকাম ও আহওয়াল) কার্য ও প্রতিক্রিয়াসমূহ (আফআল ও আছার) ভাবাবেগ ও সংশয়সমূহ (ওয়ারেদাত ও খাতরাত) ইত্যাদি সকল অবস্থার আলোকে আত্মার পরিশুদ্ধি, পরিমার্জন, পরিচর্যা ও সংশোধন কার্যক্রম মুসলিম উম্মাহর মাঝ থেকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিদায় নিয়েছে। অভিজ্ঞতা বলে যে, উপরোক্ত সকল দিক বিবেচনায় রেখে আত্মার পরিচর্যা না করলে আত্মার সংশোধন সম্ভব নয়। ওইগুলোকে বাদ দিয়ে অনেক পীর ও মুরীদ যাকে ইসলাহ মনে করেন সেটা আসলে ইসলাহ নয়, সেটা হালতে মাকসূদা (কাঙ্ক্ষিত অবস্থা)ও নয়।

আলহামদুলিল্লাহ্ মহান দুই শেখ হযরত মাওলানা মুর্শিদুনা আলহাজ্জ হাফেয শাহ্ মুহাম্মদ ইমদাদুল্লাহ্ থানভী ও মুহাজিরে মক্কী এবং তার প্রধানতম খলিফা হযরত মাওলানা হাফেয আলহাজ্জ রশীদ আহমাদ সাহেব গঙ্গোহী রহমাতুল্লাহি আলাইহিমার বরকতপূর্ণ সোহবতে উপস্থিত থাকা এবং জীবনের সর্বাধিক সময় উভয়ের সঙ্গকে আঁকড়ে ধরে থাকার বদৌলতে

https://kitabbhubon.com

উপরোক্ত পরিচর্যা ও পরিশুদ্ধির (তারবিয়াতের) যে বিশুদ্ধ নীতিমালা শুনেছি এবং বুঝেছি, সেই নীতিমালা নিজের এবং অন্য তালিবদের (মুরীদদের)ও ভুল-ভ্রান্তি থেকে উদ্ধারকারী, পেরেশানি ও কষ্ট থেকে রক্ষাকারী, প্রকৃত গন্তব্যের দিশা দানকারী এবং আত্মার সুস্থতা ও একাগ্রতা প্রদানকারী সাব্যস্ত হয়েছে। ফলে আমার মনও চেয়েছে এবং পাশাপাশি কতিপয় বুযুর্গদোস্ত আহবাবও উৎসাহ যুগিয়েছেন যে, এই ধরনের যে-সকল চিঠিপত্র আমার কাছে আসে এবং সেগুলোর যে-জবাব পাঠানো হয় সেগুলো প্রকাশ ও প্রচার করা হলে আক্রান্ত ব্যক্তিবর্গের জন্য অত্যন্ত উপকারী ও কার্যকর দস্তুরুল আমল তৈরি হয়ে যাবে, সুতরাং সেই লক্ষ্য নিয়েই ১৩২৯ হিজরীতে শুরু করা হয় সেই সংকলনের ধারাবাহিকতা, আল্লাহ্ তাআলার কাছে প্রাণভরে দুআ করছি এবং এর নাম রাখছি 'তারবিয়াতুস সালিক ওয়া তানজিয়াতুল হালিক'। এই সংকলনের প্রশ্ন ও উত্তরগুলোকে প্রশ্ন এবং জবাব শিরোনাম দেয়া হয়েছে। অনেকে নিজেদের বিভিন্ন হাল ও অভিব্যক্তি জানিয়েছেন যেগুলোর উপর মতামত প্রকাশ করা হয়েছে, সেইগুলোকে এখানে আলোচনা করা হয়েছে হাল ও বিশ্লেষণ শিরোনামে।

সত্য বটে যে, এই সংকলনের বিষয়বস্তুগুলো সুক্ষ্ম এবং সুখপাঠ্য নয় তবে এটাও ভুলে যাওয়া উচিৎ নয় যে, ডাক্তারী প্রেসক্রিপশনে কোনো জটিল কথা কিংবা জ্ঞানের কোনো গুপ্ত ভাণ্ডার থাকে না এবং তাতে কেউ উল্লাসিতও হয় না। এই সংকলনের সুক্ষ্ম ও জটিল বিষয়গুলোকে স্থানান্তর করা হয়েছে 'ইমদাদুল ফাতাওয়া' গ্রন্থে। আর ইমদাদুল ফাতাওয়ার যে বিষয়গুলো এই সংকলনের উপযোগী, সেগুলোকে এখানে সন্নিবেশিত করা হয়েছে, পাঠকের সুবিধার জন্য প্রতিটি বিষয়ের শেষে পৃথক শিরোনাম দেওয়া হয়েছে এবং একই বিষয়ের বিভিন্ন চিঠি ও হাল ইত্যাদিকে আলাদা আলাদা করে বর্ণনা করা হয়েছে।

আশরাফ আলী উফিয়া আনহু

https://kitabbhubon.com

সূচীপত্র

তরীকত বা তাসাওউফের হাকীকত

সুলূক বা তাসাওউফের সারমর্ম নিম্নরূপ-..... ৩১
হুকূকে তরীকত (তরীকতপন্থীদের করণীয়)..... ৩৩
পীরে কামেল চেনার উপায়..... ৩৭
শরীয়ত, তরীকত, মা'রেফাত ও হাকীকতের ব্যাখ্যা..... ৩৯
ইলমুল ইয়াকীন, আইনুল ইয়াকীন ও হাক্কুল ইয়াকীন এর ব্যাখ্যা..... ৪০
মুতাকাদ্দিমীন এবং মুহাক্কিকীন এর সাধনা পদ্ধতির পার্থক্য এবং
মুহাক্কিকগণের পদ্ধতির প্রাধান্য..... ৪০
উপকৃত হওয়ার জন্য পীর ও মুরীদের রুচি অভিন্ন হওয়া শর্ত এবং
হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী রহ. এর ব্যতিক্রমী সংশোধনী রুচি..... ৭৪

প্রথম অধ্যায়

পীরের সোহবত ও বাইআতের বর্ণনা

বাইআতের উদ্দেশ্য দীনদারীর সংশোধন..... ৮০
যে পীরের অধিকাংশ মুরীদ বেনামাযী তিনি পীর হবার অযোগ্য..... ৮১
বেলায়াত (অলীত্ব) দান করা পীরের এখতিয়ারে নয়..... ৮১
কবীরা গুনাহের কারণে বাইআত বাতিল হয় না..... ৮১
মুরীদের উচিৎ পীরের নিকট খারাপ অবস্থাও প্রকাশ করা..... ৮১
গুনাহের প্রতি ঘৃণা তৈরি হওয়ার পদ্ধতি সোহবত..... ৮২
মুর্শিদের সঙ্গে দূরত্ব না রেখে উপকৃত হতে হবে..... ৮২
শরীয়ত অমান্যকারী পীরের মুরীদ হওয়া জায়েয নেই..... ৮৪
তাকমীল ও পূর্ণতার আলামত..... ৮৪
বাইআতের (মুরীদ করার) অনুমতি এবং যোগ্যতার শর্ত..... ৮৪
নেসবত একটিই তবে... ..... ৮৫
নেসবত 'সল্‌ব' হয় না..... ৮৬
মুজাহাদা-সাধনা ছাড়াও নেসবত হাসিল হয়..... ৮৬
সাহেবে নেসবত চেনার পদ্ধতি..... ৮৭
সুলূকের চূড়ান্ত পর্যায় প্রাথমিক পর্যায়ের মতো..... ৮৭
'নেসবত' এবং 'রেযা' এর পার্থক্য..... ৮৭
পীরের তাওয়াজ্জুহের প্রভাব..... ৮৮

https://kitabbhubon.com

বেলায়াতের অর্থ..... ৮৮
আমলের এসলাহ করা ওয়াজিব কিন্তু এটা বাইআতের
উপর নির্ভরশীল নয়..... ৮৮
বুযুর্গদের হালত গুরুত্বসহ পাঠ করা শেখের সোহবতের সমতুল্য..... ৯০
শেখের সোহবতের প্রয়োজনীয়তা..... ৯০
পীর মুর্শিদের দানের অর্থ..... ৯২
প্রত্যেক ব্যক্তির তারবিয়াত হয় তার যোগ্যতা অনুসারে..... ৯২
নেককার লোকদের সঙ্গে উঠা-বসা করা উপকারী..... ৯৩
ভয়ের চিকিৎসা এবং তাসাওউরে শেখ..... ৯৩
নিজেই চিকিৎসা পদ্ধতি নির্ণয় করা মুরীদের জন্য অন্যায়..... ৯৪
সিলসিলায়ে এমদাদিয়ার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্বাতন্ত্র..... ৯৫
পীরের অভ্যাসগত আচরণের অনুসরণ..... ৯৫
পীরের সোহবতের আকাঙ্ক্ষা ও পত্র যোগাযোগ সোহবতের মতোই..... ৯৭
মাশায়েখদের প্রতি সূরা ইখলাসের ঈসালে সাওয়াব..... ৯৭
কাউকে দ্রুত মুরীদ করে নেওয়া না নেওয়া পীরের আগ্রহের
উপর নির্ভরশীল..... ৯৮
কোনো হালত না হওয়ার সংবাদও পীরকে জানানো কল্যাণকর..... ৯৯
নিজের শেখ (পীর) সম্পর্কে কী এ'তেক্বাদ রাখা উচিত..... ৯৯
নামাযে ইচ্ছাকৃত পীরের কল্পনা ক্ষতিকর..... ১০০
বাইআত হবার মুনাসিব তরীকা..... ১০০
মুতাআল্লিকীনকে তিরস্কার ও নিন্দা করা মুরব্বির দায়িত্ব..... ১০১
মুরীদের জন্য পীরের কাছে সম্পূর্ণ সমর্পিত হওয়া জরুরি..... ১০২
মুরীদ না করার কারণে পীরের প্রতি অহঙ্কার ও অসন্তোষের চিকিৎসা..... ১০৩
সংশোধনের উদ্দেশ্যে মুরীদকে বাতেনি রোগ সম্পর্কে সজাগ করা..... ১০৬
নিজের এলেমকে পর্যাপ্ত মনে করা মুরীদের জন্য নিন্দনীয়..... ১১২
পীরের মধ্যে দিব্য শক্তির ধারণা করা পছন্দনীয় নয়..... ১১৩
পীরের মহব্বত সফলতার চাবিকাঠি..... ১১৩
খোদরাঈ (আত্মমত) তরীকতের মধ্যে নিন্দনীয়..... ১১৪
নফসের মুহাসাবা এবং পীরকে অবগতি প্রদান..... ১১৭
পীরের কাছে নিজের অবস্থা জানানো উপকারী..... ১১৭
পীরের মহব্বত তরীকতের মধ্যে খুবই উপকারী..... ১১৭
পীরের খেদমতে হাদিয়া পেশ করা..... ১১৮
পীরের লেবাস-পোশাক দ্বারা বরকত লাভ করা..... ১১৮
অযীফা সহজ করার আবেদন বাহুল্য ব্যাপার..... ১১৯

https://kitabbhubon.com

পীরের প্রতি সুধারণা পোষণ উপকারী..... ১২০
ইত্তেবায়ে শেখের আবশ্যকতা..... ১২০
পীরের তাওয়াজ্জুহ মানে কী..... ১২১
তরীকতের উসূল (রীতি-নীতি) জানার উদ্দেশ্য..... ১২১
উদ্দেশ্য বুঝার আগেই বাইআত হওয়া উচিৎ নয়..... ১২১
পীরের কাছাকাছি থাকা এবং দূরে থাকার মধ্যে ব্যবধান..... ১২৩
ইত্তেবায়ে শেখের অর্থ ও উদ্দেশ্য..... ১২৩
আবদিয়াতের আলামত ও সুন্নতের বিস্তৃতি..... ১২৪
পীরের সঙ্গে রূহানী নৈকট্যের সুরতহাল..... ১২৬
কাজ কম হলেও পীরের সোহবত উপকারী..... ১২৬
সফলতার পূর্বাভাস..... ১২৭
পীরের মৃত্যুর পর অন্য পীরের মুরীদ হওয়া..... ১৩০
পীরের কাছে এমন কোনো আবেদন করা অনুচিত যার
মাধ্যমে নিজের রায় প্রকাশ পায়..... ১৩৫
আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্ক শুরু হওয়ার লক্ষণ..... ১৩৫
সোহবতের বারাকাত..... ১৩৬
বাইআতের (মুরীদ করার) অনুমতি..... ১৩৭
চিঠির অনুরোধে পীরকে সালাম না জানানো অপরাধ নয়..... ১৩৯
নিজেই লাভ-ক্ষতির প্রস্তাব করা মুরীদের জন্য বেয়াদবী..... ১৩৯
মুনাসাবাত ছাড়া বাইআত উপকারী নয়..... ১৩৯
কোনো বিশেষ অযীফা বা শোগলের আবেদন করা বেয়াদবী..... ১৪১
পীরের মহব্বত..... ১৪১
পীরের জরুরত এবং তাঁর কাছে অবস্থানের শর্ত..... ১৪২
তরীকতের মধ্যে নিজেকে সমর্পিত করে দেওয়া প্রধান শর্ত..... ১৪৫
নিসবত ইলক্বা করার পদ্ধতি..... ১৪৬
শয়তান কর্তৃক পীরের আকৃতি ধারণ না করা সর্বক্ষেত্রে
নয় অধিকাংশ ক্ষেত্রের ব্যাপার..... ১৪৬
পীরের ভালোবাসার মাধ্যম রাসূলের ভালোবাসা..... ১৪৭
রিসালা আলইয়াম্ম ফিস্‌সাম্ম (তাসাওউফ মহাসিন্ধু এক বিন্দুতে)..... ১৪৮
আল্লাহ্, রাসূল এবং পীরের ভালোবাসার জন্য দুআ..... ১৪৮
আত্মশুদ্ধির মহাসাগর সুঁইয়ের ছিদ্রে..... ১৪৯
আমলের ইসলাহ বাইআত, যিকির ও শোগলের চেয়ে অধিক জরুরি..... ১৪৯
হালত জানানোর এবং পীরের অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা..... ১৪৯
একজন খলিফার নিজেকে দীনের খিদমত থেকে সরিয়ে নেয়া..... ১৫৬

https://kitabbhubon.com

পীরের ইজাযত ছাড়াই তা'লীমের অনুমতি প্রাপ্ত হওয়া..... ১৫৬
ইজাযত প্রাপ্তির (খলিফা হওয়ার) শর্ত..... ১৫৭
পীরের সোহবতে থাকা জরুরি..... ১৫৮
মুরীদের রায় ও মত প্রদানের অধিকার নেই..... ১৫৯
পীর ছাড়া অন্য কাউকে মা'মূলাত-এর কথা জানানো যাবে না..... ১৬০
পীরকে অন্যের মাধ্যমে সংবাদ পৌঁছানো উচিৎ নয়..... ১৬১
পীরের বৈঠকখানার দিকে থুথু না ফেলা..... ১৬২
পীরকে হাদিয়া প্রদানের শর্ত..... ১৬২
মুনাসাবাত ও সার্বিক মিলের পর বাইআত করা..... ১৬৪
পীর ও মুরীদের মধ্যে মুনাসাবাত জরুরি..... ১৬৪
নতুন করে বাইআত..... ১৬৬
মুরীদ করতে আখলাক জানতে হবে তালীম করতে নয়..... ১৬৬
পীরের কাছে থাকতে হলে শর্ত..... ১৬৭
মুরীদ করার পূর্বশর্ত যোগ্যতা..... ১৬৮
মুরীদ হওয়ার আবশ্যকতা..... ১৬৮
পীরের সঙ্গে মিল না হওয়ার আলামত..... ১৬৯
পীরকে ভালোবাসা আল্লাহ্‌কে ভালোবাসার আলামত..... ১৭০
পীরের প্রতি মহব্বত ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের
প্রতি মহব্বত সৌভাগ্যের চাবিকাঠি..... ১৭১
পীরের মহব্বত..... ১৭১
পীরের প্রত্যেক মন্দ প্রভাব মুরীদের উপর হবে না..... ১৭৬
পীর থেকে উপকৃত হওয়ার শর্ত..... ১৭৭
বাইআতের মধ্যে তাড়াহুড়া না করা উচিৎ..... ১৭৭
অযোগ্য ব্যক্তির প্রতি অন্যকে মুরীদ করার নিষেধাজ্ঞা..... ১৭৮
পীরের বিরুদ্ধে আপত্তি উঠানো মাহরূম হওয়ার কারণ..... ১৮০
পীরের সোহবত ও লিখিত নির্দেশনার (তালীমের) উপকারিতা..... ১৮০
শরীয়ত বিরোধী কারো হাতে বাইআতের শপথ করলে
ভেঙ্গে ফেলা ওয়াজিব..... ১৮২
বাইআত ভাঙ্গার তরীকা..... ১৮২
তারবিয়তের পন্থা বহু ও বিভিন্ন..... ১৮২
পীরের ধমকী ও তিরস্কার..... ১৮৪
রুহানী চিকিৎসা একই পীরের নিকট করানো উচিৎ..... ১৮৫
আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্তি বাইআতের উপর নির্ভরশীল নয়..... ১৮৬
মুরীদ হওয়ার শর্তসমূহ..... ১৮৭

https://kitabbhubon.com

ইসলাহে বাতেনের জন্য পীরের জরুরত..... ১৮৮
ইসলাহে নফসের জন্য পীরে কামেলের আবশ্যকতা..... ১৯১
পীরের সঙ্গে মুনাসাবাত তৈরি হওয়ার পন্থা..... ১৯১
পীরের সোহবতের প্রয়োজনীয়তা..... ১৯৩
বিনা চেষ্টায় কলবের উপর পীরের আকৃতি ফুটে উঠা নেয়ামত..... ১৯৫
নিসবতে বাতেনিয়্যার সূচনা..... ১৯৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

আখলাকে হামীদার বর্ণনা

নির্জনতা, ভ্রমণ এবং তাওয়াক্কুল ও তাদবীর..... ১৯৬
আল্লাহ্ ও রাসূলের মহব্বত লাভের এবং গায়রুল্লাহর
মহব্বত দূর করার পন্থা..... ১৯৭
খুশূ' তৈরি হওয়ার পন্থা..... ১৯৭
মহব্বতের আলামত..... ১৯৮
আল্লাহ্র ভালোবাসা এবং পীরের ভালোবাসা প্রবল হওয়া..... ২০০
আলামাতে আবদিয়াত বা দাসত্তের চিহ্ন..... ২০২
মহব্বত ও আবদিয়াতের লক্ষণ..... ২০৩
তাওয়াক্কুল..... ২১০
হযরত থানভী রহ. এর একজন খলিফার চিঠি..... ২১৪
তওবার তাওফীক পাওয়া সফলতার লক্ষণ..... ২১৮
যিকিরের মধ্যে উন্নতি করা..... ২১৮
রিযায়ে হক হাসিল করার পন্থা..... ২১৮
আসল মাকসাদ তাআল্লুক মাআল্লাহ্ বৃদ্ধি পাওয়া..... ২১৯
তাওহীদের গালাবা বা প্রাধান্য..... ২১৯
আবদিয়াত ও নুযূল কামেলের আলামত..... ২২১
সদাচরণের উদ্দেশ্য..... ২২২
সত্য উপলব্ধির আলামত..... ২২২
খাশ্য়াতের আছর..... ২২৩
তাফবীয ও তাওয়াক্কুলের গালাবা..... ২২৪
তাআল্লুক মাআল্লাহ্র সামনে লতীফা– নূর এসবের কোনো মূল্য নেই..... ২২৫
কলবী ইসলাহ..... ২২৫
বিনয় ও কৃতজ্ঞতার প্রাধান্য..... ২২৬
যুহদ ও দুনিয়া বিমূখতার লক্ষণ..... ২২৭
আক্বলী খাওফ (মানসিক ভীতি) এর জরুরত..... ২২৭

https://kitabbhubon.com

দুআ বা দাওয়া রেযা বিল কাযা এর বিপরীত নয়..... ২২৮
দূরত্বের আকৃতিতে নৈকট্য..... ২৩০
আল্লাহ্‌র ভালোবাসা ও রাসূলের ভালোবাসায় যুগলবদ্ধতা..... ২৩১
বিনয়ের প্রাবল্য, রহমতের প্রশস্ততা ও আল্লাহ্‌র মহত্ব..... ২৩১
যথার্থ তওবার আলামত..... ২৩২
আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছার হাকীকত..... ২৩২
আখিরাতের ভয় কাঙ্ক্ষিত..... ২৩৩
ইসলাহে বাতেন যেটুকু ফরয..... ২৩৩
তরীকতের মূল লক্ষ্য 'নিসবত' সম্পর্কে বিশ্লেষণ..... ২৩৪
আল্লাহ্‌র জন্য প্রবল ক্রোধ..... ২৪১
বিনয় অন্যতম ঈমানী গুণ..... ২৪১
হুযূর ও খুলূছের (একাগ্রতা ও নিষ্ঠার) বিভিন্ন স্তর..... ২৪১
মহব্বতের বিভিন্ন রঙ ও ধরণ..... ২৪২
নিসবতের বিভিন্ন প্রকার..... ২৪২
আদবের জয় ও প্রাধান্য..... ২৪৩
তাওয়াযু' ও বিনয়ের আছর সমূহ..... ২৪৪
তওবার আবশ্যকতা..... ২৪৫
রিযা বিল কাযা..... ২৪৫
নেয়ামতের শুকরিয়া..... ২৪৬
আল্লাহ্ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বতের ক্রমবিন্যাস...২৪৬
নির্জনতার লাভ..... ২৪৬
আদব এবং তাকাল্লুফের পার্থক্য..... ২৪৭
তওবা কবূল না হওয়ার বিশ্বাস নিন্দনীয়..... ২৪৭
খাশ্‌য়াতের আছর..... ২৪৮
ইশ্‌কে ইলাহীর পথ..... ২৪৮
আল্লাহ্‌কে ভালোবাসা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে
ভালোবাসা উভয়টি পরস্পর সংযুক্ত..... ২৫১
বিনয় ও তাওয়াযু'র আছর..... ২৫২
আল্লাহ্‌র জন্য দোস্তি ও তাঁরই জন্য দুশমনীর প্রাধান্য..... ২৫৪
আবদিয়াত আসল মাকসূদ..... ২৫৪
ভারসাম্য প্রয়োজন..... ২৫৭
আল্লাহ্‌র জন্য প্রেম আল্লাহ্‌র প্রতি প্রেম হিসাবে বিবেচিত..... ২৫৭
তাওহীদ, ফানা ও আবদিয়াতের প্রাবল্য..... ২৫৮
একাগ্রতা ও মহব্বত অর্জনের পন্থা..... ২৮০

https://kitabbhubon.com

রিযা বিল কাযা..... ২৮০
আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছার উপায়সমূহ..... ২৮২
আল্লাহ্‌র প্রতি তাওয়াজ্জুহ অর্জনের পন্থা..... ২৮২
হায়া ও লজ্জাশীলতার প্রভাব..... ২৮২
খুশূ' এর হাকীকত..... ২৮২
আল্লাহ্‌র জন্য দুশমনির প্রভাব..... ২৮৩
আল্লাহ্‌র মহব্বত অর্জনের উপকরণ..... ২৮৪
খুশূ' ও খুলূছ অর্জনের পন্থা..... ২৮৫
শোকরের হাকীকত..... ২৮৬
শোকর অর্জনের পন্থা..... ২৮৬
যোহদ অর্জনের পদ্ধতি..... ২৮৬
সততা ও ইখলাসের হাকীকত এবং অর্জনের তরীকা..... ২৮৭
ইখলাস এবং খূশূ' খুযূ'র মধ্যে পার্থক্য..... ২৮৭
রিযা বিল কাযার হাকীকত ও অর্জনের পদ্ধতি..... ২৮৯
মুস্তাহাব তাওয়াক্কুল হাসিলের তরীকা..... ২৯০
সবরের হাকীকত এবং বিশদ ব্যাখ্যা..... ২৯০
আবদিয়াত ও দাসত্বে প্রভাব..... ২৯১
ইশকের উপর হুব্বে আকলীর ফযীলত বিশ্লেষণ..... ২৯২

তৃতীয় অধ্যায়

আখলাকে রাযীলার বর্ণনা

গুনাহ থেকে বাঁচার উপায় হিম্মত ও ইস্তিগফার..... ২৯৪
বেশি কথা বলার চিকিৎসা..... ২৯৪
গীবত ও অনর্থক কথা থেকে বিরত থাকার পন্থা..... ২৯৪
সাহসহীনতার চিকিৎসা সাহস..... ২৯৪
হারাম দৃষ্টির প্রতিকার..... ২৯৬
গর্ব ও অহংকারের এলাজ..... ৩০৮
আনন্দ ও প্রশান্তি উজব নয়..... ৩০৯
ইশ্‌ক এর এলাজ..... ৩০৯
অধিক কথা বলার এলাজ..... ৩১১
তওবা ভঙ্গের এলাজ..... ৩১১
নাজায়েয ইশকের এলাজ..... ৩১২
রিয়া বা লোক দেখানির এলাজ..... ৩২০
রিয়া বা লোক দেখানোর হাকীকত..... ৩২১

https://kitabbhubon.com

দ্রুত রেগে যাওয়ার এলাজ..... ৩২৩
ক্রোধের এলাজ..... ৩২৪
আমরোদ পূজা এবং ফারায়েয ত্যাগের এলাজ..... ৩২৮
তোষামোদ নিষিদ্ধ..... ৩৩০
আমল ছুটে যাওয়ার কারণে রাগ..... ৩৩১
শাহওয়াতের এলাজ..... ৩৩১
অপ্রয়োজনীয় সম্পর্ক বর্জনের তাদবীর..... ৩৩১
সম্পদের মোহ ও এলাজ..... ৩৩২
বিনা প্রয়োজনে নামের শেষে নিসবত লেখা নিন্দনীয়..... ৩৩৩
ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করার ফযীলত..... ৩৩৩
গুনাহকে ক্ষতিকর না মনে করা শয়তানি চক্রান্ত..... ৩৩৪
অপ্রয়োজনীয় দুনিয়াবি ব্যস্ততার এলাজ..... ৩৩৪
গুনাহের ওয়াস্ওয়াসার এলাজ এবং নফসের মুহাসাবা..... ৩৩৫
হুব্বে দুনিয়ার এলাজ..... ৩৩৬
সন্দেহযুক্ত মাল থেকে দূরে থাকা..... ৩৩৬
অনর্থক কথা ও কাজ থেকে দূরে থাকা..... ৩৩৭
কথার কর্কষতার এলাজ..... ৩৩৭
রিয়া এখতিয়ারী বিষয়..... ৩৩৭
মুক্তাদীগণের রেয়াত করা রিয়া নয়, রিয়ার বিভিন্ন অবস্থাকে এর
উপর কিয়াস করা সহীহ নয়..... ৩৩৮
রিয়ার অশঙ্কা থেকে বাঁচা জরুরি নয়..... ৩৪০
তাকাব্বুর এর হাকীকত..... ৩৪০
রাগের হালতে কোনো পাপীকে ঘৃণিত ভাবার এলাজ..... ৩৪৩
সৌন্দর্য পূজার এলাজ..... ৩৪৩
অন্যের ত্রুটি খোঁজার এলাজ..... ৩৪৪
মুসলিম পরিবারে জন্মলাভ বিরাট নেয়ামত..... ৩৪৪
কথা ঘোরানো ব্যাখ্যা দাঁড় করা তালিবের জন্য বিশেষ ক্ষতিকর..... ৩৪৫
ভুল স্বীকার না করার এলাজ..... ৩৪৬
ইনসান সকল দোষ-ত্রুটির প্রতি আকলী ঘৃণার মুকাল্লাফ..... ৩৪৭
গুনাহের প্রতি আগ্রহ, ইবাদাতে অলসতা এবং বুযুর্গদের
প্রতি খারাপ ধারণার এলাজ..... ৩৪৭
গায়রুল্লাহ্র মহব্বতের এলাজ..... ৩৪৮
গর্ব, অহঙ্কার ও রিয়ার এলাজ..... ৩৪৯
যেই ক্রোধ দোষণীয় নয়..... ৩৪৯

https://kitabbhubon.com

রিয়ার হাকীকত এবং নির্মূলের উপায়..... ৩৫১
উজব, হাসাদ ইত্যাদির এলাজ..... ৩৫২
আত্মগর্ব ও অহঙ্কারের এলাজ..... ৩৫৩
ক্ষতিকর সোহবত থেকে দূরে থাকা..... ৩৫৫
নফসের কৃপণতার এলাজ..... ৩৫৬
গীবত, অনর্থক কথা, কিবির ও লোভের এলাজ..... ৩৫৬
খাদ্যের লিপ্সা ও উজবের এলাজ..... ৩৫৮
ইশ্‌কে মাজাযী ইশ্‌কে হাকীকীর সেতু..... ৩৫৯
আজনবী নারীর প্রতি ইশকের এলাজ..... ৩৫৯
নিজেকে ভালো ও অন্যকে মন্দ ভাবার এলাজ..... ৩৬৪
ইলমী ও আমলী উজবের এলাজ..... ৩৬৫
গীবতের এলাজ..... ৩৬৫
উজব এর এলাজ..... ৩৬৮
আখলাকে রাযীলা মাগলূব হয় নির্মুলও হতে পারে..... ৩৬৯
কিবিরের এলাজ..... ৩৭২
রিয়া এর এলাজ..... ৩৭৮
বালকদের প্রতি মহব্বত নিন্দনীয়..... ৩৭৯
কিবিরের আলামত..... ৩৮০
কিবির, গযব ও গীবতের এলাজ..... ৩৮০
হুব্বে দুনিয়ার এলাজ..... ৩৮১
নফসের তাকাযা থেকে বাঁচার এলাজ..... ৩৮২
নফসের ঔদ্ধত্যের আলামত..... ৩৮২
শাহ্‌ওয়াত পূজার এলাজ..... ৩৮৩
এখতিয়ারী গুনাহের এলাজ..... ৩৮৪
রিয়ার চিহ্ন..... ৩৮৫
ফুযূল কথা বলার এলাজ..... ৩৮৫
ইচ্ছা ছাড়া রিয়া হয় না..... ৩৮৫
মন্দ মজলিস থেকে দূরে থাকা..... ৩৮৬
অনর্থক প্রশ্ন থেকে বিরত থাকা..... ৩৮৬
আমরোদের প্রতি মহব্বতের এলাজ..... ৩৮৭
কিবির, হাসাদ ও আরো বাতেনি আমরাযের এলাজ..... ৩৯৩
হুব্বেজাহ এর এলাজ..... ৩৯৪
নফ্‌সানী দৃষ্টিতে শিশু-বালকদেরকে দেখাও গুনাহ্..... ৪০১
গীবতের এলাজ..... ৪০১

https://kitabbhubon.com

হাসাদ, রিয়া ও উজবের এলাজ..... ৪০৬
যিনা ও লেওয়াতাতের এলাজ..... ৪০৮
লোভ ও লালসার এলাজ..... ৪০৯
উজবের এলাজ..... ৪১০
নযরে বদ এর ওয়াস্ওয়াসার এলাজ..... ৪১৩
সৌন্দর্য পূজার এলাজ..... ৪১৪
ফুযূল ও অনর্থক কথা বলার এলাজ..... ৪১৭
হাসাদ ও হিংসার এলাজ..... ৪১৮
'কীনা' এর এলাজ..... ৪১৯
বুখল ও বখিলির এলাজ..... ৪২০
কিবিরের এলাজ..... ৪২০
বদ যবানীর এলাজ..... ৪২৯
কয়েকটি কারণে যৌন চাহিদার প্রভাব বার্ধক্যে বৃদ্ধি হয়..... ৪৩০
অকল্যাণ চিন্তার এলাজ..... ৪৩০
বেহুদা কাজ বর্জন আবশ্যক..... ৪৩০
গোস্সা বা রাগের এলাজ..... ৪৩১
রিয়ার ওয়াসওয়াসার এলাজ..... ৪৩৯
খাহেশে নফ্সানীর প্রবল হয়ে উঠার এলাজ..... ৪৪১
মন্দ ধারণার এলাজ..... ৪৪৩
ইসরাফ ও অপচয়ের এলাজ..... ৪৪৩
বুখল ও কৃপণতার ওয়াস্ওয়াসার এলাজ..... ৪৪৩
নেয়ামতের না শুকরীর এলাজ..... ৪৪৪
দোষণীয় আখলাকের ইমালা ও ইযালা সম্পর্কে আম্বিয়া ও গায়রে আম্বিয়া
আলাইহিমুস সালামের মাঝে পার্থক্য..... ৪৪৫
খিয়ালী যিনা (কাল্পনিক ব্যাভিচার) এর এলাজ..... ৪৪৫
আখলাক রাযীলার ইমালা হওয়া..... ৪৪৭
প্রত্যেক বাতেনি রোগের এলাজ ইসলাহ পৃথক পৃথক করানো উচিৎ..... ৪৪৮
খোদরাই-র এলাজ..... ৪৪৮
না শোকরীর ওয়াস্ওয়াসার এলাজ..... ৪৪৮
হাসাদ ও গিবতা'র হাকীকত..... ৪৪৯
মনে মনে বা কল্পনায় যিনা করা হারাম ৪৪৯
তাকাব্বুরের আলামত ও তাকাব্বুরের হাকীকত..... ৪৫০
রিয়ার হাকীকত এবং তার এলাজ..... ৪৫২
অহঙ্কারের ওয়াস্ওয়াসার এলাজ..... ৪৫৫

https://kitabbhubon.com

তরীকত বা তাসাওউফের হাকীকত

সুলূক বা তাসাওউফের সারমর্ম নিম্নরূপ-

(১) না তো তাসাওউফের মধ্যে কাশ্‌ফ ও কারামাত জরুরি।

(২) না এখানে কেয়ামতের ময়দানে নাজাত-মুক্তির জিম্মাদারী নেওয়া হয়।

(৩) না দুনিয়াবি কার্যোদ্ধারের অঙ্গীকার করা হয়। যেমন একথা বলা হয় না যে, পীরের তাবিজ-কবচ দিয়ে সব কাজ হয়ে যাবে। মামলা-মোকদ্দমার জিত হয়ে যাবে। উপার্জনের মধ্যে উন্নতি হবে। ঝার-ফুঁক দিয়ে রোগ-বালাই সব দূর হয়ে যাবে। অথবা ভবিষ্যতের কথা জানিয়ে দেওয়া হবে।

(৪) না তো পীরের মধ্যে এমন কোনো রূহানী শক্তি থাকা জরুরি যে তার তাওয়াজ্জুহের মাধ্যমে আপনা আপনি মুরীদের আত্মশুদ্ধি ঘটে যাবে। তার মধ্যে গুনাহ করার কোনো ইচ্ছাই জাগবে না। আপনা আপনিই ইবাদত হতে থাকবে, মুরীদের জোরালো ইচ্ছাও করতে হবে না। অথবা মুরীদ শুধু পীরের তাওয়াজ্জুহের দ্বারা হাফেয, আলেম হয়ে যাবে অথবা তার স্মরণশক্তি বেড়ে যাবে।

(৫) তাসাওউফের মধ্যে না এমন কোনো বাতেনি কাইফিয়ত (মনের অবস্থা) সৃষ্টি হওয়ার অঙ্গীকার আছে যে, সর্বদা অথবা ইবাদতের সময় মুরীদ আনন্দে বিভোর হয়ে থাকবে। ইবাদতের মধ্যে মনে কোনো প্রকার খেয়াল, সংশয় ও ওয়াস্‌ওয়াসাই জাগবে না, খুব কান্না আসবে, এমন আত্মহারা অবস্থা তৈরি হবে যে, অন্য কোনো কিছুই আর মনে থাকবে না।

(৬) না যিকির ও শোগলের সময় নূর ইত্যাদি চোখে পড়া জরুরি, না কোনো গায়েবী আওয়াজ কানে আসা জরুরি।

(৭) না ভালো ভালো স্বপ্ন দেখা, না মনের মধ্যে জেগে উঠা বিভিন্ন বিষয় (এলহাম) সত্য হওয়া জরুরি। তাসাওউফের মধ্যে ঐ বিষয়গুলোর কোনোটাই জরুরি নয় এবং ঐগুলোর কোনোটাই তাসাওউফের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যও নয়। আসল মাকসূদ বা মূল উদ্দেশ্য হল মহান আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করা, যার উপায় এই যে, শরীয়তের সকল আদেশ ও নিষেধ সম্পূর্ণরূপে মেনে চলতে হবে। সেই আদেশ-নিষেধের মধ্যে কিছু আছে বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে সম্পৃক্ত, যেমন নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি, যেমন বিয়ে, তালাক, স্বামী-স্ত্রীর

https://kitabbhubon.com

হক আদায় করা, কসম, কসমের কাফ্ফারা ইত্যাদি, আরো যেমন লেন-দেন, অনুসরণ, মামলা-মকাদ্দমা, সাক্ষ্য, অসিয়ত, উত্তরাধিকার বণ্টন ইত্যাদি। আরো আছে যেমন সালাম, কথা, খাওয়া, ঘুমানো, দাঁড়ানো, বসা, কারো মেহমান হওয়া এবং মেহমানদারী ইত্যাদি এ-সকল বিষয়ের মাসায়েলকে বলা হয় ইলমে ফেকাহ। আবার শরীয়তের কিছু আদেশ-নিষেধ এমন আছে যেগুলো (জাহেরি অঙ্গের সঙ্গে নয় বরং) অন্তর ও মনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। যেমন আল্লাহ্কে ভালোবাসা, আল্লাহ্কে ভয় করা, আল্লাহ্কে স্মরণ রাখা। দুনিয়ার ভালোবাসা কমানো, আল্লাহ্র ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্ট ও সমর্পিত থাকা, লোভ না করা, ইবাদতের মধ্যে মনোযোগ ও একাগ্রতা সৃষ্টি করা, দীনের সকল কাজ ইখলাসের সঙ্গে অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে করা, কাউকে তুচ্ছ মনে না করা, খোদ পছন্দী (অর্থাৎ নিজের সব ভালো এমন মনে না করা), ক্রোধ দমন করা ইত্যাদি। এই আখলাকগুলোকে 'সুলূক' বলা হয়। জাহেরি বা বাহ্যিক আহকামের মতো এই সকল বাতেনি আহকামের উপর আমল করাও ফরয ও ওয়াজিব। তাছাড়া এসব বাতেনি ত্রুটির কারণে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জাহেরি আমলসমূহেও ত্রুটি হয়ে যায়। যেমন আল্লাহ্র প্রতি মহব্বতে ঘাটতির কারণে নামাযে অবহেলা ও অলসতা তৈরি হয় অথবা নামাযের মধ্যে তাড়াহুড়া হয়ে যায়। অথবা মনের মধ্যে কৃপনতার রোগ থাকলে যাকাত দেওয়া ও হজ্জ পালনের সাহস হয় না। অথবা অহঙ্কার ও সীমাছাড়া ক্রোধ থাকলে অন্যের উপর জুলুম হয়ে যায়, অন্যের হক নষ্ট হয় ইত্যাদি। আর যদি ঐ সব জাহেরি আমলের মধ্যে সাবধানতাও অবলম্বন করা হয় তবুও নফসের এসলাহ ও আত্মার সংশোধন যতদিন না করা হয় ঐ সতর্কতা অল্প কয়েকদিনের বেশি চলতে পারে না। সুতরাং নফসের এসলাহ বা আত্মার সংশোধন ঐ দু-কারণে জরুরি সাব্যস্ত হয়। কিন্তু এসব বাতেনি (অন্তরের) ত্রুটিগুলো বাহির থেকে বোঝা যায় কম। আবার নফসের অনাগ্রহের ফলে জানা গেলেও সে অনুযায়ী আমল করা মুশকিল হয়ে যায়। এজন্যই নির্বাচন করতে হয় কামেল পীর। যিনি ঐ বিষয়গুলো বোঝেন এবং মুরীদকে সাবধান করেন। চিকিৎসা এবং তাদবীর বলে দেন, সঙ্গে সঙ্গে নফসের মধ্যে সুস্থ হবার যোগ্যতা এবং প্রদত্ত চিকিৎসার মধ্যে সহজতা এবং তাদবীরের মধ্যে শক্তি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে কিছু যিকির ও অযীফাও শিক্ষা দেন। যিকির নিজেও একটি স্বতন্ত্র ইবাদত। অতএব সালেককে দুটি কাজ করতে হয়, একটি জরুরি অন্যটি মুস্তাহাব।

https://kitabbhubon.com

জরুরি কাজটি হল আহকামে শরীয়তের জাহেরি বাতেনি পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ। আর মুস্তাহাব কাজটি হল অধিক পরিমাণে যিকির করা। আহকামে শরীয়তের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের দ্বারা হাসিল হবে আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি আর যিকিরের আধিক্য দ্বারা পাওয়া যাবে সন্তুষ্টি ও নৈকট্যের আধিক্য। এই হল সুলূকের পথ ও এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সারকথা।

হুকূকে তরীকত (তরীকতপন্থীদের করণীয়)

তরীকতে প্রবেশের পর যে কাজগুলো অবশ্যই করতে হবে সেগুলো হলঃ-

(১) বেহেশতী জেওর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত (১-১১ শ খণ্ড) প্রতিটি বিষয়, প্রতিটি মাসআলা পড়তে বা শুনতে হবে, (অবশ্য মুরীদ না হলেও সাধারণ সকল মুসলমানের জন্যই এটা ওয়াজিব)।

(২) নিজের সকল অবস্থাই বেহশতী জেওরের মতো বানাতে হবে।

(৩) যে কাজ করতে হবে সেটা জায়েয কি নাজায়েয, বৈধ না অবৈধ, সেটা জানা না থাকলে সর্বপ্রথম কোনো হক্কানী আলেমের নিকট থেকে বিনয়ের সঙ্গে জেনে নিতে হবে এরপর তার সিদ্ধান্তের আলোকে আমল করতে হবে।

(৪) পাঁচওয়াক্ত নামায জামাতের সঙ্গে মসজিদে আদায় করতে হবে। (মহিলাদের জন্য জামাতে হাজির হওয়ার নির্দেশ নেই।) শরীয়তের কোনো ওযর থাকলে অবশ্য জামাতের হুকুম মাফ হবে। যদি বিনা ওযরে গাফলত ও অলসতার কারণে জামাত ছুটে যায় তবে অনুশোচনার সঙ্গে তওবা ইস্তেগফার করতে থাকবে।

(৫) যদি নেসাব পরিমান সম্পদের মালিক হয় তবে যাকাত আদায় করতে হবে। এ বিষয়ের মাসায়েল বেহেশতী জেওরে পাওয়া যাবে। এমনিভাবে জমিনের ফসল বা বাগানের ফল ইত্যাদির মধ্যে ওশর (দশভাগের এক ভাগ অথবা বিশভাগের এক ভাগ) আদায় করতে হবে। এ বিষয়ের মাসায়েল মৌখিকভাবে আলেমদের নিকট থেকে জেনে নিতে হবে।

(৬) হজ্জের সঙ্গতি থাকলে হজ্জ আদায় করতে হবে। এমনিভাবে আর্থিক সঙ্গতি থাকলে ঈদের সময় 'সাদাকাতুল ফিতর' এবং ঈদুল আযহায় 'কুরবাণী' দিতে হবে।

(৭) নিজের স্ত্রী ও সন্তানদের হক আদায় করতে হবে। তাদের একটি দীনী হক এটাও যে, সর্বদা তাদেরকে শরীয়তের আদেশ-নিষেধ শেখাতে থাকবে। এর সহজ পদ্ধতি শিক্ষিতদের জন্য এই যে, দিন বা রাতের কোনো একটি

https://kitabbhubon.com

সময় নির্ধারণ করে সেই সময় বেহেশতী জেওর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বাড়ির লোকদের পড়ে পড়ে শোনাবে এবং বুঝিয়ে দেবে। যখন শেষ হয়ে যাবে তখন আবার শুরু করবে। যতদিন পর্যন্ত সকল মাসায়েল তাদের খুব ভালোভাবে ইয়াদ (মুখস্ত) না হবে, সব মাসায়েল ভালোভাবে বুঝে না আসবে ততদিন পর্যন্ত এভাবেই চালাতে থাকবে। আর যারা লেখা-পড়া জানে না তারা এভাবে দায়িত্ব পালন করবে যে, দীনের যে কোনো বিষয়ই নির্ভরযোগ্য আলেমদের মুখ থেকে শুনে ভালোভাবে মুখস্থ করে এসে বাড়ির সকলকে শিখিয়ে দেবে।

আর নিচের এই কাজগুলি বর্জন করতে হবে-

(১) দাড়ি কামানো।

(২) দাড়ি ছোট করা অর্থাৎ দাড়ি চার আঙ্গুলের চেয়ে লম্বা হলে (চার আঙ্গুলের) অতিরিক্ত অংশ কাটা বা খাটো করা জায়েয আছে কিন্তু কেটে চার আঙ্গুলের চেয়ে ছোট করে ফেলা জায়েয নেই।

(৩) দাড়ি নিচ থেকে উপড়ের দিকে তুলে রাখা।

(৪) চুল কেটে চাঁদের আকৃতি বানানো।

(৫) চুলের মাঝে গর্তের আকার তৈরি করা।

(৬) মাথার সামনের দিক থেকে চুল কামানো। (অর্থাৎ চুল কাটা বা রাখার ক্ষেত্রে সুন্নত তরীকার অনুসরণ করতে হবে। বর্তমান কিংবা প্রাচীন কোনো ফ্যাশান কিংবা ভিন্ন ধর্মীয় রীতি-নীতির অনুসরণ করা যাবে না। জীবনের সর্বক্ষেত্রের মতো এ ব্যাপারেও সুন্নতী পদ্ধতির অনুসরণ করতে হবে- অনুবাদক)

(৭) পায়জামা বা লুঙ্গি টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে পড়া

(৮) জামা, জুব্বা, আবা ইত্যাদি টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে রাখা। (মহিলাদের জন্য টাখনুর নিচে পোশাক ঝুলিয়ে পড়া জায়েয।)

(৯) পাগড়ির পিছনের অংশ কোমরের নিচে ঝুলিয়ে রাখা।

(১০) কুসুম কিংবা জাফরান কিংবা নাপাক রঙে রঙ্গীন করা জামা-কাপড় পরিধান করা।

(১১) চার আঙ্গুলের বেশি রেশমী বা জরির কাপড় পরা অথবা ছেলেদেরকে পরিধান করানো।

(১২) কাফের, মুশরিক বা অন্য কোনো ধর্মের ধর্মীয় পোশাক পরিধান করা।

(১৩) পুরুষের জন্য এক মেছকাল এর বেশি রূপার আংটি ব্যবহার করা

https://kitabbhubon.com

(১৪) পুরুষের জন্য স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করা।

(১৫) মেয়েদের জন্য হাইহিল (উঁচু গোড়ালীওয়ালা) জুতা-স্যাণ্ডেল পরা ।

(১৬) বাজনাওয়ালা অলঙ্কার ব্যবহার করা।

(১৭) এমন পাতলা বা টাইট বা ছোট পোশাক পরা যাতে রিয়া বুঝা যায়।

(১৮) কোনো নারীর প্রতি কিংবা কোনো পুরুষের প্রতি কামপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকানো।

(১৯) মেয়েদের সঙ্গে অথবা ছোট ছেলেদের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করা।

(২০) পুরুষের জন্য কোনো গায়রে মাহ্‌রাম নারীর সঙ্গে অথবা নারীর জন্য কোনো গায়রে মাহ্‌রাম পুরুষের কাছে বসা।

(২১) কোনো নির্জন জায়গায় থাকা।

(২২) একেবারে অনন্যোপায় অবস্থা ছাড়া পরস্পরের (অর্থাৎ নারীর জন্য পুরুষের আবার পুরুষের জন্য নারীর) সম্মুখে উপস্থিত হওয়া। চাই সে পীর হোক বা খুব ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হোক।

(২৩) আর যখন ও যেখানে ভীষণ অপারগতাবশত নিরুপায় হয়ে পড়বে, সেই নিরুপায় অবস্থাতেও মহিলাদের জন্য মাথার চুল, হাত, পায়ের গোছা এবং গলা ইত্যাদি গায়রে মাহরামের সম্মুখে খোলা হারাম।

(২৪) উত্তম পোশাকে এবং অলঙ্কারে সজ্জিতা হয়ে পুরুষের সম্মুখে আসা তো একেবারেই মন্দ কাজ।

(২৫) এমনিভাবে গায়রে মাহরাম পুরুষ ও নারীর মধ্যে পারস্পারিক হাসি-ঠাট্টা করা।

(২৬) অপ্রয়োজনীয় এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথাবার্তা বলাবলি করা, এ-সকল বিষয় পরিত্যাগ করতে হবে।

(২৭) খাৎনা, আকীকা বা ধুমধামের বিয়ে-শাদীতে একত্রিত হওয়া বা বরযাত্রী হওয়া। অবশ্য বিয়ে পড়ানোর সময় কাছের আত্মীয়স্বজনের সমবেত হওয়াতে দোষের কিছু নেই।

(২৮) গর্বের জন্য, নামের জন্য কিংবা লোক দেখানোর জন্য কোনো কাজ করা, যেমন বর্তমানে সামাজিক প্রথা হিসাবে বিয়ে-শাদীতে অথবা কারো মৃত্যুতে যিয়াফত বা খানা-পিনার বিশাল আয়োজন করা হয়, তাতে টাকা পয়সার লেনদেন হয়। এসব কাজ ছাড়তে হবে। এমনিভাবে অপচয় করা, কাপড়-চোপড়, পোশাক-আশাকে অতিরিক্ত সাজ-সজ্জার মাধ্যমে অহঙ্কার প্রকাশ করা।

https://kitabbhubon.com

(২৯) কেউ মারা গেলে তার জন্য চিৎকার করে কান্নাকাটি করা।
(৩০) মৃত ব্যক্তির তেসরা, চল্লিশা, বার্ষিকী ইত্যাদি পালন করা এবং যুগ যুগ ধরে প্রচলিত এ ধরনের (ওরশ ইত্যাদি) অনুষ্ঠানে দূর-দূরান্ত থেকে মৃত ব্যক্তির নামে সমবেত হওয়া।
(৩১) মৃত ব্যক্তির কাপড়-চোপড় শরীয়ত মুতাবেক বণ্টন না করে এমনি এমনি দান করে দেওয়া।
(৩২) নারীদেরকে প্রাপ্য উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা অর্থাৎ তাদের ন্যায্য পাওনা প্রদান না করা।
(৩৩) নেতা বা শাসক হলে গরীব-দুঃখীদের উপর জুলুম অত্যাচার করা।
(৩৪) মিথ্যা উত্তরাধিকারের দাবি করা।
(৩৫) বন্ধকী বস্তু এবং ঘুষের আয়-খাওয়া।
(৩৬) জীব-জন্তুর ছবি তৈরি করা বা ছবি রাখা।
(৩৭) সখ করে কুকুর পোষা।
(৩৮) ঘুড়ি উড়ান।
(৩৯) আতশবাজী জ্বালানো, কবুতরের লড়াই, মোড়গের লড়াই ইত্যাদি পেশা গ্রহণ করা।
(৪০) ছেলেদেরকে ঐসব পেশা গ্রহণের অনুমতি দেওয়া বা এসব দেখার জন্য পয়সা দেওয়া।
(৪১) গান শোনা, বাজনাসহ বা বাজনা ছাড়া।
(৪২) বিভিন্ন বুযুর্গের নামে যে সকল ওরশ হয়ে থাকে, তাতে অংশগ্রহণ করা।
(৪৩) কোনো বুযুর্গের নামে মানত মানা।
(৪৪) প্রচলিত ভ্রান্ত তরীকায় ফাতিহা বা ইয়াযদহম ইত্যাদি পালন করা।
(৪৫) প্রচলন অনুযায়ী মিলাদ শরীফ করা।
(৪৬) মহান বুযুর্গদের বা নবী রাসূলদের বরকতপূর্ণ কোনো বস্তু (যেগুলো বিভিন্ন স্থানে সংরক্ষিত আছে) প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যে ওরশের মতো ইনতেযাম করা। অথবা ঐ সময় নারী-পুরুষের মেলামেশা বা সামনা সামনি হওয়া।
(৪৭) শবে বরাতের হালুয়া বানানো।
(৪৮) মহররমের তাজিয়া মিছিল করা।
(৪৯) রমযান মাসে কুরআন খতম করার পর জরুরি মনে করে সিন্নি বিতরণ করা।
(৫০) টোনা-টোটকা করা।

https://kitabbhubon.com

(৫১) ফাল খোলা অর্থাৎ ভাগ্যের ভালো-মন্দ জানার উদ্দেশ্যে গণকের কাছে যাওয়া। কোনো জ্যোতিষী বা জিনগ্রস্থ ব্যক্তির কাছে কোনো কথা জানতে চাওয়া।

(৫২) গীবত করা।

(৫৩) চোগলখুরী করা।

(৫৪) মিথ্যা কথা বলা ।

(৫৫) ব্যবসায়ী ব্যক্তির জন্য ক্রেতার সঙ্গে প্রতারণা করা।

(৫৬) নিরুপায় না হলে অবৈধ চাকুরী করা।

(৫৭) বৈধ চাকুরীর দায়িত্ব ঠিকমতো পালন না করা।

(৫৮) স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে চিৎকার চেঁচামেচি করা।

(৫৯) স্বামীর অনুমতি ছাড়া তার অর্থ খরচ করা।

(৬০) অথবা তার অনুমতি ছাড়া কোথাও যাওয়া।

(৬১) হাফেযদের জন্য মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে কুরআন তিলাওয়াত করে অথবা তারাবীর নামাযে কুরআন শোনায়ে টাকা নেয়া। (মৌলবীরা) ওয়াজ করে অথবা মাসআলা বলে দিয়ে টাকা নেওয়া। বহস-মূবাহাসার (তর্ক-বিতর্কের) মধ্যে জড়ানো।

(৬৯) দরবেশ ধরনের লোকদের পীর হওয়ার বা মুরীদ করার আকাঙ্ক্ষা করা।

(৭০) তাবিজ-কবচের পেশা গ্রহণ করা।

এই ছিল করণীয় ও বর্জনীয় কাজসমূহের সংক্ষিপ্ত তালিকা। প্রয়োজনমতো বিশদ আলোচনা অধমের (থানভী রহ.) রিসালা ও কিতাবসমূহে পাওয়া যাবে।

পীরে কামেল চেনার উপায়

কামেল পীরের দশটি আলামত রয়েছে–

(১) যার মধ্যে আবশ্যক পরিমান দীনের ইলম আছে।

(২) যিনি আকায়েদ, আমাল এবং আখলাকের ক্ষেত্রে শরীয়তের পরিপূর্ণ অনুসরণ করেন।

(৩) যার মধ্যে পার্থিব লোভ-লালসা নেই, অর্থাৎ টাকা-পয়সার সম্মানের, খ্যাতির, প্রতিষ্ঠার, নেতৃত্বের বা কর্তৃত্বের লোভ নেই। যিনি নিজেকে কামেল' বলে দাবি করেন না। কারণ এ দাবিটাও দুনিয়াবি লালসার অর্ন্তভূক্ত।

https://kitabbhubon.com

(৪) যিনি কোনো কামেল পীরের সোহবতে বেশ কিছু সময় কাটিয়েছেন।
(৫) যাকে সমসাময়িক আমানতদার, ভারসাম্যপূর্ণ ও বিচক্ষণ উলামায়ে কেরাম, পীর মাশায়েখ 'কামেল' মনে করেন।
(৬) যার প্রতি সাধারণ জনগণের চেয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অর্থাৎ ঈমানদার বুদ্ধিমান ও দীনের সমঝদার লোকেরা বেশি আকৃষ্ট হন।
(৭) যার মুরীদদের মধ্যে শরীয়তের হুকুম-আহকামের অনুসরণ এবং দুনিয়াবি লোভ-লালসা পরিত্যাগের বিচারে অধিকাংশের অবস্থা ভালো পাওয়া যায়।
(৮) যিনি নিজ মুরীদগণের অবস্থার প্রতি যত্ন ও মমতার দৃষ্টি রেখে তাদের সংশোধনের উদ্দেশ্যে তা'লীম ও তালকীন করতে থাকেন। এবং তাদের কোনো বড় ধরনের দোষ-ত্রুটির কথা শুনলে বা দেখলে সেটা দূর করতে এবং সংশোধন করতে থাকেন। মুরীদদের আপন আপন স্বাধীন মর্জির উপর চলতে দেন না।
(৯) যার সোহবতে কিছুদিন থাকলে দুনিয়ার আকর্ষণ কমে এবং আল্লাহ্‌র ভালোবাসা বাড়ে।
(১০) নিজেও তিনি রীতিমতো যিকির ও শোগল করে থাকেন। নিজে আমল না করলে অথবা আমলের সংকল্প না থাকলে তার তা'লীম ও তালকীনের মধ্যে বরকত হয় না।
যেই পীরের মধ্যে উপরোক্ত গুণগুলো পাওয়া যাবে তিনি নিঃসন্দেহে একজন কামেল পীর। কামেল পীরের এইসব আলামত কারো মধ্যে পাওয়া গেলে এরপর উচিৎ নয় তার কোনো কারামাত (কেরামতি) খোঁজা, কিংবা তিনি দুআ করলে কবুল হয় কিনা, অথবা তার মধ্যে কোনো বাতেনি ক্ষমতা আছে কিনা, এগুলো খোঁজা। এই জাতীয় কৌতুহল একেবারেই অর্থহীন। কেননা এই বিষয়গুলো পীর কিংবা অলী হওয়ার জন্য মোটেও জরুরি নয়। এমনিভাবে এটাও খোঁজ করা উচিৎ নয় যে, তিনি তাওয়াজ্জুহ দিলে মানুষ একেবারে অস্থির হয়ে ছটফট করতে থাকে কিনা। বুযুর্গ বা আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা হওয়ার জন্য এটা জরুরি কোনো অনুসঙ্গ নয়। প্রকৃতপক্ষে এটা একটা 'নাফসানী তাসাররুফ' অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তির নফসের মধ্যেই আল্লাহ্‌র দেওয়া একটি ক্ষমতা, যেটি মশক ও অনুশীলনের মাধ্যমে বৃদ্ধি পায়। কোনো ফাসেক-ফাজের এমনকি কোনো অমুসলিমও অভ্যাস ও অনুশীলনের মাধ্যমে ঐ শক্তি অর্জন করতে পারে। (তাহলে কি ওদেরকেও কামেল বলতে হবে?)

https://kitabbhubon.com

তাছাড়া এতে খুব একটা কল্যাণ নেই, কারণ এর আছর বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। শুধু একটি ক্ষেত্রে এর উপকারিতা ও কল্যাণ বুঝা যায়। সেটা হল কোনো মুরীদ যদি খুবই নির্বোধ হয় হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও তার মধ্যে যিকিরের কোনো আছর না হয়, তাকে পীর সাহেব কিছুদিন পর্যন্ত তাওয়াজ্জুহ দিতে থাকলে ঐ মুরীদের মধ্যে যিকিরের প্রভাব কবুল করার যোগ্যতা তৈরি হয়ে যায়। এটা নয় যে পীর সাহেব তাওয়াজ্জুহ দিলে মুরীদের মধ্যে উথাল-পাথাল শুরু হয়ে যাবে আর সে লাফালাফি করতে থাকবে। -কাছদুস সাবীল থেকে

শরীয়ত, তরীকত, মা'রেফাত ও হাকীকতের ব্যাখ্যা

প্রশ্নঃ দয়া করে সংক্ষিপ্ত আকারে শরীয়ত, তরীকত, মা'রেফাত ও হাকীকতের তাৎপর্য ও বাস্তবতা এবং এগুলোর পারস্পারিক সম্পর্ক জানাবেন।

জবাবঃ পাগল, মা'যূর ও অক্ষম ছাড়া সুস্থ সাবালক শ্রেণীর জন্য আরোপিত ইসলামের আদেশ-নিষেধ বা আহকামের সমষ্টির নাম হল শরীয়ত। এর মধ্যে ইসলামের জাহেরি ও বাতেনি সকল আমলই সামিল রয়েছে। আর মুতাকাদ্দিমীন বা পূর্বসূরী প্রাথমিক আলেমদের পরিভাষায় 'ফেকাহ' শব্দটিকে এর (শরীয়তের) প্রতিশব্দ মনে করা হত। যেমন ইমাম আবূ হানীফা রহ. থেকে ফেকাহ শব্দের সংজ্ঞায় বর্ণিত হয়েছে- معرفة النفس ما لها وما عليها (মানুষের করণীয় ও বর্জনীয় আহকাম জানা)। এরপর মুতাআখ্খিরীন উলামায়ে কেরামের পরিভাষায় আহকামে জাহেরার (বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আমলগুলোর) সঙ্গে সম্পৃক্ত শরীয়তের অংশকে নাম দেওয়া হয়েছে ফেকাহ। আর শরীয়তের অপর অংশ যা আমালে বাতেনির সঙ্গে সম্পৃক্ত তার নাম রাখা হয়েছে তাসাউফ। ঐ আ'মালে বাতেনির তরীকাগুলোকে তরীকত বলা হয়। আ'মালে বাতেন সংশোধনের দ্বারা 'কলব' হয় নির্মল ও স্বচ্ছ, তাতে 'কলবের' মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয় সৃষ্টি বিষয়ক এমন কিছু হাকীকত যা বস্তুজগত ও উর্ধজগতের নানান বিষয় বিশেষত আ'মালে হাসানা ও আ'মালে সাইয়্যেয়াহ (ভালো আমল ও মন্দ আমলের)-এর সঙ্গে সম্পর্কিত। আরো প্রতিবিম্বিত হয় মহান আল্লাহ্‌র সিফাত ও ফেয়েল (গুণ ও কর্ম) বিষয়ক হাকীকত, বিশেষত আল্লাহ্ ও বান্দার মধ্যবর্তী মুআমালা। উক্ত উম্মোচিত বিষয়সমূহ বা 'মাকশূফাত'কে হাকীকত বলা হয়। উম্মোচন বা 'ইনকিশাফ'কে বলে মা'রেফাত। আর সাহিবে ইনকিশাফকে বলা হয় মুহাক্কিক ও আরিফ।

https://kitabbhubon.com

এ সকল বিষয়ই শরীয়তের সঙ্গেই সম্পর্কিত। আর সর্বসাধারণের মাঝে যে কথাটি প্রচলিত 'শরীয়ত' শুধুমাত্র আহকামে জাহেরার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অংশকে বলা হয়, এ-কথাটি কোনো বিজ্ঞজন থেকে বর্ণিত নয়। সর্বসাধারণের ঐ বক্তব্য এবং এর উদ্দেশ্য কোনোটাই শুদ্ধ ও সঠিক নয়। কেননা এর মাধ্যমে শরীয়তকে জাহের এবং বাতেন নামে বিভক্ত করে জাহের ও বাতেনের মধ্যে বৈপরীত্যের ভ্রান্ত বিশ্বাস চালু করা হচ্ছে। –আল্লাহু আ'লাম।

ইলমুল ইয়াকীন, আইনুল ইয়াকীন ও হাক্কুল ইয়াকীন এর ব্যাখ্যা

বাস্তবসম্মত সুদৃঢ় বিশ্বাসকে বলা হয় ইয়াকীন। জ্ঞানের স্তর যদি শুধু এতটুকুই হয় তবে সেটা ইলমুল ইয়াকীন। আর ঐ স্তরের সঙ্গে যদি 'গলাবায়ে হাল' প্রবল অভিব্যক্তিও যুক্ত হয় কিন্তু ঐ প্রবলতার মধ্যে জ্ঞাত বিষয়ের সামনে অজ্ঞাত অদৃশ্য না হয় তাহলে আইনুল ইয়াকীন। অভিব্যক্তির প্রবলতা যদি এতটা হয় যাতে অজ্ঞাত অদৃশ্য হয়ে যায় তাকে হক্কুল ইয়াকীন বলে।

মুতাকাদ্দিমীন এবং মুহাক্কিকীন এর সাধনা পদ্ধতির পার্থক্য এবং মুহাক্কিকগণের পদ্ধতির প্রাধান্য

প্রশ্নঃ নিঃস্ব অসহায়দের আশ্রয়স্থল, পথহারা গুমরাহ লোকদের পথের দিশারী হযরত মাওলানা আশরাফ আলী ছাহেব থানভী মুদ্দাজিল্লুহুল আলী হুযূরের দরবারের এক অখ্যাত অধম খাদেম নিবেদন করছে-

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহ্‌র প্রশংসা করছি এবং রাসূলের প্রতি দরূদ পাঠ করছি।

আম্মাবাদ, অধম আজ নিজের কিছু অবস্থা হুযূরের খিদমতে পেশ করার অনুমতি চাচ্ছে। যদিও সে অবস্থাগুলো খুবই নোংরা এবং লজ্জাজনক। উপরন্তু এতে হুযূরের মূল্যবান সময়েরও অপচয় করা হবে। কিন্তু কী আর করা! জিজ্ঞাসাই হল মূর্খ রুগীর চিকিৎসা। তা ছাড়া আল্লাহ্ তাআলা তার প্রিয় বান্দাদের হাতে দিয়েছেন এমন এক পরশপাথর (যা অসম্ভবকে সম্ভব করে দেয়।) 'ছিল যা এক খুনের দরিয়া করে দিলেন তাকে এক স্বচ্ছ পানির নহর।'

আশারাখি হুযূর 'তুমিও সেইরূপ এহসান ও দয়া কর যেরূপ আল্লাহ্ তোমার প্রতি করেছেন' আয়াতটির প্রতি লক্ষ্য করে সময় অপচয়ের কষ্টটুকু মেনে নেবেন। এই অধমের অনেক বড় আকাঙ্ক্ষা রয়েছে হুযূরের কাছে।

https://kitabbhubon.com

خواہی کہ خدائے بر تو بخشد - با خلق خدائے کن نکوئی

(পেতে চাও যদি তুমি আল্লাহ্‌র অসীম ক্ষমা সৃষ্টিকে দয়া কর, কর তাকে ক্ষমা)

হুযূরের তো জানা আছে এই নরাধমের লেখাপড়া সম্পন্ন হয়েছে প্রচলিত ভালো-মন্দ মিশ্রিত শিক্ষা ব্যবস্থার অধীনে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র ফযলে বুযুর্গদের পদসেবারও কিছু সুযোগ পেয়েছি। সেই সামান্য পদসেবার বদৌলতেই অধমের 'কলবী হালত' (মনের অবস্থা) সাধারণ হিসাবে ভালোই ছিল। সকল বিষয়েরই শুদ্ধ ও সঠিক মর্ম উপলব্ধির ক্ষমতা ছিল। ওয়ায-নসীহত, কুরআন তিলাওয়াত এবং যিকির ইত্যাদির ভালো তাছীর (প্রভাব) আমার মধ্যে হত। সব বিষয়ের গভীর (নিগুঢ় রহস্য) পর্যন্ত আমার দৃষ্টি পৌঁছে যেত।

এখন থেকে ছয়-সাত বছর আগের কথা, তখন আমার অবস্থা ছিল এরকম- অল্প সময়ের জন্যও যদি কোনো খারাপ লোকের সংস্পর্শে যেতাম তবে কলব সঙ্গে সঙ্গেই সেটা বুঝত এবং সেই সংস্পর্শ অপছন্দ ও অগ্রাহ্য করে বসত। আর নেক সোহবত পেলে এবং ভালো কথা শুনলে সঙ্গে সঙ্গেই মনের মধ্যে চাঞ্চল্য জেগে উঠত। মন প্রফুল্ল ও আনন্দিত হয়ে যেত।

একবারের ঘটনা বলি, জনাব হাফেয আব্দুর রহমান সাহেব মুরাদাবাদীর নিকট যাওয়ার সুযোগ হল, ইতিপূর্বে আমি তার সম্পর্কে বেশি কিছু জানতাম না কিন্তু তার কাছে যাওয়ার পর আমার মনের মধ্যে এমন নেক অনুভূতি জেগে উঠল যা থেকে আমি চিনে নিলাম যে, হাফেয সাহেব একজন নেককার-ভালো মানুষ এবং তার সোহবত নিঃসন্দেহে নেক সোহবত। আমার মনের এই অনুভূতির পর বাস্তবে তাঁর সম্পর্কে তাহকীক ও অনুসন্ধান করে জানতে পারলাম, আমার ধারণা একদমই ঠিক।

এমনিভাবে একবার দিল্লির বাহিরে মসজিদে নামায পড়তে গেলাম। মসজিদ সংলগ্ন একটি মাজার ছিল। মনের মধ্যে ঐ মাজারের প্রতি এমন তীব্র আকর্ষণ তৈরি হল যে, কখন যেন আমি মাজারের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম এবং দেখলাম যে, সেখান থেকে নড়তেই ইচ্ছা হচ্ছে না। শেষে শীলা খণ্ডে নাম খোঁজার চেষ্টা করলাম এবং জানলাম যে সেটা হযরত খাজা বাকী বিল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মাজার।

মোটকথা তখন যে কোনো বস্তুর ভালো-মন্দের ফয়সালা আমার মনই সঠিক ভাবে করে দিত। সব কিছুর ভালো-মন্দের পার্থক্য যেন স্পষ্টই আমার চোখে

https://kitabbhubon.com

পড়ত। দুধকে দুধ এবং পানিকে পানিই মনে হত। দুধকে পানি এবং পানিকে দুধ কখনোই মনে হত না।

অনেক জায়গায় এমন হয়েছে যে, কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে আমাকে আম জনতার সম্মুখে আলোচনা করতে বলা হয়েছে। সেখানে এই অধম বিষয়টির সকল দিক ও বাস্তবতা এমন বিশদভাবে আলোচনা করেছে যে, উপস্থিত পক্ষ বিপক্ষ উভয় দলই আমার কথায় একমত হয়ে গেছে। বিষয়টির প্রকৃত অবস্থা ফুটে উঠার পর তাদের কাছে প্রমাণিত হয়ে পড়েছে যে, তাদের মত পার্থক্যটি ছিল 'শাব্দিক' বাস্তব ভিত্তিক নয়।

একবার এক মজলিসের আলোচ্য বিষয় ছিল, 'বাদ্য যন্ত্রের বাজনা অনেক রোগের ওষুধ' তো এমন উপকারী বস্তু হারাম কেন?

আমি বললাম– 'আমাদের গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে যে, বাদ্যযন্ত্রের বাজনায় কেন উপকার হয়? বাদ্যযন্ত্র থেকে সূর সৃষ্টি হওয়ার পেছনে আসল কারণ এই যে, এর মধ্যে থাকে এক ধরনের রূহ– যাকে লোকে বলে বিদ্যুৎ, বিশেষ পদ্ধতিতে ঐ বিদ্যুতের মধ্যে নাড়া লাগার কারণে বাতাসের মধ্যে বা বাতাসেরও বিদ্যুতের মধ্যে সৃষ্টি হয় কম্পন, যেহেতু ইনসানী রূহের মধ্যে জড় রূহের কিছুটা সামঞ্জস্যতা রয়েছে অথবা এভাবে বলা যায় যে মানব দেহে রয়েছে বিদ্যুৎ, এ কারণে তারও ঝোঁক তৈরি হয় বাহিরের প্রতি। একেই বলা হয় আনন্দ এবং প্রাকৃতিক তাপমাত্রার সতেজতা। ইনসানী রূহ যেহেতু আশরাফ (ভদ্র ও শ্রেষ্ঠ) ফলে ঐ বহির্মুখী বায়বীয় সম্পর্ক থেকে নিজেকে সংকুচিত করে ইনসানী রূহের মহিমায় সামিল হয়ে যায়। এর পরিণতিতে তাতে (ইনসানী রূহের মধ্যে) ধীরে ধীরে ঘনত্ব বাড়তে থাকে। ইনসানী রূহের মধ্যে যে স্বচ্ছতা (নূরানিয়াত) থাকা উচিৎ তা থাকে না। এর আলামত প্রকাশ পায় এভাবে যে, সব উন্নত জ্ঞান, বুদ্ধির সঙ্গে সম্পর্ক লোপ পায় এবং বৃদ্ধি পায় নীচুতা, নিকৃষ্টতা। কার্যকলাপ ও অভ্যাসের ক্ষেত্রে পবিত্রতা ও স্বচ্ছতার স্থান দখল করে নেয় নোংরামী ও মলিনতা। এমন কি ধীরে ধীরে এটা রূহকে অতিক্রম করে প্রভাব ফেলতে থাকে দেহের উপর। এই ধরনের লোকদের রক্তের ও পিত্তের রোগ খুব কম হয়। শ্লেষ্মা ও কফের রোগ বেশি হয়। সবচেয়ে বেশি হয় বিষাদগ্রস্ততা (হৃদরোগ)।

সুতরাং একথা বলা ঠিক নয় যে বাদ্য-বাজনা কোনো রোগের ওষুধ। এই ভুল ধারণার কারণ এই যে, বাদ্য বাজনার মাধ্যমে রূহের মধ্যে একটু নাড়া পড়ে,

https://kitabbhubon.com

যাকে ভিন্ন শব্দে বলা হয় আনন্দ। নতুবা পরিণাম হিসাবে বলা যায় এতে বরং দেহ ও আত্মার ক্ষতিই সাধিত হয়। যেমন শরাব বা মদের বেলায় হয়। শারাবের মূল উপাদান অতি দ্রুত রূহের মধ্যে মিশে তাকে আলগা ও ঢিলে করে দেয়। আপন গঠন বেড়ে যাওয়ার ফলে রূহ আকৃষ্ট হয় বাহিরের দিকে। এরই নাম স্বাভাবিক তাপমাত্রার সঞ্জীবন বা প্রাণবন্ততা। মূর্খ লোকেরা এটাকেই মনে করে শক্তি। কিন্তু যেই সুক্ষ্ম রূহ কর্তৃত্ব চালাত মানব মস্তিষ্কের উপর, তাতে অজানা উপাদান মিশ্রিত হওয়ার ফলে তার কার্যকলাপের মাঝেও সেগুলোর প্রভাব পড়ে। এবং তার কাজ-কর্ম আর মানব সুলভ থাকে না। মিশ্র সেই ভিন্ন উপাদানের পরিমান হিসাবে রূহের স্বাভাবিক কার্যক্রমের মাঝে সৃষ্টি হয় প্রতিবন্ধকতা, এরই নাম নেশা। কিছুকাল নিয়মিত পান করলে মানবাত্মার ঘণত্ব স্থায়ীরূপ নেয়। কর্মের বিশৃঙ্খলতা হয়ে পড়ে দ্বিতীয় স্বভাব। এবং সেই সকল জ্ঞান ও বিচার বুদ্ধি থেকে একেবারেই সম্পর্কহীন হয়ে যায় যা মানবীয় স্বভাবের উপযোগী। বলা তো হয়- 'শরাব সকল প্রকার শক্তিবর্ধক' এটা সত্য হলে তো শরাবীদের (মদখোরদের) মস্তিষ্কগত উন্নতি হওয়ার কথা ছিল সর্বাধিক। অথচ বাস্তবতা, অভিজ্ঞতা এবং সর্বশেষ গবেষণার ফলাফল এর একেবারেই উল্টা। ইংল্যান্ডে শরাব পান করা হয় রীতিমতো এবং সতর্কতার সঙ্গে। সেই ইংল্যান্ডের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, শরাব পানকারীদের শতকরা ৮৩ জনই বিষন্নতা রোগে আক্রান্ত হয়ে যায়। এর কারণ এটাই যে, শরাব পানের তথাকথিত সাময়িক আনন্দ এবং শক্তি প্রকৃতপক্ষে একটি ধোকা। এর আসল বাস্তবতা হল রূহের অন্তসার শূন্যতা ও বিক্ষিপ্ততা, বিবেক ও বিচারবুদ্ধির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্নতা এবং নিজ কর্মের প্রতিবন্ধকতা। আর প্রকৃত পক্ষে 'হারামের মধ্যে কোনো আরোগ্য নেই' কথাটিই সর্বাধিক বাস্তব। এই সবের ব্যবহারের ফলে মানবীয় স্বভাব পরিণত হয় পশুর স্বভাবে। আর মৌলিক দেহরসের মৌল উপাদানের মধ্যে প্রাধান্য পেয়ে যায় বিমর্ষতা ও উন্মাদনা।'

এই আলোচনা মানুষ ভীষণ পছন্দ করল। তারা বলাবলি করতে লাগল 'একদম ঠিক কথা। কারণ নিয়মিত মদ্যপান যাদের নেশা, বিষন্নতা, উম্মাদনা বা মানসিক রোগের উৎস তারাই।'

এমনিভাবে আরো অনেকবার অনেক সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম আলোচনায় আমার এ ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছে। কিন্তু সর্বাধিক শুকরিয়ার ব্যাপার এটাই যে মুরব্বিদের কথা

https://kitabbhubon.com

আমার মনে ছিল যে, 'এসব ব্যাপারে মনোযাগ দেওয়া উচিৎ নয়।' এ কারণে কখনোই এগুলোকে কোনো কামাল বা কৃতিত্ব মনে হয় নি। ভালো হালতে 'আলহামদুলিল্লাহ্' বলেছি আর প্রতিকূল অবস্থায় পরোয়া করি নি।

এরপর প্রায় তিন বছর হতে চলল আমার কলব বা মনের মধ্যে তৈরি হয়েছে এর একেবারে উল্টো ভাব। উপরোক্ত 'হালতে মাহমুদাহ' বা প্রশংসনীয় অবস্থার বেলায় তো সেদিকে আমার কোনো ভ্রুক্ষেপ ছিল না কিন্তু বিপরীত অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার কারণে আমি এত দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়লাম যে, 'নাউযুবিল্লাহ্' মন্দ কাজগুলো ভালো এবং ভালো কাজগুলোকে মন্দ মনে হতে থাকল। যেমন ইতিপূর্বে বিপরীত ক্ষেত্রে হত। আলহামদুলিল্লাহ্! কলবের এই অবস্থার কাছে আমি কখনোই পরাজিত হই নি কিন্তু অবস্থা এত শোচনীয় পর্যায়ে গিয়েছিল যে, ভালো কথা বারবার শুনলেও বিন্দুমাত্র তাছীর আমার মধ্যে হত না। পক্ষান্তরে খারাপ কোনো কিছুর বাতাস লাগলেও তাছীর হত এবং একেবারে অনিচ্ছাতেও সেদিকে মনের আকর্ষণ তৈরি হয়ে যেত।

আমার চোখে ধরা পড়ত অসুমলিমদের রীতি-নীতির সৌন্দর্য, বিজ্ঞানের অপরিহার্যতা, আধুনিক জ্ঞান-গবেষণার প্রতি মুগ্ধতা। সকল বিষয়ে আমার মনের মধ্যে ছিল বস্তুবাদী চিন্তা-চেতনার পক্ষপাতিত্ব। হক কথার তাছীর না হওয়া, বাতিলের তাৎক্ষণিক তাছীর হওয়া, আলীগঢ় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের দিকে মর্যাদার দৃষ্টিতে আর মাদরাসার তালেবে এলেমদের দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকাতাম। ধনীদের প্রতি আকর্ষণ, দরিদ্রদের প্রতি বিরক্তি, মান-মর্যাদার আকাঙ্ক্ষা এবং আবশ্যকতা, ইসলামী শরীয়তের কিছু বিষয়ের ব্যাপারে আপত্তি (নাউযুবিল্লাহ্) এবং সেগুলো সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার অনুভূতি, আধুনিক তরুণ-যুবকদের মতোই আমল, আখলাক ও আখিরাতকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র পার্থিব উন্নতিকেই উন্নতি মনে করা এই সকল বিষয়ই মনের মধ্যে জাগত এবং কোনো প্রকার সংশয় কিংবা বিপরীত কোনো যুক্তি প্রমাণ আর মাথায় আসত না।

আলহামদুলিল্লাহ্! এসব কিছুই ছিল ওয়াস্ওয়াসার পর্যায়ে, যাকে এ অধম সর্বদা বিপদজনক মনে করত। 'এখতিয়ার বা ইচ্ছাশক্তি দ্বারা ঐ ওয়াস্ওয়াসাকে প্রতিরোধে যত্নবান হয়েছি এবং ওটা যেন আমার আমলের উপরও তাছীর করতে না পারে সেজন্য সর্বপ্রকারের প্রচেষ্টা চালিয়েছি। যেমন উলামায়ে কেরাম এবং নেককার লোকদের ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে মেলামেশা, দেখা-সাক্ষাত বন্ধ করে দিলাম। (এক্ষেত্রে একটি বিস্ময়কর ব্যাপার লক্ষ

https://kitabbhubon.com

করেছি যে, অজানা-অচেনা লোকদের সঙ্গে মেলামেশায়, সাক্ষাতে এ অবস্থার ক্ষতি কম আর পরিচিত, ঘনিষ্ঠদের সঙ্গে মেলামেশায় হত বেশি। এ কারণেই চেনা-জানাদের থেকে দূরে সরে গেলাম বেশি করে। অথচ আমার পেশার জন্য এটা ছিল ক্ষতিকর। খবরের কাগজ পড়া একেবারেই ছেড়ে দিলাম। সাক্ষাতপ্রার্থীদের বলে দিতাম– নিজের জরুরি কথা ছাড়া আর কোনো প্রসঙ্গে যেন কথা না বলে। এই জন-বিচ্ছিন্নতাকে পূর্ণাঙ্গ করার উদ্দেশ্যে শেরোয়ানী পরা ছেড়ে দিলাম এবং ছাত্রদের মতো সাধারণ বেশ-ভূষা অবলম্বন করলাম। যাতে লোকদের বিশেষত ধনীদের নিজ থেকেই বিরক্তি এসে যায়। এর ফলাফল এই দাঁড়াল যে, সকলে আমাকে 'মৌলবী' বলে ডাকতে লাগল। এইসব কার্যকলাপের ফলে আমার পেশার যে ক্ষতি হবার সম্ভাবনা ছিল, তার পরোয়া করলাম না। পূর্বে যেহেতু মনের মধ্যে সরলতা ছিল এবং এখন অবস্থা একেবারে উল্টা হলেও বাতিলের প্রতি আকর্ষণ হওয়ার সময় এ বিষয়টুকু অবশ্যই বুঝতাম যে, বর্তমানের অনুভব পূর্বের অনুভূতির একেবারেই উল্টা। ফলে মনকে সে-দিক থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে ঘুরিয়ে নিতাম এবং অন্য কোনো খেয়ালে লেগে যেতাম। যখন কোনোভাবেই ঐ খেয়াল মন থেকে তাড়াতে পাড়তাম না তখন কোনো দুনিয়াবি কাজে যেমন চিঠিপত্র লেখা অথবা কথাবার্তায় লেগে যেতাম। যদি এতেও কোনো কাজ না হত তবে আখেরী অস্ত্র ছিল এই যে, দু-রাকাত নামায পড়ে দুআ করতাম-

اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك

অর্থ- হে আল্লাহ্! হে সকল অন্তরের বিবর্তনকারী! মেহেরবানী করে আমার অন্তরকে তোমার দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত করে দাও।

আল্লাহ্র ফযলে এতে খুব উপকার হত। আবার কখনো আখেরী অস্ত্র ছিল এই যে, মনে মনে বলতাম আল্লাহ্ তাআলা আহকামুল হাকেমীন, তাঁর কোনো হুকুম-আহকামের জন্য কোনো দলিলের প্রয়োজন নেই। হে আমার মন! তুমি কোনো যুক্তি খুঁজতে যেও না। আল্লাহ্র প্রশংসা যে, এই ব্যাপারটি ছাত্রকাল থেকেই আমার মনের মধ্যে এমনভাবে গেঁথে ছিল যে এতে বিন্দুমাত্রও খটকা ছিল না।

অমুসলিম কাফের-মুশরিকদের রীতি-নীতি খণ্ডনের কোনো যুক্তি যদিও সে সময় মনে আসত না তথাপিও সেটাকে মন থেকে তাড়ানোর উদ্দেশ্যে ইচ্ছা করে তাদের ধর্ম ও নিয়ম-নীতির বিরুদ্ধে কথা বলতে, আলোচনা করতে

https://kitabbhubon.com

থাকতাম। কাফেরদের জীবন আচরণের খারাবী ও মন্দ দিকগুলো মানুষের কাছে ফুটিয়ে তুলতাম। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও প্রযুক্তির ব্যবহার থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতাম। এমনকি ঘড়িটাও একেবারে ঠেকায় না পড়লে পকেটে নিতাম না। বস্তুবাদী-নাস্তিক লেখকদের রচনাকে একেবারেই বর্জন করলাম। হক কথার কোনোরূপ তাছীর না হলেও ওয়ায মাহফিলে অবশ্যই শরিক হতাম। আলীগঢ়ের ছাত্রদের সাথে দেখা হলে মনোযোগ দিতাম না কিন্তু মাদরাসার তালেবে এলেমদের সঙ্গে লৌকিকতা (তাকাল্লুফ) করে হলেও সাক্ষাত করতাম, তাদের সুখে-দুঃখে এগিয়ে যেতাম। গরিবদেরকে ধনীদের উপর প্রাধান্য দিতাম। একবার এমন হল যে, এক ধনীর আহবান পেলাম আবার একই সময় এক বিধবা মহিলার কাছে যাওয়ার দরকার হল, আমি প্রথমে বিধবার প্রয়োজনে সাড়া দিলাম পরে গেলাম ধনীর কাছে। 'হুব্বেজাহ' (মর্যাদা বা পদের লোভ) এর চিকিৎসা এভাবে করতাম যে, কোথাও পরামর্শের উদ্দেশ্যে আমাকে এবং আমার পেশার অন্য কাউকে হয়ত ডাকা হল, তার প্রস্তাব ও মতামত আমার মতের বিপরীত বা ভুল হলেও আমি তাকেই সমর্থন করতাম যেন কাজটির দায়িত্ব সে পায়। খুব বেশি বেকায়দা হলে গোপনে তার ভুল সংশোধন করে তাকে সঠিক মাশওয়ারা দিতাম কিন্তু কিছুতেই যেন কাজটি আমার নামে না হয় এবং আমার কোনো কৃতিত্ব প্রকাশ না পায়, সে ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করে রাখতাম। এতে আমার প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হল। কোনো পরোয়া করলাম না। বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে কখনো কখনো শিকারে যেতে হত। ফায়ার করার সিরিয়ালে প্রথম আমার নাম থাকত, সেটাকে নিয়ে যেতাম সর্বশেষে। আহকামে শরীয়তের মধ্যে যেসব পরিবর্তনের ধোকা মনে জাগত, জবরদস্তি সেটাকে মন থেকে তাড়াতাম। কোনো যুক্তি প্রমাণ ছাড়াই সেটাকে সঠিক বলে মনকে বুঝাতাম। এরপরও মনের মধ্যে বেশি আন্দোলন হতে থাকলে হয়ত কুরআন শরীফ পড়তে বসতাম অথবা অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়তাম। আল্লাহ্‌র রহমতে এতে পরিপূর্ণ সফল হওয়া যেত। কখনোই এই চেষ্টা ব্যর্থ হয় নি। এবং এই চেষ্টার পর ওয়াস্‌ওয়াসাও প্রায় শূন্যের পর্যায়ে চলে যেত।

আল্লাহ্‌ওয়ালাদের সোহবতের বদৌলতে এ কথাটি মন মস্তিষ্কে গেঁথে ছিল যে, "আল্লাহ্ তাআলা 'হাকেমে মুতলাক' তিনি কোনো আইন কিংবা কোনো যুক্তি মানতে বাধ্য নন।" (অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা ইনসাফগার হিসাবে সাধারণত

https://kitabbhubon.com

ভালো কাজের বদলা ভালো এবং মন্দ কাজের বদলা মন্দ দান করেন। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা এই ইনসাফের নিয়ম মানতে বাধ্য নন। তিনি ভালো কাজের বদলা যদি খারাপ দেন এবং মন্দের বদলা ভালো দেন তবে সেটাকে বেইনসাফী মনে করা যাবে না। একজন মুমিনকে এভাবেই বিশ্বাস করতে হবে। কারণ তিনি হাকিমে মুতলাক তিনি যথেচ্ছ স্বাধীন- অনুবাদক)

উপরোক্ত 'ওয়ারেদাত'এর বিপদ থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে সকল 'এলাজ' ও ব্যবস্থা নেহায়াত পাবন্দি ও গুরুত্বের সঙ্গে করেছি। এর মধ্যে কোনো ত্রুটি হলে এস্তেগফার করেছি। কিন্তু এইসব এহতেমাম করা সত্ত্বেও ঐসব ওয়াস্ওয়াসা মনের মধ্যে এমন দাগ কেটেছিল যে, 'এলাজ' বা ব্যবস্থা থেকে সামান্য গাফেল হলেই মনে হত যেন আমার কলব ঈমান হারা হয়ে গেছে। আর যখন গুনাহ কিংবা 'খেলাফে আউলা' কোনো কাজ হয়ে যেত মনে হতে যেন সকল মেহনত বেকার হয়ে গেছে।

পূর্বের সেই হালতের– যখন সব কিছুর হাকীকত বুঝতে পারতাম, কোনো ছায়াও খুঁজে পাই না মনের মধ্যে। যদিও সেই হালতের তামান্না ছিল না কিন্তু এই আশঙ্কা বারবার মনে জাগত যে, 'এর পরিণতি কী?'

এই অবস্থার মাঝে বারবার জনাব ওয়ালার (থানভীর রহ.) ওয়ায শোনার সুযোগ হয়েছে। কিন্তু ওয়ায শুনবার সময় মনে হত যে, সব কথা এক কান দিয়ে ঢুকছে অন্য কান দিয়ে বের হচ্ছে। বিন্দুমাত্র তাছীর নেই। বরং উল্টো প্রত্যেক কথার বিপরীত জবাব আমার মনে ঘুরপাক খেত। সেগুলির তাছীরও হত এবং মনের মধ্যে থেকেও যেত। আগেই যেখানে মনের মধ্যে ছিল বাতিলের বদ আছর এখন আবার হক কথা শুনলে তার থেকেও এরকম বদ আছর হত। (নাউযুবিল্লাহ্)

একবার এই অধম অল্প সময়ের এক রেল সফরে হুযূরের (থানভী রহ.-এর) সঙ্গে ছিল। এই বিপদজনক অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ শুনে হুযূর বলেছিলেন- 'পেরেশান হওয়ার কিছু নেই। এটা হয়ত শয়তানের পক্ষ থেকে জোড়ালো কোনো বাধা অথবা খুব উঁচু স্তরের 'হালতে মাহমুদাহ' আসন্ন অথবা কোনো এলেম 'এলকা' হতে যাচ্ছে।' একথা শুনে মনে ভীষণ শান্তি পেয়েছিলাম।

কিন্তু এরপরও পেরিয়ে গেল লম্বা সময়। অবস্থা বেড়েই চলছিল। এমনকি নাউযুবিল্লাহ্ দীন ইসলামকেই ভানভনিতা বলে মনে হত। অন্যসব ধর্ম তার চেয়ে ভালো মনে হত। হিন্দু ধর্মের সৌন্দর্যগুলো মস্তিষ্কে ঘুরপাক খেত।

https://kitabbhubon.com

(এখন অবশ্য সেগুলো কিছুই মনে নেই) আর সবচেয়ে বেশি সত্য ও বাস্তব মনে হত নাস্তিকতাবাদকে। হকের মুকাবিলায় সকল বাতিল ফেরকাকে ভালো মনে হত। এমনকি সুন্নীদের চেয়ে শিয়া, মাযহাবীদের চেয়ে লা মাযহাবী এবং বিদআত বিরোধীদের চেয়ে বিদআতীদের বেশি ভালো লাগত। সর্বাধিক অপছন্দ হত তাসাওউফপন্থীদের। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ্! আমার এতটুকু হুঁশ ছিল যে, আমার রুচির বিকৃতি ঘটেছে। এই কারণে এই ইয়াকীন করে নিয়েছিলাম যে আমার (বর্তমান বিকৃত রুচির) কাছে যাকে যত বেশি খারাপ মনে হবে, প্রকৃত পক্ষে সে তত বেশি ভালো।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আমার এই চরম অবস্থার বিরাট পরিবর্তন হত তিনটি ক্ষেত্রে। তাহাজ্জুদের দ্বারা, তিলাওয়াতে কুরআন দ্বারা সেটা গুরুত্বহীন ও অমনোযোগিতার সাথে হলেও আর জনাবে ওয়ালার সোহবতের দ্বারা। যেদিন তাহাজ্জুদ বা তিলাওয়াত কাযা হয়ে যেত সেটা হত আমার মৃত্যুযন্ত্রণার সমতুল্য। চতুর্থ ভীষণ উপকারী ছিল মাশায়েখে চিশতিয়ার শাজারা পাঠ। তা পাঠ করতেই এক বিস্ময়কর অবস্থা তৈরি হত। মনে হত যে দিলের উপর কোনো কিছুর প্রলেপ দেয়া হয়েছে আর ঐসব আজে বাজে কল্পনা কিছু সময়ের জন্য দূর হয়ে গিয়েছে। আমি ঐ অবস্থার বর্ণনায় এর চেয়ে বেশি বলতে পারব না যে, দুনিয়া থেকে একদম আগ্রহ শূন্য হয়ে পড়তাম। এভাবে প্রায় তিন বছর পেরিয়ে গেল। বুযুর্গদের মুখে শোনা ছিল যে, 'ওয়ারেদাত'কে গুরুত্ব দেওয়া উচিৎ নয়, ভালো হোক বা মন্দ। এই কারণে মনের মধ্যে কিছুটা সান্ত্বনা যদিও ছিল কিন্তু 'ইমদাদুস সুলূক' কিতাবে একবার দেখলাম যে, 'ওয়াস্ওয়াসা' হল বাষ্প সমতূল্য যা সীমাহীন পেরেশানকারী কিন্তু খোদ সেটা কোনো 'মরয' বা রোগ নয়। এবং কোনো চেষ্টা দ্বারাই তার প্রতিরোধে সফল হওয়া যায় না। এর একটি শেকড় থাকে যা থেকে এই বৃক্ষ তৈরি হয়। যে পর্যন্ত ঐ মূল শেকড় উপড়ানো না যাবে সে পর্যন্ত ওটাকে থামানো সম্ভব হবে না। ঐ মূল শেকড় সন্ধান করা এবং তাকে উপড়ানোর চেষ্টা করা আল্লাহ্ ওয়ালাদের কাজ।

এই বক্তব্যের আলোকে আমার 'খাতরাত' (মনের মধ্যে জেগে উঠা বিপদজনক ওয়াস্ওয়াসা)গুলোর মূল শেকড় সন্ধানের চেষ্টা করলাম। কিন্তু অনুসন্ধান অনুযায়ী প্রাপ্ত ত্রুটিগুলো পরিত্যাগ করার পরও সাময়িক উপকার ছাড়া আর কোনো উন্নতি হল না। ফলে এমন আতঙ্ক তৈরি হল যে, এখন কী হবে? তাহলে কি আমার উন্নতির পথ বন্ধ হয়ে গেছে? এ অবস্থায় আমার মৃত্যু হয়ে গেলে কী হবে?

https://kitabbhubon.com

একবার দীর্ঘ প্রায় একমাস আমাকে শিয়াদের সঙ্গে থাকতে হয়েছিল, এ কারণে ঐ আতঙ্ক আরো বেড়ে গেল। এমন কি শারীরিকভাবেও ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়লাম। ট্রেনের আওয়াজ কানে গেলেই শরীর কেঁপে উঠত। একদিনের জন্য ডিপুটি খাজা আযীযূল হাসান মাজযুব (থানভী রহ. এর একজন গুরুত্বপূর্ণ খলিফা এবং তাঁর জীবনী লেখক) এর সোহবতে থাকার সুযোগ হল। জানি না তাঁর মাত্র একদিনের এই সোহবতের মধ্যে কী অসাধারণ শক্তি ছিল যাতে আমি ভীষণ শান্তি পেলাম এবং শারীরিক কম্পন একেবারেই দূর হয়ে গেল। এই শান্তি ও প্রশান্তি বেশ কিছুদিন বহালও থাকল। কিন্তু এরপর আবার ফিরে এল সেই অবস্থা। আমি অবাক ও বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবতাম, ইয়া আল্লাহ্! এই দুটি চোখেই এক সময় আমি সব কিছু ঠিকঠাক দেখতাম, বস্তুর গভীর পর্যন্ত পৌঁছে যেত দৃষ্টি। আজ আমার সেই দুটো চোখই একেবারে উল্টো কাজ করছে। হক ও বাতিল মিশ্রিত বিষয়ের মধ্য থেকে এক সময় এরাই দুধকে দুধ ও পানিকে পানি হিসাবে আলাদা করে দিত। হক ও বাতিলকে পৃথক করে দিত। আজ সেই দুটো চোখই আলাদা করা তো দূরে থাক পানিকে দুধ এবং দুধকে পানি হিসাবে দেখায়।

এরই মধ্যে আরো একবার আমি থানা ভবনে গিয়ে হুযূরকে আমার করুণ অবস্থার কথা জানিয়েছিলাম। তখন হুযূর প্রশ্ন করেছিলেন- 'কোনো নতুন বই পুস্তক পড়েছি কি?' আমি জানিয়েছিলাম তেমন কিছুই হয় নি। আমি তো স্বেচ্ছায়ই এসব থেকে দূরে সরে থাকছি। খবরের কাগজ পর্যন্ত পড়া ছেড়ে দিয়েছি।

আমার জবাব শুনে আপনি কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলেছিলেন- 'মনে হচ্ছে এসবের কারণ আপনার স্বভাব প্রকৃতির পবিত্রতা ও মেযাজের নাযুকতা এবং ইনশাআল্লাহ্ এটা শীঘ্রই আপনা আপনি কেটে যাবে।'

হুযূরের এ কথায় আমার ভীষণ 'তাছাল্লী' হল। মনে খুব শান্তি পেলাম। তারপর সম্ভবত সাত-আট মাস হয়ে গেল। এর মধ্যে অল্প কিছুকাল মনের মধ্যে 'এতমিনান' (শান্তি ও প্রশান্তি) ছিল এরপর আবারও শুরু হল সেই পুরনো উম্মাদনা। তখন আমি এই সতর্কতা অবলম্বন করলাম যে নিজের বোধ ও বুঝকে একদম অনির্ভরযোগ্য স্থির করে নিলাম। এমন কি কেউ কোনো ফেক্হী মাসআলা জিজ্ঞাসা করলে আমি অন্য কাউকে জিজ্ঞাসা করার অনুরোধ করতাম। গুরু সম্বন্ধে যে বইটি এ অধম লিখেছে সেটা এই সময়কালেরই রচনা। এই বইটির উপর আমার আস্থা নেই শুধু এই কারণে যে, এটি আমার

https://kitabbhubon.com

'উল্টা বুঝ' সময়কালের লেখা। আল্লাহ্ই জানেন কী সব হক, না-হক বা উল্টা সিধা কলম থেকে বেরিয়েছে। এ বইয়ের অনেক জায়গারই মাযমুন বা বিষয়বস্তু আমার কাছে ভুল বলে খটকা লেগেছে। ফলে সে-সব স্থান আমি চিহ্নিত করে রেখেছি। এ জরুরতের কারণেই আমি বইটির ধর্মীয় অধ্যায় পূর্ণটাই হুযূরকে শুনিয়েছিলাম। চিকিৎসা অধ্যায়টিও হুযূরকে শোনানোর ইচ্ছা ছিল। কিন্তু হুযূরের মূল্যবান সময় নষ্ট করাটা মুনাসিব বা সমিচীন মনে হয় নি এই মনোভাবের কারণে যে, চিকিৎসা বিষয়ে যদি কোনো ভুল হয়েও যায়, তবে কী আর গুনাহ হয়ে যাবে?

ঐ অবস্থার বিশদ বিবরণ কত আর বলব- ওয়ায শোনা ও বই পড়া থেকে দূরে দূরে থাকতাম। কারণ কোনো ভালো কথা কানে গেলে তাতে আরো বেশি ক্ষতি হত। অথচ একটা সময় ছিল খারাপ কথা শুনলে তাতে উপকারই হত।

বেশ কয়েকবারই হুযূরের ওয়ায শোনার সুযোগ হয়েছে। যেগুলো শোনার পর মনের প্রতিক্রিয়া হত এমন যে, 'সেই পুরানো কথা যা মৌলবীরা সবসময় বলে থাকে।'

আমার 'হালত' এর বিবরণ যদি সংক্ষেপে প্রকাশ করতে চাই তবে বলতে পারি যে, 'মুহসিনূল মালিক' এবং অপরাপর 'আহলে দুনিয়া' এর অন্তরে যে কথাগুলো ছিল সেগুলোই আমার অন্তরে জায়গা করে নিয়েছিল। তবে হ্যাঁ একটু পার্থক্য ছিল, ঐ অবস্থার কাছে আমি আল্লাহ্র ফযলে এবং বুযুর্গদের দুআয় পরাজিত হই নি যেমন ঐ-সব লোক হয়েছিল। সুতরাং 'আলহামদুলিল্লাহি আলা যা-লিক' (এর জন্য আল্লাহ্রই প্রশংসা) এতটুকু চেতনা সর্বদাই ছিল যে, আমার এ 'হালত' সাময়িক এক ভগ্নদশা। 'জাহলে মুরাক্কাব' (অর্থাৎ এই খারাপ অবস্থাকে ভালো মনে করার গুনাহ) থেকে বেঁচে থেকেছি। অনেক ভেবেছি যে, এটা কোনো পাপের শাস্তি কিন্তু বুঝতে পরি নি যে, কোন পাপের?

এবার এক নতুন বিস্ময়ের কথা শুনুন, মিরাঠের মসজিদে আমরে হযরতের এক ওয়ায মাহফিল ছিল। আলোচনা ছিল এই আয়াতের উপর–

اِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ۭ وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا يُؤْتِكُمْ اُجُوْرَكُمْ وَلَا يَسْـَٔـلْكُمْ اَمْوَالَكُمْ ۝

(অর্থ- পার্থিব জীবন তো কেবল খেলাধুলা, যদি তোমরা ঈমানদার হও এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিদান দেবেন এবং তিনি তোমাদের ধন-সম্পদ চাইবেন না।) মুহাম্মাদ: ৩৬

https://kitabbhubon.com

এই ওয়াযের মধ্যে 'বুখল' বা কৃপনতার মন্দ দিক, ক্ষতি, গুনাহের আলোচনা হচ্ছিল এবং তুর্কিদের জন্য অর্থ সাহায্যের প্রতি উৎসাহ দান করা হয়েছিল। অধমের অভ্যাস সর্বদা আলোচনাকে নিজের অবস্থার সাথে মিলিয়ে দেখা। জীবনের যে অবস্থাকে আলোচনার বিপরীত দেখি সেটাকে বিশেষভাবে মনে করে রাখি। অন্য কথাগুলি সাধারণভাবে শুনি। এ ধরনের বিশেষ কথা যদি বেশি হয়ে যায় তবে সাধ্যমতো মনে রাখার চেষ্টা করি। উদ্দেশ্য এই যে, অন্তত অর্ধেক কথাও যেন মনে রাখতে পারি। কারণ সব কথা মনে রাখার চেষ্টা করতে গেলে হয়ত ঐ অর্ধেকও ভুলে যাব। আমার নিজস্ব এই পদ্ধতির ভিত্তিতে আপনার ওয়াযের মধ্যে চিন্তা করে দেখলাম যে, আমার মধ্যে 'বখিলী' আছে। এই কথাটিকে মনের মধ্যে গেঁথে নিলাম। কয়েকদিন পর্যন্ত গভীর অনুসন্ধানী হয়ে ভেবে-চিন্তে নিশ্চিত হলাম যে, আমার ধারণা সঠিক। আমার মধ্যে 'বখিলী' সীমাতিরিক্ত পরিমানে আছে। পরিধেয় বস্ত্র দান করা তো দূরের কথা ব্যবহার করতে গেলেও মনে হয় ময়লা হয়ে যাবে। মনের এই খেয়াল বাহ্য আমলে যদিও প্রকাশ পায় না কিন্তু খেয়াল অবশ্যই আসে। এতকাল এটাকে অতি সাধারণ ব্যাপার মনে করতাম। আজ চোখ খুলল এবং বুঝতে পারলাম যে, এটা হল সেই বদ স্বভাব যার মূল শেকড় রয়েছে জাহান্নামের জমিনে। কোনো বস্ত্রহীন অভাবী কাপড় চাইলে ভীষণ কষ্টকর মনে হত। বরং অন্য কাউকে নিজের পোশাক দান করতে দেখলে খুবই বিস্ময় জাগত। যখন কোথাও চাঁদা বা অর্থ সাহায্য দেওয়ার প্রয়োজন পড়ত দিতাম ঠিকই কিন্তু কষ্টকর অবশ্যই মনে হত। আর এ কষ্টের ভুল ব্যাখ্যা এতদিন আমি এই করতাম যে, মনের উপর চাপ প্রয়োগের ফলে আরো বেশি সওয়াব হবে। কারণ মন দিতে না চাইলেও আমি দিচ্ছি। এই ভুলের মধ্যেই আমি ডুবে ছিলাম। কখনোই মনে হয় নি যে, এর মূল উৎস 'বখিলী'। অলঙ্কারের যাকাত আমার উপর ওয়াজিব হয়েছিল। দু-বছর ধরে তালবাহানা করছিলাম। মোটকথা চিন্তা-ভাবনার পর নিশ্চিত হওয়া গেল যে, 'সিফাতে বখিলী' (কৃপণতার রোগ) আমার মধ্যে রয়েছে।

উপরোক্ত ওয়ায শোনার পর আমার 'হালত'এর মধ্যে এমন পরিবর্তন এল যা বর্ণনা করা অসম্ভব। মনের মধ্যে এক বিস্ময়কর অবস্থার সৃষ্টি হল এবং মনে হতে থাকল যে, আমার 'কলব' ঈমান শূন্য হয়ে গেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও অনুভূত হত এই অবস্থা পূর্ব অবস্থা থেকে অবশ্যই ভালো। শেষোক্ত অবস্থার যদি কোনো দৃষ্টান্ত দেয়া যায় তবে সেটা এই যে, 'লম্ফ ঝম্ফকারী

https://kitabbhubon.com

প্রলাপ বকা' রুগীর 'জোলাপ' চিকিৎসা দেওয়া হলে (যার মাধ্যমে অনবরত পাতলা পায়খানা হতে থাকে) তার জ্ঞান-বুদ্ধির প্রতিবন্ধকতা ও অনুভূতির বাধাগ্রস্থতা কেটে যায়। কিন্তু জোলাপের ফলে দুর্বলতা বেড়ে যায় এবং উঠা-বসা করতেও অপারগ হয়ে যায়। যেই লোকটি অস্বাভাবিক শক্তি নিয়ে লাফা-লাফি ও ছুটা-ছুটি করছিল, প্রলাপ বকছিল, চিকিৎসার ফলে তার নিস্তেজ হয়ে যাওয়া দেখে ধারণা হতে পারে যে লোকটির শান্তি নষ্ট হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই দুর্বলতার মধ্য দিয়ে সে প্রতি মুহূর্তে এগিয়ে যাচ্ছে সুস্থতার দিকে, সক্ষমতার দিকে। ঠিক এভাবেই আমার মনে হত আমার কলব ঈমান হারা হয়ে পড়েছে নাউযুবিল্লাহ্! কিন্তু জানি না কী এর রহস্য যে, আমার ভেতরটা ধীরে ধীরে ভালোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। আমার মন মেজাজ সুস্থ হয়ে উঠছিল। আমার এই অবস্থা পূর্বের অবস্থা থেকে অবশ্যই উন্নত। আমি বুঝতে পারছিলাম না যে, এটাও পূর্বের বিকৃত রুচিরই কোনো অংশ নাকি এরও কোনো ভিন্ন বৈশিষ্ট্য আছে? সারকথা সেই বুযুর্গদের কথাটি অর্থাৎ 'ওয়ারেদাতকে গুরুত্ব দিতে নেই' স্মরণ করে এই অবস্থার ভালো-মন্দের বিবেচনা ত্যাগ করলাম এবং স্থির করলাম যে, এতে 'কলবী' হালত যাই হোক না কেন 'মরযে বুখল' বা কৃপনতার রোগ থেকে আমাকে মুক্তি পেতেই হবে। এতে আমার এখতিয়ার ও ক্ষমতার দখল আছে। আমি এর জন্য 'মুকাল্লাফ' নির্দেশপ্রাপ্ত। আমি বাধ্য।

আমি এর চিকিৎসার দিকে মনোযোগী হলাম এবং মনের অনাগ্রহকে উপেক্ষা করে খরচ করতে শুরু করলাম। সাংসারিক খরচপাতি সংকুচিত করে যাকাত আদায় করা শুরু করলাম। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই পঞ্চাশ রুপিয়া (১০০ বছর পুর্বের কথা) দান করে দিলাম। সময়টি ছিল রোম সাম্রাজ্য ও বুলগেরিয়ার যুদ্ধের সময়। এই সব অর্থ 'তামলীক' করে যুদ্ধের জন্য চাঁদা হিসাবে দিয়ে দেয়া হল। কিছু অর্থ ইতিপূর্বে দেওয়া ছিল। সব মিলিয়ে এক শ রুপিয়ার কাছাকাছি হয়ে গেল। যেদিন যাকাত সম্পূর্ণ আদায় হয়ে গেল সেদিন মনে হতে লাগল যে, কলবের অবস্থা এমনভাবে বদলে গেল যেমন চোখে ছানি পড়ে বহু বছর পর্যন্ত কেউ অন্ধ হয়ে রইল এবং দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেল হঠাৎ সফল অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে সে যেমন নতুন জীবন ফিরে পায়, হঠাৎ করেই সে ফিরে আসে অন্ধকার থেকে আলোর জগতে আমার অবস্থাও হয়ে গেল ঠিক সেইরকম। মনে হল যে, কলবের মধ্যে একদম কোনো পেরেশানি নেই। সেখানে বিরাজ করছে ভীষণ এক

https://kitabbhubon.com

প্রশান্তি। সব কিছুই সোজাসুজি বুঝতে পারছি। এক ধরনের ক্লান্তি বোধ হচ্ছিল। এবং মনের মধ্যে আশঙ্কাও জাগছিল। মনে হচ্ছিল এটা যদিও আগের চেয়ে ভালো অবস্থা কিন্তু কেমন যেন অজানা ও অচেনা। যেমন কারো কোনো হারিয়ে যাওয়া বস্তু বহুবছর পর ফিরে পেলে সেটা চিনতে বেশ সময় লাগে। অথবা যেমন কেউ দীর্ঘক্ষণ ভীষণ অন্ধকারে কাটানোর পর হঠাৎ তীব্র আলো জ্বলে উঠলে সে চোখে সর্ষে ফুল দেখতে থাকে, আমার অবস্থাও যেন তাই হয়ে গেল। প্রথম প্রথম আশঙ্কা হতে থাকল যে, এটা আগের চেয়েও বেশি মারাত্মক কোনো 'হাল' তো নয় যা আমার অপরিচিত? কিন্তু দু-একদিনের মধ্যেই স্পষ্টই অনুভূত হলে থাকল যে, ইনশাআল্লাহ্ এটা 'হালতে মাহমুদাহ'ই হবে। তা সত্ত্বেও আমি কিছু নফল এবং দরুদ শরীফ পড়ে দুআ করলাম–

رَبِّ اَدْخِلْنِیْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِیْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّیْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِیْرًا

(অর্থ- হে পালনকর্তা! আমাকে দাখিল করুন সত্যরূপে এবং আমাকে বের করুন সত্যরূপে এবং আমাকে নিজের পক্ষ থেকে দান করুন সাহায্যকারী বিজয়) ৮০:১৭

নতুন করে আবার কোনো বিপদে পড়ে যাই কিনা এই আশঙ্কায় আমি এই অবস্থার দিকে মনোযোগ দিতাম না। অবশ্য এটুকু খুবই লক্ষ্য রাখতাম যে, কিসের কারণে আমার এই উপকার হল? বহু চিন্তা-ভাবনার পর এটাই বুঝে আসল যে, পূর্ববর্তী বিপদের কারণ ছিল 'যাকাত দানে বিলম্ব' এবং 'কৃপণতা'। যাকাত আদায় হয়ে যাওয়ার ফলে আল্লাহ্ তাআলার এই অনুগ্রহ ও দয়া পেলাম। আর তখনই এই আয়াতের অর্থ বুঝে আসল–

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ

(অর্থ- আর দুর্ভোগ মুশরিকদের জন্য, যারা যাকাত দেয় না এবং যারা আখেরাতকে অস্বীকার করে।) ৬–৭: ৪১

এর শুকরিয়া হিসাবে আমি তুর্কিস্থানের চাঁদা হিসাবে আরো পঞ্চাশ রুপিয়া দান করার সিদ্ধান্ত মনের মধ্যে দৃঢ় করে নিলাম এবং দানের ক্ষেত্রে যদিও গোপনীয়তা উত্তম কিন্তু এই দানের জন্য প্রকাশ্য প্রচারকেই বেশি ভালো মনে করলাম। যথারীতি একটি বিশাল সমাবেশে অন্যান্য দানের পাশে প্রকাশ্যে ঐ

https://kitabbhubon.com

পঞ্চাশ রুপিয়া দানের ঘোষণা দিলাম। সভার কর্তৃপক্ষকে বললাম যে, প্রকাশ্যে এই চাঁদা প্রদানের উদ্দেশ্য এটাই যে, আপনারাও এই পদ্ধতি অন্যান্য সমাবেশে চালু করে দিন। সেই সমাবেশে আমার আত্মীয় এবং সহকর্মীদের এমন অনেকেই ছিলেন যারা জানতেন যে, আমার আর্থিক সংকট চলছে। আমার মনে হল ঐ সব লোকের সামনে এত বড় অঙ্কের চাঁদা দেয়াতে এই ধারণা হবে যে, এ লোকের অর্থ সম্পদ ঠিকই আছে কিন্তু আমাদের কাছে গোপন রাখে। আরো মনে হল- বর্তমানে এই পরিমান অর্থ আমার হাতে নেই, সুতরাং পরিশোধ করতে পারি বা না পারি এ পরিমান অর্থের বোঝা মাথায় চাপিয়ে নেওয়া ঠিক হচ্ছে না। আরো মনে হল- আমার এই দানের ফলে হয়ত ঐ সব লোক প্রশংসা করবে আর তাতে আমার মধ্যে 'উজব' রোগ (আত্মপ্রশংসা) পয়দা হবে। কোনো পরোয়া না করে আমি নিজেকেই বললাম- মনের মধ্যে নিয়ত যখন করে ফেলেছি তখন তার খেলাফ (লঙ্ঘন) করা যাবে না। দান করার নিয়ত করে যদি সেটা ভঙ্গ করি তবে তো সেই সব মুনাফেকের দলভুক্ত হয়ে পড়ব যাদের কথা আল কুরআনে বলা হয়েছে-

وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتٰنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ. فَلَمَّآ اٰتٰهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ. فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِىْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗ بِمَآ اَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ.

(অর্থ- তাদের মধ্যে কিছু লোক এমন যারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে অঙ্গীকার করেছিল যে, তিনি যদি আমাদেরকে অনুগ্রহ (সম্পদ) দান করেন তবে অবশ্যই আমরা দান করব এবং নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকব। অতঃপর যখন তাদেরকে তিনি অনুগ্রহ (সম্পদ) দান করলেন তখন তারা তাতে কার্পন্য করল এবং কৃত ওয়াদা থেকে সরে গেল তা (ওয়াদা) ভঙ্গ করে। সুতরাং এরই শাস্তি হিসাবে আল্লাহ্‌ তাদের অন্তর সমূহে কপটতা (নেফাক) ঢেলে দেন সেদিন পর্যন্ত যেদিন তারা তাঁর সাথে গিয়ে মিলিত হবে। তা এজন্য যে, তারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কৃত ওয়াদা লঙ্ঘন করেছিল এবং এজন্য যে, তারা মিথ্যা কথা বলত।) ৭৫–৭৭: ৯

আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌ করে আমি যে মহাবিপদ থেকে মুক্ত হতে পেরেছি সেটার কথা ভুলে যাওয়া কোনোভাবেই আমার উচিৎ নয়। সাবধান থাকতে হবে যেন আবার সে রকম কোনো সমস্যায় না পড়ি। লোকে আমাকে ধনী মনে করলে আমার কী! মুআমালা ঠিক রাখতে হবে আল্লাহ্‌ তাআলার সঙ্গে। আর 'উজব'

https://kitabbhubon.com

এর ভয়? এতো নফসের 'শারারাত' দুষ্টামী। সময় যদি চলে যায় তবে জনগণকে তুর্কি চাঁদার জন্য উদ্বুদ্ধ করার সুযোগ আর কোথায় পাব? সময় পেরিয়ে গেলে অনুশোচনা ছাড়া আর কিছুই করার থাকবে না। মোটকথা মনের সকল ধারণা ও সংশয়ের জবাব তৈরি করে সেগুলোকে 'নফসের ধোকা' আখ্যা দিয়ে এবং 'যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে আল্লাহ্ তার জন্য পথ বের করে দেন এবং এমন স্থান থেকে রিযিক দেন যা সে ভাবতেও পারে না।' আয়াতের উপর দৃষ্টি রেখে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ত্যাগ করে পঞ্চাশ রুপিয়া দেওয়ার ওয়াদা ঘোষণা করে দিলাম। মানুষ যখন দেখল একটি নতুন পদ্ধতির আবিষ্কার হল এবং পদ্ধতিটি চাঁদা সংগ্রহের জন্য উপকারী তখন সবাই বাহবা দিতে লাগল শাবাশ! শাবাশ!! রব উঠতে লাগল। যার কারণে 'উজব' এর ধারণাটির সত্যতা পাওয়া গেল। আমার মধ্যে এরকম আত্মতুষ্টি পয়দা হল যে, কোনো সমাবেশে পাঁচ/দশ টাকার চাঁদা কেউ দেয় না আমি দিয়েছি পঞ্চাশ টাকা। যদিও এই খেয়ালের একেবারেই পরোয়া করলাম না। কেননা এটা দানের পরে তৈরি দানের ভিত্তি নয়। এরপরও আলহামদুলিল্লাহ্, এই খেয়ালের একটি প্রাকৃতিক 'এলাজে'রও ব্যবস্থা হয়ে গেল। ঠিক তখনই মজলিসের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বলল- এটা তেমন কিছু নয়। আজকেই গ্রামের এক ধনী ব্যক্তির বাড়িতে অনুষ্ঠান ছিল। সেখানে মেহমানদেরকে মিষ্টি খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে বাজেট ছিল পাঁচ শ রূপিয়া। তিনি মিষ্টির পরিকল্পনা বাতিল করে পুরো পাঁচ শ রূপিই দান করে দিয়েছেন। এ ছাড়া আরো একটি 'কুদরতী এলাজ' পয়দা হল। তখনই এক বিধবা মহিলা পনের রুপিয়া পাঠালেন। অবস্থা এবং পরিমানের বিচারে ঐ দুটি দানের সামনে আমার দান কিছুই নয়। আমি প্রাণ ভরে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া করলাম, আলহামদুলিল্লাহ্! ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ্! এরপর চিন্তা করে বুঝতে পারলাম- এখন 'বুখল' বা কৃপনতা খুবই কমে গেছে। খরচ করতে মনের মধ্যে যেভাবে বাধা তৈরি হত এখন আর তেমন হয় না।

একদিন আমি মসজিদ থেকে ফিরছিলাম। এক ভিক্ষুক এসে বলল- আমার পা খালি, জুতা ছাড়া খালি পায়ে চলছি, আমি সঙ্গে সঙ্গে আমার পায়ের জুতা খুলে দিলাম। খুব লক্ষ্য করে দেখলাম 'তবীয়ত' বা 'নফস' (স্বভাব) আপত্তি করে কিনা। আলহামদুলিল্লাহ্! দেখলাম কোনো আপত্তি নেই। এরকম বিভিন্ন ক্ষেত্রে 'তবীয়ত' এর পরীক্ষা করে বুঝলাম এখন আর সে সব কিছু নেই। যদি কৃপণতার কিছু থেকেও থাকে তবে তা থেকে আমি ইনশাআল্লাহ্ গাফেল নই।

https://kitabbhubon.com

বান্দার দৃষ্টিতে সুস্থতা ও অসুস্থতা নির্ণয়ের একটি স্পষ্ট আলামত ছিল 'হেরছে তআম' (খাবারের প্রতি অধিক আকর্ষণ) হাদীস শরীফ-'মুমিন এক পেটে খায় আর কাফের খায় সাত পেটে' এর আলোকে, অনেক ক্ষেত্রে চিন্তা করে দেখেছি, যাদের মধ্যে নানান প্রকারের খাদ্যের রকমারি আয়োজন এবং এ ব্যাপারে অধিক গুরুত্ব প্রদানের প্রচলন আছে, তাদের অবস্থা ভালো পাওয়া যায় না। আলীগঢ় কলেজ এবং ইসলামী মাদারেসের (মাদরাসাগুলোর) মাঝে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। একজন ব্যারিষ্টারের মাসিক খাবারের ব্যয় সাত শ রুপিয়া। আমি গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেছি। সাবেক 'হালতে' খাবারের লোভ ছিল এবং এ ব্যাপারে খুব গুরুত্ব দেওয়া জরুরি মনে হত। যেসব নেককার বুযুর্গের স্বল্প আহারের ঘটনা প্রসিদ্ধ, যেমন খাজা আলাউদ্দিন ছাবের রহ. তাঁদের প্রতি আমার এক ধরনের আপত্তি ছিল। আমি জানতাম যে আমার কলবের মধ্যে 'কুফরে'র বীজ লুকিয়ে আছে। আলহামদুলিল্লাহ্! এখন আর সে-সব কিছু নেই। (অর্থাৎ বুযর্গদের আহারের ব্যাপারেও মনের মধ্যে কোনো এ'তেরায নেই আবার খাবারের ব্যাপারেও মনের মধ্যে অধিক কোনো গুরুত্ব নেই) এখন অবস্থা এই যে, যদি দস্তরখানে পোলাও, কোর্মা এবং ডাল দুটোই থাকে, তবে দুটোই একরকম মনে হয়। আর পেট ভরে খাওয়ার চেয়ে অল্প আহারকেই আমার 'তবীয়ত' এখন বেশি প্রাধান্য দেয়। এখন অধিক খাওয়ার পক্ষের সেই সব অজুহাত ও যুক্তির কথাও মনে পড়ে না।

মোটকথা যখন থেকে আমার যাকাত আদায় হয়ে গেছে তখন থেকেই 'হালত' পাল্টে গেছে। এখন আলহামদুলিল্লাহ্, কথা ঠিকমতো বুঝে আসে। ভালো কে ভালো এবং মন্দকে মন্দ মনে হয়। উলামাদের প্রতি রগবত (আগ্রহ) এবং উমারাদের (ধনী ও শাসকদের) প্রতি বে-রগবত (অনাগ্রহ) আছে। এখন মন্দ সোহবত অথবা খবরের কাগজ পড়লেও সেই ক্ষতি হয় না যা আগে হত। বরং মন্দ সোহবত থেকেও কখনো কখনো ভালো কিছু পেয়ে যাই। (এর অর্থ এই নয় যে, এখন আমি মন্দ লোকদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকা জরুরি মনে করি না। জরুরি আগের চেয়েও বেশি মনে করি। ঘটনা কী ঘটেছে আমি শুধু সেটাই তুলে ধরছি।) পূর্বে কখনো যদি অনিচ্ছাতেও খারাপ সংস্পর্শে যেতাম তবে বিদ্যুৎ গতিতে খারাপের প্রভাব আমার উপর পড়ত। খারাপের প্রভাব থেকে বাঁচা আমার জন্য অসম্ভব ছিল। এখন আলহামদুলিল্লাহ্ 'মন্দ সোহবত' থেকে আমি একদমই প্রভাবিত হই না বরং আমার প্রভাবই কখনো কখনো খারাপের উপর গিয়ে পড়ে। আমার তবীয়ত (স্বভাব) 'হক' কে গ্রহণ করে

https://kitabbhubon.com

নেয় এবং 'বাতিল' কে ত্যাগ করে। এখন আলহামদুলিল্লাহ্ সেই পূর্বের 'হালত' আবার ফিরে এসেছে নতুন সংযোজনসহ। আগে তো মন্দের ইলম ছিল না এখন মন্দের ইলমও আছে। 'বিপরীত'কে দিয়েই বস্তুর পরিচয় পাওয়া যায়। যে মানুষ মন্দকে চেনে না সে তা থেকে নিজেকে বাঁচাতেও পারে না।

এত দীর্ঘ বিবরণ আমি নিজের কিংবা হুযূরের সময় নষ্ট করার জন্য দেই নি। তিনটি কারণে বিবরণকে এতটা দীর্ঘ করার সাহস পেয়েছি।

এক– এমন মহাখুশীতে আপনার মতো এমন মুরব্বিকে কিভাবে ভুলে থাকি! আপনাকে শরিক না করে কিভাবে থাকি? কষ্ট কিংবা সুখ সব সময়ই আমি পেয়েছি আপনারই তারবিয়াত। পেয়েছি আপনারই পরিচর্যা। তাছাড়া 'যে মানুষের কৃতজ্ঞতা জানায় না সে আল্লাহ্রও কৃতজ্ঞ হতে পারে না' হাদীসের কথাটি কিভাবে ভুলে যাব? আমি একেবারে নির্দ্বিধায় হুযূরের খিদমতে আরজ করছি যে আমি এর চেয়ে বেশি হুযূরের শুকরিয়া আদায় করতে পারব না-

از دست گدائے ناتواں باید ہیچ - جز آنکہ بصدق دل دعائے بکند

(অর্থ- নিঃস্ব নিরুপায় ফকির কী-বা তোমায় দেবে! প্রাণখুলে একটু দুআই তো দেবে)

আমার মনে আছে সেই সময়ের কথা যখন ভীষণ পেরেশান হয়ে যেতাম, কোনো কিছু করতে পারতাম না, নিজের অজ্ঞাতেই দুআ করতে থাকতাম হে আল্লাহ্! আমার উপর রহমত কর আশরাফ আলীর উসিলায়, ইমদাদুল্লাহ্র এবং রশীদ আহমদের উসিলায়, তোমার সকল অলীর উসিলায় এবং আমাদের প্রিয় হাবীব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উসিলায়।

দুই– দয়া করে আমাকে বলুন এ ধারণা সঠিক কিনা যে পূর্ববর্তী দূর্দশার কারণ ছিল যাকাত না দেওয়া। এমন যেন না হয় যে, কারণ আসলে অন্য কিছু, যা আমার জানাই নেই। উপকার যা হয়েছে সেটা ক্ষণিকের জন্য। মূল কারণ ভেতরে রয়ে যাওয়ার ফলে সেটা কঠিন হয়ে আবারও ফিরে আসবে।

তিন– 'যাকাত' এর মতো একটি জাহেরি আমল আদায় না হওয়ায় যদি এমন ক্ষতি হতে পারে, তাহলে 'আ'মালে কলবী'-র মতো অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর ত্রুটিতে না জানি আরো কতো ভয়াবহ অবস্থা হতে পারে।

হুযূরের খিদমতে আমার মিনতি যে, দয়া করে এমন কোনো পদ্ধতি আমাকে বলে দিন যাতে আমি বুঝতে পারি আমার মধ্যে কী কী 'রোগ' আছে? এবং সেগুলোর চিকিৎসাই বা কী? যেন সেগুলো থেকে মুক্তির চেষ্টা করতে পারি।

https://kitabbhubon.com

নিজের দোষ-ত্রুটি নিজে নিজে বুঝতে পারা যথেষ্ট কঠিন। আর সঙ্গী সাথীদের অভ্যাস হল প্রশংসা মুখের উপর করবে কিন্তু দোষ-ত্রুটির কথা প্রকাশ করবে না। আর তারা একে মনে করে দোষ গোপন রাখা। আমার মতে এটা দোস্তি বা বন্ধুত্ব নয় এটা হল 'তরকে এসলাহ' বন্ধুর সংশোধন বর্জন। এমন দুর্লভ ও বিরল বন্ধুও দেখেছি যিনি আমাকে ভুল ধরিয়ে সাবধান করে দিয়েছেন, চিন্তা করে দেখেছি সত্যিই দোষটি আমার মধ্যে ছিল। অবশেষে আমি তা সংশোধন করে নিয়েছি। আমি সত্যিকার বন্ধুত্ব এটাকেই মনে করি।

বন্ধু-বান্ধব ও সঙ্গী-সাথীদের এই যখন অবস্থা তখন নিজের দোষ-ত্রুটি কী ভাবে জানব? এ উদ্দেশ্যে আমি আমার সম্পর্কে অন্যদের ধারণা বোঝার চেষ্টা করি তাদের কথা ও আচরণের ধরণ থেকে। এই চেষ্টায় আমার কাছে ধরা পড়েছে যে, কিছু লোক মনে করে আমি অহঙ্কারী। এটা আমার কিছু আত্মীয় ও ঘনিষ্ট বন্ধুদের ধারণা। এ বিষয়ে আমি সাধ্যমতো চিন্তা-ভাবনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, এর আসল কারণ 'আমার কম কথা বলা' এবং 'কারো ভালো-মন্দে নাক না গলানো।' তাছাড়া নিজের 'মা'মুলাত'-র (অযীফাসমূহের) পাবন্দি করতে গিয়ে সকলের সঙ্গে ততখানি মেলা-মেশা সম্ভব হয়ে উঠে না যতখানি তারা আশা করে। আর কারো ভালো-মন্দের মধ্যে নিজেকে জড়ালে সেখানে হয়ত কারো মিথ্যা শিকায়াতকে সত্য বলতে হয় অথবা বিরোধিতা করতে হয়। সত্য বললে মিথ্যা হয় এবং তাতে কারো গীবত করা হয় অথবা কারো উপর অপবাদ লাগানো হয়। বিরোধিতা সমপর্যায়ের কারো সঙ্গে হলে সেটা মূল্যহীন। আর বড়দের সঙ্গে হলে মূল্যহীন এবং বেয়াদবীও। এছাড়া বিরোধিতা করতে গেলেও কথা শেষ পর্যন্ত গীবত, শেকায়াত ও মিথ্যা অপবাদসহ আরো নানান মন্দ বিষয়ে গিয়ে ঠেকে।

আমার যেহেতু আগেই অভিজ্ঞতা হয়েছিল যে, চেনা-জানা লোকদের দ্বারা অবস্থা বেশি খারাপ হয় এবং অজানা লোকদের দ্বারা কম, এ কারণে জানাশোনা লোকদের থেকে বেশি দূরত্ব বজায়ে রাখতাম। এর ফলে তাদের ধারণা হয়েছে যে, আমি অহঙ্কারী। আমি এর পরোয়া করি নি। কারণ তাদের সঙ্গে মেলা-মেশার দ্বারা আমার দীনী ক্ষতি হয়, যা আমার কাম্য নয়। না মিশলে তারা আমাকে ভাবে 'অহঙ্কারী' কারো মুখ বন্ধ করা তো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ক্ষতি থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে তাদের থেকে দূরত্ব অবলম্বন করলে আমাকে অহঙ্কারী বলা ছাড়া তারা কী ক্ষতি করবে! অজানা লোকদের থেকে যেহেতু ক্ষতি কম হয়, তাই তাদের সঙ্গে কথা-বার্তা, দেখা-সাক্ষাৎ ও

https://kitabbhubon.com

যোগাযোগের দ্বারা আমার মনের মধ্যে প্রফুল্লতা থাকে। এর কারণে এসব লোক আমাকে 'অহঙ্কারী' বলে না। বরং দেখা যায় গরিব লোকেরা আমার সঙ্গে খুবই অন্তরঙ্গ।

কিছু মানুষের দ্বারা বারবার আমি কষ্ট পেয়েছি কিন্তু কখনোই তাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করি নি। তারা আমার পিছনে নামায পড়ে না আমি যথারীতিই তাদের পিছনে নামায পড়ে যাচ্ছি। মোটকথা অজানা লোকেরা আমাকে অহঙ্কারী বলে না। জানি না কাদের ধারণা সঠিক। যারা আমাকে অহঙ্কারী বলে তাদের? নাকি যারা আমাকে নিরাহঙ্কারী মনে করে তাদের?

এতো ছিল এমন এক রোগের কথা, যার ব্যাপারে মানুষের ধারণা আমার মধ্যে রোগটি আছে। অথচ আমার ধারণা 'ওটা' আমার মধ্যে নেই। আরেকটি রোগ যার ব্যাপারে অন্যদের ধারণা যে, আমার মধ্যে নেই অথচ আমার ধারণা সেটা আছে। সে রোগটি হল 'হাসাদ' (হিংসা)। সহকর্মী বা সঙ্গীদের মধ্যে কাউকে কোনো নেয়ামত পেতে দেখলে কিছুটা খারাপ লাগে। তবে আশার কথা এই যে, সঙ্গে সঙ্গেই অনুভূত হয় যে, এটা 'হাসাদ'। এর প্রতিকার হিসাবে আমি যা করি তা এরূপ- ঐ নেয়ামত প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক না হয়ে আমার হাতে কোনো প্রকার সুযোগ থাকলে তার জন্য নিজেই প্রচেষ্টা চালাতে থাকি। এই প্রয়াস এতদূর পর্যন্ত চালাতে থাকি যে, এতে আমার ক্ষতি এবং সমস্যাও হয়ে যায়। আজ পর্যন্ত কখনো এমন হয় নি যে, এ ধরনের কোনো ক্ষেত্রেই আমি নফসের ধোকা খেয়েছি। তারপরও আমার প্রশ্ন এই যে, মনের মধ্যে কারো ভালো দেখলে এই জ্বলনটুকু কেন হবে? এটা যদি 'হাসাদ' বা হিংসা হয়ে থাকে তবে মেহেরবানী করে এর কোনো 'মা'কূল এলাজ' (যুক্তিপূর্ণ ব্যবস্থা) জানিয়ে দেবেন। এই ধরনেরই আরেকটি ত্রুটি রয়েছে আমার মধ্যে 'উজব' যা অন্যদের জানা নেই কিন্তু আমার জানা আছে। যখন আমার দ্বারা কোনো ভালো কাজ হয়ে যায় তখন মনের মধ্যে এই 'খাহেশ' (আকাঙ্ক্ষা) জেগে উঠে যে, কেউ দেখুক বা জানুক এবং প্রশংসা হোক। এর প্রতিরোধও আমি সাধ্যমতো করতে থাকি। কিন্তু কখনো কখনো এমন অবস্থা তৈরি হয়ে যায় যে, 'এলাজ' কী হবে বুঝতেই পারি না। যেমন আমার সহকর্মী যখন কোনো কাজে ত্রুটি করে এবং আমি ঠিক করি (যেহেতু সে স্পষ্ট ভুল করছে) তখন নিজের ব্যাপারে মনের মধ্যে প্রশংসা জাগবেই এটাকে আমি কীভাবে ঠেকাব? এবং নিজের সঠিক কাজটিকে ভুল এবং তার ভুলকে ঠিক কীভাবে বলব? এতদসত্ত্বেও আমার সহকর্মীকেও পরামর্শে ডাকা হলে

https://kitabbhubon.com

তার ভুল মারাত্মক এবং সকলের চোখে ধরা পড়ার মতো না হলে এবং এর দ্বারা যদি কোনো স্পষ্ট ক্ষতির আশঙ্কা না থাকে তবে নিজের কাজটাকেই ভুল এবং তাকেই সঠিক বলে রায় দেই এবং আমার হাত গুটিয়ে নিয়ে কাজটা তার নামে করে দেই। এই হল আমার চূড়ান্ত এলাজ ও চিকিৎসা। এতে আমার আর্থিক ক্ষতিও হয়ে যায়। কিন্তু তাতেও আমার যুক্তি এই যে, যদি নিজের কাজকে সঠিক এবং অন্যের কাজকে ভুল আখ্যা দেই তাতে তো 'উজব' হয়েই গেল। আর্থিক ক্ষতিও হল এবং মূল রোগ রয়েই গেল।

এই কয়েকটি রোগের কথা তো আমার জানা আছে কিন্তু 'সকল রোগের জ্ঞান তো চিকিৎসকের কাছে।'

হুযূরের যাত এর উপর আমি অনেক আস্থা ও ভরসা রাখি, এবারও বলছি ইনশাআল্লাহ্ শীঘ্রই থানাভবন হাজির হব। আমার এবারের উপস্থিতি শুধুমাত্র সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে নয়। এবার হাজির হব একজন তালিবে ইলম হিসাবে। ইচ্ছা রয়েছে ঈদুল ফিতরের কাছাকাছি কোনো একদিন উপস্থিত হব। অনেক বেশি বিলম্ব হল এই আবেদনপত্র লিখতে। লিখতে বসে উল্টাসোজা যা মনে এসেছে লিখে ফেলেছি এবং সেটাই পোস্ট করে দিচ্ছি। আশা করি আমার বক্তব্য এবং এর পারস্পারিক অসংলগ্নতা এবং ভাষা ও শব্দের দুর্বলতার দিকে না তাকিয়ে আমার কঠিন অবস্থার কথাগুলো বিবেচনায় নিবেন। এত খারাপ 'হালত' জানাতেও তো লজ্জা লাগে। কিন্তু কী আর করব 'ডাক্তারের কাছে তো ব্যাথার কথা গোপন করতে পারি না।'

زانکہ تو ہر خار را گلشن کنی - دیدۂ ہر کور را روشن کنی

(অর্থ- সকল কাঁটাকেই করেছ তুমি পুষ্পোদ্যান, অন্ধ সকল চোখকে করেছো আলোক দান)

আল্লাহ্র উপর সোপর্দ করে সালাম জানিয়ে আমার কথা শেষ করছি। দরুদ ও সালাম পেশ করছি মহান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পরিবার বর্গ ও প্রিয় সাহাবীদের প্রতি। ১৫ই জিলহজ্জ, ১৩৩১ হিজরী, মীরাঠ থেকে।

জবাবঃ হামদ ও সালাতের পর আপনার জিজ্ঞাসার জবাবে নিবেদন করছি এই যে, তরীকতের মধ্যে 'মকসূদে আসলী' বা আসল লক্ষ্য হল শুধুমাত্র আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি এবং তাঁর নৈকট্য লাভ। আর এতে যত বিষয়ের দখল ও প্রভাব আছে সেগুলোই প্রভাবের পরিমান হিসাবে 'মামূর বিহি' (অবশ্য পালনীয়) আর আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনে ও তাঁর নৈকট্য প্রাপ্তিতে কোন্ কাজে

https://kitabbhubon.com

এতটুকু ভূমিকা আছে সেটা বলতে পারেন শুধুমাত্র আল্লাহ্ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এমনিভাবে 'আসলী মাযমূম' এবং 'মুজতানাব আনহু' (প্রকৃত বর্জনীয় ও নিন্দনীয়) হল আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি ও তাঁর থেকে দূরত্ব। আর যতগুলো বিষয়ের দখল রয়েছে এই ক্ষেত্রে (অর্থাৎ তাঁর অসন্তুষ্টি ও দূরত্ব তৈরির ক্ষেত্রে) সেগুলো দখলের পরিমান হিসাবে 'নিষিদ্ধ'। মনে রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা এটি।

দ্বিতীয় ভূমিকা এই যে, আল্লাহ্র নৈকট্য সৃষ্টিতে অথবা তাঁর থেকে দূরত্ব তৈরিতে যতগুলো বিষয়ের দখল বা ভূমিকা রয়েছে সেগুলো সবই 'এখতিয়ারী বিষয়,' (মানুষের জন্য অসাধ্য নয়, বরং তার সাধ্য ও সামর্থের মধ্যে আছে এমন বিষয়গুলোকে বলা হয় 'এখতিয়ারী বিষয়')। এগুলোর মধ্যে একটি বিষয়ও 'গায়রে এখতিয়ারী' (মানুষের অসাধ্য বিষয়) নেই। আর এটাই হল-

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا

এর তাৎপর্য- (আল্লাহ্ তাআলা কারো উপর তার সাধ্যাতীত কিছু চাপিয়ে দেন না।) বাকারাঃ ২৮৬

তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হল এই যে, 'এখতিয়ারী বিষয়' ব্যাপক। এতে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে 'জাহেরি দৈহিক' এবং 'বাতেনি কলবি' উভয়ই। কুরআন হাদীসের অনুসন্ধান এবং দীনী রুচি ও অভিজ্ঞতা থেকে সন্দেহাতীত রূপে প্রমাণ হয় যে, 'জাহেরি বিষয়' এর অর্থ হল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল সমূহ, ভালো হোক বা মন্দ। 'বাতেনি বিষয়' এর মানে হচ্ছে আভ্যন্তরীন ও চরিত্রগত। এই 'বাতেনি বিষয়' দু-প্রকারের–

১. আকায়েদ, সহী বা বাতিল (শুদ্ধ ও সঠিক বিশ্বাস এবং বাতিল ও ভ্রান্ত বিশ্বাস) এবং আখলাক, মাহমূদাহ বা মাযমূমাহ। (প্রশংসনীয় চরিত্র, অথবা নিন্দনীয় চরিত্র।)

সুতরাং আল্লাহ্র নৈকট্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে যেই বিষয়গুলোর ভূমিকা রয়েছে সেগুলো নিম্নরূপ-

এক- 'আ'মালে হাসানাহ' ভালো আমলসমূহ।

দুই- 'আকায়েদে সহীহাহ' শুদ্ধ বিশ্বাসসমূহ।

তিন- 'আখলাকে মাহমূদাহ' উত্তম বা প্রশংসিত চরিত্র ও আচরণসমূহ।

মূলত এই বিষয়গুলোই পালনের জন্য শরীয়ত নির্দেশ দিয়েছে। এগুলোই 'মামূর বিহা' অবশ্য করনীয় ও পালনীয়।

https://kitabbhubon.com

আর যে সব বিষয়ের ভূমিকা রয়েছে আল্লাহ্ থেকে দূরত্ব সৃষ্টির ক্ষেত্রে সেগুলো নিম্নরূপ-

এক- 'আমালে কারীহাহ' বিশ্রি বা মন্দ কাজসমূহ।

দুই- 'আকায়েদে বাতেলা' বাতিল ও ভ্রান্ত বিশ্বাসসমূহ।

তিন- 'আখলাকে মাযমূমাহ' নিন্দিত স্বভাব চরিত্রসমূহ।

ইসলামী শরীয়তে এই বিষয়গুলোই নিষিদ্ধ। মানুষের জন্য এগুলোই বর্জনীয় ও পরিত্যাজ্য।

চতুর্থ ভূমিকা যা মূলত দ্বিতীয় ভূমিকা থেকে আবশ্যিক রূপে বুঝে আসে এবং স্বতন্ত্র দলিল দ্বারাও প্রমাণিত। আর সেটা হল, যে বিষয়গুলো 'এখতিয়ার ও সাধ্যের' বাইরে সেগুলোর কোনোই দখল নেই আল্লাহ্র নৈকট্য সৃষ্টি বা তাঁর থেকে দূরত্ব তৈরির ক্ষেত্রে। যেহেতু 'নৈকট্য' ও 'দূরত্ব' সৃষ্টিতে সাধ্যাতীত বিষয়সমূহের কোনোই ভূমিকা নেই এজন্যই এগুলো 'পালনীয়' ও 'বর্জনীয়' কোনো বিষয়েরই অন্তর্ভূক্ত নয়। গায়রে এখতিয়ারী বিষয়গুলো না তো মা'মূলবিহা এবং না মানহি আনহা।

পঞ্চম ভূমিকা 'গাইরে এখতিয়ারী' (বা অসাধ্য) বিষয়গুলির অনেক প্রকার আছে। তারমধ্যে যেগুলোকে 'আল্লাহ্র নৈকট্য ও দূরত্ব সৃষ্টিকারী' হিসাবে সন্দেহ জাগে তা মাত্র কয়েকটি প্রকার। যেমন- নৈকট্য সৃষ্টির ব্যাপারে 'আহওয়ালে মাহমূদা' (প্রশংসনীয় অবস্থাবলী) ও 'কামলাতে ওয়াহাবিয়্যাহ' (আল্লাহ্ প্রদত্ত বিভিন্ন গুণ বা বুযুর্গী)।

এমনিভাবে দূরত্ব সৃষ্টির বেলায় 'ওসাবেস' (কূমন্ত্রণা সমূহ) 'খাতরাত' (শঙ্কা সমূহ) 'কবয' (নিরানন্দ)এর প্রকার সমূহ। গুনাহের প্রতি দুর্বল কিংবা প্রবল আকর্ষণ যা আকাঙ্ক্ষার পর্যায়ে পৌছে যায়। 'গায়রে এখতিয়ারী' (অসাধ্য কাজ) উক্ত প্রকার সমূহের জন্য 'নৈকট্য' ও দূরত্বে'র হুকুম প্রযোজ্য নয় শুনে আবার এটা বুঝবেন না যে, এগুলো নৈকট্য ও দূরত্ব সৃষ্টি করে না।

হতে পারে যে, আল্লাহ্ তাআলা কাউকে আমলের কারণে অথবা একদম আপন অনুগ্রহে নৈকট্য দান করলেন এরপর তাকে ভূষিত করলেন 'কামালাতে ওয়াহাবিয়া'র (আল্লাহ্ প্রদত্ত গুণের) ভূষণে। এটাও হতে পারে যে, আল্লাহ্ তাআলা কোনো বান্দাকে 'আমালে মাযমূম' (মন্দ আমল)এর কারণে (বিনা আমলে নয়) ধিকৃত বানিয়ে দিলেন এরপর তাকে ফেলে দিলেন কোনো 'গায়রে এখতিয়ারী' (অনিচ্ছাকৃত) বিপদাপদে। কিন্তু এই বিপদ দূরত্বের 'ছবব' নয় বরং 'মুছাব্বাব'। (অর্থাৎ এই বিপদাপদের কারণে দূরত্ব তৈরি হয়

https://kitabbhubon.com

না। বরং 'মন্দ আমল' এর কারণে আল্লাহ্ থেকে তার দূরত্ব সৃষ্টি। আল্লাহ্ তাকে এই দূরত্বের পর গায়রে এখতিয়ারী বিপদ যার প্রতিকার হতে পারে শুধুমাত্র আমালে মুবঈদা' (দূরত্ব সৃষ্টিকারী মন্দ আমল) ত্যাগ করার মাধ্যমে। উপরোক্ত ভূমিকাগুলো ভালোভাবে স্মরণ রেখে এবার লক্ষ করুন। আপনার লম্বা কাহিনীর সারবস্তু ছিল নিম্নরূপ-

১) উপলব্ধি বিশুদ্ধ হওয়া।
২) কল্যাণকর বিষয়সমূহ থেকে প্রভাবিত হওয়া।
৩) বিভিন্ন হাকীকত ও রহস্য উদঘাটিত হওয়া কিন্তু সেটাকে কামাল (বুযুর্গী) মনে না করা।
৪) এরপর ভালোর মধ্যে মন্দ এবং মন্দের মধ্যে কল্যাণ চোখে পড়তে থাকা, যদিও এই মনোভাবের কাছে আপনার পরাজয় হয় নি।
৫) ভালোর প্রভাব আপনার মধ্যে না পড়া এবং মন্দ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে পড়া এমনভাবে যে, সেদিকে আকর্ষণ তৈরি হতে থাকে। এ ব্যাপারে আপনি কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন।
৬) এই সঙ্গে আপনি এটাকে ভয়ঙ্কর মনে করেছেন এবং এই ওয়াস্ওয়াসাকে প্রতিরোধের প্রয়াস চালিয়েছেন। গৃহীত ব্যবস্থার কয়েকটি বিশদ বিবরণ।
৭) এইসব ব্যবস্থা থেকে সামান্য সময়ও গাফেল অসচেতন হয়ে গেলে সকল মেহনত ও পরিশ্রম বেকার হয়ে যেত।
৮) বাতিলকে হক মনে হত।
৯) এই শঙ্কা যে তরক্কীর (উন্নতীর) পথ বন্ধ হয়ে গেল।
১০) এরপর 'হার্টের দুর্বলতা' ও 'অনুভূতি শূন্যতার' কিছু আলামতের উল্লেখ।
১১) ভালো কথা কানে গেলে বেশি ক্ষতি হত।
১২) নিজের মধ্যে 'বুখল' (কৃপণতা) এর রোগ বুঝতে পারা।
১৩) 'এনফাক' বা খরচের মাধ্যমে তার চিকিৎসা।
১৪) ঐ চিকিৎসা 'বুখল' বা কৃপনতার পাশাপাশি অন্যান্য সাময়িক রোগের জন্যও আরোগ্যজনক ও কল্যাণকর হওয়া।
১৫) এই কল্যাণের 'শুকরিয়া' হিসাবে আরো এনফাকের (খরচের) নিয়ত করা এবং নফ্সের বিরোধিতা সত্ত্বেও নিয়ত পূর্ণ করা।
১৬) কয়েকটি ঘটনা যেগুলো দ্বারা বুঝা যায় 'বুখল' বা কৃপণতার রোগ দূর হয়েছে।

https://kitabbhubon.com

১৭) লোভ-লালসার স্বল্পতা দ্বারা 'বাতেন' বা অন্তরের সুস্থতার প্রমাণ দেওয়া।

১৮) পূর্বের (প্রাথমিক) অবস্থা ফিরে পাওয়া।

১৯) ইলমের উন্নতি মন্দ সম্পর্কে সজাগ অনুভূতিসহ।

২০) নিজের অবস্থার এত বিশদ আলোচনার কয়েকটি উদ্দেশ্য।

২১) নিজের আমল অবস্থা সম্পর্কে এবং তার চিকিৎসা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা, বিশেষত 'হাসাদ' (হিংসা) এবং উজব (আত্মপ্রশংসা)-এর চিকিৎসা জানতে চেয়েছেন।

আমি (থানভী রহ.) আপনার সম্পূর্ণ চিঠি অত্যন্ত মনোযাগ দিয়ে ভীষণ আগ্রহ নিয়ে পড়েছি। প্রতিটি বিষয়ের প্রতিটি হরফকে আলাদা আলাদা করে বরং অধিকাংশ স্থানকে বারবার পড়েছি। এ ব্যাপারে যা কিছু বুঝেছি– এবং সেটাই লিখতেও চাই, এ দাবি করতে পারব না এবং করছিও না যে, আমার এলাজ এবং আমার প্রস্তাবনাটাই একমাত্র শুদ্ধ। কিন্তু 'এনতেহাঈ খয়ের খাহী' (চূড়ান্ত হিতাকাঙ্ক্ষা) এটাই যে, নিজের জন্য যা পছন্দ হবে সেটাই অন্যের জন্য পছন্দ করবে। মনে করুন আপনি একজন চিকিৎসক, প্রিয় রুগীর বেলায় আপনি অনেক পন্থা থেকে সেটাই গ্রহণ করবেন যা আপনার নিকটে সর্বাধিক পছন্দনীয় এবং সর্বাধিক কল্যাণকর মনে হয়। এই মূলনীতির আলোকেই আমিও নির্দ্বিধায় আমার নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় এলাজটাই লিখতে চাই। মনোযোগ দিয়ে শুনুন এবং মনঃপুত হলে অনুসরণ করুন।'

আরেফীন (বিশেষজ্ঞ তরীকতপন্থীগণ) বলেন-

طرق الوصول الى الله بعدد انفاس الخلائق

(আল্লাহ্‌কে পাওয়ার রাস্তা এত বেশি যেমন মাখলূকাতের শ্বাস) আল্লাহ্‌কে পাওয়ার পথ ও পন্থার মৌলিক নীতিমালায় কখনও কোনো রদ বদল ঘটে নি। তবে মৌলিক নীতিমালা অপরিবর্তিত রেখে রুচি, যোগ্যতা ও পারিপার্শিক অন্যান্য ভিন্নতার কারণে প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ঐ নীতিমালার বহু ধারা উপধারায় অনেক রদবদল ঘটানো হয়েছে। আমি যে পদ্ধতিটি আপন মুর্শিদ (আলাইহির রহমাহ্) থেকে বুঝেছি– যাকে হাজারো রুগির ক্ষেত্রে কল্যাণকর পাওয়ায় এটাকে 'চূড়ান্ত পরীক্ষিত' বলা বিলকুল সহীহ, তার সারাংশ তাই যা সংক্ষেপে উপরে উল্লিখিত পাঁচটি ভূমিকা থেকে আপনি আল্লাহ্‌র ফযলে বুঝে নিয়েছেন। কিন্তু সেটার উপকারিতাকে পূর্ণাঙ্গ সহজ ও ব্যাপক করার স্বার্থে আরো কিছুটা বিস্তারিতভাবে আলোচনা তুলে ধরছি।

https://kitabbhubon.com

যে যে কষ্ট, বিপদ, বাধা ও সমস্যার কথা আপনি লিখেছেন, এগুলো কিছু মানুষের তুলনায় শতভাগের এক ভাগও নয়। (এখন এই মহূর্তে আমার এক জনের 'আহওয়াল' মনে পড়ে গেল এবং সেই অবস্থা আমাকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত কাঁপিয়ে তুলল। বহু কষ্টে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে লেখা মওকুফ হতে দিলাম না।) কিন্তু সেই ব্যক্তি ঐ সব পেরেশানিকে মাহবুবের (প্রিয়তম আল্লাহ্‌র) নেয়ামত মনে করে গুনগুনিয়ে উঠে-

خوشا وقت شوریدگاں غمش - اگر ریش بنیند د گر مر ہمش

دمادم شراب الم در کشند - اگر تلخ بنیند دم در کشند

এবং ধৈর্য ধরে বরং আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করে আপন কাজে লেগে থাকেন। নিজের পরিনাম ও পরিনতির ব্যাপার আল্লাহ্‌র উপর সোপর্দ করে দেন আর কোনো 'তাদবীর'ই (ব্যবস্থাই) করেন না। কোনো তাদবীর না করাটাই তার জন্য হাজার তাদবীরের চেয়ে বেশি কাজ দেয়। আল্লাহ্‌র উপর সম্পূর্ণ সোপর্দ করার বরকতে পরিণাম হিসাবে তিনি পেয়ে যান এমন নেয়ামত-

مالاعين رأت ولاأذن سمعت ولا خطر على قلب بشراى ممن لايفعل كذالك

(অর্থ- যা কোনো চোখ দেখে নি, কোনো কান শোনে নি এবং কোনো মানুষের অন্তরেও এমন কল্পনা জাগে নি, (অর্থাৎ যারা এরূপ করে নি...) তবে এই জবাব হল বিশেষ 'আহলে হাল' এর রুচির জন্য। 'আহলে এস্তেদলাল' (দলিল ও যুক্তি সন্ধানী) ব্যক্তির মনে এরপরও অপেক্ষা থেকে যাবে কিছু জানার, কিছু বিশ্লেষণের। এজন্য তার 'উসূলে এলমিয়্যা'র ব্যাখ্যাও করছি। যদিও এই ব্যাখ্যার উৎসও শেষ পর্যন্ত রুচি এবং স্বভাবগত উপলব্ধি। আমরা সকলেই জানি সব যুক্তি ও দলিল প্রমাণ (এস্তেদলাল)এর শেষ মূলত স্বভাব প্রকৃতিই (ফিতরত) হয়ে থাকে।

ব্যাখ্যাটি এই যে, আল্লাহ্ তাআলা স্বভাব ও প্রকৃতিগতভাবে (ফিতরাতান) প্রত্যেক মানুষের মধ্যে কম বা বেশি এমন দুটি বিষয় সৃষ্টি করে দিয়েছেন যা সারা জীবনেও দূর হয় না। একটির নাম ধারণা বা কল্পনা (খেয়াল) এটির সম্পর্ক ইলমের সঙ্গে' অন্যটি হল 'মায়লানে নফস' (নফসের আকর্ষণ) এটির সম্পর্ক আমলের সঙ্গে। এদের না 'হুদুস' (সূচিত হওয়া) এখতিয়ারী আর না স্থায়িত্ব (বাক্বা) এখতিয়ারী। এ কারণে এদের প্রতিরোধ করা কিংবা নিশ্চিহ্ন

https://kitabbhubon.com

করাটাও এখতিয়ারী নয়। এমনকি হাদীস শরীফেও বর্ণিত হয়েছে, একজন সাহাবীকে তিনি বলেন 'নিশ্চয় ঐ নারীর মাঝে যা কিছু আছে (সেগুলো ভিন্ন কিছু নয় বরং হুবহু) সেইরকম জিনিসই তার (তোমার স্ত্রীর) নিকটও আছে।' অন্য হাদীসে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'নিশ্চয়ই আমি একজন মানুষ, যার ভুল হয় যেমন তোমাদের ভুল হয়। আমিও ক্রুদ্ধ হই যেমন তোমরা হও।'

অন্য হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'ফাতরাতুল অহী'তে (অহী বন্ধ থাকার সময়ে) পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়ার ইচ্ছা জাগত।

এতটুকু পার্থক্য আছে যে, সর্বসাধারণের ক্ষেত্রে (খিয়াল ও অসাবেসের) কল্পনা ও কুমন্ত্রণাসমূহের এবং 'গুনাহের প্রতি আকর্ষণ ও আগ্রহের' বিজয়ী হয়ে উঠার সুযোগ এসে যায়। চাই আমল করুক বা না করুক।

পক্ষান্তরে বিশিষ্টজনদের ক্ষেত্রে– যারা সাধনা (মুজাহাদা) করেছেন অথবা মুজাহাদার কায়েম মোকাম কোনো হাল 'এস্তেগরাক' ইত্যাদিকে যাদের উপর প্রবল করে দেওয়া হয় অথবা যাদের প্রাকৃতিক স্বভাবগত শক্তিগুলো দুর্বল করে দেওয়া হয়, তাদের বেলায় খেয়াল 'অসাবেস' 'গুনাহের প্রতি আকর্ষণ' ইত্যাদি মনের কোলাহল প্রবল ও বিজয়ী হতে পারে না। অথবা খুবই বিরল ক্ষেত্রে সে সুযোগ আসে কিন্তু মনের মধ্যে চলতে চলতে অথবা অল্প সময় থামতে থামতে শঙ্কা ও গুনাহের প্রতি দুর্বল-হাল্কা ধরনের আকর্ষণ তৈরি হয় কিন্তু আমল থেকে বাঁচার জন্য তাদেরও হিম্মতের জরুরত হয়। গুনাহের কাজ ঘটানোর ক্ষমতাও তাদের অটুট থাকে।

অবশ্য সাধনা না করা (গায়রে মুজাহিদ) সাধারণ ব্যক্তির সেটার (খেয়াল, ওয়াস্ওয়াসা ইত্যাদিকে) প্রতিরোধ ও প্রতিকারের প্রয়োজন পড়ে অনেক কষ্ট ও ক্লান্তির। হাকীকি মুজাহিদ বা হুকমি মুজাহিদ ওইগুলির প্রতিরোধ ও প্রতিকারে সহজেই সফল হতে পারে। আর আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালাম এই শক্তি-সাধনা মুজাহাদা ছাড়া শুধু 'আল্লাহ্র দান' হিসাবেই পেয়ে থাকেন। যদিও তাঁরা কখনোই কোনো 'হাল' অবস্থার কাছে পরাজিত হন না। তাদের ক্ষেত্রে কোনো প্রাকৃতিক স্বভাবগত শক্তির মধ্যেও কোনো দুর্বলতা থাকে না। নফসের বিরোধিতা করার মূল পদার্থ প্রকৃতির হাতে তাদের মধ্য থেকে বের করে দেয়া হয়। আমাদের মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্ষ বিদীর্ণ করার (ছিনা চাকের) ঘটনায় তাঁর কলব মুবারক থেকে যে বস্তুটিকে বাহির করে দেওয়ার উল্লেখ পাওয়া যায় সেটা মনে হয় এই মূল পদার্থই।

https://kitabbhubon.com

(নফসের বিরোধিতার মূল পদার্থ।) আর (হ্যাঁ কিন্তু সে মুসলিম হয়ে যায় অথবা কিন্তু আমি সেই শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে নিরাপদ থাকি) হাদীসাংশের ভিত্তি এটাই মনে হয়। এছাড়া নবীগণের নিষ্পাপ হওয়ার ব্যাপারটির সারাংশও এটাই (নফসের বিরোধিতার মূলশক্তি বের করে দেওয়া)। ব্যাপার এমন নয় যে, তাঁদের (গুনাহ থেকে) বাঁচার জন্য ইচ্ছার প্রয়োজন হয় না এবং মন্দ কাজের (কাজটি ঘটানোর) ক্ষমতা থাকে না যেমন বিশেষ মুজাহাদা ও সাধনাকারীদের অবস্থা সম্পর্কে উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।

সারকথা, সর্বসাধারণের কলব বা মনের মধ্যে ওয়াস্ওয়াসা বেশি স্থান পায়। এবং গুনাহের আকর্ষণ 'আকাঙ্ক্ষা'র স্তরে পৌঁছে যায়। পক্ষান্তরে বিশিষ্টজনদের থেকে এদুটো দূর হয়ে যায় দুই ধরনের 'হাকীকি' ও 'হুকমি' মুজাহাদার কারণে অর্থাৎ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ওইদুটোর বাস্তবায়ন ঘটে না। বিরল ও দুস্প্রাপ্য ক্ষেত্রে তারাও মুক্ত থাকতে পারেন না। 'এই সম্ভাবনা (ওয়াস্ওয়াসা দীর্ঘস্থায়ী হওয়া ও গুনাহের প্রতি অতিরিক্ত আকর্ষণ) বেঁচে থাকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত প্রতিটি মুহূর্তে।' কিন্তু আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম থেকে বিনা সাধ্য-সাধনায় সেটা নাকচ করে দেওয়া হয়।

এরপর মনে রাখতে হবে 'সালিক' ও 'মাশায়েখে তারবিয়াত'এর নিকট 'তারবিয়াত ও এসলাহ' (সংশোধন ও পরিচর্যা) এর পদ্ধতি ও পন্থায় রয়েছে ভিন্নতা। কেউতো প্রত্যেক ওয়াস্ওয়াসা প্রতিরোধের জন্য এবং প্রতিটি মন্দ স্বভাবের (খুলুকে যমীমের যেগুলোর কারণে জাহেরি বা বাতেনি গুনাহের প্রতি আকর্ষণ তৈরি হয়) উৎপাটনের উদ্দেশ্যে আলাদা আলাদা চিকিৎসা করেন এবং চিকিৎসা করতে বলেন। সদা সর্বদা 'কলব' ও নফসের দেখভাল করতে থাকেন। যখনই আবার কোনো দোষ-ত্রুটি বা রোগ দেখতে পান আবার নতুন করে চিকিৎসা শুরু করেন। এহ্এয়াউল উলূম' এবং এ জাতীয় কিতাবগুলোর 'শুলূক' পদ্ধতির সারকথা এটাই। আপনার চিঠি থেকে বুঝা যায় যে, আপনিও সে পদ্ধতিই গ্রহণ করেছেন, ফলে আপনার পেরেশানি সঙ্গীন এবং কাহিনী দীর্ঘ হয়ে গেছে। আলহামদুলিল্লাহ্ সফল হয়েছেন। এই সফলতা প্রাপ্তির দিক লক্ষ্য করে আপনার চিঠির জবাব দীর্ঘ না করাটাই স্বাভাবিক ছিল। কেননা যে সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে তা নিয়ে তাহকীক বা গবেষণা করা অপ্রয়োজনীয় ও অনর্থক কাজ। শুধুমাত্র শেষ দুইটি বিষয় অর্থাৎ ২০ এবং ২১ নং সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আকারে কিছু লিখে শেষ করে দিতাম। কিন্তু আমাকে যেহেতু সামনের দিনগুলির রুটিন বলতে হবে তাই এত দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন হল।

https://kitabbhubon.com

যাই হোক, 'সুলূক ও তারবিয়াতে'র একটি পদ্ধতি এটা। আপনি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেছেন এ পদ্ধতিতে কী পরিমান কষ্ট ও ক্লান্তি। আবার এত কষ্টের পরও স্বস্তি পাওয়া যায় না। যখন তখন আবারও রোগ ফিরে আসার আশঙ্কা থাকে বরং রোগ প্রত্যাবর্তনের শঙ্কাকে ছাপিয়ে আরো বড় হয়ে উঠে এই ব্যাকুলতা যে, হয়ত কোনো রোগ এখনো রয়েই গেছে। অতীতের (ভুল-ত্রুটি ও গুনাহ ইত্যাদির) ব্যাপারে আক্ষেপ রয়েছে আলাদা। মোট কথা প্রতি মুহূর্তে মনের মধ্যে আঘাত করছে তিনটি খটকা। অতীতের আক্ষেপ, বর্তমানের সংশয় এবং ভবিষ্যতের ভীতি। তরীকতের মুহাক্কিকীন, মুজাদ্দিদীন ও মুজতাহিদীন বা গবেষক ও সংস্কারকগণ (যাদের মধ্যে সর্বাধিক কামেল ও মুকাম্মিল আমার মুর্শিদ রহ.) চিন্তা করে দেখলেন বরং এলহামের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাদের দেখালেন উপরোক্ত পদ্ধতিতে অবর্ণনীয় কষ্ট-ক্লেশ ছাড়াও রুহানী পরিচর্যার ফলাফল পেতে সময় লেগে যায় এত অধিক যে কখনো কখনো অবস্থা দাঁড়ায়

এই কাব্যাংশের মতো- ع تا تو بمن میرسی من بخدا میرسم

(অর্থ– যতদিনে তুমি এসে পৌঁছুবে আমার কাছে, আমি পৌঁছে যাব আল্লাহ্র কাছে।)

এছাড়া বর্তমান সময়ের মানুষের শক্তি-সামর্থ এবং হিম্মতও অল্প। এই সকল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে তারা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এলহাম যোগে তারবিয়াতের একটি পদ্ধতি গ্রহণ করেন। সে পদ্ধতিটি এই যে, এই সব অতীত ও ভবিষ্যত আল্লাহ্ ও বান্দার মাঝে অন্তরায়। আল্লাহ্ তাআলা এগুলো সৃষ্টি করেছেন আপনাকে (তাঁকে) পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে। অতীত ও ভবিষ্যতের উদয়াচলের উদ্দেশ্যে নয়। মাওলানা রুমী রহ. কী চমৎকার বলেছেন-

ماضی و مستقبل پردۂ خدا است

(তোমার অতীত ও ভবিষ্যত তোমার ও তোমার মাওলার মিলনের মাঝে পর্দা ঝুলিয়ে রেখেছে।)

বিগত গুনাহ থেকে তওবা অনুশোচনা এবং ভবিষ্যতে পাপমুক্ত তাকওয়া পরহেযগারির জীবন-যাপনের সংকল্প করা জরুরি। সে কারণে অতীত ও ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রাখা জরুরি। কিন্তু জরুরতের উসূল হল-

الضرورة تتقدربقدر الضرورة

https://kitabbhubon.com

(জরুরি বস্তুর ব্যবহার সীমিত থাকে জরুরতের সময়কাল ও পরিমাণের মধ্যেই) এ মূলনীতির আলোকে ঐ দৃষ্টি সীমাবদ্ধ করে ফেলতে হবে জরুরতের সীমার মধ্যে। অর্থাৎ অতীতের সকল গুনাহ থেকে সকল শর্তসহ খুব ভালোভাবে তওবা করার পর মনের মধ্যে এ বিষয়ের জল্পনা-কল্পনা করবে না। ভবিষ্যতের জন্য আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করে সংকল্প করবে যে, ইনশাআল্লাহ্ তাআলা পুনরায় এই গুনাহ করব না। ব্যাস, এটুকুই। সারাক্ষণ শুধু এই কাহিনী নিয়ে পড়ে থাকবে না। এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে যাকে হাদীসে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে।

راقب الله تجده تجاهك

(সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌র ধ্যানে থাক, তাঁকে পাবে তোমার সম্মুখে)

যিকির, ফিকির এবং সাংসারিক কাজে লেগে থাকবে, এটাও যিকিরের মধ্যেই গণ্য। মোট কথা এই যে, নৈকট্য (কুরব) কে আসল উদ্দেশ্য জেনে এর জন্য নির্ধারিত কাজে লেগে থাকবে। 'আকায়েদ' সহীহ করার পর 'এখতিয়ারী' আমলসমূহ– চাই 'জাহেরি' হোক যেমন নামায এবং যাকাত, চাই 'বাতেনি' হোক যেমন 'খাওফ' (আল্লাহ্‌র ভয়) 'রজা' (আল্লাহ্‌র রহমতের আশা) 'শুকর' (কৃতজ্ঞতা) এবং 'ছবর' (ধৈর্য) ইত্যাদি, এছাড়া যিকির ও ফিকির বেশিরভাগ সময়ে এইগুলোতে মশগুল থাকবে। 'বু'দ' এর 'আসবাব' (আল্লাহ্ থেকে দূরত্বের উপকরণ ও কার্যকলাপ) অর্থাৎ 'জাহেরি' ও 'বাতেনি' গুনাহ থেকে বিরত থাকবে। এর প্রয়োজন নেই যে, 'আসবাবে কুরব' (আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য সৃষ্টিকারী কার্যকলাপ) এর মধ্যে 'মালাকা' (যোগ্যতা) সৃষ্টির চিন্তা করতে থাকবে এবং এরও দরকার নেই যে, 'আসবাবে বু'দে (দূরত্ব সৃষ্টিকারী বিষয় সমূহের)এর 'মাদ্দাহ' (মূল ও শেকড়)কে উৎপাটন করে দেবে। এখতিয়ারী বিষয়গুলোর যেটাতে ত্রুটি হবে সেটাকে ক্ষতিকর এবং গুরুত্বপূর্ণ মনে করবে এবং সেটার সংশোধন করবে। গায়রে এখতিয়ারী বিষয়গুলোর কোনো কিছু নিজের মধ্যে থাকা না থাকার দিকে একটুও ভ্রুক্ষেপ করবে না। সংশোধনের বেলায়ও খুব বেশি খুঁজাখুঁজি করবে না। যেমন কোনো জরুরি কাজে যদি গোলমাল হয়ে যায় তবে তার কাযা করে নেবে। কোনো অন্যায় কাজ ঘটে গেলে তওবা ইস্তেগফার করে নেবে। এরপর আপন কাজে মশগুল হয়ে যাবে। ঐ একটা বিষয় নিয়েই পড়ে থাকবে না। এরূপ হায় হায় করে বেড়াবে না যে, হায়! কেন ঐ কাজটি ছুটে গেল! কেন এই কাজ আমার দ্বারা হল! এগুলোকে ঐ সব মনীষী (মুহাক্কিকীন, মুজাদ্দিদীন ও

https://kitabbhubon.com

মুজতাহিদীন)গণ 'বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন' (গুলু ও মুবালাগাহ) মনে করেন, কুরআন ও হাদীস যাকে নিষিদ্ধ করেছে।

لا تغلوا فى دينكم من شاق شاق الله عليه سددوا وقاربوا واستقيموا ولن تحصوا.

من غلبت النوم فليرقد. لاتفريط فى النوم انما التفريط فى اليقظة.

(অর্থ- 'দীনের মধ্যে অতিরঞ্জন করো না।' 'যে ব্যক্তি নিজেকে কষ্টের মধ্যে ফেলবে আল্লাহ্ তাআলা তার উপর কষ্ট চাপিয়ে দেবেন।' 'সঠিক পথে চলো, মধ্যপন্থা অবলম্বন কর, অবিচল থাক তোমরা কিছুতেই দীনকে সার্বিকভাবে পরিবেষ্টন করতে পারবে না।' (যদি মনে কর যে দীনের প্রতিটি বিষয়ের উপর আমল করবে, তার একটি ক্ষুদ্র অংশও ছুটতে দিবে না তবে কিছুতেই সেটা করা সম্ভব হবে না।) 'কারো উপর নিদ্রার চাপ প্রবল হয়ে গেলে তার উচিৎ শুয়ে পড়া।' 'ঘুমিয়ে থাকলে অপরাধ নেই অপরাধ জাগ্রত অবস্থায়।' হযরত আরেফ শিরাজী বলেন 'কঠোর সাধনাকারীদের জন্য জগৎটা কঠোর হয়ে যায়।'

এই 'বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন' এর মন্দ প্রভাব এ যুগের মানুষের দুর্বল শক্তি ও হিম্মতের উপর পড়ে এইভাবে যে, খুব শীঘ্রই নৈরাশ্য 'সালেক'কে অকেজো করে দেয়। এতে ক্ষতিগ্রস্থ হয় কখনো প্রাণ কখনো ঈমান। জীবনের উপর এর ক্ষতিকর প্রভাবে সুস্থতা হারিয়ে যায়। অতিরিক্ত ভাবনা ও চিন্তার কারণে রক্তচাপ বেড়ে যায়, ঈমানের উপর এর প্রভাব এই যে, আ'মাল ও এলাজের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কষ্ট ও ক্লেশ সত্ত্বেও কাঙ্ক্ষিত সফলতা না পাওয়া অর্থাৎ রুহানী রোগ থেকে মুক্তি না হওয়া অথবা বিলম্বিত হওয়া অথবা সুস্থ হওয়ার পর আবার তা হারানোর কারণে এবং রোগ ব্যাধি বারবার ফিরে আসার কারণে আল্লাহ্ তাআলার প্রতি বিরক্তি এবং অভিযোগ সৃষ্টি হয়। তাঁর প্রতি সৃষ্টি হয় অসন্তুষ্টি। মনের মধ্যে ফুঁসে উঠে এই অভিযোগ যে, আমাকে এতকাল ধরে এত কষ্ট করে দেয়ালে মাথা ঠুকতে হল তাহলে-

والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.

(অর্থ- যারা আমার পথে সাধনা (মুজাহাদা) করে আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথ দেখিয়ে দিব।) আয়াতের ওয়াদা কোথায় গেল?

এভাবে এই পন্থায় হাজার হাজার মানুষ প্রাণ ও ঈমান হারা হয়েছে। তাছাড়া নিজের আমলকে পূর্ণাঙ্গ এবং প্রচেষ্টাকে চূড়ান্ত জ্ঞান করে সর্বদা ফলাফলের প্রতীক্ষা এই পথে সার্বক্ষণিক গলার ফাঁস হয়ে যায়। ফলে নিজের আমলের

https://kitabbhubon.com

আল্লাহকে আল্লাহ্‌র দানের তুলনায় বেশি ভারী মনে হয়। যার সারমর্ম দাঁড়ায় এই যে, কখনোই নিজেকে সফল মনে করতে পারে না। এ কারণে অকৃতজ্ঞতার মধ্যেই পড়ে থাকে। আর নিজের ধারণা মতে যদি সফল হয়েও যায়- সেই সফলতা আবার কখনো নষ্ট হলে (এরূপ পরিবর্তন তো জীবনভর চলতেই থাকে) আবার সেই বিরক্তি ও পেরেশানি শুরু হয়ে যায়, সারা জীবনেও এর ধারাবাহিকতা আর কখনো শেষ হয় না। তার অথবা তাকে দেখে অন্যদের মন বলে উঠে আল্লাহ্‌র এই পথ থেকে আল্লাহ্‌র পানাহ চাই, যে পথে বিপদ আর অশান্তি ছাড়া সুখ আর স্বস্তির কোনো নাম নিশানা নেই। তাহলে বুঝে দেখুন, কত বড় বিপদজনক পদ্ধতি। বিপদ নিজের জন্যও এবং অন্যের জন্যও। অতএব এই বাড়াবাড়ি ও কষ্ট-ক্লেশের ঐসব ক্ষতি ও ত্রুটি দেখে তাঁরা (পরবর্তী যুগের মুহাক্কিক ও মুজাদ্দিদ মাশায়েখ) এই প্রস্তাবনা পেশ করেছেন যে, ঐ সব সুক্ষ্মতা ও গভীরতার প্রতি একেবারেই ভ্রুক্ষেপ করবে না। যদি কোনো ভালো অবস্থা (ওয়ারেদে মাহমূদ) আগত হয় তবে না তো সেটাকে 'কামাল' (বুযুর্গী) মনে করবে, না সেটার স্থায়ী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করবে, না সেটা দূর হলে (ফউত হলে) আক্ষেপ করবে। যদি কোনো ওয়াস্‌ওয়াসা মনের মধ্যে জাগে তবে সেটাকে তাড়ানোর জন্য একেবারে জীবন দিয়ে ফেলবে না। যিকিরের প্রতি খুব 'মুবালাগা' (বাড়াবাড়ি) এর সঙ্গে নয় বরং হাল্কাভাবে মনোযোগী হবে। চাই সেটা দূর হোক বা না হোক। অবশ্য এতে দূর হয়েই যায়। কিন্তু ঐ ব্যক্তিকে সাহস সঞ্চয় করে এর জন্যও তৈরি থাকতে হবে যে, ওয়াস্‌ওয়াসা দূর হোক বা না হোক তাতে কিছু যায় আসে না। যিকির করবে 'নৈকট্য' লাভের উদ্দেশ্যে, ওয়াস্‌ওয়াসা দূর করার উদ্দেশ্যে নয়। যদি অসাচ্ছন্দের (কবযের) অবস্থা আগত হয় সেটাকে মন্দ ভাববে না, সেটা দূর হয়ে যাওয়ার চিন্তা করবে না আকাঙ্ক্ষাও করবে না। মোটকথা সর্বদা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির প্রার্থী এবং তাঁর অসন্তোষ থেকে পলায়নপর থাকবে। যে বিষয়গুলোর দখল রয়েছে তাঁর সন্তোষ তৈরিতে- আর তা সীমাবদ্ধ রয়েছে ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত ও নফল হিসাবে পালনীয় নির্দেশের মধ্যে, তার উপর আমল করবে। যদি কোনো কিছু ছুটে যায় তবে 'কাযা' করে নেবে। এটা একবারেই সহজ, কোনোরূপ কষ্ট নেই এতে। আল্লাহ্ বলেছেন 'তিনি তোমাদের জন্য দীনের মধ্যে কোনো কষ্ট রাখেন নি।'

আর যে বিষয়ের দখল রয়েছে অসন্তোষ উৎপাদনে- যা সীমাবদ্ধ নিষিদ্ধ কাজের মধ্যে, তা থেকে বিরত থাকবে। এটাও খুবই সহজ উপরোল্লিখিত

https://kitabbhubon.com

প্রমাণের ভিত্তিতে। যদি অসন্তোষ উৎপাদনকারী কোনো কিছু সংগঠিত হয়ে যায় তবে ইস্তেগফার করবে। নিজেকে বিশিষ্টজনদের (খাওয়াছ) শ্রেণী ভুক্ত মনে করবে না এবং সর্বসাধারণের 'আহওয়াল' (অবস্থা) দ্বারা ঘাবড়াবে না। না বর্তমানে ফলাফলের প্রত্যাশী হবে না ভবিষ্যতে উন্নত মর্তবার আকাঙ্ক্ষী হবে। শুধু এই দুআ করতে থাকবে যে আল্লাহ্! আমাকে দুনিয়াতে আমলের তাওফিক দান কর, আখেরাতে জান্নাত দান কর এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিও। ব্যাস এই হল সুন্নতি তরীকত বা মাসনূন সুলূক।

উপরোক্ত বক্তব্যের উপর যদি এই সংশয় বা প্রশ্ন জাগে যে, যদি শুধুমাত্র মনের ওয়াস্ওয়াসা এবং গুণাহের প্রতি আকর্ষণ ক্ষতিকর না হয় এবং ক্ষতিকর হয় শুধু আমল তবে এটা তো সাধনা ও মুজাহাদা ছাড়াও হাসিল হতে পারে, তাহলে মুজাহাদার প্রয়োজন কি?

জবাব এই যে, সত্যিই এর জন্যে মুজাহাদা করা ফরজ বা ওয়াজিব নয়। মুজাহাদা করার মধ্যে শুধু এতটুকু কল্যাণ হয় যে, গুনাহের প্রতি মনের আকর্ষণ ঠেকাতে বেশি কষ্ট বা বেগ পেতে হয় না। খুব সহজে নফসের উপর জয়ী হওয়া যায়। মুজাহাদা না করা ব্যক্তির জন্য যা খুবই কষ্ট সাধ্য। ব্যাস মুজাহাদার মধ্যে এটুকুই লাভ।

এটা একেবারেই ভুল ধারণা যে, মুজাহাদা করলে গুণাহের প্রতি আকর্ষণই নির্মূল হয়ে যায়।

এর দৃষ্টান্ত এরকম যে, সভ্য-শান্ত ঘোড়াও কখনো কখনো বজ্জাতি করে এবং অবাধ্য হয়ে যায় কিন্তু তা জলদী আবার পোষ মেনেও যায় ঐ সভ্যতার কারণে। পক্ষান্তরে অসভ্য ঘোড়াকে পোষ-মানানো খুবই কষ্টকর হয়ে থাকে।

এবার 'সালেক' এর জন্য এসব 'ওয়াস্ওয়াসা', 'কবয' (অস্বাচ্ছন্দ) এবং গুনাহের প্রতি আকর্ষণের কতিপয় কল্যাণ ও উপকারিতার কথা বলেই এই চিঠি সমাপ্ত করতে চাই। এতে রয়েছে করুণাময়ের বেশ কিছু গোপন করুণা (আলতাফে রহমানীয়াহ) যা জানলে এ সকল বিপদে আক্রান্ত ব্যক্তি পরিপূর্ণ সান্ত্বনা লাভ করবে এবং অসংকোচে গেয়ে উঠবে-

ألالا يجأرن أحوالبلية – فللرحمن الطاف خفية.

(অর্থ- খবরদার! বিপদগ্রস্ত লোকেরা যেন ফরিয়াদ ও নালিশ না করে কারণ মেহেরবান আল্লাহ্র রয়েছে অনেক গোপন রহমত ও মেহেরবানী।)

এক- ঐ ব্যক্তি কখনো 'উজব'-এ (আত্মপ্রশংসার) আক্রান্ত হয় না। সে মনে করতে থাকে আমার হালত খুব খারাপ।

https://kitabbhubon.com

দুই- সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকে। নিজের ইলম ও আমলের ব্যাপারে গর্ব করতে পারে না। ভেতরে জাগ্রত থাকে এই অনুভূতি যে, আমার ইলম, আমল ও হাল যে কী চীয, তার আসল রূপ দেখা হয়ে গেছে।

তিন- এই দুর্গম গিড়ি যদি কেউ জীবনে অতিক্রম করে থাকে তবে তার মধ্যে শয়তানকে মোকাবেলা করার শক্তি সৃষ্টি হয়ে যায়। এগুলোর প্রতি তার মনে আর ভীতি থাকে না। সে ভাবে যে, ওয়াস্ওয়াসা... ইত্যাদি আমার কী আর ক্ষতি করবে? এগুলো তো দেখে ফেলেছি! এগুলো অতিক্রম করতে হয় নি এমন পবিত্র, কোমল ও নাজুক স্বভাব লোকের জন্য যে কোনো ক্ষতিকর সংস্পর্শ থেকে ক্ষতির আশঙ্কা থেকেই যায়। যে কথাটি আমি একবার বলেছিলাম আপনাকে যে, এর কারণ মনে হয় স্বভাবের কোমলতা ও নাজুকতা।

চার- মৃত্যুর সময় যদি হঠাৎ এই অবস্থার মুখোমুখি হয়ে পড়ত তবে আল্লাহ্ জানেন পেরেশান হয়ে কী কী খেয়াল ও অলিক কল্পনা নিয়ে দুনিয়া ছাড়ত। এই সর্বনাশা ঘাঁটি যদি কারো জীবনে একবার এসে চলে যায় তবে তার মধ্যে এগুলো বরদাশ্ত করার শক্তি ও সামর্থ এসে যায়। এরপর মৃত্যুর কঠিন মুহূর্তেও এরূপ ঘটলে সে পেরেশান এবং আল্লাহ্ তাআলার প্রতি বদগুমান (খারাপ ধারণা পোষণকারী) হবে না। এতমিনান (স্বস্তি) এবং আল্লাহ্র মহব্বত নিয়েই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবে।

পাঁচ- এই ব্যক্তি অভিজ্ঞ হয়ে যায়। অন্য বিপদগ্রস্থকে সাহায্য করতে পারে খুব সহজে।

ছয়- সে সর্বক্ষণ নিজের উপর আল্লাহ্র রহমত দেখতে পায়। মনের মাঝে এই অনুভুতি সজাগ থাকে যে আমার মতো এত বড় নালায়েককে আল্লাহ্ এত নেয়ামত দান করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ্।

সাত- ঐ হাদীসের তাৎপর্য একেবারে খোলা চোখে দেখতে পায় যে, মাগফেরাত বান্দার আমলের দ্বারা হবে না, হবে রহমান এর রহমত দ্বারা।

এমনি আরো অনেক অনেক কল্যাণ রয়েছে যা গণনা করে শেষ করা যাবে না। আমি এ ধরনের কল্যাণ ও উপকারিতার দিকেই ঈংগিত করে বলেছিলাম যে, কোনো 'হালতে মাহমূদাহ' আসন্ন।

আশা করি আগোছালো হওয়া সত্ত্বেও আমার বক্তব্যকে আপনার জিজ্ঞাসার বিভিন্ন অংশের সাথে মিলিয়ে নেবেন এবং ইনশাআল্লাহ্ তাআলা সব সমস্যার সমাধান করে ফেলবেন। প্রত্যেক জিজ্ঞাসার প্রতিটি অংশের জবাব দেওয়ার

https://kitabbhubon.com

প্রয়োজন বোধ হয় নি আমার। শুধুমাত্র শেষের দুটি বিষয় অর্থাৎ ২০ ও ২১ নং সম্পর্কে- মূলত জিজ্ঞাসার মূল অংশও সেটুকুই, দু-চারটি কথা লিখে দেওয়া সমিচীন মনে করছি।

আপনার বক্তব্য 'তিনটি কারণে বিবরণ এত দীর্ঘ করেছি... দুই- কারণ যাকাত'...

জবাবঃ দয়া করে কারণ খুঁজে হয়রান হবেন না। কারণের চিন্তা করবে না। রোগ পুনরায় ফিরে আসার ব্যাপারেও কোনো আশঙ্কা করবেন না। নফ্সকে জানিয়ে দিন 'যদি তুমি আবারও দুষ্টামি কর তবে আমিও আবার সেই চিকিৎসাই নিব। আপনার বক্তব্য 'তিন- যাকাতের মতো একটি জাহেরি... আমার কী কী রোগ...'

জবাবঃ নাতো 'আমরায' (রোগসমূহ) এর ফিকিরে পড়বেন, না বিস্তারিত চিকিৎসার।

আপনার বক্তব্য- 'আমার মধ্যে অহঙ্কার আছে' 'হাসাদ' 'উজব'...

জবাবঃ এসকল চিন্তাই বর্জন করুন। ধরে নিলাম আপনার মধ্যে ওগুলো আছে, ঐ সব আখলাকের মূল (মাদ্দাহ) থাকাটা ক্ষতিকর নয়। ক্ষতিকর হল তার উপর আমল করা। আমলের মধ্যেও শুধু সেটাই ক্ষতিকর যা ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয়। যদি ইচ্ছাকৃতভাবে না করেন তাহলে সেটা আমল নয়, সেটা হল ওয়াস্ওয়াসায়ে আমল।

এখানেই শেষ করছি কথা।

আপনাকে এবং আমার নিজেকে (নফসকে) সোপর্দ করছি শক্তি ও মর্যাদার অধিকারী মহান আল্লাহ্র উপর। ইনশাআল্লাহ্ আমার ও আপনার আমাদের সকলের শুভ পরিণতির আকাঙ্ক্ষা রাখি। সকল কথায়, সকল স্থানে তিনিই একমাত্র শ্রেষ্ঠ অনুগ্রহকারী।

(এই বক্তব্য লিখেছেন আশরাফ আলী এক বৈঠকে যার পরিমান ছিল তিন ঘণ্টা। ১৮ই মুহাররম ১৩৩২ হিজরী।)

উপকৃত হওয়ার জন্য পীর ও মুরীদের রুচি অভিন্ন হওয়া শর্ত এবং হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী রহ. এর ব্যতিক্রমী সংশোধনী রুচি

হালঃ হুযূর! আস্সালামু আলাইকুম ওয়াআলামান লাদাইকুম...

হুযূরের সম্ভবত মনে আছে যে, আমি... সিলসিলাভুক্ত এবং এমন এক পীরের দস্ত মুবারকে 'বাইআত' হয়েছি যার জাহেরি ওফাত (ইনতেকাল) এর পর

https://kitabbhubon.com

তাঁর মতো এমন জাহেরি ও বাতেনি কামালাত (বুযুর্গী) সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব আজ পর্যন্ত আর চোখে পড়ে নি। যার মহান চরিত্র ছিল 'মুহাম্মদী চরিত্রের বাস্তব নমুনা' এ কথার স্বীকৃতি সিলসিলাভুক্ত ব্যক্তিগণ এবং অন্য লোকেরাও দিত। কিন্তু হায় আমার দুর্ভাগ্য! এমন জালাল ও জামালে রহমানীর মাযহার (মহান ব্যক্তি) পেয়েও নিজের গাফলাত ও অবহেলার কারণে উপকৃত হতে পারি নি। আজও আমার মনে হযরত মাওলানা... এর মহব্বত জীবন্ত হয়ে আছে এবং একীন রয়েছে যে, মৃত্যু পর্যন্ত এই মহব্বত অবিকৃত থাকবে। অনেক বড় বড় বিখ্যাত মাশায়েখকে দেখেছি কিন্তু মাওলানার কাছাকাছি ভক্তিও কারো প্রতি জাগে নি। আল্লাহ্ জানেন এটা কি আমার মাহরূমির আলামত নাকি কোনো একদিন এই বিশাল অগ্নিস্ফুলিঙ্গ গাফলাত ও অবহেলার স্তুপ থেকে বেরিয়ে আমার অস্তিত্বকেও জ্বালিয়ে দেবে।

آفاقہا گردیدہ ام - مہرتباں دزدیدہ ام

بسیار خوباں دیدہ ام - لیکن تو چیزے دیگرے

অর্থ- বিশ্বজগত ঘুরে এসেছি, মুদ্রা মহর ঢের এনেছি। ঢের দেখেছি রূপের মেলাও, তুলনা তোমার পাই নি কোথাও।

কিন্তু এরই সঙ্গে সঙ্গে মাওলানার জীবদ্দশাতেই আমার হৃদয়ের একটি কোণ ঝুঁকে ছিল তাঁর দিকে যিনি মহান, শ্রদ্ধেয়দের কাছে ছিলেন শায়খুল আলম, এবং খাসরুল কুল এবং সে যুগের সকলের কাছেই ছিলেন আস্থা ও নির্ভরতার প্রতীক। যদিও নিজ মুর্শিদকেই মনে করতাম ফয়েয ও বরকতের উৎস, তথাপিও একটি পোস্টকার্ডে একবার আমি নিজের আকাঙ্ক্ষার কথা জানিয়ে সাক্ষাতের ইচ্ছা ও দুআ চেয়ে হযরত হাজী সাহেব কেবলার বরাবর সাহারানপুর মাদরাসা থেকে পাঠিয়েছিলাম। ঐ কার্ডের যদিও কোনো জবাব পাই নি এবং কয়েক মাস পরেই হযরত হাজী সাহেব কেবলার বেছাল (ইনতিকাল) হয়ে গেছে। বেছালের পর এ অধম এক স্বপ্ন দেখে যা দ্বারা একদম কামেল একীন হয়ে গেছে যে, এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আমার ঐ কার্ডের জবাব। আমার মন চায় আল্লাহ্ তাআলা যেন এমন একটি সুযোগ করে দেন যে, আমি সামনা সামনি হুযূরকে স্বপ্নটি বলব এবং মিনতি করে বলব আল্লাহ্র ওয়াস্তে স্বপ্নটির ব্যাখ্যা পূরণ করে দিন, যা পূরণ করার ক্ষমতা এ মুহূর্তে সম্পূর্ণ আপনার মুঠোর মধ্যে রয়েছে।

https://kitabbhubon.com

স্বপ্নের বিষয়টি সবিস্তারে আমি লিখতে সংকোচ বোধ করছি। আমার কলমকেও সে স্বপ্ন জানতে দিব না। আমি চাই সেটা শুধু আপনাকে বলতে।

غیرت از چشم برم روئے دیدن ندہم - گوش را نیز حدیث تو شنیدن ندہم

(অর্থ- আমার সংকোচ এতই বেশি যে, তোমার চেহারা দেখতে দিব না খোদ চোখকেও কর্ণকেও শুনতে দিব না তোমার কথা।)

হযরত হাজী সাহেবের ইন্তেকালের পর মনে হয় যেন জগৎটাই অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। সে অন্ধকারে চতুর্দিক দৃষ্টি ফেলে, অন্ধের মতো হাতড়াতে থেকেছি কিন্তু নৈরাশ্যের ভয়ানক রূপ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে নি। বারবার দিল থেকে এই আওয়াজ উঠেছে-

تہیدستان قسمت را چہ سود از رہبر کامل - کہ خضر از آب حیوان تشنہ می آرد سکندر را

(অর্থ- 'কামেল পীর পেলেও কী লাভ তাতে, যদি হয় নিজের কপাল পোড়া। আবে হায়াত পান করে হযরত খিজির অমরত্ব লাভ করলেও সিকান্দার পানির পিপাসায় ছটফট করল।)

কিন্তু এই অবস্থার মধ্যেও ঐ স্বপ্ন আমাকে একটু আলোর ঝলক দেখিয়ে দেয়। হৃদয়ে জ্বালিয়ে দেয় আশার প্রদীপ। যেন আমাকে বলে যায়-

لاتقنطوا من رحمة الله

('আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না')

আমার মুর্শিদ ও পীর সাহেবের ইন্তেকালের পর আমার অন্তরে মানবীয় ত্রুটিবশত আপনার ব্যাপারে কিছুটা সন্দেহ ছিল যা প্রকাশ করা আমার জন্য ভীষণ লজ্জাজনক। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ্, ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ্ মুজাফ্‌ফর নগরে জগৎ আলো করা সৌন্দর্য (আপনার চেহারা মুবারক) এক নজর দেখার পর হৃদয়ের অন্ধকার রহমতের আলোতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। হুযূরের যিয়ারত আমার অন্তরকে আচ্ছাদনকারী সকল সন্দেহ ও ধারণাকে বের করে দূরে নিক্ষেপ করেছে।

آے خدا قربان احسانت شوم - ایں چہ احسان است قربانت شوم

(অর্থ- হে আল্লাহ্! তোমার এহসান ও দয়ায় আমি কুরবান ও উৎসর্গীত। কী চমৎকার এহসান তোমার, আমি উৎসর্গীত!)

https://kitabbhubon.com

বর্তমানে হৃদয়ে ইশকের আগুন দৈনন্দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মুর্শিদের জ্বালানো সেই অগ্নিতে সময়ের দৈর্ঘ আর আমার গাফলত জমিয়ে তুলেছিল ছাই এর স্তুপ, হুযূরের বৈদ্যুতিক শক্তির ভীষণ আকর্ষণ আবার তাকে করে তুলেছে দ্বিগুণ। আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমাকে ফিরিয়ে দেবেন না। এই পথভোলা পথিককে সাহায্য করুন। যেই চিরস্থায়ী দৌলতের আকাঙ্ক্ষা এক মহান বুযুর্গের দস্ত মুবারকে আমার হাত সমর্পন করে দিয়েছিল দুর্ভাগ্যক্রমে যেই দৌলত থেকে আমি মাহরূমই রয়ে গেছি, দয়া করে সেই দৌলত আমাকে দান করুন। আপনার মহান মুর্শিদ (হযরত হাজী সাহেব) এর রুহানী অসিয়তও স্বপ্নযোগে এই অক্ষমের পক্ষে রয়েছে। আমার বর্তমান হালত হুবহু এই পংক্তির মতো-

دوگونہ رنج عذاب است جان مجنوں را - بلائے صحبت لیلیٰ وفرقت لیلیٰ

(অর্থ- মজনু প্রেমিকের যাতনা দ্বিগুণ, লায়লার মিলন ও বিরহের আগুন।)

মাদরাসায়ে দীনীয়াতে দেখমত করা এবং হুযূরের সঙ্গে সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা এবং বর্তমানে যেখানে খেদমতে আছি সেখানের পেরেশানির কথা যেমন সময়মতো অযিফা না পাওয়া, মাঝে মাঝে চাঁদা উঠাতে যাওয়া ইত্যাদি বিষয় জানিয়ে আমি হুযূরের কাছে মশওয়ারা চেয়েছিলাম। বিশেষভাবে জানতে চেয়েছিলাম যে মাদরাসার শিক্ষকতা করা বেশি ভালো নাকি মসজিদে ইমামত। সবশেষে হুযূরের কাছে দীর্ঘ চিঠির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

বিশ্লেষণঃ আপনার চিঠি- যাকে বলা যায় সরল সত্য স্বীকৃতি ও বিবৃতি, পেয়ে আশ্বস্থ হলাম। 'সত্যের জবাব সত্য ছাড়া আর কী?' এর ভিত্তিতে জরুরি মনে করছি যে, চিঠি পড়ে যা মনে এসেছে নিঃসংকোচে সোজাসুজি প্রকাশ করে দেই। সেগুলো মোটামুটি পাঁচটি বিষয়-

১. এই পথে প্রত্যেক পথিকের রুচি পৃথক হয়ে থাকে।

২. উপকৃত হওয়ার জন্য রুচির অভিন্নতা গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।

৩. মুর্শিদ ও পীর নির্ধারণে তাড়াহুড়া করা তরীকতের অন্যতম নিষিদ্ধ বিষয়।

৪. দীর্ঘ সোহবত (বা দীর্ঘদিনের পর্যবেক্ষণ) ছাড়া কারো রুচি সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি হয় না।

৫. আমার রুচি মরহুম মাওলানার (আপনার পীরের) রুচি থেকে অনেক বিষয়েই ভিন্ন।

https://kitabbhubon.com

এগুলো ছিল ভূমিকা। এবার আসল উদ্দেশ্যের বিবরণ তুলে ধরছি। কোনো মুসলিমের খেদমত করতেই আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আপনার মঙ্গল এতেই যে, এই নির্বাচনে তাড়াহুড়া করবেন না ৩.নং বিষয়ের কারণে। কেননা আমার রুচি আপনার রুচির সঙ্গে নাও মিলতে পারে ১.নং-এর কারণে। এতে আপনার কোনো উপকার হবে না ২.নং বিষয়ের কারণে। বরং আপনার জন্য জরুরি এই যে, 'বার বার সাক্ষাৎ করতে থাকুন' 'গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করুন' অথবা 'দীর্ঘসময় যাবত পত্র যোগাযোগ রক্ষা করুন' কারণ এটাও সাক্ষাতের মতোই (মুলাকাতে হুকমি) চতুর্থ বিষয়টির কারণে।

আপনি যদি ইতিমধ্যে মাওলানা মরহুমের (আপনার পীরের) রুচিতে নিজেকে রঙ্গিন করে নিয়ে থাকেন তবে আমার রুচি-পছন্দ আপনার ভালো লাগবে না পঞ্চম বিষয়টির কারণে। যদিও খারাপ ধারণাও হয়ত হবে না, রুচির ভিন্নতাকে স্বভাবগত ও বিশ্লেষণগত মনে করার কারণে।

আর যদি পুরাপুরি নিজেকে না রাঙিয়ে থাকেন অথবা রাঙিয়েছিলেন বটে কিন্তু বর্তমানে সে ব্যাপারে মানসিকতার পরিবর্তন ঘটেছে, অবস্থার বদল হলে যেটা হওয়াও সম্ভব, তাহলে আমার সঙ্গে আপনার রুচি পছন্দের মিল ঘটতেও পারে। তেমন হলে তখন আপনি যে সিদ্ধান্ত নেবেন সেটা গ্রহণযোগ্য হবে। নতুবা (অর্থাৎ আমার সঙ্গে রুচি-পছন্দের মিল হওয়ার পূর্বেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে) নিজ সিদ্ধান্তকে প্রত্যাহার করার প্রয়োজন হয়ে যেতে পারে। প্রত্যাহারের কথা প্রকাশ করলে সেটা তিক্ততার সৃষ্টি করবে আর গোপন করলে বাড়বে সংকোচ ও পেরেশানি। উভয়টাই ক্ষতিকর।

এবার প্রসঙ্গক্রমে আমার রুচি-পছন্দের কিছু ক্ষুদ্র দিকও তুলে ধরছি-

১. 'রিয়া' লোক দেখানো প্রবণতার দিকে ভ্রুক্ষেপ না করা।

২. 'নফসানী তাসাররুফাত' বা বশীকরণ ইত্যাদিকে পছন্দ না করা।

৩. ভাব গাম্ভীর্যের ব্যাপারে সংকোচ।

৪. রসম-রেওয়াজের সাথে কিছুতেই নিজেকে না জড়ানো, এমন কি সেগুলো জায়েয হলেও।

৫. বিরোধীদের মোকাবেলা না করা।

৬. আমার কাছে 'আহওয়াল' বা অবস্থাবলীর গুরুত্ব নেই, গুরুত্ব আছে শুধু আমালের (কাজের)।

৭. আমার নিকট সাধনা বা মুজাহাদা মানে গুনাহ ত্যাগ করা আর মুবাহ কম করা, মুবাহ ত্যাগ করা নয়। এমনি ধরনের আরো অনেক কিছু...

https://kitabbhubon.com

সর্বশেষ যে বিষয়টি আপনি চিঠিতে উল্লেখ করেছেন সে ব্যাপারে আমার বক্তব্য- তা'লীমের (শিক্ষকতার) কাজকে আমি সবচেয়ে বেশি পছন্দ করি এই শর্তে যে, অযিফা (বা বেতন) পেতে যেন পেরেশানি না হয়। আর চাঁদা উঠানোকে সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করি। উল্লিখিত শর্তসাপেক্ষে তালীমের কাজ যদি না পাওয়া যায় তবে শেষ পর্যায়ে হল ইমামতি ইত্যাদি।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও আংশিক বিষয়ের জন্য পরামর্শ দেওয়া আমার নীতিবিরুদ্ধ। যে মৌলিক নীতিমালা বলেছি সেগুলোর আলোকে নিজের বিষয়গুলোকে মিলিয়ে নেবেন। জরুরি প্রয়োজনের কারণে চিঠিকে দীর্ঘ করা দোষণীয় নয়।

https://kitabbhubon.com

প্রথম অধ্যায়
পীরের সোহবত ও বাইআতের বর্ণনা

বাইআতের উদ্দেশ্য দীনদারীর সংশোধন

হালঃ হুযূরে আলী বাইআত করে নেয়ার পর থেকে এই গোলামের গৃহ থেকে জিন্নাতের ঝামেলা মিটে গেছে। বৎসরাধিক কালের জ্বর ভালো হয়ে গেছে। এখন নাতো রুগীর কোনো সমস্যা আছে না তার শিশু সন্তানের উপর কোনো আছর আছে। কিন্তু এই গোলামের অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। রমযানের শেষের দিকে অসুস্থ হয়ে পড়ি। সেই অসুস্থতা ও দুর্বলতার কারণে এখন পর্যন্ত পরিশ্রম ও মেহনত করতে পারছি না। যিকিরের দ্বারা অর্জিত সামান্য একাগ্রতাটুকুও নষ্টের পথে। আগের উৎসাহ উদ্দীপনাও আর নেই।

আমার বড় শ্যালিকা বাইআত হওয়ার ভীষণ আগ্রহী হয়েছে তার বড় বোনের অবস্থা শুনে। যেহেতু স্বামীর সঙ্গে তার ঝগড়া-ঝাঁটি ছিল এজন্য আমি তাকে আখলাক সুন্দর করার উপদেশ দিয়ে বলেছি- এটা করতে পারলে আমি হুযূরের কাছে বাইআতের ব্যাপারে লিখব। তিনি বারবার তাড়া দিচ্ছেন। হুযূরের এ ব্যাপারে কী মত?

বিশ্লেষণঃ আপনার ঘরওয়ালীর সুস্থতার খবরে খুশী হলাম। আল্লাহ্ তাআলা বরকত দান করুন এবং সবসময় আপন হেফাজতে রাখুন। তবে এ খবর শুনে তার বোনের যে বাইআতের আগ্রহ জেগেছে এটা তার অজ্ঞতার প্রমাণ। না এটা কোনো কামাল (বুযুর্গী) এবং না এর সঙ্গে বাতেনের (অন্তরের) কোনো সম্পর্ক আছে। এটাও নিশ্চিত নয় যে, সুস্থতার মধ্যে বাইআতের কোনো প্রভাব আছে। বাইআত তো দীনদারী সংশোধনের জন্যে। এজন্য উপকরণ (আসবাব)এর শক্তি ও তার হাকীকত সম্পর্কে তাকে বোঝাতে হবে। সেটা বোঝার পর দেখুন তার সিদ্ধান্ত কী হয়?

'উৎসাহ' 'উদ্দীপনা' ও 'একাগ্রতা' এগুলো নিয়ে পেরেশান হবেন না, এগুলো উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং কাজ শুরু করে দিন। খুব ভালো করে মনে রাখবেন- আসল উদ্দেশ্য 'আল্লাহ্র সন্তুষ্টি।'

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-৮০

https://kitabbhubon.com

যে পীরের অধিকাংশ মুরীদ বেনামাযী তিনি পীর হবার অযোগ্য

প্রশ্নঃ যে পীরের বেশিরভাগ মুরীদ বরং বলা যায় প্রায় সকল মুরীদ বেনামাযী তিনি কি অন্যকে বাইআত করার যোগ্যতা রাখেন?

জবাবঃ যোগ্যতা রাখেন না।

বেলায়াত (অলীত্ব) দান করা পীরের এখতিয়ারে নয়

প্রশ্নঃ বেলায়াত কি এমন বস্তু যা পীর সাহেব যাকে তাকে 'যাও, এই আমানত তোমাকে সমর্পণ করলাম' বলে দিয়ে দিতে পারেন?

জবাবঃ বেলায়াত এরূপ কোনো বস্তু নয়। কোনো কোনো 'কাইফিয়াত' (মনের অবস্থা) এর ক্ষেত্রে ঐরূপ হতে পারে, বেলায়াতের ব্যাপারে যার কোনো দখল নেই।

কবীরা গুনাহের কারণে বাইআত বাতিল হয় না

হালঃ অপদার্থের জাহাজ কবীরা গুনাহসমূহের সাগরে ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। এই নিকৃষ্ট পাপী বর্তমানে খুব খারাপ অবস্থায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। বেশ কয়েকবার কবীরা গুনাহে জড়িয়ে পড়েছি। প্রত্যেকবারই তওবা করেছি। হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গঙ্গোহী রহ.এর জীবনী গ্রন্থ থেকে 'কবীরা গুনাহের কারণে বাইআত নষ্ট হয়ে যাওয়া'র বিষয়টি জানতে পারলাম। এই বিষয়টি জানার পর আরো বেশি পেরেশান হয়ে পড়েছি।
দয়া করে অধমের কলবের দিকে 'খাস' তাওয়াজ্জুহ প্রদান করবেন, হিম্মত প্রদান করে কলবের এসলাহ করে দেবেন এবং খবর নেবেন।

বিশ্লেষণঃ আমার মতে বাইআত নষ্ট হওয়ার বিষয়টি ঠিক নয়। যদি কথাটি হযরত গঙ্গোহীর হয় তবে কথাটির ব্যাখ্যা করতে হবে। অর্থাৎ বাইআত নষ্ট হওয়া মানে বাইআতের বারাকাত নষ্ট হওয়া। আর যদি কথাটি অন্য কারো হয় তবে সেটা 'হুজ্জত' বা দলিল নয়।
'গুনাহ ত্যাগ করা' এবং 'তওবা করা' একাজ করতে হবে আপনাকে। আপনার করণীয় কাজের মধ্যে আমি কী খবর নিব?

মুরীদের উচিৎ পীরের নিকট খারাপ অবস্থাও প্রকাশ করা

হালঃ বেশিরভাগ সময় নিজের অবস্থা জানাতে ইচ্ছা হয় কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার এটাও মনে হয় যে, এই সব আজে-বাজে বিষয় কী জানাব! জানানের মতো ভালো কিছু করাই হয় না। এজন্য কিছু জানাতে লজ্জা লাগে।

https://kitabbhubon.com

বিশ্লেষণঃ অবশ্যই সব-রকম অবস্থা প্রকাশ করা উচিৎ।

গুনাহের প্রতি ঘৃণা তৈরি হওয়ার পদ্ধতি সোহবত

হালঃ কিছুকাল থেকে আমার হালত খুব খারাপ হয়ে গেছে। হুযূরের খেদমতে কিছু হালত পেশ করছি। যদিও শরম বাধা দিচ্ছে কিন্তু চিকিৎসকের কাছে রোগের কথা গোপন রাখা ভীষণ ক্ষতিকর।

অযীফা ও শোগলের জন্য আমার কিছু সময় নির্ধারিত ছিল। সেগুলো ছুটে গেছে। গুনাহের দিকে মন ঝুঁকে পড়েছে। যেসব খারাপ বিষয়ের প্রতি ঘৃণা ছিল এখন আর সে ঘৃণাবোধ নেই। আমার জন্য দুআ করবেন এবং কোনো অযীফা শিখিয়ে দিবেন। যেন তার উসিলায় এবং বরকতে আল্লাহ্ তাআলা আমার দূর্দশা দূর করে দেন।

বিশ্লেষণঃ এসব বিষয় দূর থেকে হয় না। এর জন্য কয়েকদিন এখানে এসে থাকতে হবে। আসতে চাইলে সময় নির্ধারণের ব্যাপারে আমার সঙ্গে পরামর্শ করে নেবেন।

মুর্শিদের সঙ্গে দূরত্ব না রেখে উপকৃত হতে হবে

হালঃ আস্সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ্, আতঙ্কের শিকার এ অধম নিবেদন করছে, আজকাল খুব একাকীত্বের অবস্থা চলছে। তবে প্রবল নয়। হুযূর! আমার কোনো খেয়ালই স্থায়ী নয়। এমন এমন ধারণা এসে ভিড় করে যা বুদ্ধি দিয়ে ঠেকানো যায় না বরং বুদ্ধি অকেজো হয়ে যায়। প্রত্যেক মানুষ খুব সহজে করে এমন জরুরি ও জায়েজ কাজও আমার কাছে কঠিন হয়ে আসে। সাহস নেই, উচ্চাকাঙ্ক্ষাও নেই। হুযূর! কী যে পাথর হয়ে গেছি, কাকে বলব, কে-ই বা শোনবে! কিছু কিছু দৈহিক রোগও আছে। জানি না কেন আছে। অন্য কোনো বিশেষ সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও যেটুকু আছে তাও সহ্য হয় না। কিন্তু নিজেকে কোথায় রাখব। আমলের মধ্যে একটু স্বাদ ও সুখ লাগলে মনে হয় বিশ্বজাহানের রাহনুমায়ী করি আবার একটু বিপদ ও ঝামেলা আসলে সব কিছুর প্রতি ঘৃণা এসে যায়। কোনো কিছুর স্থায়িত্ব নেই। আচ্ছা, যার মধ্যে এরূপ পরস্পর বিরোধী বিষয় একত্রে থাকে তার দ্বারা কী হতে পারে?

সত্যিই আমি বিলকুল বেকার, একদম অকর্মা। নিজের একটি বিষয়ও এমন নেই যার দ্বারা উপকৃত হব। সত্যি বলছি- আমি কিছুই নই একেবারে অপদার্থ। কী বলব! কোন্টা রেখে কোন্টার কথাই বা বলব! কতদূর বলব!

https://kitabbhubon.com

হুযূর! আমি একেবারে নিরূপায় এক ব্যক্তি। আমার কলমও অকেজো। কিচ্ছু বুঝে আসে না। আমার এসব অবস্থা যখন প্রবল হয়ে উঠে তখন আমার আর কিছুই থাকে না। যেখানে পড়ে থাকি সেখানেই থেকে যাই। আপনার দরবারে আমি তো কিছুই বলতে পারি না। তবে আপনার নিকট থাকার দিনগুলি আমার সাধারণ অবস্থার মতো হয় না। আপনি বলেন- 'কিছু কর' কিন্তু কী করব? যা কিছু লিখেছি সত্য লিখেছি কিন্তু ভুল লিখেছি। আমি অপারগ, নিজের পীরের কাছে লজ্জা লাগে যে, তিনি কী বলবেন! সত্যিকারের কামেল বুযুর্গ তিনি কিন্তু আমি নিজে খারাপ, অক্ষম, নির্বোধ, অপারগ, করুণার পাত্র। আল্লাহ্ জানেন আমার কী হবে? এখন বাড়ি রওনা হচ্ছি।

বিশ্লেষণঃ আস্সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ।
শিরাজী বলেছেন-

چندانکہ گفتیم غم باحبیباں - درباں نہ کردند مسکین غریباں

ماحال دل را با یار گفتیم - نتواں نہفتن درد از طبیباں

অর্থ- বন্ধুদের কাছে ব্যাথা জানালাম যতই
ব্যাথাতুর তারা অসহায় ঠেকালো না একটুও
ইয়ারদের কানে বলে ফেললাম 'হালে দিল'
হেকিমের কাছে লুকানো যায় না 'দরদে দিল'

যে পর্যন্ত কাউকে নিজের অনুসরণীয় মুরব্বি না বানাবেন এবং তার থেকে সকল অন্তরায় একদম না সরিয়ে দেবেন এবং তিনি ছাড়া আর সকলকে তুচ্ছ মনে না করবেন সে পর্যন্ত কিছুই হবে না। আমি সবসময় একথাটিই বলি। সম্ভবত অস্পষ্টভাবে বলতাম। আজ একেবারে খোলাসা করে বলে দিলাম।
আরেকটি কথা–
দোদুল্যমানতা ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই নয়। লৌকিকতা ত্যাগ করে (বে-তাকাল্লুফ) বলছি- যদি নিজের মুর্শিদের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা থাকে এবং তাঁরও পরিপূর্ণ দয়া ও মমতা থাকে তবে তাঁর এবং আপনার মধ্যকার সকল পর্দা (দূরত্ব) সরিয়ে ফেলুন এবং অন্য সকলের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। যদি কোনো আংশিক বিষয়ে পীরের মধ্যে ঘাটতি থাকে তবে যার ব্যাপারে এতমিনান (স্বস্তি) হয় স্বাধীনভাবে তার আনুগত্য করুন আর পীরকে শুধু বরকতের জন্য রাখুন।

https://kitabbhubon.com

শরীয়ত অমান্যকারী পীরের মুরীদ হওয়া জায়েয নেই

হালঃ আমার বোনের স্বামী একজন বিদআতী। বোনের 'আকায়েদ' আল্লাহ্‌র ফযলে খুবই ভালো কিন্তু স্বামী তাকে একজন বিদআতী পীরের কাছে বাইআত হওয়ার জন্য জোরাজুরি করছে। আমার ভগ্নিপতি বংশের পীরজাদা এবং দরগার খাদেম। আর যে পীরের কাছে বাইআতের জন্য জোর দিচ্ছেন তিনি ওরস করেন। আমার ভগ্নিপতি এই পীরের 'কাশ্‌ফ' 'কারামাত' সম্পর্কে অনেক কিছু বলে থাকেন।

আমি আমার বোনকে বলেছি তাকে বলে দাও যে, পীর সাহেব যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়ে দিতে পারেন তবে তার হাতে বাইআত নিব। পরে জেনেছি তিনি ওয়াদা করেছেন যে, দেখিয়ে দেবেন। তিনি যদি সত্যিই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়ে দেন তবে কি তার কাছে বাইআত হওয়া জায়েয হবে? কোনো শরীয়ত বিরোধী ব্যক্তি যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখায় তবে তার মুরীদ হওয়া কি জায়েয অথবা এটা কি তার 'কামেল' হওয়ার প্রমাণ?

জবাবঃ আস্‌সালামু আলাইকুম ওরাহমাতুল্লাহ...

জনাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখানো গ্রহণযোগ্যতার (মাকবূলিয়তের) দলিল নয়। সেটা এক প্রকারের তাসাররুফ (ভেল্কিবাজী)। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মানদণ্ড অর্থাৎ শরীয়তের অনুসরণ এবং সোহবতের বরকত না পাওয়া যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার কাছে বাইআত হওয়া বা তার মুরীদ হওয়া জায়েয নেই।

তাকমীল ও পূর্ণতার আলামত

হালঃ আজ তিনদিন থেকে দেখছি, আমার দিলের মধ্যে কোনো ধরনের দ্বিধা, সংশয় এবং পেরেশানি নেই বরং সবসময় এতমিনান ও প্রশান্তি বিরাজ করছে।

বিশ্লেষণঃ এটা তাকমীল ও পূর্ণতার আলামত। মুবারক হোক।

বাইআতের (মুরীদ করার) অনুমতি এবং যোগ্যতার শর্ত

হালঃ দীর্ঘদিন ধরে আকাঙ্ক্ষা ছিল যে কিছুকাল হুযূরের খিদমতে থেকে অন্তরের সংশোধনের (এসলাহে বাতেনের) চেষ্টা করব কিন্তু আজ পর্যন্তও

https://kitabbhubon.com

সেটা সম্ভব হল না। পরিবার পরিজনের চিন্তা এবং আর্থিক অস্বচ্ছলতাই এক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হয়ে দেখা দেয়।

এ চিঠি লেখার পিছনে অতিরিক্ত আরো একটি উদ্দেশ্য রয়েছে, সেটা এই যে কখনো কখনো কিছু মানুষ আমার কাছে বাইআত (মুরীদ) হবার আকাঙ্ক্ষা পেশ করে থাকে এবং তারা আমার মাধ্যমে সিলসিলাভূক্ত হতে চায়। আমি তাদের সকলকেই হুযূরের দিকে ইশারা করে দেই। এর জবাবে তারা বলে আমাদের এতটুকু সামর্থ নেই যে, সেখানে যাব, আর মাওলানা এখানে আসলে বাইআত করেন না, বলেন থানা ভবন যেতে। সুতরাং সহজ এটাই যে, তোমার মাধ্যমে আমরা সিলসিলার অন্তর্ভূক্ত তো হয়ে যাই অথচ সেটা এজাযত (খেলাফত বা মুরীদ করার অনুমতি) ছাড়া সম্ভব নয়। বাতেনি যোগ্যতা ছাড়া এজাযত দেওয়াও সমস্যা। আজকাল অধিকাংশ লোকের দৃষ্টি থাকে রসমী (প্রথাগত) বাইআতের উপর। এজন্য আমার আশঙ্কা হয় যে এসব লোক শেষ পর্যন্ত শরীয়ত বিরোধী পীরদের ফাঁদে পড়ে ঈমান হারা না হয়ে যায়।

বিশ্লেষণঃ এসলাহে বাতেনের উদ্দেশ্য যদি এটা হয় যে, আমি লোকদের বাইআত (মুরীদ) করব তবে এমন লোকের এসলাহে বাতেন (নফসের সংশোধন) কখনোই হবে না। কিবির বা অহঙ্কার তার ছায়ারমতো সঙ্গী হয়ে থাকবে। এ থেকে তওবা করুন, তওবার পর এসলাহ কাজে লাগতে পারে।

আর লোকদের যে কারো ফাঁদে আটকা পড়ার আশঙ্কায় যদি প্রত্যেক ব্যক্তিই বাইআতের এজাযত ও অনুমতি চাইতে লেগে যায় তবে কয়েকদিন পর তো সেই একই সমস্যা দেখা দিবে যা থেকে বাঁচার জন্য এই এজাযত দেয়া হয়েছিল। যোগ্যতা যদি পূর্বশর্ত হয়ে থাকে তবে যোগ্যতার সর্বপ্রথম শর্ত এই যে, ব্যক্তি নিজেকে যোগ্য মনে করবে না।

মোটকথা কোনো অবস্থাতেই বাইআতের অনুমতি নেওয়ার সুযোগ ও অবকাশ নেই, দয়া করে এখলাস পয়দা করুন।

নেসবত একটিই তবে...

প্রশ্নঃ নেসবত (আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্ক) তো অনেক মনে হয়। আসলে কী?

জবাবঃ নেসবত মূলত একটিই তবে তার রঙ ভিন্ন ভিন্ন। কোনো আল্লাহ্‌ওয়ালার মধ্যে নেসবতের রং হয় 'খাশ্‌য়াত' বা আল্লাহ্‌র ভয়, কারো

https://kitabbhubon.com

মধ্যে হয় 'মহব্বত' আর কারোর হয় 'হুযূর মাআল্লাহ্' বা আল্লাহ্র সঙ্গ। এর প্রকাশ ঘটে আপন যোগ্যতার অনুসারে।

নেসবত 'সল্ব' হয় না

প্রশ্নঃ নেসবত কি অন্যের নষ্ট করার দ্বারা নষ্ট হয়ে যায়?

জবাবঃ প্রকৃত নেসবত– যার অর্থ 'হুযূর মা আল্লাহ্' বা আল্লাহ্র সঙ্গ, এটাকে কেউ কীভাবে অপসারণ করতে পারবে? তবে হাঁ গুনাহ করার কারণে ঐ নেসবত অপসারিত হয়ে গেলে ভিন্ন কথা।

অবশ্য তরীকতের পথে সাধনাকারীগণ আল্লাহ্ তাআলার একধরনের সঙ্গ (কাইফিয়তে শওকিয়া) অর্জন করে থাকেন। যেসব লোক 'সল্ব' বা অপসারণের অনুশীলন করে তারা এই (কাইফিয়াতে শওকিয়া)কে অপসারণ করতে পারে। যেমনিভাবে মনের মধ্যে উদ্যম ও উৎসাহ থাকাকালীন শোক ও ব্যাথা তৈরি হলে নিমিষে ঐ উৎসাহ ও উদ্যম হারিয়ে যায় তেমনিভাবে 'তাসাররুফে সল্ব' (অপসারণ ক্ষমতা) প্রয়োগের কারণে ঐ (কাইফিয়তে শওকিয়া' (প্রফুল্ল অবস্থা) দূর হয়ে যায়। তৈরি হয় বিষাদ, অবসাদ ও নির্বুদ্ধিতা, কিন্তু আবার যিকিরের বরকতে সেটা ফিরে আসে।

মুজাহাদা-সাধনা ছাড়াও নেসবত হাসিল হয়

প্রশ্নঃ সাধারণ মুমিনদের মধ্যে যারা তাযকিয়ায়ে নফ্স এবং আত্মার পরিশুদ্ধির সাধনা করে না তারাও কি আল্লাহ্ ওয়ালা বা 'সাহেবে নেসবত' হতে পারে? কেননা কিছু কিছু মানুষকে দেখা যায় যে অন্তরের সভ্যতা সংস্কার এখলাস ও আমলের হিসাবে খুব ভালো এবং ঈমান ও তাকওয়া পরহেযগারীতে কামেল হয়ে থাকেন।

জবাবঃ কিছু কিছু মানুষ তো ঐসব লোকদের চেয়েও ভালো হয়ে যান যারা বহু বছর আত্মশুদ্ধি, পরিশ্রম ও সাধনা করে নেসবত (আল্লাহ্ সঙ্গে সম্পর্ক) লাভ করেন, এরপরও তারা পূর্বের মতো অসম্পূর্ণই (নাক্বেস) থেকে যান (কামেল হতে পারেন না)। তবে পার্থক্য এতটুকু হয় যে, সাধনাকারীর নিজের অবস্থা জানা থাকে। নিজের ব্যাপারে সে সজাগ ও সচেতন হয়। আর ঐসব লোকদের নিজেদের 'সাহেবে নেসবত' হওয়ারও জ্ঞান থাকে না। অথচ তারা আল্লাহ্র প্রিয় ও মকবূল বান্দা।

https://kitabbhubon.com

সাহেবে নেসবত চেনার পদ্ধতি

প্রশ্নঃ আহলুল্লাহ্ এবং সাহেবে নেসবতকে চেনার কি কোনো পদ্ধতি আছে নাকি শুধু আ'মাল এবং আহওয়াল দ্বারাই বোঝা যায়?

জবাবঃ আ'মাল এবং আহওয়াল (অর্থাৎ তাদের কার্যাবলী ও অবস্থাবলী) দ্বারাও চেনা যায় কিন্তু অবস্থাবলীর মধ্যে কিছুটা 'কাশ্‌ফ' এরও প্রয়োজন আছে। সেটা এই যে, নিজেকে সকল চিন্তা-ভাবনা থেকে মুক্ত করে তার দিকে 'মুতাওয়াজ্জেহ' ও মনোযোগী হবে এতে নিজের মধ্যে যেই হাল জেগে উঠবে, বুঝে নিবে যে সেটাই ঐ সাহেবে নেসবতের মধ্যে বিদ্যমান। আবার শুধু 'কাশ্‌ফ' এর মাধ্যমেও উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু এটা আ'মাল দ্বারা চেনাই সর্বোত্তম পদ্ধতি। অর্থাৎ এটা দেখবে যে, তার মধ্যে শরীয়তের পূর্ণ অনুসরণ আছে কিনা। পূর্ণ অনুসরণ মানে যথার্থ অনুসরণ। (শরীয়তের নির্দেশকে যথাযথভাবে পালন করা। শৈথিল্য কিংবা বাড়াবাড়ি না করা) এটা হল তার নিজের 'কামেল' হওয়ার আলামত। কিন্তু 'তাকমীল' (অন্যকে কামেল বানানো)এর আলামত হল তাঁর সোহবত প্রভাব সৃষ্টিকারী হওয়া।

সুলূকের চূড়ান্ত পর্যায় প্রাথমিক পর্যায়ের মতো

প্রশ্নঃ সুলূকের প্রাথমিক স্তরে সালিকের ওয়ারেদাতে ক্বলবিয়া' বেশি বেশি হয়ে থাকে, এরপর 'ওয়ারেদাতে'র প্রাবল্য দিনে দিনে দূর হতে থাকে এবং সবশেষে সালিকের অবস্থাও সাধারণ লোকদের মতো হয়ে যায়। অথচ অযীফা, যিকির ও আমল সব একই থাকে। 'সুলূকের শেষ স্তর সূচনার মতো' সুফীদের নিকট প্রসিদ্ধ এই কথাটির তাৎপর্য সম্ভবত সেটাই।

জবাবঃ হ্যাঁ, সেটাই কথাটির তাৎপর্য। ঐ বিশেষ অবস্থাগুলো স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হয় আর স্বাভাবিক বিষয়সমূহে উত্তেজনা থাকে না।

'নেসবত' এবং 'রেযা' এর পার্থক্য

প্রশ্নঃ 'নেসবত' এর জন্য জরুরি একটি বিষয় হল এই, সালেকের স্মৃতি শক্তির যোগ্যতা এতটুকু দৃঢ় হয়ে উঠবে এবং স্বভাবগত বিষয়ে রূপান্তরিত হবে যে, 'আ'মালে শরঈয়া' (শরীয়তের নির্দেশগুলো) তার সহজাত বিষয়ের মতো হয়ে যাবে। কোনোরূপ বিপত্তি সৃষ্টি হবে না। আবার 'রেযা'ও তো একই ব্যাপার। মনের মধ্যে বাধা বিপত্তি ও অভিযোগ সৃষ্টি না হওয়া। প্রশ্ন হল এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

https://kitabbhubon.com

জবাবঃ প্রথম ব্যাপারটি 'এখতিয়ারী বিষয়গুলোর' ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেমন- নামায, রোযা, যিকির ইত্যাদি বিষয়গুলো সহজ স্বাভাবিকভাবে বেলা তাকাল্লুফ আদায় হয়ে যাবে। কোনোরূপ বিপত্তি দেখা দেবে না। দ্বিতীয়টি প্রযোজ্য 'গায়রে এখতিয়ারী' বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে। যেমন কোনো বিপদ মুসিবত ঘটলে মনের মাঝে কোনো আপত্তি ও অভিযোগ সৃষ্টি হবে না এবং তাকে অপছন্দও করবে না।

পীরের তাওয়াজ্জুহের প্রভাব

প্রশ্নঃ অধিকাংশ অলীর জীবনীতে দেখা যায় 'অমুক শেখ একটি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই অমুক শেখকে অলী এবং কামেল বানিয়ে দিয়েছেন' একথাটির অর্থ কী? এভাবে কি পীরসাহেব নিজের রূহানী শক্তি দ্বারা মুরীদের মধ্যে তাকমীলের যোগ্যতা সৃষ্টি করে দেন নাকি এক নজরে তাকে কামেল মুকাম্মাল আল্লাহ্ওয়ালা বানিয়ে দেন?

জবাবঃ এতে মুরীদের 'এখতিয়ারী বিষয়গুলো' আমল করার শক্তি ও যোগ্যতা তৈরি হয়ে যায়, তাকমীল হয় না। তাকমীল তো তখন হবে যখন নিজের ইচ্ছায় আমল করবে। এক নজরে ও এক তাওয়াজ্জুহে কাউকে অলী বানিয়ে দেওয়ার অর্থ এটাই।

বেলায়াতের অর্থ

প্রশ্নঃ বেলায়াতের তাৎপর্য কী?

জবাবঃ বেলায়াত বলা হয় মাকবূলিয়ত ও গ্রহণযোগ্যতাকে আর নেসবত মানেও তাই। অর্থাৎ 'অলী' এবং 'আল্লাহ্ওয়ালা' দুটো কথারই উদ্দেশ্য এক।

আমলের এসলাহ করা ওয়াজিব কিন্তু এটা বাইআতের উপর নির্ভরশীল নয়

হালঃ হুযূরের চিঠি এই অধমের হস্তগত হয়েছে। কিন্তু আমি যেহেতু কোনো স্থানে মুকীম নই এ কারণে হুযূরের কাছে লিখতে আমার বিলম্ব হল। নতুবা এক মুহূর্তও বিলম্ব করতাম না। আশা করি আমার এই বিলম্বকে হুযূর ক্ষমা করে দেবেন।

হুযূর চিঠিতে যেসব শর্তের কথা বলেছেন (মুরীদ হওয়ার জন্য), সব শর্ত খুব ভালো করে চিন্তা-ভাবনা করে পড়েছি, মনে-প্রাণে সবগুলো কবুল করে নিচ্ছি।

https://kitabbhubon.com

কিন্তু আমি সর্বদা সফরে থাকি বিধায় হুযূরের কোনো কোনো নির্দেশ পালন করা সম্ভব নয়। যেমন পরিবারের সকলকে বেহেশতী জেওর পরে শোনানো, এটার ব্যাপারে হুযূরের নির্দেশ কী? আর যে বিষয়গুলো হুযূর নিষেধ করেছেন তার মধ্য থেকেও কিছু বিষয় এই অধমের মধ্যে বিদ্যমান। তবে হুযূরের কাছে চিঠি লিখার পূর্ব থেকেই দুই তৃতীয়াংশ বরং তারও বেশি বিষয় থেকে এই অধম মুক্ত। দু-একটি বিষয় এখনো ত্যাগ করতে পারি নি নফসের তাড়নায় আর এ উদ্দেশ্যেই পীরে কামেল এবং অভিজ্ঞ রুহানী চিকিৎসকের সন্ধান করছিলাম। এখন বুঝলাম যে আল্লাহ্ তাআলা এই অধমের প্রতি মেহেরবান হয়েছেন। এখন যদি আপনিও একটু দয়া করেন তবে অসম্ভব নয় যে, এই অধমের উদ্দেশ্যের গোলাপ নিষিদ্ধ কাজ সমূহের কণ্টকিত বাগান থেকে হাতে এসে দেহ-মনকে আলোকিত ও সুরভিত করে তুলবে।

সারকথা এই যে, আপনি মুরীদ হওয়ার জন্য যে শর্তগুলো দিয়েছেন তার করণীয় ও বর্জনীয় সকল দিক বিবেচনায় আমি পরিপূর্ণ যোগ্য নই তবুও হুযূরের দরবার থেকে নিরাশ নই। আশা করছি 'আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না' আয়াতের প্রতি লক্ষ্য রেখে এই রুহানী রুগীকে আপন দয়া ও করুনার চিকিৎসা দিয়ে সুস্থতা দান করবেন।

مرض دارم ز عصیاں لادوائے - مگر الطاف تو باشد طبیبم

(অর্থ- গুনাহের দুরারোগ্য রোগে করি ছটফট, করুণা তোমার হবে কি আমার চিকিৎসক)

আমি নিজে নফসের এসলাহের উদ্দেশ্যে আপনাকে যোগ্য চিকিৎসক এবং পীরে কামেল মুকাম্মেল হিসাবে চিঠি পাঠিয়েছিলাম। এখন দৃঢ় আশা ও মজবুত আকাঙ্ক্ষা এই যে, এই অসহায় নিঃস্বকে আপনার দরবারের ফয়েয থেকে নিরাশ করবেন না। দয়া করে আমাকে তরীকত ও আত্মশুদ্ধির প্রাথমিক সবক দিয়ে আনন্দিত করবেন।

বিশ্লেষণঃ মুরীদ হওয়া ওয়াজিব নয়, আমল সংশোধন করা ওয়াজিব। ওয়াজিবের ভূমিকাও ওয়াজিব। অর্থাৎ যদি সংশোধন মুরীদ হওয়ার উপর নির্ভরশীল হয় তবে মুরীদ হওয়া ওয়াজিব। নতুবা ওয়াজিব নয়। কাজ শুরু করে দিন এবং নিজের সব হালত সম্পর্কে আমাকে জানাতে থাকবেন। যখন যা সমীচীন হবে অস্বীকার করব না ইনশাআল্লাহ্।

https://kitabbhubon.com

বুযুর্গদের হালত গুরুত্বসহ পাঠ করা শেখের সোহবতের সমতুল্য

হালঃ অধম এখন পর্যন্ত বাহাদুরগঞ্জ মাদরাসায় দরসের খিদমতে মশগুল আছে। নফসের আকর্ষণ আজেবাজে বিষয়ের দিকে, রূহের আগ্রহ নেককাজের দিকে। এই টানাটানির মধ্যেই গুরুত্বপূর্ণ সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। সবসময় মন চায়, যদি এমন কোনো পদ্ধতি পাওয়া যেত যদ্দারা নফস একদম মাগলূব পরাজিত হয়ে যায়, আল্লাহ্‌র যিকির থেকে গাফলত না হয়। কলবের মধ্যে প্রশান্তি দেখা দেয়। এর জন্য সম্ভবত শেখের সোহবত জরুরি। পক্ষান্তরে কারো খিদমতে গিয়ে পরে থাকব আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্য সেটাও সম্ভব নয় সংসারের ভরণ-পোষণের দায়িত্বের কারণে। এ অবস্থায় আমার করণীয় কী?

বিশ্লেষণঃ এরূপ অবস্থায় বুযুর্গদের জীবনী, রচনাবলী খুব মনোযোগের সঙ্গে নিয়মিত পড়া উচিৎ এবং ইনশাআল্লাহ্‌ এটা সোহবতে শেখের পরিবর্তে উপকারী এবং যথেষ্ট হবে। আমার মাওয়ায়েয যদি সর্বদা পড়তে থাকেন তবে উক্ত সকল অভিযোগ ইনশাআল্লাহ্‌ দূর হয়ে যাবে।

শেখের সোহবতের প্রয়োজনীয়তা

হালঃ এই অধম জনাব মরহুম মৌলবী আব্দুর রহমান সাহেবের কাছে– যিনি ছিলেন জনাব মাওলানা রশীদ আহমাদ রহমাতুল্লাহি আলাইহির শাগরিদ ও মুরীদ, বাইআত হয়ে ফয়েয হাসিল করেছিলাম। কিন্তু কয়েক বছর পর জনাব মরহুমের ইন্তেকাল হয়ে গেল। আমার জীবনে শুরু হয়ে গেল বিস্ময়কর হালত। কিছু ছিল স্বপ্নে কিছু জাগরণে। কিছুদিন পর হয়ে গেলাম পাগল ও নামায ত্যাগী। ভীষণ দুর্বল হয়ে মৃতপ্রায় হয়ে গেলাম। শহর ও লোকালয় ছেড়ে জঙ্গলের রাস্তা ধরলাম। বিদআত ও শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপ আমার দ্বারা হতে লাগল। সেই সময়ে মৌলবী আব্দুর রহমান সাহেবের নিকট গিয়েছিলাম, যিনি আপনার মুরীদ ও শাগরিদ, তাঁর কাছে আরয করলাম যে, আমার অবস্থা মারাত্মক শোচনীয় হয়ে গেছে। কিন্তু যখনই 'জাযাউল আ'মাল' কিতাবটি পড়া শুরু করি কিছুটা সুস্থতা ফিরে পাই। একথা শুনে মৌলবী সাহেব (আব্দুর রহমান ছানী যিনি থানভী (রহ.) এর মুরীদ) বললেন- 'আপনার অবস্থাগুলো হযরত আকদাস (থানভী রহ.)এর নিকট পেশ করা উচিৎ। এটা ছাড়া আর কোনো এসলাহ আমার জানা নেই।'

অতএব, হুযূরের খিদমতে নিবেদন করছি যেভাবে ভালো মনে করেন এই অধমকে হেদায়াতের পথ দেখাবেন।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-৯০

https://kitabbhubon.com

আমার কাফের হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা হচ্ছে, দীন-দুনিয়া একেবারে নষ্ট হতে চলেছে। ঘুম খুবই সামান্য। করজোড়ে হুযূরের দরবারে মিনতি করছি এই অধমকে আপনার একজন গোলাম মনে করে পরামর্শ দিন। বেশি দীর্ঘ কথা বলতেও ভয় পাচ্ছি। আস্‌সালামু আলাইকুম।

বিশ্লেষণঃ শুধু বিগত হালত জানানো যথেষ্ট নয়। বর্তমান অবস্থাও বিস্তারিত লিখে জানান। যেমন- মেজায কেমন, শরীর কেমন। এছাড়াও কোনো একজন ডাক্তারের শরনাপন্ন হয়ে রোগের চিকিৎসা শুরু করুন এবং আমাকে খবর জানান।

ঐ ব্যক্তির পরবর্তী চিঠি-

হালঃ মৌলবী হাসান আলী সাহেব নামের শরীয়ত বিরোধী অর্থাৎ উলঙ্গ এবং নামাযত্যাগী এক উন্মাদ মাঝে মাঝে আমার কাছে এসে শরীয়তের খেলাফ কথাবার্তা বলত, কাজ করত। তখন থেকে বর্তমানেও এই অধমের তিনটি পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে।

প্রথমত আমার দৃষ্টিতে সাদা-কালো মেঘের মতো কিছু একটা ভেসে উঠে, এর ফলে বিস্ময়কর সব ব্যাপার দেখতে পাই।

দ্বিতীয়ত যেখানে এবং যেদিকে তাকাই অর্থাৎ গাছ-পালার প্রতি দৃষ্টি ফেললেও দেখতে পাই শুধু মানুষের আকৃতি।

তৃতীয়ত সর্বদা আমার চোখের উপর ভাসতে থাকে 'কলকে' বা হুঁকো অথবা পোকা-মাকড় অথবা মানুষের মতো কিছু।

উক্ত ব্যাপারগুলো কী উপায়ে দূর করা যাবে, দয়া করে জানাবেন। একজন ডাক্তারের চিকিৎসাও নিয়েছি কিন্তু ঐগুলি দূর হয় নি। অধমের জন্য মেহেরবানী করে দুআয়ে খায়ের করবেন।

বিশ্লেষণঃ আমি ডাক্তারদের শরণাপন্ন হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলাম শারীরিক সুস্থতার উদ্দেশ্যে। কিন্তু মানসিক অস্বাভাবিকতা- যার প্রধানতম দিক চিন্তা ও কল্পনার মধ্যে বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়া, সেটা সংশোধনের পদ্ধতি জ্ঞানী ও কামেল বুযুর্গদের সোহবত ছাড়া আর কিছু নয়। আপনার ওখানে যদি এই দু-শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে উঠা-বসা করার সুযোগ থাকে তবে সে ব্যাপারে যত্নবান হোন। নতুবা হিম্মত ও সামর্থ থাকলে আমার এখানে চলে আসুন, কেননা এখানে আল্লাহ্‌র ফযলে জ্ঞানী-গুনী ও বুযুর্গদের আনাগোনা হয়ে থাকে। যদি এগুলো কোনোটাই সম্ভব না হয় তবে নির্জনতা ত্যাগ করুন এবং সকল অযীফা ছেড়ে

https://kitabbhubon.com

শুধুমাত্র কুরআন তিলাওয়াত করুন। অধমের (থানভী রহ.) মাওয়ায়েয পড়তে থাকুন। আপনার সমমেজাযের, নেককার এবং খোশমেজায লোকদের সাথে উঠা-বসা করুন। আবারও নিজের অবস্থা জানাবেন।

পীর মুর্শিদের দানের অর্থ

প্রশ্নঃ কোনো পীর মুর্শিদ যখন কোনো মুরীদের প্রতি সন্তুষ্ট হন তখন তাকে বিশাল কোনো রুহানী দৌলত দান করেন, একথার অর্থ কী?

মুরীদ আল্লাহ্‌র হুকুম আহকাম যত মানবে আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্যতা তত বাড়বে। সে হিসাবে প্রতিটি আমল ও ইবাদতের কারণে মুরীদের গ্রহণযোগ্যতা ও মাকবূলিয়াত বাড়তে থাকে। তাহলে পীরের 'মহাদান'এর উদ্দেশ্য কী? যেমন শাহভেক এবং শাহ আবুল মাআলী (রহ.)এর ঘটনা আমি স্বয়ং আপনার ওয়াযে শুনেছি যে, পীর সাহেব খুশী হলেন এবং কাছে ডেকে এক লোকমা খানা খাইয়ে দিলেন। ঐ লোকমা খাওয়ার সাথে সাথেই তার উপর আল্লাহ্‌র ফয়েয শুরু হয়ে গেল। অথবা কোনো কোনো বুযুর্গের ঘটনায় পাওয়া যায় যে, পীর সাহেব টুপি পরিয়ে দিলেন অথবা জামা গায়ে জড়িয়ে দিলেন অমনি মুরীদের কলব রওশন ও আলোকিত হয়ে গেল। অথবা কোনো পেয়ালা দিলেন তো মুরীদের দিল জিন্দা হয়ে গেল।

জবাবঃ এগুলো মুজাহাদা ও আনুগত্যের পর হয়ে থাকে। যেমন মুত্বালাআর পর সবক বুঝার যোগ্যতা তৈরি হয় কিন্তু বুঝতে পারাকে উস্তাদের ফয়েয বলে আখ্যায়িত করা হয়। বলা হয় আমার উস্তাদের কল্যাণে, তাঁর ফয়েয বরকতে (এই জটিল বিষয়টি) বুঝতে পেরেছি।

প্রত্যেক ব্যক্তির তারবিয়াত হয় তার যোগ্যতা অনুসারে

হালঃ আফসোস! আমার দিল অকর্মা হয়ে গেছে। দেহের বল ও শক্তি নিঃশেষিত হয়ে গেছে। কালো (চুল, দাড়ি ইত্যাদি) শুভ্র হতে চলেছে কিন্তু দিল সেই আগের মতোই কৃষ্ণ কালো। আ'মালের মাঝে অবহেলা ও গাফলত। এসব কিছুর সঙ্গে স্বভাব ও প্রকৃতিগত আযাদীর মিলন যেন সোনায় সোহাগার মতো কাজ করছে। জীবনের শুরু থেকেই স্বভাব ও মেযাজ ছিল কোলাহল প্রিয়। ভালো কাজ হোক বা মন্দ সর্বত্রই রয়েছে আমার হৈচৈ এর মিশ্রণ। বার্ধক্য যদিও দুয়ারে এসে গেছে কিন্তু হুযূর আমার স্বভাবের পাগলামী, ভয়ঙ্কর কোলাহল প্রিয়তা বেড়েই চলেছে।

https://kitabbhubon.com

কখনো কখনো এমনিতেই অথবা ওয়ায শুনে দিলের মধ্যে কোমলতা আসে, চোখ দুটো অশ্রুসজল হয়ে উঠে কিন্তু তখনই আবার মন বলে উঠে- 'আরে! এসব কান্নাকাটিতে কিচ্ছু হয় না।' এরপর সেই আবেগ ঝেড়ে ফেলি এবং নিজেকে সংবরণ করে নেই।

বিশ্লেষণঃ প্রত্যেক ব্যক্তির তারবিয়াত বা এসলাহ হয় তার যোগ্যতা অনুসারে। উক্ত অবস্থা দ্বারা আপনার তারবিয়াত চলছে। আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করুন এবং তাঁর পক্ষ থেকে কোনো দানের প্রতীক্ষা করুন।

হালঃ উপরোক্ত অবস্থার সঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখ করতে ভুলে গেছি। বিষয়টি এই যে, আপনার প্রতি দিলের মাঝে রয়েছে ভীষণ ভালোবাসা। আপনার চেহারা দেখলেই মনে জেগে উঠে প্রফুল্লতা, শান্তি ও এতমিনান।

বিশ্লেষণঃ আপনার সৌভাগ্যের চাবিকাঠি এটাই এবং ইনশাআল্লাহ্ এটাই আপনার জন্য হেদায়াতের মশাল।

নেককার লোকদের সঙ্গে উঠা-বসা করা উপকারী

হালঃ হুযূর যেভাবে বলবেন সেভাবেই আমল করব। এ যাবৎ আমি আপন ইচ্ছায় যা যা করি সেটা এরূপ– সিলসিলাভুক্ত একই চিন্তা চেতনার বুযুর্গদের সঙ্গে বেশি মেলা-মেশা করি। সর্বাধিক মেলা-মেশা করি... সঙ্গে। ওখানে গেলে কিছুটা সান্ত্বনাও পাই নিশ্চিতরূপে। এর কারণ হল তিনি সব সময়ই নেক আলোচনা করেন, ভালো ভালো কথা বলেন। বেশিরভাগ সময় আপনার কিতাবাদির কথা আলোচনা করেন।

দ্বিতীয় এই যে, 'দাআওয়াতে আবদিয়াত' কিতাবটি বেশি বেশি পড়ি। মোটামোটি এটাই হল আমার কর্ম পদ্ধতি। এগুলোতে শান্তি পাই তবে খুব সামান্য। এবার হুযূর যেভাবে বলবেন সেভাবে আমল করব।

বিশ্লেষণঃ হাঁ, সুন্দর এবং খুব সুন্দর আপনার কর্ম পদ্ধতি। তবে একটি ব্যাপার আপনাকে বলছি- খাজা সাহেব অথবা একই সিলসিলার যাদের সঙ্গে আপনার মোটামোটি মেলা-মেশা আছে, তাদের সঙ্গে একা এবং একান্তে সাক্ষাৎ করুন। বেশি লোকজনের ভিড় হয়ে গেলে সরে পড়ুন।

ভয়ের চিকিৎসা এবং তাসাওউরে শেখ

হালঃ এ অধম আপনার একজন খাদেম। দুই যোগী (সন্যাসী) বসে ছিল তাদের দেখে ভয় পেয়েছিলাম। সেদিন যখন আপনার ওয়ায শুনছিলাম

https://kitabbhubon.com

তখনও যোগী চোখে পড়েছিল এবং আমি ভয় পেয়ে আপনার সামনেই কেঁদে ফেলেছিলাম। আপনি সান্ত্বনা দিলে ভয় কেটে গিয়েছিল। আজ আবার একজন ফকিরকে দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। ভীষণ চিন্তার মধ্যে পড়েছি। কাজে মন বসে না। অযীফা হিসাবে দৈনিক ২৫ বার করে পড়ি–

سبحان الله والحمد لله ولااله الا الله والله اكبر. لاحول ولا قوة الابالله

অবসর থাকলে ১০০ বার করে পড়ি। উদূর্তে মুনাজাত পড়ি।
আশারাখি হুযূর আমার উপযোগী কোনো চিকিৎসা অথবা দুআ বলে দেবেন।

জবাবঃ দরুদ শরীফ পড়তে থাকবে এবং আমার কল্পনা করতে থাকবে। আমার সেই সময়ের অবস্থাটাই ভাবতে থাকবে যখন আমি ওয়ায করছিলাম। এরপর কী হল না হল সেটা আমাকে জানাবে।

পরবর্তী চিঠি–

হুযূর আমার জন্য যেটা প্রস্তাব করেছেন সেটার মাধ্যমে আমি সুস্থ হয়ে গেছি। এখন আর কখনোই যোগী চোখে পড়ে না। আগের মতো আর ভয়ও পাই না। তবে বুকের মধ্যে কিছুটা গরম গরম অনুভব করি। হুযূর বলেছিলেন– কী হল না হল সেটা জানিয়ে প্রথম চিঠিসহ পাঠিয়ে দিতে, সে হিসাবে আগের চিঠিসহ বর্তমান চিঠিও পাঠিয়ে দিলাম।

পরের জবাব–

তুমি সুস্থ হয়েছ জেনে খুশী হলাম। আলহামদুল্লিাহ্! পূর্ববর্তী চিঠিতে উল্লেখিত কল্পনা এবং দরুদ শরীফের আমল চালু রেখো। আর গাজর ছিলে তার উপর চিনি ছিটিয়ে রাতের বেলা শিশিরের মধ্যে রেখে দিবে। ভোরে খালি পেটে সেটা খেয়ে নিবে। পরবর্তী অবস্থা জানাবে।

নিজেই চিকিৎসা পদ্ধতি নির্ণয় করা মুরীদের জন্য অন্যায়

প্রথম চিঠি–

প্রশ্নঃ দয়া করে গুনাহ থেকে বাঁচার কোনো মুরাকাবা বলুন, আল্লাহ্ আমাকে আমলের তাওফীক দিন। যেন সেই আমল এবং আপনার দুআর বরকতে গুনাহ থেকে দূরে থাকতে পারি।

জবাবঃ তাহলে কি আপনি নিজেই নিজের জন্য চিকিৎসা পদ্ধতি নির্ণয় করে নিলেন? আফসোস! আমি যে চিকিৎসার কথা বলেছি অর্থাৎ হিম্মতের মাধ্যমে গুনাহ থেকে বাঁচতে হবে, সেটাকে প্রত্যাখ্যান করে দিলেন? আবার নিজের

https://kitabbhubon.com

চিকিৎসার পদ্ধতি নিজেই ঠিক করে নিলেন। আপনি নিজেই যখন পীর তাহলে আর শুধু শুধু অন্যের দ্বারস্থ হওয়ার দরকার কী?

পরের চিঠি–

হুযূরের তিরস্কার মিশ্রিত জবাব বা হিদায়াতনামা পেয়েছি। আমি ভীষণ লজ্জিত। আমি ক্ষমাপ্রার্থী। আশা করি আমাকে ক্ষমা করে দিবেন।

কক্ষনো নয়, এ অধমের নাতো চিকিৎসা পদ্ধতি নির্ণয়ের কোনো অধিকার আছে। নাতো আমি কোনো পীর। না এই অধম হুযূরের পূর্বে বলা চিকিৎসা অর্থাৎ হিম্মতকে প্রত্যাখ্যান করেছে, না সেটা করার ক্ষমতা আমার আছে। বরং আমি আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করি এই মর্মে যে, তিনি হুযূরের যে কোনো নির্দেশের প্রতি আমার অন্তরে দান করেছেন সীমাহীন মর্যাদা। আল্লাহ্ করুন এটা যেন এমনই থাকে। আমিন!

মোটকথা এই যে, দয়া করে আমাকে মাফ করে দেয়া হোক।

জবাবঃ ক্ষমা চাইলে তার জন্য তো ক্ষমা আছেই। আমি কি প্রতিশোধ নিচ্ছি? মোটেও তা নয়। ভুল করলে কি সেটা ধরিয়ে দিতে হবে না?

আমার আফসোস হচ্ছে যে, এই চিঠিতেও জানানো হয় নি যে, আমার সেই চিকিৎসার উপর (হিম্মত) আমল করা হয়েছে কি না। অথচ অপ্রয়োজনীয় কথায় চিঠি ভরা।

সিলসিলায়ে এমদাদিয়ার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্বাতন্ত্র

হালঃ নিবেদন এই যে হুকূকুল ইবাদের ব্যাপারে মাঝে মাঝে মনের উপর এমন বোঝা চেপে বসে যে, চিন্তায় জান হাবুডুবু খেতে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো প্রতিকার না করা হয় মনে কোনো শান্তি পাই না।

বিশ্লেষণঃ মুবারক হোক, আসলে এটাই সুন্নাহ'র সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সিলসিলায়ে এমদাদিয়ার এটাই স্বাতন্ত্র এবং এটাই তার কবূলিয়তের আলামত।

পীরের অভ্যাসগত আচরণের অনুসরণ

প্রশ্নঃ মুরীদ যদি পীরের এমন অভ্যাসের অনুসরণ করে যা তার স্বভাবগত তবে কি কোনো সাওয়াব পাবে?

বিশ্লেষণঃ সাওয়াব পাওয়ার কোনো কারণ নেই।

https://kitabbhubon.com

হালঃ উপকারী কি না?

বিশ্লেষণঃ সরাসরি তো এটা উপকারী নয় তবে এই হিসাবে উপকারী যে, মূলত পীরের মহব্বত উপকারী। আর পীরের স্বভাবের অনুকরণ মহব্বত তৈরির ক্ষেত্রে প্রভাব সৃষ্টিকারী অথবা এটা মহব্বতেরই বহিঃপ্রকাশ।

হালঃ শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো বাধা তো নেই?

বিশ্লেষণঃ বাধা-নিষেধেরও কোনো কারণ নেই। তবে এতে এত বেশি পরিমান নিমগ্নতা ও নিবিষ্টতা ক্ষতিকর যা অন্য কোনো জরুরি বিষয়ে অন্তরায় হয়ে যায়।

হালঃ এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমকক্ষ বানানোর সন্দেহ ও সংশয় জেগে উঠে নাতো? কারণ তাঁর প্রত্যেক চাল-চলন, উঠা-বসা, নড়া-চড়ার অনুসরণেই সাওয়াব পাওয়া যায়। মহব্বত ও ভালোবাসার কারণে সাহবায়ে কেরাম তাঁর আচরণ, অভ্যাস ইত্যাদিরও অনুসরণ করতেন।

বিশ্লেষণঃ এর আগে 'সাওয়াবের কোনো কারণ নেই' বলেছিলাম, এবার সন্দেহমুক্ত হওয়া গেল।

হালঃ সার কথা এই যে, আমার মন চায় যেভাবে আপনি চলেন আমিও সেভাবে চলি। যেভাবে আপনি গর্দান মুবারক বাম দিকে কখনো কখনো বুকের দিকে ঝুঁকিয়ে রাখেন সেইভাবে আমিও ঝুঁকিয়ে রাখি। এবং যেভাবে আপনি দাড়ি অর্ধেক অর্ধেক ভাগ করে রুমাল দিয়ে মোছেন, আমিও মোছব। নামায থেকে ফারেগ হয়ে যখন আপনি মুখ ঘুরিয়ে বসেন তখন হাত দিয়ে কয়েকবার জামা সরিয়ে ঠিকঠাক করেন, আমিও করব। এই সকল ভঙ্গি আমার ভীষণ ভালো লাগে। যদি কোনো অসুবিধা না হয় তবে দয়া করে আমাকে অনুমতি দেবেন। আমি মহান আল্লাহ্‌র কাছে দুআ করে থাকি যে, ইয়া আল্লাহ্ আমার মধ্যে আমার হযরতের আখলাক এবং আদাত (চরিত্র ও অভ্যাস) ত্বরয্ ও আন্দায (রীতি-আদর্শ ও চাল-চলন) সবকিছু আমার মধ্যে সৃষ্টি করে দাও। হযরত! দয়া করে আপনিও দুআ করবেন।

আপনার ভঙ্গীমা, পথ-পদ্ধতির আদরনিয়তা আমার হৃদয়ে এত বেড়ে গেছে যে, যেসব অযীফা আমি নিজের পক্ষ থেকে আপনাকে বলে আপনার অনুমতি সাপেক্ষে শুরু করেছিলাম, এখন মন চায় সেগুলো সব ছেড়ে দেই এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর হুযূর নিজে যা যা পড়ে থাকেন আমিও তাই তাই পড়ি। এবং বড় বড় মা'মূলাত (অযীফা) যথাস্থানে রেখে দেই। এ ব্যাপারে হযরতের

https://kitabbhubon.com

নির্দেশনা জানতে চাই। 'দুআয়ে হিযবুল বাহার' প্রত্যেক নামাযের পর পড়তাম সেটাও একবারই পড়ি। এটুকুর ব্যাপারেও এখন আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছি এই কারণে যে, আপনি বলেছেন- 'আমি পড়ি না, কারণ যারা এটা পড়ে তাদেরকে লোকেরা বুযুর্গ মনে করে। যে বিষয় ও কাজকর্ম থেকে বুযুর্গী ধরে পড়ে এবং শরীয়তে তা জরুরি নয় সেটা আমি পছন্দ করি না।' এ ব্যাপারেও আমার জন্য হুযূরের পক্ষ থেকে নির্দেশনা কামনা করি।

হুযূর যে মা'মূলাতগুলো পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর পড়ে থাকেন, যদি আমার জন্য মুনাসিব হয় তবে একটা কাগজে লিখে দেবেন অথবা যেখানে এগুলোর উল্লেখ পাওয়া যাবে সেটা জানিয়ে দেবেন।

কী করব! হুযূরকে কষ্ট দিতাম না কিন্তু দীর্ঘদিন থেকে মনের মধ্যে এই আকাঙ্ক্ষা জেগেছে, এ কারণে মনের সেই দাবি মেটানোর উদ্দেশ্যে হুযূরকে লিখে বিরক্ত করলাম, দয়া করে মাফ করে দিবেন।

বিশ্লেষণঃ আমার নিকট এটা হল নিমগ্নতা ও নিবিষ্টতা।

পীরের সোহবতের আকাঙ্ক্ষা ও পত্র যোগাযোগ সোহবতের মতোই

প্রশ্নঃ খুব মনে চায় কিছুদিন আপনার সোহবতের গৌরব লাভ করব কিন্তু বেশ কিছু ব্যস্ততা আমাকে সেই সুযোগ দিচ্ছে না।

বিশ্লেষণঃ এই আগ্রহটাও উপকারিতার দিক থেকে কাছে থাকার প্রায় কাছাকাছি। বিশেষত যদি পত্র যোগাযোগও অব্যাহত রাখা হয়।

মাশায়েখদের প্রতি সূরা ইখলাসের ঈসালে সাওয়াব

প্রশ্নঃ আমি কয়েক বছর ধরে একটি আমল করছি। সেটা হল এই যে, প্রতিদিন বেতের নামাজের পর তিনবার করে সূরা ইখলাস পাঠ করে হযরত আব্দুল কাদের জিলানী, হযরত শেখ শিহাবুদ্দিন সোহ্‌রাওয়ারদী, হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী, হযরত খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দী, হযরত মাওলানা মোহাম্মাদ কাসেম, হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ, হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মোহাজেরে মক্কী, হযরত মাওলানা মিয়াঁজী নূর মুহাম্মাদ, হযরত মাওলানা শাহ আব্দুর রহীম বেলায়াতী ক্বদ্দাসাল্লাহু আসরা-রাহুমের পবিত্র আরওয়াহ-রূহের খেদমতে সাওয়াব পৌঁছে দিয়ে থাকি। প্রতিদিন ৪৫ বার সূরা ইখলাস পড়ি এবং সবশেষে বলি হে আল্লাহ্! এই সবের সাওয়াব ঐ সকল বুযুর্গের আরওয়াহের নিকট পৌঁছে দাও।

https://kitabbhubon.com

আমার এই আমলের মধ্যে কোনো অসুবিধা নেই তো?

বিশ্লেষণঃ নিয়ম হিসাবে তো কোনো অসুবিধা নেই। তবে আপনার প্রশ্ন করা থেকে আপনার রুচির পরিচয় পাওয়া গেল। যা সম্ভবত আমার রুচির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এজন্যই আমি আমার রুচির কথা আপনাকে জানাচ্ছি, যদি সেটা আপনারও রুচিসম্মত হয় তবে আপনি এই আমল ছেড়ে দিয়ে ঐ সকল বুযুর্গের জন্য আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও তাদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য এমনিই দুআ করুন।

আমার রুচি এই যে, এই আমলের দ্বারা নফসের উদ্দেশ্য থাকে এরূপ– 'ঐ বুযুর্গদেরকে ঈসালে সাওয়াব (সাওয়াব প্রদান) করলে তাদের পবিত্র রূহগুলো খুশী হয়ে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করে অথবা আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমে আমার দিকে তাওয়াজ্জুহ করে আমাকে বাতেনি কল্যাণ দান অথবা আমার বাতেনি কল্যাণের উন্নতি ও শক্তির কারণ হবেন।' এ কারণে আমি এটাকে খাঁটি তাওহীদের (খালেস তাওহীদের) খেলাফ মনে করি। আর ঐ সব বুযুর্গের আদব ও শানেরও খেলাফ (পরিপন্থী) যে, তাদেরকে নিজের মতলবের জন্য সাওয়াব পাঠানো হবে। এ সংক্রান্ত আমার বিশদ আলোচনা পাওয়া যাবে ইমদাদুল ফতাওয়া' ৫ম খণ্ড ৯৭ পৃষ্ঠায়।

কাউকে দ্রুত মুরীদ করে নেওয়া না নেওয়া পীরের আগ্রহের উপর নির্ভরশীল

হালঃ বেশিরভাগ মুরীদ- যাদের উপর এখনো নিজ নিজ পীরের পক্ষ থেকে বাইআত নেয়ার (মুরীদ করার) অনুমতি এবং এসলাহের কাজ করার দায়িত্ব অর্পিত হয় নি, তারা একাজকে খুব সহজ মনে করে। তারা ধারণা করে থাকে যে, পীর হওয়ার মধ্যে আবার কষ্ট কিসের? আর আসলেও তথাকথিত এবং প্রথাগত পীর হওয়ার মধ্যে এবং গদ্দিনশীন হওয়া সে তো এক মজাদার বাদশাহী। অথচ প্রকৃতপক্ষে এর হাকীকত কতই না কঠিন! এসলাহের কাজটিও এই রকম এক বিশেষ ধরনের কষ্ট সাধ্য ও মুজাহাদার (সাধনার) কাজ। আর কোনো মুজাহাদাই কষ্ট ছাড়া হয় না।

এসলাহের কাজে কখনো কখনো আমার ভীষণ কষ্ট হয়, বিশেষত যখন মুখাতব কাজের হাকীকত সম্পর্কে থাকে অজ্ঞ। মুরীদ হতে আসে শুধু সামাজিক প্রচলন হিসাবে। এরূপ অজ্ঞ, নিরূপায় জনসাধারণের আস্থা, ভালোবাসাও থাকে গোলমাল ও ত্রুটির উপর নির্ভরশীল। এসব কারণে এদেরকে মুরীদ করতে একটা সময় পর্যন্ত বিরত থাকি। এড়িয়ে চলতে থাকি।

https://kitabbhubon.com

বরং কখনো কখনো যারা বাইআত হয়ে গেছে তাদেরকেও ছেড়ে দিতে পছন্দ করি। কিন্তু এটা যেহেতু তরীকতপন্থীদের নিকট পছন্দনীয় নয় এ কারণে সবর করতে বাধ্য হই।

কাউকে যাচাই না করে বাইআত করে নিলে পরে অনেক সমস্যা দেখা দেয়। যেই যেই অভিযোগ ও সমস্যার কথা আপনি বলতেন সেইগুলোর যৌক্তিকতা এখন অক্ষরে অক্ষরে উপলব্ধি করতে পারছি।

পক্ষান্তরে গুমরাহ ও বিদআতীদের ব্যাপকতা কখনো কখনো এতটাই নিরূপায় করে দেয় যে, মনে হয় বাইআত হতে যে কেউ আসবে তাকেই নির্দ্বিধায় বাইআত করে নিব। কিছু না হলেও অন্তত ঐ সব বিদআতী ও গুমরাহদের কবল থেকে তো বেঁচে যাবে। মোট কথা এসব জটিলতায়, দ্বিধা-দ্বন্দে মন আটকে যায়।

এ ব্যাপারে আশা করছি হুযূরের উন্নত চিন্তাপ্রসূত মতামত আমাকে মুক্তির উপায় দেখাবে।

বিশ্লেষণঃ যখন যেখানে যে দিকটাকে দিল প্রাধান্য দিবে সেটাকেই গ্রহণ করবেন, ইনশাআল্লাহ্ তাতেই কল্যাণ হবে।

কোনো হালত না হওয়ার সংবাদও পীরকে জানানো কল্যাণকর

হালঃ আমার অবস্থা এই যে, কোনো অবস্থাই নেই।

বিশ্লেষণঃ এইরূপ কোনো হাল না থাকার সংবাদ জানানোতেও কল্যাণ আছে। কারণ কখনো কখনো এর মধ্যেও কোনো ব্যাপার থাকে।

নিজের শেখ (পীর) সম্পর্কে কী এ'তেক্বাদ রাখা উচিত

হালঃ আমার একটি বিষয় হল, পৃথিবীর কারো থেকে দীনি ব্যাপারে উপকৃত হওয়ার কল্পনা আসে না। দিলের মধ্যে এমন ইয়াকীন আছে যে, যা কিছু পৃথিবীতে আছে সকল যোগ্যতাই আমার হুযূরের মধ্যে আছে। আমার হুযূরই সব, অথচ পৃথিবীতে বুযুর্গ তো অনেকেই আছেন। বুঝি না আমার মন কেনো কারোর কোনো মর্যাদা স্বীকার করতে চায় না! অন্য কারো থেকে ফয়েয লাভ করার ব্যাপারে তো এত পরিমান ঘৃণা যেমন কুফর, শিরকের প্রতি ঘৃণা থাকে। কোনো বুযুর্গকে হুযূরের মোকাবেলায় বুযুর্গ মনে করাকে মনে হয় যেন কুফর'এর ধারণা করলাম।

https://kitabbhubon.com

বুযুর্গদের সম্পর্কে যদি এরূপ ধারণা ক্ষতিকর হয় তবে হুযূর আমার এসলাহ ও সংশোধনের জন্য দুআ করবেন।

বিশ্লেষণঃ অতিরিক্ত ভালোবাসার ক্ষেত্রে এ ধরনের বাড়াবাড়ি হলে তাকে মা'যুর বা অপারগ ধরে নেয়া হয়। এক্ষেত্রে মৌলিক বিষয় শুধু এতটুকু যে, নিজের পীর সম্পর্কে এরূপ ধারণা পোষণ করবে যে, আমার প্রচেষ্টায় তাঁর চেয়ে বেশি কল্যাণকারী আমার কপালে জুটবে না। আর বুযুর্গীর ব্যাপারে কার বুযুর্গী বেশি কার কম সেটা আল্লাহ্ জানেন। এতটুকু বিশ্বাসের মধ্যে কোনো ঝঞ্ঝাট নেই।

নামাযে ইচ্ছাকৃত পীরের কল্পনা ক্ষতিকর

প্রশ্নঃ যিকিরের সময় হুযূরের চেহারা কল্পনায় থাকলে আমার উপকার হয়। যদি আপনি হুকুম দেন তবে পীরের কল্পনা (তাসাওউরে শেখ) চালু রাখব।

জবাবঃ পীরের কল্পনা বিশেষত নামাযের মধ্যে ইচ্ছাকৃত হলে সুন্নতের খেলাফ আর কোনো কোনো অবস্থায় সীমাহীন ক্ষতিকর হয়ে যায়। অবশ্য যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে এসে যায় তার পরও ইচ্ছা করে সেই কল্পনাকে চালু রাখা যাবে না। যিকিরের দিকে কিংবা 'মযকূর' (আল্লাহ্)এর দিকে মনোযোগ তাজা করে নিবে। এইসব প্রচেষ্টার পরও যদি ঐ কল্পনা থেকে যায় তবে সেটা মুবারক বা বরকতময় হালত। সেটাকে নেআমত মনে করে আল্লাহ্র শোকর আদায় করবে। কেননা এটা ভীষণ মহব্বত ও ভালোবাসা-ভক্তি থেকে সৃষ্টি। এটাকে অন্যান্য ফাসেদ খেয়ালের মতো প্রতিরোধ ওয়াজিব (ওয়াজিবুদ্দফা) মনে করবে না। কারণ আল্লাহ্ ও বান্দার নিবিড় সম্পর্কের মাঝে প্রতিবন্ধক কল্পনা এবং আল্লাহ্ ও বান্দার মাঝে গভীর বন্ধন সৃষ্টিকারী কল্পনা এক সমান হতে পারে না।

যদি না বুঝে থাকেন তবে পুনরায় বিশদ ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করবেন।

বাইআত হবার মুনাসিব তরীকা

হালঃ আমি জনাব মাওলানা... এর দরবারে নিজেকে সামিল করেছিলাম এবং কিছুদিন পর্যন্ত সামিল ছিলামও। বর্তমানে মাওলানার দরবারের অবস্থা খুবই নাজুক। আল্লাহ্ তাআলা রহম করুন। 'কাশ্ফ'কে এমন ইয়াকীনী ও অকাট্য মনে করা হয় যে, তার আলোকে মুতাআল্লিকীন বা তার সঙ্গে সম্পৃক্ত লোকদের উপর হুকুম জারী করা হয়। তাদের জিজ্ঞাসাও করা হয় 'কী

https://kitabbhubon.com

দেখেছ?' দেওবন্দীদের আকীদাকে ভ্রান্ত বলা হয়। মিলাদে কিয়াম করা হয়। কয়েকজন মিলে সালাম পাঠ করা হয়। মাদরাসার বার্ষিক জালসায় ফুল বিছানো হয়। এক ব্যক্তির কাশ্‌ফ হয়, তিনি জানান যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ এনেছেন। তখন ফুল উঠানো হয়। অথবা ফুলগুলো উঠিয়ে কোলে রাখা হয়। মাওলানার দরবারের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আছেন এমন, যিনি নামায পড়েন না। সেই ব্যক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করা হয় যে, 'তার মধ্যে কোনো ত্রুটি নেই শুধু একটি দোষ যে সে নামায পড়ে না।'

এ সকল আজেবাজে বিষয় কত আর বলব! শুধু শুধু এগুলি বলে হুযূরের সময় আর নষ্ট করতে চাই না। সার কথা এই যে, বর্তমানে আমি ঐ দরবার থেকে নিজেকে পৃথক করে নিয়েছি। 'ইসমে যাত'এর যিকির সাধ্যমতো করি। হুযূরের খিদমতে আমার নিবেদন এই যে, আমাকে সাহায্য করুন এবং দয়া করে আমাকে আপনার মুরীদ করে নিন। আপনি যেভাবে হুকুম করবেন সেভাবেই আমল করব ইনশাআল্লাহ্। আস্‌সালামু আলাইকুম।

বিশ্লেষণঃ একবার তাড়াহুড়া করে এখন পর্যন্ত পসতাচ্ছেন। সুতরাং সাবধান! আবারও যেন অনুতাপ করা না লাগে। এজন্যই বাইআতের মধ্যে তাড়াহুড়া উচিৎ নয়। ভালো হয় এই যে, যার কাছে বাইআত হওয়ার ইচ্ছা তার কাছে একমাস বা দু-মাস থাকুন। যদি সকল বিবেচনায় আপনার মন সন্তুষ্ট হয় তাহলে তাঁর নিকট বাইআতের আবেদন করুন। আপনার এই আবেদনে যদি দ্বিতীয় পক্ষের মনও সন্তুষ্ট হয় তাহলে তো তিনি কবুল করে নিবেন। আর যদি তিনি কোনো আপত্তি করেন তাহলে আরো কিছুদিন তার কাছে থাকুন। এরূপ করলে আশা করি দ্বিতীয় পক্ষের অস্বীকৃতি বেশি দীর্ঘ হবে না। এরূপ বাইআতের মজাও হবে দেখার মতো।

মুতাআল্লিকীনকে তিরস্কার ও নিন্দা করা মুরব্বির দায়িত্ব

হালঃ এ অধম এখনো নিজের কর্মে ব্যস্ত (অর্থাৎ অবসর নই) কিন্তু আমার অবস্থা থাকে বিভিন্ন রকম। বাড়ির লোকদেরকে শরীয়তের খেলাফ চলতে দেখলে কী হয়ে যায় জানি না, আমি ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ হয়ে যাই। বরদাশ্‌ত করতে পারি না। অবস্থা এতদূর গড়িয়েছে যে, বাড়ির সকলেই আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েছে। সকলেই আমার উপরে রেগে আছে। ওয়ালিদ সাহেবও মনঃক্ষুণ্ন বরং আমাকে মনে করছেন উম্মাদ ও পাগল। আর প্রকৃতপক্ষে অবস্থাও পাগলের মতোই হয়ে যায়। এলাকাতেও দুশমন অনেক। কখনো

https://kitabbhubon.com

মনের মধ্যে খেয়াল জাগে হয়ত কেউ আমার উপর জাদু করেছে। সেজন্যই নিজের মুরব্বিদের সঙ্গে এরকম লড়াই ঝগড়া করে থাকি। তাদেরকে দেখতেই পারি না। কখনো দিলের মধ্যে রহমও জাগে। আর বাড়ি ছাড়া অন্য জায়গায় হালত ভালো থাকে। বাড়ি ফিরলে আবার সেই একই অবস্থা হয়ে যায়। বর্তমানে প্রবাসে ভালোই আছি। মাদরাসায় পড়ানোর সময়ও মন খুশী থাকে। কিন্তু মাদরাসার কাজ সম্পন্ন করি তিলাওয়াতে কুরআন ও মুনাজাতে মাকবুলের সময়ের পর। যিকিরের সময়ে ছাত্রদের পড়াতে হচ্ছে নতুবা সময় পাওয়া যায় না। এজন্যই জানতে চাচ্ছি যে, বিভক্তভাবে যিকির করার অনুমতি আছে কি? অর্থাৎ তিলাওয়াতের পর মুনাজাতে মাকবুল এরপর এক বা দু-ঘণ্টা ছাত্রদের পড়ানোর পর অবশিষ্ট অযীফা অর্থাৎ ছয় হাজার বার আল্লাহ্‌র যিকির, এভাবে কি আদায় করা যাবে?

বিশ্লেষণঃ মুরব্বি, নেতা, ইমাম এমনি ধরনের অনুসরণীয় ব্যক্তিদের কর্তব্য এটা যে, তারা নিজেদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠজনদেরকে (অন্যায় কাজে) নিন্দা ও তিরস্কার করবে। তবে আপনি নিজে এখনো নিজের কাজ থেকে ফারেগ হন নি। সুতরাং আপনার জন্য কারো সঙ্গে ঝামেলায় জড়ানো উচিৎ নয়।
মাদরাসায় থাকলে যেহেতু আপনার মনে এতমিনান থাকে সুতরাং আপনি মাদরাসাতেই বেশি থাকুন।
যিকির (এক বৈঠকে সম্পূর্ণ না করতে পারলে) বিভক্তভাবে করলেও কল্যাণকর হবে।

মুরীদের জন্য পীরের কাছে সম্পূর্ণ সমর্পিত হওয়া জরুরি

হালঃ আমি প্রথম চিঠিতে 'দালাইলুল খাইরাত' এবং 'রাব্বানা...' পড়ার জন্য আপনার কাছে অনুমতি চেয়েছিলাম। যদিও আমি সবসময় সেটা পড়ি। আখেরাতের কল্যাণের উদ্দেশ্যে যা নিজ থেকেই আমল করি, যদিও তাতে সাওয়াব ঠিকই হচ্ছে তারপরও আমি চিন্তা করলাম যে, নিজে নিজে আমল করা আর কোনো চিকিৎসকের নির্দেশমতো আমল করার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। তাছাড়া বুযুর্গদের নির্দেশনার আলোকে যে কাজ করা হয় তাতে আল্লাহ্ তাআলা বরকত দান করেন।

বিশ্লেষণঃ ইজাযত ও অনুমতি নেওয়ার যে উপকারিতার কথা আপনি লিখেছেন তা যথার্থ। কিন্তু এর যে পদ্ধতি আপনি নির্বাচন করেছেন সেটা যর্থাথ নয়। অর্থাৎ 'নুসখা' (অযীফা) আপনি নির্ধারণ করে আমার কাছে

https://kitabbhubon.com

অনুমতি চেয়েছেন। বরং এরজন্য সঠিক পদ্ধতি হল এই যে, নিজের সম্পূর্ণ অবস্থা কোনো আস্থাভাজনের সামনে পেশ করে নিজেকে তাঁর নিয়ন্ত্রণে ছেড়ে দিতে হবে। মনে করতে হবে যে, যে 'নুসখা' (প্রেসক্রিপশন) আমার জন্য করা হবে সেটাই আমল করব।

যেহেতু আপনার কাছ থেকে এই ধরনের কোনো চিঠি আমার কাছে আসে নি তাই আমি কোনো সুনির্দিষ্ট 'মাশওয়ারা' আপনাকে দিতে পারছি না। এ ধরনের চিঠি যখন আসবে ইনশাআল্লাহ্ পরামর্শ দিব।

মুরীদ না করার কারণে পীরের প্রতি অহঙ্কার ও অসন্তোষের চিকিৎসা

জনৈক ব্যক্তির চিঠি- যাকে বাইআত না করার কারণে অসন্তুষ্ট হয়ে ফিরে গিয়েছিলেন।

হালঃ জনাব হযরত মাওলানা আশরাফ আলী, আস্সালামু আলাইকুম।

অধম... এর সালাম রইল। এ অধম জনাবের দরবারে উপস্থিতির সৌভাগ্য পেয়েও অকৃতকার্য হয়ে ফিরেছে। আবার দ্বিতীয়বার এই পাপী একটি স্বপ্ন হযরতের কাছে তুলে ধরছে। আশা করি জনাব স্বপ্নটির তা'বীর (ব্যাখ্যা) জানাবেন।

আমি জুমার রাতে দরূদ শরীফ পড়ে এই নিয়ত ও দুআ করে ঘুমালাম যে আল্লাহ্ যেন আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারতের গৌরব দান করেন। কিন্তু এর পরিবর্তে আমি স্বপ্নে যা দেখলাম তা হল নিম্নরূপ–

আমি একটি বালাখানায় আপনাকে দেখলাম, আপনি যখন নিচে আসেন তখন আমি কাঁদতে কাঁদতে নিচে নামি, আবার আপনি উপরে তাশরিফ নিয়ে গেলে আমিও কাঁদতে কাঁদতে উপরে উঠে যাই। এমনিভাবেই আপনার পিছে পিছে আমিও কাঁদতে কাঁদতে নিচে আসি কিন্তু আপনার ব্যক্তিত্বের ভয়ে কথা বলতে পারি না, কাছেও যেতে পারি না। সিঁড়ির শেষ ধাপ থেকে নামার সময় আমার দিকে ধেয়ে আসে এক অগ্নি এবং তার মধ্য থেকে আওয়াজ আসে এটা তোমাকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেবে। আমি বললাম- এই সিঁড়ির আড়ালে আমি আত্মরক্ষা করব। আপনার পক্ষ থেকে শুধু এতটুকু শুনতে পেলাম যে, আমি দেখছি।

বিশ্লেষণঃ আস্সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ্...

https://kitabbhubon.com

আমি আপনাকে চিনতে পারি নি। আপনার চিঠি থেকে বুঝা যাচ্ছে আপনি এখানে (থানা ভবনের খানকায়) এসেছিলেন। আমি অনেক চিন্তা করে এবং স্মৃতিতে খোঁজাখুঁজি করে আপনাকে চেনার মতো সম্ভাব্য তিনটি ঠিকানা পেয়েছি।

১) আপনি সম্ভবত সেই দুইজনের একজন যারা একই চিঠিতে নিজেদের আবেদন জানিয়েছিল। আমি বলেছিলাম-পৃথক পৃথক চিঠি পাঠাতে হবে।

২) সম্ভবত আপনি আসামাত্রই আমার পাঠানো চিঠি খুলে দেখিয়ে ছিলেন এবং এক বা দুই রুপি পেশ করেছিলেন যা গ্রহণ করতে আমি অপারগতা প্রকাশ করেছিলাম। আপনি পীড়াপীড়ি করার পর আপনাকে নিষেধ করে দেওয়া হয়।

৩) আপনি বাইআত (মুরীদ) হওয়ার জন্য জিদ করেছিলেন, আমি কিছু শর্ত আরোপ করেছিলাম, যার মধ্যে সম্ভবত এটাও ছিল যে, তাড়াহুড়া করা যাবে না। এরপরও আপনি পীড়াপীড়ি করলেন, আমি অস্বীকার করলাম। সেটা আপনার খুব অপছন্দ লাগল। সেই অপছন্দনীয়তা নিয়েই আপনি সোজা উঠে চলে গেলেন এবং বাহিরে গিয়ে আমার নামে অভিযোগ করলেন।

এখন বলতে পারব না আমার যা মনে পড়েছে তা ঠিক না ভুল। যদি ভুল হয় তাহলে আপনার পূর্ণ ঠিকানা লিখে পাঠান যাতে আপনাকে চিনতে পারি এবং সর্বাবস্থায়ই আপনার জবাবের সঙ্গে মূল চিঠিটাও পাঠাতে হবে। তখন ইনশাআল্লাহ্ জবাব দিব।

পরবর্তী চিঠি–

হালঃ হুযূরের সকল অনুমান সঠিক। এবং এই বান্দা খাকসার আপনার সেই খাদেম যার দ্বারা আপনার শানে প্রকাশ পেয়েছিল অনুচিত আচরণ যার জন্য আমি ভবিষ্যতে যে কোনো শাস্তি মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত। মূল চিঠি কোন্‌টি বুঝতে না পারায় দুটো চিঠিই হুযূরের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

বিশ্লেষণঃ আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ্।

জানি না আপনার আচরণকে 'অনুচিত' কিসের ভিত্তিতে বলছেন। এর পেছনে কি কোনো কুরআন-হাদীসের দলিল আছে? না কি শুধু স্বপ্নের ভিত্তিতে বুঝেছেন? যদি শুধু স্বপ্নের ভিত্তিতে এরূপ বুঝে থাকেন অর্থাৎ আপনার ঐ বুঝের ভিত্তি যদি স্বপ্ন হয় তবে মনে রাখবেন স্বপ্ন শরীয়তের কাছে গ্রহণযোগ্য

https://kitabbhubon.com

কোনো দলিল নয়। সুতরাং আপনি ভয় পাবেন না। ভয়ের কোনো কারণ নেই। আপনি বে-ফিকির (নিশ্চিন্ত) থকুন। স্বপ্নের অগ্নি তো কী চীজ, কেউ যদি স্বপ্নের মধ্যে নিজেকে জাহান্নামের আগুনে জ্বলন্ত দেখে এবং স্বপ্নের মধ্যে 'চিরস্থায়ী জাহান্নামী' হওয়ার ফয়সালাও শুনে থাকে আর তার বাস্তব অবস্থা শরীয়ত মতো থাকে তবে ঐ স্বপ্নের কোনোই মূল্য নেই।

আর যদি শরীয়তের কোনো দলিলের ভিত্তিতে নিজের ভ্রান্তি আপনি বুঝতে পেরে থাকেন তবে সেটা বিবৃত করুন। পরিষ্কার করে লিখুন যে, কী কী ভুল আপনি করেছেন? এবং সেটা যে ভুল- বুঝলেন কিসের ভিত্তিতে। যদি জবাব পাঠান তবে এই চিঠি দুটিও সঙ্গে পাঠাবেন।

পরের চিঠি–

এ অধমের আচরণ যে অনুচিত ছিল তা শুধু স্বপ্ন দ্বারা নয় বরং আমার কাছে সেটা প্রমাণিত হয়েছে শরয়ী দলিল দ্বারা। সেটার বিবরণ এই যে, হযরত আবূ বকর ও উমর রা. বিবাদের সময় তাদের আওয়াজ রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) আওয়াজের উপর প্রবল হয়ে পড়েছিল। এর প্রেক্ষিতে আয়াত নাযিল হয়েছে অর্থাৎ কথা বলার সময় নিজেদের আওয়াজও যেন রাসূলের আওয়াজের উপর প্রবল না হয়ে যায়। এই আদব শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে আয়াত নাযিল হয়েছে–

يآايها الذين امنوا لاترفعوا اصواتكم فوق صوت النبى

অর্থ- হে মুমিনগণ তোমরা রাসূলের আওয়াজের উপর নিজেদের আওয়াজকে প্রবল হতে দিও না।

সুতরাং আপনিও যেহেতু নায়েবে নবী, চিন্তা করে বুঝলাম যে, আমি যা বলেছিলাম- ঐ ধরনের কথা ও শব্দ আপনার শান ও মানের উপযোগী ছিল না। যা এই অধমের মুখ দিয়ে বেরিয়েছে। ওইসব বেয়াদবীমূলক কথা-বার্তার জন্য ক্ষমা চাচ্ছি।

থানভী রহ.এর উত্তর–

এটাতো স্পষ্ট যে, উক্ত আয়াতটি বিশেষভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারেই প্রযোজ্য। সেই বিশেষ হুকুমকে অন্য ক্ষেত্রে প্রয়োগ করাটা 'কিয়াস'। কিয়াস যদিও শরীয়তের দলিল হিসাবে গণ্য কিন্তু সেটা হতে হবে মুজতাহিদের। আপনার প্রমাণ উপস্থাপন বা ইস্তেদলাল কোনো মুজতাহিদ থেকে বর্ণিত নয়। আর যেটা কোনো মুজতাহিদ থেকে বর্ণিত নয় সেটাকে আপনি শরয়ী দলিল বলে আখ্যায়িত করলেন কীভাবে?

https://kitabbhubon.com

দ্বিতীয়ত আপনার এই যুক্তি প্রদর্শন থেকে বুঝা গেল, যে ব্যক্তি নবীর নায়েব নন তাকে মুখের দ্বারা অন্যায়ভাবে কষ্ট দেয়া এবং অকারণে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করা আপনার মতে শরীয়ত বিরুদ্ধ নয়। এটাই যদি সত্যিকারে আপনার বিশ্বাস হয়ে থাকে তবে সেটা একেবারেই ভ্রান্ত। কুরআন-হাদীসের অসংখ্য দলিল সেটা প্রমাণ করে। আর যদি এটা আপনার ইতেক্বাদ বা বিশ্বাস না হয়ে থাকে তাহলে আপনি 'নবীর নায়েব' কথাটি কেন বিশেষভাবে বলেছেন? এই বিষয়গুলোর সমাধান করলে তারপর কিছু লিখব।

(এরপর ঐ ব্যক্তির পক্ষ থেকে আরো একটি অগ্রহণযোগ্য চিঠি আসে, থানভী রহ. সংক্ষিপ্ত দু-চার শব্দের জবাবের পর তিনি পুণরায় নিচের চিঠিটি লেখেন।)

আস্সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ্।
হুযূরের চিঠি পেয়েছি। ঐ চিঠির তীরের আঘাত এই অধমের অন্তরে এমনই জখম তৈরি করেছে যা অবর্ণনীয়। সে কষ্ট আমি শয়নে-স্বপনে কোনো অবস্থাতেই ভুলতে পারছি না। কী ভাষায়, কোন্ শব্দ দিয়ে যে সেটা ব্যক্ত করব! এ অধম এখন ঠিক জবাই করা মুরগীর মতো ছটফট করছে। তাই যদি হুযূরের দরবারে হাজির হওয়ার অনুমতি প্রদান করা হয় তবে তো খুবই ভালো নতুবা আমি আপনার দুয়ার ছাড়ব না। থানা ভবনের ভেতর অথবা এর আশপাশ যেখানেই বলবেন পড়ে থাকব। আপনার দুয়ার ত্যাগ করব না।
হুযূর পূর্বের চিঠিতে যেটা বলেছেন 'নিশ্চয়ই কিছু কিছু ধারণা গুনাহ' হুযূর যথার্থই বলেছেন। কিন্তু হুযূর যে অর্থ ও উদ্দেশ্যে বুঝিয়েছেন সেটা অধমের জানা নেই। অথচ প্রভাব পড়েছে আমার উপর।

জবাবঃ যদি 'তাকাব্বুর' ও অহঙ্কার শিকেয় তুলে রেখে এবং সর্বপ্রকার যিল্লতি ও লাঞ্ছনা মেনে নিয়ে আমার সকল পূর্ববর্তী প্রশ্ন এবং সকল নতুন প্রশ্নের জবাবের জন্য তৈরি হয়ে আসেন তবে কোনো বাধা নেই। এই চিঠি এবং পূর্বের সব চিঠি সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে।

সংশোধনের উদ্দেশ্যে মুরীদকে বাতেনি রোগ সম্পর্কে সজাগ করা

জনৈক আলিম যিনি একজন পীরের খলিফাও ছিলেন। অসতর্কভাবে হযরত থানভী রহ.-এর শানে একটি লিখিত বেয়াদবী করেছিলেন এবং পরে ক্ষমার আবেদন করেছিলেন। এতে উভয় দিক থেকেই বহু পত্রের লেনদেন হয়েছে পরস্পরের এই পত্রালাপ যা ভীষণ উপকারী, নিম্নে তুলে ধরা হল-

https://kitabbhubon.com

আলিমের চিঠি–

আমার সাইয়িদ এবং মওলা, আপনার মর্যাদা চিরস্থায়ী হোক, খাদিমসূলভ সালাম মাসনূনের পর আরয এই যে, আজ মাওঃ... সাহেবের চিঠি পেলাম। আমি ভীষণভাবে তাঁর প্রতি কৃতার্থ হলাম। কারণ তিনি বিশদভাবে আমার ভুল-ত্রুটি সম্পর্কে সজাগ করেছেন এবং সত্যিকারের সমবেদনা ও প্রকৃত ইখলাসের হক আদায় করেছেন। আমি ভেতরে-বাহিরে, অন্তরে ও মুখে আল্লাহ্‌র এই অনুগ্রহের জন্য শুকরিয়া আদায় করলাম- আমাকে দান করেছেন এমন বন্ধু যার আকাঙ্ক্ষা থাকে সকল মুসলিমের। মাওলানার জন্য প্রাণভরে দুআও করেছি যে, আল্লাহ্ তাআলা যেন তাঁকে এই অকৃত্রিম ইখলাস ও বন্ধুত্বের উত্তম পুরষ্কার হিসাবে দুনিয়া ও আখিরাতের বারাকাত দান করেন।

হুযূরের খিদমতে নিবেদন এই যে, আমি নিজের ত্রুটি সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর নিশ্চিত হলাম যে, আমি যে কথা শুনে বা পড়ে ভুল ধারণার শিকার হয়েছিলাম এবং যে ধারণার প্রকাশ ঘটিয়েছি আমার... শিরোনামের রচনায়, নিঃসন্দেহে সেগুলো শরীয়তের দৃষ্টিতে নির্ভরযোগ্য ছিল না। সেগুলোর উপর ভিত্তি করে এরূপ মনোভাব পোষণ এবং তার প্রকাশ ও প্রচার করা আমার জন্য সঠিক ও জায়েয হয় নি। এজন্য আল্লাহ্ তাআলার কাছে কৃতগুণাহের তওবা করছি আর আপনার কাছে অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করছি। প্রথম চিঠিতে ক্ষমার প্রার্থনা ছিল এবং ঐ চিঠির পর আপনি ক্ষমার কথা জানিয়েছেন, তখন পর্যন্ত প্রকৃত ত্রুটির বিষয়টি আমার কাছে স্পষ্ট না থাকার কারণে ভুল ও ত্রুটির ব্যাপারে সেটাতে স্পষ্ট কোনো বিবরণ ছিল না। যেহেতু মৌলভী সাহেবের চিঠি পেয়ে আমি অভিযোগের মূল বিষয়টি বুঝতে পারি এবং তার চিঠি থেকেই নিশ্চিত হয়েছি যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো ব্যাপার দোষ-ত্রুটি শরীয়তের দৃষ্টিতে প্রমাণিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ ব্যাপারটিকে বিশ্বাস করা কিংবা কারো দিকে সেটার নেসবত করা জায়েয নেই।

আলহামদুলিল্লাহ্! আপনাদের মতো ব্যক্তিদের সঙ্গে সম্পর্কের বদৌলতে এই বোধ আমার অর্জিত হয়েছে যে, নিজের ত্রুটির উপর লাফালাফি করা অথবা নিজের ত্রুটি স্বীকার করতে পিছপা হওয়া অথবা নিজের ত্রুটি বিচ্যুতির ব্যাখ্যা দাড় করানো অহঙ্কারের নামান্তর এবং আল্লাহ্ তাআলার অসন্তুষ্টির কারণ। এই অনুভূতি ও বোধের কারণেই নাতো নিজের ত্রুটির জন্য তওবা করতে লজ্জা পাই এবং না তা স্বীকার করতে দ্বিধান্বিত হই। আল্লাহ্ সাক্ষী যে একথা অন্তর থেকেই স্বীকার করি যে, আমি ভুল-ত্রুটিমুক্ত নই। এ কারণে ভুল স্বীকার করতে কখনোই কষ্ট হয় নি।

https://kitabbhubon.com

আপনাদের মতো হযরতদের আঁচল তো এজন্য ধরি নি যে, সেটা আঠারো বিশ বছর পর ছুটে যাবে। মনের মধ্যে এই সম্পর্কের প্রতি বিশেষ মর্যাদা লালন করে থাকি। আর এটা শুধুমাত্র আল্লাহ্ তাআলার ফযল যা আপনাদের সম্পর্কের কল্যাণেই লাভ হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা তাতে বরকত দান করুন এবং এই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত রেখেই যেন দুনিয়া থেকে বিদায় হই।

হযরতের খিদমতে এতটুকু বিনীত দরখাস্ত অবশ্যই করব যে, যেহেতু দুর্বল ও অসুস্থ হয়ে পড়েছি এজন্য বেশি অস্থিরতা ও দুশ্চিন্তা বরদাশত করা কষ্টকর। এটা তো নিশ্চিত যে, ভবিষ্যতেও এরূপ ভুল-ভ্রান্তি প্রকাশ পাওয়া বিচিত্র কিছু নয়। কিন্তু আপনি যদি মুরব্বি সূলভ পুরাতন সম্পর্কের ভিত্তিতে পরিষ্কার ভাষায় এটা বলে দেন যে, 'এটা তোর ভুল হয়েছে, স্বীকার করে নিয়ে তওবা কর।' ইনশাআল্লাহ্ কখনোই অমান্য করব না। হুযূরকে মুরব্বি ও হিতাকাঙ্ক্ষী শুধু মুখে নয় বরং অন্তর থেকেই মানি। আগামীতে যাই হোক হুযূরের ইচ্ছামতো আমার সংশোধনের ব্যবস্থা করবেন। আমি যা বললাম এটার উদ্দেশ্য আপনাকে পরামর্শ দান নয় বরং নিজের অবস্থার ব্যাপারে অবগতি দান। আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা জানাই আমার ত্রুটির সময়টি যেন এমন না হয় যে নেক কাজগুলো খারাপের দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে যাবে। হুযূরের সঙ্গে রূহানী আকাবির (পূর্বসূরীগণ)এর সম্পর্ক দৈনন্দিন আরো বেশি বরকতের কারণ হোক। সবশেষে নিবেদন করছি এবং হুযূরের কাছে দুআ চাচ্ছি যে, আল্লাহ্ তাআলা যেন এই ধরনের অন্যান্য ভ্রান্তি থেকে সুরক্ষিত ও মাহফুয রাখেন এবং বিরত থাকার তাওফীক দান করেন।

হযরত থানভী রহ.এর জবাব–

আস্সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ্।

আপনার এনায়েত নামা (চিঠি) পেয়েছি। যদিও এরপর নিয়ম হিসাবে শুধু 'আপনাকে ক্ষমা করে দিয়েছি' ছাড়া আর কিছুই লেখা উচিৎ নয়, কিন্তু যেহেতু আপনি নিজের মহব্বত এবং নিজের মহত্বের কারণে এটাও লিখেছেন যে, 'সোজাসুজি এভাবে বলবেন যে, এটা তোর ভুল হল' যার মধ্যে আপনার 'দাবি' অথবা কমপক্ষে অনুমতি অবশ্যই রয়েছে যে, আমি যেন কিছু বলে দেই। এজন্যই ওটা তো বলাই আছে যে, আমি ক্ষমা করে দিয়েছি দিল ও জান থেকে, আর এখন আমি মন থেকে সেই একইরকম খাদেম।

তবে আপনার ঐ অনুমতির ভিত্তিতে আরো কিছু নিবেদন আমার আছে। এই নিবেদন কেবলমাত্র তখনই নির্ভরযোগ্য ও যথেষ্ট উপকারী হতে পারে যখন

https://kitabbhubon.com

আমি ততটুকু নিঃসংকোচে কথাগুলো বলতে পারব যতটুকু নিঃসংকোচে বলে থাকি নিজের নিয়মিত মুরীদের কাছে আবার আপনিও জবাবের বেলায় তেমনই সঠিক ও সত্যনিষ্ঠভাবে তথ্য দেবেন যেমন আপনি তথ্য দিয়ে থাকেন জনাব মাওলানার... কাছে।

(এই তুলনা শুধুমাত্র সত্য ও সঠিক তথ্য দানের ব্যাপারে, তার প্রতি আপনার শ্রদ্ধা ও মর্যাদার ব্যাপারে নয়। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ আমার নিয়তের সাক্ষী)

এবার আমার সেই নিবেদন পেশ করছি- আপনি আমার কাছে যে ওজর পেশ করেছেন তার সারাংশ দুটি কথা-

১) আমার কৃত আপনার নামে অভিযোগ গাইরে শরয়ী দলিলের ভিত্তিতে ছিল।

২) এভাবে গাইরে শরয়ী দলিলের ভিত্তিতে কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন না জায়েয। এরপর আপনি আবার বলেছেন যে, আপনি আপনার এটির ব্যাপারে সজাগ হয়েছেন মৌলভীর... চিঠির মাধ্যমে।

আমার জিজ্ঞাসা হল, ঐ কথা দুটি তো আমার প্রথম চিঠিতেও অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলা ছিল। তাহলে এর কী কারণ যে, আমার চিঠিতে সজাগ হতে পারলেন না অথচ মৌলভী... সাহেবের চিঠি পেয়ে সজাগ হয়ে গেলেন? যেহেতু আমি চিন্তা-ভাবনা করা সত্ত্বেও এর কোনো গ্রহণযোগ্য কারণ খুঁজে পেলাম না তাই আমার মাথায় এসেছে তিনটি সম্ভবনা।

(আর এটা দলিল প্রমাণ ছাড়া ভুল ধারণা পোষণ নয় বরং সম্ভাব্য তিনটি কারণের কোনো একটিকে নিশ্চিত কারণ হিসাবে আমি অটল সিদ্ধান্ত না নিয়ে বরং আপনার কাছেই জিজ্ঞাসা করছি। হতে পারে আপনার জবাব থেকে চতুর্থ কোনো কারণ বেরিয়ে আসবে। আমার এই তিন সম্ভাবনা চিকিৎসকের ঐ ব্যবস্থাপত্রের মতো যেখানে চিকিৎসক নিশ্চিত হতে না পেরে কিছু বিষয় রুগীর কাছে জানতে চান যেমন- তুমি কি অমুক জিনিষ খেয়ে ছিলে? অথবা তুমি কি ঠাণ্ডা বাতাসে বেরিয়েছিলে? এক্ষেত্রে রুগী যদি প্রকৃত ব্যাপার গোপন করে তবে সে নিজেরই ক্ষতি করে। চিকিৎসকের যদি সন্দেহ হয় তবে দলিল ছাড়া রুগী মিথ্যা বলছে এ সন্দেহ করা তার জন্য জায়েয হবে না তবে সন্দেহের কারণে ঐ রুগীর চিকিৎসার ব্যাপারে তিনি অপারগতা প্রকাশ করতে পারেন। সেটা তার জন্য বৈধ। তেমনিভাবে যদি আমার এই চিঠির জবাবকে আপনার কাছে সত্য বলে ধারণা হয় তবে ভবিষ্যতেও আপনার এই হুকুমের তামিল করা সম্ভব হবে- 'আমার ভুল-ত্রুটির ব্যাপারে আমাকে জানিয়ে দেবেন।' তা

https://kitabbhubon.com

না হলে আমি এই খেদমত থেকে অপারগতা প্রকাশ করব। যাতে না আমার কোনো ক্ষতি হবে কারণ এর উপর আমার কোনো কল্যাণ মূলতবী নয়। না আপনার কোনো ক্ষতি হবে কেননা আপনার চিকিৎসক (পীর) (আল্লাহ্ তাকে নিরাপদ রাখুন) এখনও বেঁচে আছেন।)

সম্ভাবনা তিনটি হল–

১) এখনো পর্যন্ত মন থেকে ভুলের স্বীকৃতি দিতে পারছেন না শুধু মৌলভীর... পরামর্শের কারণে এই মৌখিক স্বীকারোক্তির ঘটনাটি ঘটেছে।

২) আমার চিঠি থেকেও বুঝে এসে গিয়েছিল। কিন্তু ভুল স্বীকার করতে লজ্জাবোধ হচ্ছিল এবং এখনো পর্যন্ত আপনি যেভাবে সমাধান করতে চাচ্ছেন তাতে আপনার কৌশলগত দাবি অর্থাৎ 'আশরাফ আলীর চিঠি থেকে বুঝতে পারি নি' প্রত্যাহার করতে পারেন নি। কারণ দাবি প্রত্যাহার করা লজ্জার কথা এ কারণে ভুল স্বীকার করা সত্ত্বেও ঐ লজ্জার বোঝা মাথায় উঠাতে চান নি বরং ভুল বুঝতে পারার কৃতিত্বটাও অন্য একটি চিঠির (অর্থাৎ আমার চিঠিতে নয়) বলে আপনি দাবি করেছেন।

৩) তৃতীয় সম্ভাবনা এই যে, সত্যি সত্যিই আমার চিঠি থেকে বুঝতে পারেন নি এবং এখন সেটা বুঝতে পেরেছেন। এটাই যদি সত্য হয় তবে উভয়ের চিঠি একই বিষয়ের হওয়া সত্ত্বেও এই পার্থক্যের কারণ এটা ছাড়া আর কী হতে পারে যে, আমার চিঠি পড়ার সময় আপনার মন ক্রুদ্ধ ছিল, কারণ আমাকে নিজের হিতাকাঙ্ক্ষী মনে করেন নি এবং আমার মহব্বতও অন্তরে ছিল না। আর এ বিষয়গুলোই বুঝার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে মৌলভীকে... নিজের খয়ের খা মনে করেন এবং তার মহব্বতও অন্তরে ছিল। এই পার্থক্যের (অর্থাৎ উনার মহব্বত অন্তরে থাকা আমার মহব্বত না থাকা, উনাকে খয়ের খা মনে করা...) কারণ প্রবল ফের্কাবন্দী এবং দলবাজি ছাড়া আর কী! আমাকে অন্য সিলসিলার মানুষ মনে করেছেন বলে সম্পর্ক কম হয়েছে আর তাকে আপন সিলসিলার মানুষ মনে করেছেন বলে সম্পর্ক গভীর। হকপন্থী একজন মানুষের জন্য এই ন্যাক্কারজনক দলবাজি কি শোভনীয়? আপনার মধ্যে নিষিদ্ধ এই দলবাজির মানসিকতা প্রমাণ হবে যদি সম্ভাবনা তৃতীয়টা সত্য হয়। আর প্রথমটি হলে আপনার মনে 'রিয়া' আর দ্বিতীয়টি হলে তাকাব্বুরের (অহঙ্কারের) বিষয়টি স্পষ্ট। এর কারণ কী সেটা দয়া করে জানাবেন। আমার দ্বিতীয় নিবেদন এই যে, ভাষা ও ভাষার আবেগ অনুভূতির ব্যাপারে যার বিন্দুমাত্র বোধ আছে তিনি আপনার নিম্নোক্ত এই কথা থেকে–

https://kitabbhubon.com

'...এই বোধ অর্জিত হয়েছে যে, নিজের ত্রুটির উপর লাফালাফি করা অথবা নিজের ত্রুটি স্বীকার করতে পিছপা হওয়া অথবা নিজের ত্রুটি বিচ্যুতির ব্যাখ্যা দাড় করানো অহঙ্কারের নামান্তর এবং আল্লাহ্ তাআলার অসন্তুষ্টির কারণ' বুঝাবে দুটো বিষয়।

এক– এমন কোনো ব্যক্তির কাছে- যার বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করেছেন, দুঃখ প্রকাশ করার সময় মনের মধ্যে যে পরিমান অনুশোচনা ও বেদনা প্রবল হওয়া উচিৎ সেটা হলে কলম দিয়ে ঐ কথাটি বের হওয়া সম্ভব ছিল না। কারণ এগুলো তো ঠাণ্ডা মাথার অবসরের কথা। অনুতাপে দগ্ধ সময়ের কথা নয়। এটা বুঝার জন্য মাপকাঠি এই যে, এই একই ভুল যদি মাওলানার শানে আপনার দ্বারা হত তাহলে ক্ষমা চাওয়ার সময় কি এই ধরনের কথা লিখার হিম্মত আপনার হত? বরং চিঠি লিখারই সাহস হত না। পেরেশান ও অস্থির হয়ে দৌড়াতেন এবং গিয়ে তার পা চেপে ধরতেন। সত্য এটাই যে, এই ভঙ্গীমা একেবারে স্পষ্ট বলে দিচ্ছে যে, আপনার মনে কোনো পেরেশানি আদৌ তৈরি হয় নি। সুতরাং এটাও একটি বুযুর্গীর দাবি। দাবিটাও ভুল (আবার ভুল দাবির উপর আল্লাহ্কে সাক্ষী বানানো হয়েছে) ভ্রান্ত হওয়া এভাবে প্রকাশ পায় যে, আমি চিঠি লিখে জানানোর পর আপনার মধ্যে ভুল স্বীকারের অনুভূতি জাগল না শরীয়তের এত সামান্য বিষয়টুকু কি আপনার জানা নেই? প্রথমত আপনাকে সতর্ক করারই প্রয়োজন ছিল না। এরপর সর্তক করার পর তো আপনার সাবধান হওয়া জরুরি ছিল। কিন্তু সেটা হয় নি। তাহলে এটা কথা ও কাজে বৈপরীত্য নয় তো কী?

তৃতীয় নিবেদন এই যে, ইদানিং আপনার যে সব উক্তি শোনা গেছে এবং আপনার যে রীতি-নীতি ও শান-শওকত তা 'তাকাব্বুর' ও অহঙ্কারমুক্ত নয়। দয়া করে এর এলাজ করবেন।

চতুর্থ বক্তব্য এই যে, এখন তো আপনি বুঝে গেছেন যে যিকির ও শোগল এসলাহ ও আখলাকের (সংশোধন ও সংস্কারের) জন্য যথেষ্ট নয়।

পঞ্চম বক্তব্য এই যে, আপনি যে সব লোকের কথা ও লেখার কারণে নিজে ভ্রান্তিতে জড়ানোর কথা লিখেছেন, তাদের ব্যাপারে আমার আবেদন এই যে, যদি তারা আমার মুরীদ না হয়ে থাকে তাহলে আমি তাদের নাম জানতে চাই না। কারণ তাদের ব্যাপারে আমার না কোনো অভিযোগ আছে আর না তাদের সংশোধনের দায়িত্ব আমার আছে। আর যদি তারা আমার মুরীদ হয়ে থাকে

https://kitabbhubon.com

তবে তাদের নামগুলো জানানোর জন্য– ব্যক্তিগতভাবে তাতে আমার কোনো লাভ না থাকলেও তাদের এসলাহ ও সংশোধনের প্রয়োজনে, দাবি জানাচ্ছি। যেন সংশোধনের লক্ষ্যে তাদেরকে সতর্ক করতে পারি।

আপনি যদি নিজে এখনো আমার সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক ও ভালোবাসার দাবি না করেন তবে আপনাকে তাদের নাম জানাতে বাধ্য করছি না কিন্তু যদি ঐ দাবিতে এখনো বহাল থাকেন তবে ভালোবাসার প্রমাণ হিসাবে আমার আবেদন অবশ্যই কবুল করবেন। (সেই মুরীদদের নাম জানাবেন) এবং তাদের যে কল্যাণের কথা ভেবেছি সেটাকে সত্য জেনে মেনে নেবেন এবং তাদের কল্যাণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবেন। ওয়াসসালাম।

নিজের এলেমকে পর্যাপ্ত মনে করা মুরীদের জন্য নিন্দনীয়

জনৈক তালিবে ইলমের একটি চিঠি এসেছিল, যাতে তিনি সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম কিছু ইলমী তাহকীকের বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। সেই চিঠির জবাব–

জবাবঃ আমার মনে পড়ে যে, ইতিপূর্বে আপনি 'এসলাহে বাতেন' বা আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে আমার শরণাপন্ন হয়েছিলেন। আমার ধারণা যদি সঠিক হয় এবং আপনার সেই ইচ্ছা এখনো বহাল থাকে তবে মনে রাখবেন যে, এসলাহের একটি আদব এই যে, জরুরি নয় এমন কোনো বিষয়ে নিজের শেখের কাছে জিজ্ঞাসা করা যাবে না। আর যদি আপনার সেই ইরাদা এখন আর বহাল না থাকে তাহলে এই প্রশ্নে কোনো অসুবিধা নেই। প্রশ্নগুলো আবার পাঠান।

হালঃ হুযূরের চিঠি পেয়েছি। যে কথাগুলো ইতিপূর্বে বুঝতেই পারতাম না চিঠি পড়ে সেগুলো একদম মনে বসে গেছে। আপনার বলে দেয়া 'উসূল' বা নীতিমালা সারাজীবনের জন্য ভালো পথ প্রদর্শন করতে থাকবে। এবার আমি ইচ্ছা করেছি বরং কাজও শুরু করে দিয়েছি যে, বাদ মাগরিব অথবা বাদ এশা অথবা আল্লাহ্ তাওফীক দিলে শেষ রাতে পাঁচশবার নফী-এসবাত (লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ এর যিকির) প্রতিদিন যেভাবে সম্ভব হবে করে নিব। আল্লাহ্ যেন স্থায়িত্ব বা ইসতিকামাত দান করেন। যেহেতু দেমাগ খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে এজন্য সংখ্যা ৫০০ (পাঁচশ) নির্ধারণ করেছি আবার এটাও ঠিক করেছি যে, খুব অনুচ্চ আওয়াজেও নয় আবার খুব উঁচু আওয়াজেও নয় যা অন্যরা জানতে পারে–যথাসাধ্য নির্জনে হালকা যরব ও ঝাঁকুনির সঙ্গে যিকির করব। অবগতির উদ্দেশ্যে হুযূরকে জনালাম। আগামীতে হুযূর যেরূপ বলবেন সেরূপই করব।

https://kitabbhubon.com

বিশ্লেষণঃ আপনি বিষয়টি ভালোভাবে বুঝতে পারায় আমার যেমনি আনন্দ লাভ হল তেমনিভাবে ভীষণ আফসোসও হল এ কারণে যে, এটা কেমন ধরনের আবেদন যে, 'মুলকিন' বা পীরের কথাকে এত বেপরোয়াভাবে এত অমনোযোগিতা ও অমর্যাদার সঙ্গে দেখা হয় যে কথাটি স্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও বুঝে আসে না। তো এরূপ অবস্থায় মুলকিনের কেমন প্রাণ জুড়াবে। জনাব, যার কারণ অধিকাংশ সময় এটাই যে, ত্বালিব (মুরীদ) নিজের জ্ঞানকে পর্যাপ্ত মনে করে থাকে। এ কারণে নিজের সেই জ্ঞানের বিপরীত কোনো কথার গুরুত্ব মনের মধ্যে থাকে না। আপনার ক্ষেত্রে যদি এটাই হয়ে থাকে তবে মনে রাখবেন আল্লাহ্‌কে পাওয়ার পথে এর চেয়ে বড় দস্যু আর কিছু নেই।

পীরের মধ্যে দিব্য শক্তির ধারণা করা পছন্দনীয় নয়

প্রশ্নঃ আল্লাহ্ তাআলা আপনার দিব্য শক্তিকে কিছুটা আমার কল্যাণে লাগিয়ে দিন, যেন এই অপদার্থের দীন ও দুনিয়া পরিপাটি করে নেয়ার সুযোগ হয়। বাস্তব এই পৃথিবীতে আমার কোনো ইয়ার-দোস্ত নেই। শুধু আপনার দিকে তাকিয়েই নিশ্চিন্ত হয়ে আছি।

জবাবঃ আপনার মহব্বতের কারণে আপনি আমার দিব্য শক্তির ধারণা করেছেন এবং সেটাকে আপনার কল্যাণে ব্যয় করার জন্য দুআ করেছেন। আপনি বেশ ভালো মূল্যায়ন করলেন। আমার তো গর্ব এটা যে, আল্লাহ্ তাআলা হযরত হাজী সাহেবের বরকতে ঐ ভেল্কিবাজী ও প্রতারণা থেকে আমাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। আমার গর্বের উঁচু মাথাকে আপনি তো একেবারে ধুলিস্মাত করে দিলেন। যদি আমার প্রতি আপনার কোনো ভালোবাসা না থাকত তাহলে আপনার বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ ছিল না। তাছাড়া দিব্য শক্তি দিয়ে দীন কীভাবে সাজানো যায়! আমি তো এর দ্বারা শতকরাভাগ দুনিয়াটাও বরবাদ হতে দেখেছি।

পীরের মহব্বত সফলতার চাবিকাঠি

প্রশ্নঃ মা'মূলাত (অযীফাসমূহ) আল্লাহ্‌র ফযলে যথারীতি চলছে। আল্লাহ্‌র শোকর যে কোনোদিনই ছুটছে না। রাত দেড়টায় উঠে পড়ি। তখন থেকে সকাল পর্যন্ত এক নাগারে মা'মূলাত আদায় করতে থাকি। কোনো কোনো দিন আশ্চর্যকর অবস্থা তৈরি হয়। বুঝতেই পারি না যে এই মা'মূলাত কি জেগে জেগে আদায় করেছি নাকি ঘুমের মধ্যে। কিছুই বুঝতে পারি না যার জন্য সব সময়ই কষ্ট ও আফসোস হতে থাকে, এস্তেগফার করতে থাকি। আর কি

https://kitabbhubon.com

লিখব, লিখার মতো না কোনো হাল আছে না কোনো কাইফিয়ত। এজন্যই চিঠি লিখতেও লজ্জা লাগে। নাজাতের যদি কোনো অসীলা হতে পারে তবে মনে করি সেটা এই যে, অন্তরের মধ্যে হুযূরের সীমাহীন ভালোবাসা অনুভব করি, যার সামনে নিজের সকল প্রিয়জনের মহব্বত তুচ্ছ মনে হয়। এমনকি এখন নিজের পিতা-মাতার মহব্বতের চেয়েও সেটা অনেক বেশি মনে হয়। এটাকেই মনে করি নাজাতের মাপকাঠি এবং সৌভাগ্যের চাবিকাঠি। আর কী বলব! হুযূর এ অধমের জন্য দুআ করবেন।

বিশ্লেষণঃ আপনি বলছেন কোনো হালত ও কাইফিয়ত নেই। রাত দেড়টা থেকে সকাল পর্যন্ত আমলে মশগুল থাকতে পারা– এই সৌভাগ্যের সামনে কাইফিয়ত ও হালত আবার কী চীজ! কোনো কোনো বিনয় দ্বারা নিআমতের অস্বীকৃতি ঘটে যায়। আল্লাহ্ তাআলার শুকরিয়া আদায় করুন। ইস্তিকামাত এবং বরকতের দুআ করুন এবং কাজে লেগে থাকুন। হালত জানাতে থাকুন, আপনার কাছে সেটাকে জনানোর যোগ্য হালত মনে না হলেও।

আর বুঝতে না পারার যে কথা লিখেছেন- সেটা যদি ঘুমের প্রবল চাপের কারণে হয়ে থাকে তবে সেটা মাহমুদ (প্রশংসনীয়)ও নয় মাযমুম (নিন্দনীয়)ও নয়। আর যদি ঘুমের প্রচণ্ড চাপ না থাকে তবে এই তন্দ্রাচ্ছন্নতা যিকিরের প্রভাবের কারণে হয়ে থাকে যা মাহমুদ ও প্রশংসনীয়। যদিও সেটা মাকসূদ (উদ্দেশ্য) নয়।

আর যে মহব্বতের কথা উল্লেখ করেছেন প্রকৃত পক্ষে সেটা 'তরীকতের' গুরুত্বপূর্ণ শর্ত এবং চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক। মহব্বতের যে দ্বিতীয় পক্ষ সে এর যোগ্য না হলেও মহব্বতকারীর (মুহিব এর) জন্য এটা সীমাহীন উপকারী।

খোদরাঈ (আত্মমত) তরীকতের মধ্যে নিন্দনীয়

হালঃ হুযূর! 'পার্থক্য না থাকা' বলে আমি যা বুঝাতে চেয়েছি তা হল এই যে, যেমন নামায, জাহেরি মন্দ কাজ থেকে নামায যেমন দূরে রাখে তেমনি ভাবে 'আওরাদের' (অযীফা সমূহের) বৈশিষ্ট্য হল বাতেনি মন্দসমূহ থেকে দূরে রাখা এবং আদায় করা সত্ত্বেও (আওরাদ) আমাকে দৈহিক রোগ থেকে দুরে রাখতে পারে না। তাহলে নিশ্চয় কিছু অসম্পূর্ণতা রয়েছে। আল্লাহ্র কসম অযীফা পাঠ করার চূড়ান্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ছাড়া আমার আর কিছুই নেই। না কারামত না কাশ্ফ না অন্য কিছু। আর 'লক্ষ্য অর্জন' বলতে আমার উদ্দেশ্য হল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন, তাঁর রেযামন্দী লাভ।

https://kitabbhubon.com

বিশ্লেষণঃ 'নিশ্চয়ই নামায অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে দূরে রাখে'

ان الصلوة تنهى عن الفحشآءوالمنكر

আয়াতটির আপনি মনগড়া ব্যাখ্যা করেছেন। সেই বুনিয়াদের উপরই গড়ে তুলেছেন আপনার তুলনা। ফলে এটা হয়েছে ভ্রান্তির উপর ভ্রান্তি। আপনি কি এমন নামাযী দেখেন নি যিনি 'অন্যায়' ও 'অশ্লীলতায়' জড়িত? সম্ভবত সেক্ষেত্রে আপনার মনে কুরআনের ব্যাপারেই আপত্তি বা প্রশ্ন জেগেছে। এরূপ প্রশ্ন যদি বাস্তবিকই জেগে থাকে তবে সর্বপ্রথম সেই প্রশ্ন দূর করতে হবে। আর যদি প্রশ্ন না জেগে থাকে তাহলে প্রশ্নের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আপনার মনে কেন তা জাগল না। আপনার মনে প্রশ্নটির যে জবাব সেখানের জন্য আছে সেটাকেই এখানেও ফিট করে নিন।

লক্ষ্য অর্জনের ব্যাখ্যা আপনি সঠিক লিখেছেন। সেজন্য দুআ করছি।

পরবর্তী চিঠি–

আলহামদুলিল্লাহ্! আমার মন থেকে সকল প্রশ্ন ভালোভাবে দূর হয়েছে। এখন যদি আমার মধ্যে কোনো ত্রুটি থেকে থাকে তবে আমার ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে এই যে, যখন আমি অযীফা পড়তে বসি তখন তৎক্ষনাৎ এই খেয়াল ও ভ্রম সৃষ্টি হয় 'তোর তো এমন কোনো মুরব্বি নেই যার সঙ্গে তোর সম্পর্ক হবে, তাহলে তোর লক্ষ্য কী করে সফল হবে।' এই খেয়াল এত প্রবল হয়ে উঠে যে, পুরা অযীফার সময়টাই আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। এরপর অযীফা পড়া শেষ করে এই খেয়ালের কারণে চরম দুঃখিত ও লজ্জিত হয়ে পড়ি। কিন্তু এই খেয়াল কিছুতেই দূর করতে পারি না। ঐ একই খেয়াল এখন নামাযের মধ্যেও এসে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে আমার মনে প্রায়ই এমন আক্রোশ সৃষ্টি হয় যে, মন বলে কোনো ছুরি বা চাকু দিয়ে নিজের জীবনটাই খতম করে দেই।

আল্লাহ্র ওয়াস্তে এর কোনো প্রতিকারের ব্যবস্থা করুন। যদি আমাকে সিলসিলাভুক্ত করে নেন তাহলে সম্ভবত ভীষণ উপকার হবে। যাই বলবেন তাই করব।

থানভী রহ. এর উত্তর–

সব প্রশ্ন দূর হওয়ার কথা শুনে খুশী হলাম। নতুন এক খেয়াল আপনার উপর চালু হয়ে পড়েছে যে 'তোর যখন কারো সঙ্গে সম্পর্ক নেই তাহলে তোর লক্ষ্য কিভাবে সফল হবে।' 'সম্পর্ক' মানে কি সাধারণ না বিশেষ? যদি

https://kitabbhubon.com

সাধারণ সম্পর্ক বুঝিয়ে থাকেন তবে মনে রাখবেন সাধারণ সম্পর্ক দ্বারা উপকৃত হওয়ার ধারণা ভুল। কেননা আপনার জন্য তা'লীম ও তালকীনকারী এক ব্যক্তি বিদ্যমান। আর যদি বিশেষ সম্পর্ক বুঝিয়ে থাকেন তবে তার উপর আপনার লক্ষ্যের সফলতাকে নির্ভরশীল বলে দেয়া ভ্রান্ত। কেননা প্রত্যেক দাবির জন্য বিশুদ্ধ দলিলের প্রয়োজন। আপনার কাছে যদি এরূপ কোনো দলিল থাকে তবে তা পেশ করুন। আর যদি তা না থাকে তবে আপনার প্রমাণহীন ঐ দাবি (আপনার উদ্দেশ্যের সফলতা নির্ভরশীল বিশেষ সম্পর্কের উপর) কাল্পনিক। ওটা আপনি ভ্রান্ত মনে করে রাখুন এবং ভুল বলে জানুন। এরপরও যদি আপনার মনে ঐ খেয়ালের প্রচুর আনাগোনা চলতে থাকে তবে সেটা স্বভাবগত যা আপনার বাতেনকে বিন্দুমাত্রও ক্ষতি করতে পারবে না। যেমন মনে করুন- কারো কোনো দৈহিক রোগের অবস্থা এত ভয়ানক যে ডাক্তারগণ তার ঐ রোগ ভালো হবে না বলে জানিয়ে দিল। আপনি কি এই ধরনের লোক সম্পর্কে একথা বলে দিবেন যে এর উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না? আপনি যদি উক্ত খেয়ালকে আঁকড়ে ধরে থাকেন তাহলে কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট উক্তি 'অসুস্থ ব্যক্তির প্রতি অধিক রহমত বর্ষিত হয়' কোথায় যাবে? এই উক্তির সার্থকতাই বা কোথায়? এই কথা মাথায় রেখে বার বার ভাবুন, ইনশাআল্লাহ্ এই রোগ দূর হয়ে যাবে।

আপনি নিজের মতে চলতে গিয়ে সবসময় পেরেশান হয়েছেন এবং আশ্চর্য বিষয় হল এখনো আপনি সেটা বুঝতেই পারলেন না। এখনো আপনার চোখ খুলল না।

আপনি যদি নিজের কল্যাণ কামনা করেন তাহলে নিজের রায় মতে কোনো কাজ করবেন না। আপনার দায়িত্ব শুধু এতটুকুই মনে করবেন যে, যাকে আপনার ভালো লাগে এমন আস্থাশীল ব্যক্তির কাছে আপনার অবস্থার অবগতি দিতে থাকেন। তিনি যে মত দিবেন তাই মানতে থাকুন। এবং নিজের নফসকে ব্যর্থতার জন্য রাজি করে নিন। এটা যদি না করেন তাহলে এক কদমও সামনে বাড়তে পারবেন না।

চিঠির শেষের দিকে আপনি নিজের ব্যবস্থাপত্র নিজেই নির্ধারণ করেছেন যে, 'যদি সিলসিলার মধ্যে দাখিল করে নেন তাহলে সম্ভবত খুবই উপকারী হবে।' তো আপনি সেই রুগীর মতো যে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন লেখার পর নিজে একটি প্রেসক্রিপশন লিখে ডাক্তারকে দেখিয়ে বলেন যে, সম্ভবত এই প্রেসক্রিপশন বেশি উপকারী হবে।

https://kitabbhubon.com

নফসের মুহাসাবা এবং পীরকে অবগতি প্রদান

হালঃ নফসের অন্যায় আকর্ষণ প্রতিরোধ এবং তার সংশোধনের উদ্দেশ্যে এ অধমের খেয়াল এই যে, প্রতিদিন নিজের অবস্থা- যেমন পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় জামাতের সঙ্গে নাকি জামাত ছাড়া, সময়মতো নাকি কাযা, অযীফার ব্যাপারে ছয়শত বার কালেমা, ঈশার নামাযের পর বিতিরের পূর্বে ছয় রাকাত এইভাবে নিজের অবস্থা লিখে রাখি। ইচ্ছা এই যে, তিন চার দিন পর হুযূরের খিদমতে পাঠিয়ে দিব। ধীরে ধীরে নফসের ব্যাপারে কঠোরতা করতে থাকব। এতে করে নফস নিজে নিজেই অভ্যস্ত হতে থাকবে। এতে আমার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, খামাখা হুযূরের সময় নষ্ট করব। বরং এই রিপোর্ট হবে কয়েক লাইনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। লাভ হবে এই যে, নফস দুষ্টামী থেকে ফিরে আসবে মহতিসাবের (হিসাব দেওয়ার) ভয়ে। আবার সেই হিসাব নিরীক্ষণ করবেন হুযূরের মতো ব্যক্তিত্ব। যদিও রুগীর কোনো অধিকার নেই যে, সে ডাক্তারকে নিজের রায় শোনাবে। রুগীর মন অনেক কিছুই চায় কিন্তু চিকিৎসকের পূর্ণ এখতিয়ার থাকে যা ভালো বুঝবেন তাই তিনি করবেন, যেমন ইচ্ছা তেমনই হুকুম করবেন। আমি খুব ভয়ে ভয়ে এই আবেদন জানালাম। কয়েকদিন থেকেই এই আবেদন জানানোর ইচ্ছা মনের মধ্যে হচ্ছিল সেই ইচ্ছাকে বাধা দিতে দিতে আজ নিরূপায় হয়ে আবেদনটি জানাতেই হল। যদি হুযূরের মেজাযের খেলাফ হয় তবে সাবধান করে দেবেন।

জবাবঃ খুবই মুবারক এবং ইনশাআল্লাহ্ তাআলা খুবই উপকার হবে।

পীরের কাছে নিজের অবস্থা জানানো উপকারী

হালঃ এই নালায়েক অধমের বিরাট বড় অপরাধ হয়েছে এই যে, যেদিন থেকে হুযূরের খিদমতে হাজির হয়েছি মাত্র একবারই হুযূরকে অবস্থা জানিয়েছি। অত্যন্ত আদবের সঙ্গে এই অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং ভবিষ্যতের জন্য অঙ্গীকার করছি যে, নিজ অবস্থা সম্পর্কে বারবার হুযূরকে জানাতে থাকব। হুযূরের কাছে ক্ষমার দৃঢ় প্রত্যাশা রাখছি। ভবিষ্যতে এই ধরনের অপরাধ আর হবে না ইনশাআল্লাহ্।

বিশ্লেষণঃ হাঁ, জানাতে থাকবেন, এটা খুবই উপকারী।

পীরের মহব্বত তরীকতের মধ্যে খুবই উপকারী

হালঃ কাল থেকে হুযূরের মহব্বত অন্তরের মধ্যে সীমাহীন প্রবল হয়ে গেছে। যখন থেকেই কলব একেবারে হাল্কা হয়ে গেছে সব মুস্কিল থেকে। দিল চায়

https://kitabbhubon.com

যে, হুযূরের জন্য জীবন উৎসর্গ করে দেই। মনে হচ্ছে আমার দেহের চামড়া দিয়ে যদি জুতা বানিয়ে হুযূরের পা মুবারকে পরিয়ে দেওয়া যেত তাহলে দিল ঠাণ্ডা হত। এখন আপন মহব্বত ও ইশ্ককে হুযূরের প্রতি নিসবত করতে ইচ্ছা জাগে অর্থাৎ নিজেকে হুযূরের আশিক বলতে মনে চায় এবং হুযূরের ইত্তেবা-অনুসরণকে আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির কারণ বলে মনে হয়। মন চায় যে, আমার সকল কথা, কাজ, চলাফেরা, উঠা-বসা সব কিছুই হুযূরের মতো হয়ে যাক। এবং কলবটাও হুযূরের কলবের মতো হয়ে যাক, যেন আমি সেই বিষয়গুলোই পছন্দ করি যা হুযূরের পছন্দ।

বিশ্লেষণঃ এই ভালোবাসা তরীকতের মধ্যে সীমাহীন উপকারী।

পীরের খেদমতে হাদিয়া পেশ করা

হালঃ গতকাল জুমার নামাযের পর থেকে খুব ইচ্ছ হচ্ছে যে হুযূরের খিদমতে একটি পাগড়ি পেশ করব এবং হুযূর আমার সেই পাগড়ি মাথা মুবারকে বাঁধবেন। আমি প্রাণ ভরে হুযূরের মাথা মুবারকে ঐ পাগড়ি দেখব। এ ব্যাপারে হুযূরের কী নির্দেশনা। যদি অনুমতি দান করেন তবে হুযূরের খিদমতে হাজির করব। এই ইচ্ছা হঠাৎ করে আপনা আপনি জেগেছে। হুযূরের নির্দেশ যা হবে তাই মেনে নিব।

বিশ্লেষণঃ দু-চারদিন পরে যদি আবার এই ইচ্ছা মনে জাগ্রত হয় তবে খুব অল্প দামের একটি পাগড়ী আনলে অসুবিধা নেই। আর যদি তখন এই ইচ্ছা না থাকে তবে তাকাল্লুফ করে (অর্থাৎ হুযূরকে বলে ফেলেছি এখন যদি না নেই তবে কেমন হবে?) আনবেন না।

পীরের লেবাস-পোশাক দ্বারা বরকত লাভ করা

হালঃ আজ সকাল ৬টায়... সাহেবা বিদায় হয়ে গেলেন। আশ্চর্য ব্যাপার এই যে যেদিন থেকে তিনি এখানে তাশরীফ এনেছিলেন আমার অন্তরে প্রশান্তি, প্রফুল্লতা ও সুখের বিস্ময়কর অবস্থা তৈরি হয়েছিল। সেটাকে সাময়িক খেয়াল মনে করে আমি সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করি নি।

একদিন খাজা সাহেবও (থানভী রহ.এর জীবনী লেখক ও তাঁর অন্যতম বিশিষ্ট খলিফা, নাম-খাজা আযীযুল হাসান) বললেন যে, আমার অবস্থাও এই যে সেইদিন থেকে আমার অবস্থার মধ্যে বিরাট পার্থক্য অনুভূত হচ্ছে।

https://kitabbhubon.com

বিশ্লেষণঃ প্রথম কথা-

هن لباس لكم وانتم لباس لهن

(তারা (স্ত্রীরা) তোমাদের জন্য পোশাক এবং তোমরা তাদের জন্য পোশাক)

দ্বিতীয় কথা- যেই ব্যক্তির সঙ্গে দীনি সম্পর্ক থাকে, ঐ ব্যক্তির (প্রচলিত) পোশাক দ্বারা বরকত অনুভূত হয়। অথচ দুটো কারণে পোশাকের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক খুব বেশি থাকে না। এক– পোশাকের সম্পর্ক থাকে ব্যক্তির শুধু বাহ্যদেহের চর্মের সঙ্গে। দুই পোশাকের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক দীর্ঘ হয় না। (এ সত্ত্বেও যদি ব্যক্তির প্রচলিত পোশাক দ্বারা বরকত পাওয়া যায়) তাহলে ঐ শরয়ী লেবাস দ্বারা বরকত অনুভূত হওয়াতে বিস্ময়ের কি আছে যার সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক দুটো কারণে অধিক হয়ে থাকে। এক- শরয়ী লেবাসের সঙ্গে সম্পর্ক বাতেন পর্যন্ত ব্যাপ্ত। দুই- এই সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী।

আমার জানা শোনা ও বোধ-বুদ্ধি এখন পর্যন্ত এই যে ঐ আল্লাহ্‌র বান্দী মাজেও অনেক ভালো গুণ ও বৈশিষ্ট্যে গুণান্বিতা। সুতরাং আপনাদের ক্ষেত্রে সবগুলো বিষয়ের সমাবেশ ঘটেছে।

অযীফা সহজ করার আবেদন বাহুল্য ব্যাপার

প্রশ্নঃ এই অধম মস্তিষ্ক দুর্বলতার রোগে আক্রান্ত। তিলাওয়াত ও যিকির বন্ধ রয়েছে। আল্লাহ্‌র স্মরণ এবং বিশেষভাবে যিকির ও কুরআন তিলাওয়াত করতে খুব মন চায়। সবসময় মনে হয় কতদিন আর বাঁচব। এজন্য ইচ্ছা হয় আল্লাহ্‌র নৈকট্যের তরীকা লাভ করি, আখিরাতের চিন্তা করি, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ হোক। নাজাতের উপকরণ হাসিল হোক। সে কারণেই হুযূরের কাছে আবেদন, যদি কোনো সহজ কিংবা সুক্ষ্ম পদ্ধতি-যার দ্বারা মস্তিষ্কে চাপ পড়বে না, থাকে তাহলে দয়া করে জনাবেন। আগামীতে নিয়মিত মা'মুলাত এবং আলাত লিপিবদ্ধ করে রাখব। বিভিন্ন কারণে এখন লিখতে পারছি না।

জবাবঃ আফসোস! আপনিও কোনো কাজের কথা লিখেন নি। বেশ একটি ফরমায়েশ জানিয়েছেন যে কোনো সহজ বা সুক্ষ্ম পদ্ধতি যাতে মস্তিষ্কে চাপ পড়বে না, জানানো হোক। তাহলে কি আপনার ধারণা এই যে সহজ তরীকা থাকা সত্ত্বেও পীর মাশায়েখ আল্লাহ্‌র বান্দাদের উপর বিপদের বোঝা চাপিয়ে থাকেন। যদি ধারণা এমনই হয় তাহলে এমন মানুষকে (আমাকে) কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করাও অনর্থক। আর যদি এই ধারণা না থাকে তাহলে আপনার ফরমায়েশের মানে কী? এই মূর্খতার চিকিৎসা এবং কোনো তরীকা নির্ধারণ

https://kitabbhubon.com

কাছে না থাকলে সম্ভব নয়। এরপর কথা হচ্ছে এখন আমি আপনাকে এখতিয়ার দিয়ে দিচ্ছি যদি আমার সঙ্গে থাকা আপনার মনঃপুত না হয় তাহলে খুশীর সঙ্গে অনুমতি রইল, যে পীরের কাছে খুশী আপনি যেতে পারেন শুধু আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে এতটুকু লক্ষ রাখবেন যে, তিনি যেন শেখুন্নার (দোযখের পীর) না হন। শেখুন্নুর (হিদায়াতের পীর) হন। আশা রাখি আগামীতে আর কখনো আপনার কাছ থেকে এরূপ ফালতু কোনো চিঠি আসবে না। তবে জরুরি কোনো খিদমত করতে আমার আপত্তি নেই।

পীরের প্রতি সুধারণা পোষণ উপকারী

হালঃ ইতিপূর্বের অর্থাৎ গতকালের চিঠিতে আমি হুযূরের খিদমতে আরয করেছিলাম যে, হুযূর যে আমাকে অগণিত বার حسبنا الله পড়ার কথা বলেছিলেন, সেটা আমার মনেই থাকে না ঠিকমতো। খুবই অল্প-স্বল্প পরিমানে কখনো কখনো মনে পড়লেই পড়ে থাকি। এখনও ঐ চিঠি হুযূরের খিদমতে হয়ত পৌঁছেও নাই এরই মধ্যে আজই অনিচ্ছাকৃত আপনা আপনি কলব থেকে حسبنا الله জারি হয়ে গেছে, জিহবাও শরিক হয়েছে। এখন এটাকে হুযূরের কারামত ছাড়া আর কী ভাবব? আর কী হতে পারে!

বিশ্লেষণঃ এই সু-ধারণা আপনার জন্য কল্যাণকর হবে। কারণ যেটাই হোক।

ইত্তেবায়ে শেখের আবশ্যকতা

হালঃ এখন আমি অপারগ পর্যায়ের উজব (আত্ম প্রশংসার) রোগে আক্রান্ত। নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য অশ্রুপাত করি। কিন্তু উন্নতির কোনো পথ খুঁজে পাই না। হতভাগা (আমি) এক বন্ধুর কাছ থেকে আপনার দুটো কিতাব নিয়ে পড়েছি। এখন আপনার লিখিত সকল কিতাব পড়ার আগ্রহ মনের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং বেহেশতী জেওর, আল ইজতিহাদ, তা'লীমুদ্দীন তো ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ পড়া শেষ করেছি। কসদুস সাবীলও আজ শেষ করলাম। এসলাহুর রুসুম, ফুরুউল ঈমান পড়ছি। এসব কিতাব পড়ে মনের মধ্যে খুবই এতমিনান লাভ হচ্ছে কিন্তু কখনো কখনো আবার সেই নৈরাশ্য এসে যায়। এজন্য হুযূরের কাছে আবেদন- কোনো উপযুক্ত ব্যবস্থা বলে দিন।

বিশ্লেষণঃ কোনো সাহেবে হাল ও সাহেবে কামাল (যোগ্য ও বুযুর্গ আল্লাহ্ ওয়ালা)এর সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তুলে তার অনুসরণ করুন।

https://kitabbhubon.com

পীরের তাওয়াজ্জুহ মানে কী

প্রশ্নঃ আমি হুযূরের তাওয়াজ্জুহ এবং দুআর প্রত্যাশী। যে পর্যন্ত আমার অবস্থার প্রতি হুযূরের তাওয়াজ্জুহ না হবে সে পর্যন্ত আমি সফল হতে পারব না। এবং সম্ভবত সে পর্যন্ত আমার মধ্যে কোনো কিছুর আছর বা প্রভাব হবে বলেও মনে হয় না।

জবাবঃ তাওয়াজ্জুহের মতলব (ব্যাখ্যা) পরিস্কার করে লিখুন এবং এটাও লিখতে ভুলবেন না যে, সেটা আমার এখতিয়ারভুক্ত নাকি আপনার?

তরীকতের উসূল (রীতি-নীতি) জানার উদ্দেশ্য

হালঃ আজ হযরতের ১২০নং মালফুযাত পড়তে গিয়ে দেখলাম, তরীকতের উসূল না জেনে শুধু যিকির এর উপর সন্তুষ্ট থাকলে একাগ্রতা লাভ হয় না যা ছাড়া কোনো কাজই ঠিক হয় না।

বিশ্লেষণঃ এর উদ্দেশ্য এটা নয় যে, প্রথমে সেই সব উসূল শিখবে তার পর যিকির শুরু করবে। বরং উদ্দেশ্য হল এই যে, কাজ করতে থাকবে এবং হালত জানাতে থাকবে। এই হালত জানানোর মধ্য দিয়েই তার শেখা হয়ে যাবে উসূল বা রীতিগুলো। উসূল যত আয়ত্ব হতে থাকবে ততই সেগুলো মান্য হতে থাকবে।

উদ্দেশ্য বুঝার আগেই বাইআত হওয়া উচিৎ নয়

হালঃ এক সপ্তাহ হয়ে গেল, আমি এখন হামিরপুর এসে গেছি। যেই যিকির করতে হুযূর নির্দেশ দিয়েছিলেন সেগুলো নিয়মতান্ত্রিকভাবে আদায় করে চলেছি। এখনো পর্যন্ত কোনো আনন্দ ও আগ্রহ তৈরি হয় নি। যে অবস্থা আগে ছিল এখনো তাই আছে। হুযূরের তাওয়াজ্জুহ ও দুআর মুহতাজ। আমি যেন এত্তেবায়ে সুন্নত এবং আল্লাহ্‌র মহব্বত লাভ করতে পারি সেই দুআ করবেন।

বিশ্লেষণঃ আমার কাছে যখন আপনি অবস্থান করছিলেন, সে সময় অবস্থা সম্পর্কে আমাকে ধারণা দেওয়া উচিৎ ছিল। অনেক জিজ্ঞাসার সমাধান মুখোমুখি ভালো হয়। এখন এছাড়া আর কী হতে পারে যে আপনি লেগে থাকুন। অবস্থা জানাতে থাকুন। যখন যেটা দরকার জানিয়ে দেব।
একটি বিষয়ে আমার মন খুব খারাপ হয়ে যায়। সেটা হল-আপনার চিঠি পড়ে জানা যায় যে আপনার নিকট আনন্দ ও আগ্রহটাও কাঙ্ক্ষিত। যা না আমার

https://kitabbhubon.com

এখতিয়ারাধীন না আপনার। এর ফয়সালা আপনার বাইআত হওয়ার পূর্বে করা উচিৎ ছিল। সিদ্ধান্তপূর্ব নিরীক্ষণকালে যখন আপনি এসব আছর ও প্রভাব দেখতে পান নি, আপনার উচিৎ ছিল বিষয়টি আমাকে অবগত করা। তখন আমি এ ব্যাপারে কিছু জবাব দিতে পারতাম। যার মূল কথা ঐ এখতিয়ার বহির্ভূত হওয়া। তখন ঐ জবাব আপনার দিল কবুল না করলে আপনার বাইআত না হওয়াই উচিৎ ছিল। আর যদি আপনার দিল কবুল করে নিত তাহলে আজ ঐ আনন্দ ও আগ্রহ না পাওয়ার অভিযোগ উত্থাপনের সুযোগ তৈরি হত না। আপনি যখন বারবার আবেদন করছিলেন, আমার তো গায়েব জানা ছিল না। জানতে পারি নি আপনার মনের মধ্যে কী লুকানো ছিল, এখন এসে আপনি মনে মনে আমাকে ঐ সব কাইফিয়ত পয়দা করে দেয়ার জিম্মাদার বানাচ্ছেন। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে পারি যে এই জিম্মাদারী ও দায়িত্ব আমি কখন নিয়েছিলাম। অথবা আমি কখন বলেছিলাম যে, এগুলো (যিকিরের মধ্যে আনন্দ ও আগ্রহ পয়দা হওয়া) তরীকতের মধ্যে আবশ্যক বিষয়? আপনি আন্দাজে ঢিল মেরে নিজেই মনে মনে শেখ চুল্লির[১] মতো ঘর-বাড়ি তৈরি করে বসে আছেন। মুন্সি সাহেবের[২] মতো অঙ্ক কষেছেন– যিনি বলেছিলেন- অঙ্ক তো ঠিকই আছে কিন্তু পুরো পরিবার ডুবে মরল কেন? এখন যখন কল্পিত ফলাফল পাওয়া যায় নি, অভিযোগ তৈরি হচ্ছে। এরূপ পরিস্থিতিতে যদি ওটার এখতিয়ার বহির্ভূত হওয়ার বিষয়টি বুঝানো হয় তাহলে মুরীদ মনে করে-এটা আমাকে একটা বুঝ দেয়া হল।
ব্যাস এই হল আমার মন খারাপ হওয়ার কারণ।

---

১. শেখ চুল্লি– বিখ্যাত সেই 'কুলি'র নাম যাকে জনৈক তেল ব্যবসায়ী পাঁচ টাকার চুক্তিতে তেলের মটকা মাথায় করে দোকানে পৌঁছে দিতে বলেছিল। কিন্তু কুলি তেলের মটকা মাথায় নিয়ে যেতে যেতে মনে মনে এক স্বপ্নের জাল বুনতে শুরু করল যে, এই পাঁচ টাকা পেলে কিনবে মুরগী। ডিম হবে, বাচ্চা হবে। ব্যবসা বড় হবে। ছাগল কিনবে। ব্যবসা আরো বাড়বে। গরুর মহাজন হবে--- এভাবে অনেক টাকা পয়সা হবার পর বিরাট দোতালা বিল্ডিং বাড়ি করবে। সুন্দরী বউ, ফুটফুটে বাচ্চা সব হবে। দোতলার বারান্দায় বসে দখিনা বাতাস খেতে থাকব। বউ আমাকে খাওয়ার জন্য ডাকবে- আমি অভিমান করে মাথায় ঝাঁকি দিয়ে বলব- না। কল্পনার এই স্থানে এসে মাথায় ঝাঁকুনি লেগে তেলের মটকা পড়ে ভেঙ্গে যায়। তেল ব্যবসায়ীর রাগারাগীতে জবাবে কুলি বলে– আরে মহাজন সাহেব আপনার আর কতটুকু ক্ষতি হল? শুধুই এক মটকা তেল। কিন্তু আমার আহা! ব্যবসা গেল, ঘর-বাড়ি, বউ, বাচ্চা সব নষ্ট হয়ে গেল। ক্ষতি কার বেশি হল?

২. মুন্সি সাহেব- মুন্সি সাহেব হিসাব নিকাশে পটু ছিলেন। মুন্সি গিরী করতেন এক ধনীর গৃহে। গৃহস্থ ধনী নিজের ছেলে-মেয়ে বউ সকলকে একটি গরুর গাড়িতে তুলে দিয়ে, নিজে মুন্সি সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে অন্য গাড়িতে যাচ্ছিলেন। তাদের পথে পড়ল এক নদী। গৃহস্থ মুন্সি সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন - কী করা যায়?
মুন্সি সাহেব হিসাব করে তার মনিব কে বললেন- কোনো সমস্যা নেই, নদীতে গড়ে কোমর সমান পানি আছে। অসুবিধা নেই আপনি চালককে বলুন-গাড়িকে চালিয়ে নিতে। যথারীতি গাড়ী চালিয়ে নিয়ে মাঝ নদীতে পুরা পরিবার ডুবে মরে। তখনই মুন্সি সাহবে বলেন-গড় অঙ্ক তো ঠিকই লিখলাম কিন্তু গোটা পরিবার ডুবে মরল কেন?

https://kitabbhubon.com

এখন আপনার কর্তব্য হল- এ বিষয়ে খোলাখুলি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন যে, তরীকতের মধ্যে মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কী? কী কী ফল লাভ হওয়ার আপনি প্রত্যাশা করেন? আমিও নির্দ্বিধায় জানিয়ে দেব যে, কোন কোন বিষয় হতে পারে? কোনটা হওয়া সংশয়পূর্ণ। এরপর আপনার সম্পূর্ণ এখতিয়ার থাকবে- ইচ্ছা হলে এই দোকান থেকে ঐ পণ্য খরিদ করবেন অথবা অন্য কোনো দোকানের সন্ধান করবেন। এবং আমারও এখতিয়ার থাকবে যে, এই খরিদ্দারকে নিজের দোকানে বসতে দিব নাকি 'সামনে যান' বলে বিদায় করে দিব।

এখন হয়ত আপনার বুঝে এসে থাকবে যে, প্রথমবার আপনি বাইআত হতে চাইলে আমি কেন অস্বীকার করেছিলাম এবং অধিকাংশকেই বাইআত নিতে আপত্তি কেন জানাই। এটাই হল মূল কারণ। যেন তালিবও ধোকায় না পড়ে এবং আমিও ধোকায় না পড়ি। অস্পষ্ট ব্যাপারে উভয় পক্ষেরই অসুবিধা হয়। খুব দ্রুত জবাব দিবেন। এবং জবাবের সঙ্গে এই চিঠি অপরিবর্তীত অবস্থায় ফেরৎ পাঠাবেন।

পীরের কাছাকাছি থাকা এবং দূরে থাকার মধ্যে ব্যবধান

হালঃ বিস্ময়কর একটি ব্যাপার নিবেদন করছি যে, আমি যতদিন হুযূরের খিদমত থেকে দূরে থাকি তখন অধিকাংশ সময় মনের মধ্যে মহব্বতের জোশ বা আবেগ থাকে আর যেইমাত্র হুযূরের সামনে এসে যাই মনে হয় যেন কেউ জ্বলন্ত আগুনের উপর পানি ছিটিয়ে দিয়েছে। আপনার কাছে গেলে সীমাহীন শান্তি ও আনন্দ পাই বটে কিন্তু মহব্বততের এই আবেগ উত্তেজনা (জোশ) মনের মধ্যে থাকে না। জানি না কেন?

বিশ্লেষণঃ দূরে থাকলে আগ্রহ প্রবল থাকে আর কাছে এলে মিলন ও সাক্ষাতের আনন্দ ও শান্তি প্রবল হয়। এটাই সুস্থ স্বভাবের দাবি। বিশেষ কারণ ছাড়া এরূপ হওয়াটাই স্বাভাবিক।

ইত্তেবায়ে শেখের অর্থ ও উদ্দেশ্য

প্রশ্নঃ হুযূরের খিদমতে অত্যন্ত আদবের সঙ্গে নিবেদন করছি যে, আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমাকে শুধু বারো তাসবীহের যিকিরের অনুমতি দান করুন, নির্ধারিত পরিমানে জেহের কিংবা খফি যে-ভাবেই হোক দয়া করে আমাকে অনুমতি দিন। আমি ওয়াদা করছি যে, এমন স্থানে যিকির করব যে কেউই জানতে

https://kitabbhubon.com

পারবে না। আর চলতে ফিরতে মনে মনে 'যিকরে খফিই' চালু রাখব। হুযূর যদি অনুমতি না দেন তবুও আমার মধ্যে কোনো ক্ষোভ বা অসন্তোষ থাকবে না, আমি আনন্দের সঙ্গেই মেনে নিব। যেহেতু খুব তীব্রভাবে মন চাচ্ছিল তাই আবেদনটা জানিয়ে দিলাম। হুযূরের যেমন মর্জি হবে সেটাই সঠিক। রুগী তো বিভিন্ন অনিয়ম করতেই চায়। কিন্তু চিকিৎসক যদি সব অনুমোদন দিয়ে দেন তাহলে তো রুগীর মৃত্যু অনিবার্য হয়ে পড়বে।

জবাবঃ আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। 'ইত্তেবা' বা অনুসরণের উদ্দেশ্য এটাই। আর এই 'ইত্তেবা'ই সফলতা ও কল্যাণের চাবিকাঠি।
আমি আপনাকে আবার সকল কর্মকাণ্ড কাজ শুরু করার অনুমতি দিয়ে দিয়েছি।

আবদিয়াতের আলামত ও সুন্নতের বিস্তৃতি

হালঃ সাত বা দশ দিন থেকে কলবের মধ্য থেকে এই তাগাদা শুরু হয়েছে যে, বাতেনি হালত জানিয়ে হুযূরের কাছে ইল্মের এবং বাতেনি দারাজাতের উন্নতির জন্য আবেদন করব। কলবের সেই তাগাদার ভিত্তিতে এলোমেলোভাবে হুযূরের খিদমতে পেশ করছি।
এখন যে অবস্থায় আছি মন্দই আছি। প্রশংসনীয় কোনো অবস্থা থাকলেও সেটা শুধুমাত্র হুযূরের নূরানী তাওয়াজ্জুহ এবং ফয়যের ফলাফল। কারণ দুগ্ধপোষ্য শিশুর পক্ষে কিরূপে সম্ভব কূল-কিনারা বিহীন অথৈ সাগরে ডুব দেওয়া। জাযা-কাল্লাহ, আমীন, ছুম্মা আমীন।
আল্লাহ্র ফযলে এবং হুযূরের দুআর বরকতে ইবাদতের প্রতি অনুরাগ ও আগ্রহ এবং গুনাহের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয়ে গেছে। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র গুনাহকেও জবাবদিহিতার এবং অতি সামান্য নেক কাজকেও নাজাতের কারণ বলে জেনে গেছি। যদিও প্রতিটি সেকেন্ড গাফলত এবং গুনাহের মধ্যেই কেটে যাচ্ছে। কলব যিকিরে মত্ত হয়ে গেছে। এখন আর বেশিক্ষণ অবকাশ দেয় না। জাগ্রত অবস্থায় পাঁচ/দশ মিনিট গাফেল হলেও কলবের জন্য অসহনীয় হয়ে যায়। বেশি সময় অন্য কোনো দিকে মনোযোগী হলে কলবের মধ্যে শুরু হয়ে যায় অস্থিরতা। এমনিতেই কর্মহীনতার সময়ে 'যিকির' এবং 'মযকুর' এর সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক থাকে। কর্মব্যস্ত অবস্থায় না সংকোচ তৈরি হয় না মনের মধ্যে বিরক্তি জাগে। পরিপূর্ণ একাগ্রতা থাকে। উৎসাহ উদ্দীপনাই বিরহকাতরতা ও ভীতি বিহ্বলতা, আনন্দ ও মত্ততা, ইল্ম ও ইয়াকীন, রিয়া ও তাসলীম (সন্তুষ্টি ও সমর্পন) উন্স ও মহব্বত বা প্রেম ভালোবাসার মধ্যে উন্নতি অনুভূত হয়।

https://kitabbhubon.com

সামে যাত' এর ধ্যান থাকে। ওয়াস্ওয়াসা ও খাতরাতকে ঐ ধ্যান দ্বারা
প্রতিরোধ করে থাকি। চূড়ান্ত লক্ষ্য শুধুমাত্র আল্লাহ্র 'যাত' (সত্তা) সিফতের
(গুণাবলীর) প্রতি বিন্দুমাত্র লক্ষ নেই। প্রিয়তমের যিকিরের (আনন্দের) কাছে
আমার দুনিয়ার সকল স্বাদ ও আনন্দকে তুচ্ছ মনে হয়। বাহুল্য ও অপ্রয়োজনীয়
কথা বললে অনুতাপ হয়। নীরবতা ও নির্জনতা ভালো লাগে। কোনো
আড্ডাদারিং কিংবা মজমায় শরিক হওয়া তো একদম বন্ধ করে দিয়েছি। ইবাদত-
বন্দেগীতে সাধারণত প্রফুল্লতা থাকে। মন ও ইচ্ছাকে সহজেই নিয়ন্ত্রণ করতে
পারি। নিজেকে এত বেশি তুচ্ছ মনে হয় যে, পারলে নিজেকে ধুলায় মিশিয়ে
দিতাম। (বুযুর্গী বা মর্যাদার) দাবি করার কল্পনাও করতে পারি না। মনের
মধ্যে এটাই বদ্ধমূল হয়ে আছে- আল্লাহ্ তাআলার দরবারে জবাবদিহী করার
সময় সোজাসুজি বলে দিব- ইয়া আল্লাহ্ মাথা থেকে পা পর্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ,
একেবারে রিক্তহস্ত, 'তুমি ক্ষমা করে দেবে' এই আশাটুকু ছাড়া আমার কাছে
আর কিছুই নেই। কাশ্ফ ও কারামত আমার দৃষ্টিতে একবারেই তুচ্ছ ও
মূল্যহীন। খালওয়াতের চেয়ে খেদমত অর্থাৎ জন বিচ্ছিন্নতার চেয়ে জনসেবাই
পছন্দনীয়। সেটারই তাওফীক আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করি এবং এ কারণেই
বন্ধু-বান্ধব সঙ্গ ত্যাগ করলে অস্থির হই। জীবনের প্রতি মন উদাসীন। দুনিয়া
বিপদ-মুসিবত ঘেরা। এ থেকে দ্রুত মুক্তির আকাঙ্ক্ষা রয়েছে মনের মধ্যে।
আসল গন্তব্যের প্রতি উদগ্রীব হয়ে এখানের বসবাসে অনীহা এসে গেছে।
হাজরতের তীব্র আগ্রহে কলব পরিপূর্ণ। মদীনা তাইয়েবায় মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা
জাগে। বিপদ-আপদে, কষ্টে-মুসিবতে কোনো পেরেশানি বা লজ্জাবোধ হয় না
বরং কখনো কখনো তো এর কামনা অন্তরে জাগে। সর্বনিম্ন ও জরুরি
সম্পর্কটাও কষ্টকর মনে হয় এমন কি দেহের পোশাকটাও ভারী ভারী মনে
হয়। আহলে দুনিয়া বা দুনিয়াদার থেকে সম্পূর্ণ অবসর হয়ে পড়েছি। না
কারো ভয় না কারো কাছে কোনো আশা-আকাঙ্ক্ষা আছে। না কারো প্রশংসা
কামনা করি না কারো তিরস্কারের পরোয়া। হিম্মতে ও সাহসে ঘটেছে বৃদ্ধি।
সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তাআলার উপর পূর্ণ ভরসা ও আস্থা রয়েছে। সকল
অবস্থাতেই জানি- তিনি আমার প্রতি অত্যন্ত দয়াপ্রবণ। ব্যাস, এই হল এই
অধমের রিয়া ও তাকাল্লুফ (লৌকিকতা) পূর্ণ চিঠি, যে অবস্থাগুলো
সংশোধনযোগ্য আশা করি হুযূর সংশোধনী জানাবেন।

ماحال دل را با یار گفتیم - نتواں نہفتن درد از طبیاں

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-১২৫

https://kitabbhubon.com

অর্থ- 'দিলের দুয়ার খুলে দিয়েছি তোমার কাছে, রোগের কথা লুকাবো কেমনে হেকিমের কাছে।'

আশা রাখি তারাক্কীর দুআ ও বাতেনি তাওয়াজ্জুহের মাধ্যমে সর্বদা স্মরণে রাখবেন। আল্লাহ্ আপনাকে আরো নিকটবর্তী মাকাম দান করুন। আমীন।

পুনশ্চঃ এ অধম যতই নফসানী ওয়াস্ওয়াসা থেকে একদম বে-পরোয়া থাকে তার পরও কখনো ভীষণ কষ্ট ও পেরেশানি হয়।

বিশ্লেষণঃ মা-শা-আল্লাহ্, উঁচু স্তরের হালত। সব কিছুর সারাংশ হল নিখাদ আবদিয়াত (দাসত্ব) এবং সুন্নতের বিস্তৃতি। মুবারক হোক।

পীরের সঙ্গে রূহানী নৈকট্যের সুরতহাল

হালঃ আমি একজন গরিব মানুষ। হুযূরের বিভিন্ন কিতাব পড়ার কারণে হুযূরকে দেখার আকাঙ্ক্ষা হয়েছে। আল্লাহ্ আপন ফযল ও করমে হুযূরের দীদার ও দর্শন দ্বারা আমাকে গৌরবান্বিত করে দিয়েছেন। আমার জন্য আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে যে কল্যাণ আসন্ন, আশা রাখি হুযূরের যাত ও বারাকাতের মাধ্যমে তাও সম্পন্ন হয়ে যাবে। আল্লাহ্র কাছে এটাই আমার দৃঢ় আশা।

হুযূরের স্নেহ-মমতার ভরসা নিয়ে এখন আমি বাড়ি ফিরে যাবার ইরাদা করেছি। এরপর হুযূরের খিদমতে হাজির হওয়ার সুযোগ আর কখনো হবে- এমন সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি না। কারণ আসা-যাওয়ার খরচ পড়ে ৩৬ রুপিয়া। এছাড়াও খাওয়া-দাওয়ার খরচ। এসব ভেবে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছি। মনের মধ্যে নৈরাশ্য ছেয়ে যাচ্ছে। আমার জন্য যা উত্তম হবে হুযূর দয়া করে বলে দিন।

বিশ্লেষণঃ দৈহিক দূরত্ব ক্ষতিকর নয়। রূহানী নৈকট্য অটুট থাকবে-যদি আপনি সর্বদা নিজের অবস্থা জানানো এবং আমার পরামর্শ মেনে চলার নীতি আঁকড়ে ধরে থাকেন।

কাজ কম হলেও পীরের সোহবত উপকারী

হালঃ প্রায় বিশদিন থেকে শরীর এত দুর্বল যে, উল্লেখযোগ্য কোনো পরিশ্রম করা সম্ভব হচ্ছে না। ঘটনাক্রমে আমার দীনী ও দুনিয়াবি সকল কাজ ও ব্যস্ততাই দেমাগী বা মস্তিষ্ক নির্ভর। পাকস্থলি ও মস্তিষ্ক দুটোই ত্রুটিপূর্ণ।

https://kitabbhubon.com

কখনো কখনো কষ্টও হচ্ছে। এ কারণেই অবস্থা জানাতে এতটা বিলম্ব হল। বিশেষত এখন এমন অবস্থা চলছে যে, সেটাকে 'হাল' নয়, বলা চলে 'বদহাল'। এরপরও একেবারে ছেড়ে দিই নি।

সম্ভবত এখন থানা ভবনের ওদিকে বর্ষার মওসুম প্রায় শেষ। শীতও শুরু হয়ে গেছে, মন চাচ্ছে ছুটি নিয়ে হুযূরের খিদমতে হাজির হই। কিন্তু সেখানে গেলেও তো সেই পরিশ্রম আর পরিশ্রম। আশঙ্কা হচ্ছে হয়ত সহ্য করতে পারব না। মোটকথা দ্বিধা-দ্বন্দের মধ্যে পড়ে গেছি। হুযূরের 'সুচিন্তিত মতামত' অকপটে ও নির্দ্বিধায় মেনে নিব। বাহ্যিকভাবে হুযূরের খিদমতে আসার জন্য আমার সামনে কোনো বাধা ও অন্তরায় নেই।

বিশ্লেষণঃ মন খারাপ করা উচিৎ নয়, এ ধরনের সাময়িক সমস্যা সকলের জীবনেই এসে থাকে, যার দ্বারা ইনশাআল্লাহ্ কোনো ক্ষতি নেই। 'মা'যূর' (অপারগ) ব্যক্তি তো এমনিতেই মা'জুর (সওয়াবের অংশিদার)। সে কখনোই 'মাঝুর' (গুনাহগার) নয়। মস্তিষ্কের দুর্বলতাকে শোভাগমনের প্রতিবন্ধক স্থির করবেন না। কাজ বেশি না করা গেলেও কাছে থাকাতেও তো রয়েছে উল্লেখযোগ্য উপকারিতা।

সফলতার পূর্বাভাস

হালঃ আমি অধম আজকাল আল্লাহ্র ফযলে চব্বিশ হাজার বার ইসমে যাত এবং বিশ হাজার ইস্তেগফার এবং এক পারা কুরআন শরীফ প্রতিদিন পড়ি এবং তাহাজ্জুদের পর বারো তাসবীহ আদায় করি। আর প্রতিদিন হুযূরের একটি মাওয়ায়েয সঙ্গে হুযূরের অন্য কোনো কিতাব থেকেও যেমন তা'লীমুদ্দীন ইত্যাদি পড়াশোনা করে থাকি।

হুযূর দুআ করবেন আল্লাহ্ তাআলা যেন ইস্তেকামাত (অবিচলতা) দান করেন। কেননা নফসের দুষ্টামীর কারণে মাঝে মাঝে উলট-পালট হয়ে যায়। কখনো নফস প্রবল হয়ে গেলে নির্ধারিত কাজের মধ্যে এসে যায় ঘাটতি। কখনো আল্লাহ্ আমাকে তাওফীক দিলে আমি নফসের উপর প্রবল হতে পারলে ক্ষতিপূরণ আদায় করে নেই। মোটকথা নফসের সঙ্গে অবিরাম দ্বন্দ্ব চলতেই থাকে। কিন্তু এমনি মুহূর্তে হুযূরের মুখ থেকে শোনা মসনবীর নিম্নোক্ত পংক্তি মনে পড়ে–

اندریں راہ می تراش وی خراش - تادم آخر دمے فارغ مباش

https://kitabbhubon.com

অর্থ-(আল্লাহ্‌কে পাওয়ার) এই পথে অবিরাম সাধনা করে যাও। শেষ নিঃশ্বাসের পূর্ব পর্যন্ত এক পলকের জন্যও নিজেকে অবসর মনে করো না। এটা মনে করেই নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে থাকি।

বিশ্লেষণঃ এগুলো সফলতার পূর্বাভাস।

হালঃ কলবের হালত খুব ভালো মনে হয়। হুযূর! এমন মনে হয় যে, যিকিরের বরকতে কলবের মধ্যে একটি নূর তৈরি হয়েছে, যেই নূরের বদৌলতে নিজের কাছে নিজের দোষ-ত্রুটিগুলো ধরা পড়ে।

বিশ্লেষণঃ বিরাট বড় রহমতের ব্যাপার।

হালঃ পরশুদিন আমি অতীত জীবনের গুনাহ স্মরণে রেখে বসে যিকির করছিলাম। তখন মনের মধ্যে উদয় হল যে, আমার মধ্যে 'তাকাব্বুর' বা অহঙ্কারের রোগ এমনভাবে বাসা বেঁধেছে যার ফলে উক্ত গুনাহগুলো আমার দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। এবং এই অহঙ্কার রোগটির কারণেই আমাকে দীন ও দুনিয়ার অনেক ক্ষতি বরদাশ্‌ত করতে হয়েছে। এসব কথা মনে উদয় হওয়ার কারণে আমি খুবই বিনয় ও অনুতাপের সঙ্গে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাইলাম, সঙ্গে সঙ্গে এরূপ সংকল্প করে নিলাম যে, ইনশাআল্লাহ্‌ ভবিষ্যতে আমি দীন ও দুনিয়ার কোনো কাজে কখনো অহঙ্কার করব না। 'তাওয়াদু' বা বিনয় অবলম্বন করার সংকল্প করে ইতিমধ্যে তাওয়াদু ও বিনয়ের আমল শুরুও করে দিয়েছি। হুযূর দয়া করে দুআ করবেন।

বিশ্লেষণঃ জান প্রাণ দিয়ে দুআ করছি। আপনি একদম ঠিক বুঝেছেন।

হালঃ অন্য এক বিষয়ের নিবেদন এই যে, বেশিরভাগ সময় আমি একা থাকি। কিন্তু দীর্ঘ নির্জনবাসের সুযোগ হয়ে উঠে না। মন শঙ্কিত হয়ে উঠে। যদিও বেকার হিসাবে আমার অখণ্ড অবসর রয়েছে। কিন্তু দীর্ঘ নির্জনতা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি এ কারণে যে, নির্জনতার কারণে কলবের মধ্যে এক আশ্চর্যজনক অবস্থা তৈরি হয়। যা আল্লাহ্‌র স্মরণ ও যিকিরের ক্ষেত্রে খুব সাহায্য করে। নির্জনতা ভঙ্গ হলে কলবের মধ্যে মলিনতা বোধ হতে থাকে। এ কারণ আমার নিবেদন এই যে, হুযূর যদি অনুমতি দেন তবে আমি চল্লিশ দিনের জন্য থানাভবন হাজির হয়ে যাব। কিন্তু সমস্যা এই যে, বেকারত্বের কারণে ভীষণ অর্থ কষ্টে ভুগছি। প্রায় দশ হাজার রুপিয়ার ঋণের বোঝা মাথায় রয়েছে। আরো নানা প্রকারের যন্ত্রণাও সহ্য করতে হচ্ছে। আপনার কাছে যেতে হলে আরো কিছু করজ করতে হবে যেন এখানের পোষ্য পরিবারের

https://kitabbhubon.com

...ওখানে আমার জন্য যথেষ্ট হয়। আরেকটি কথা আপনাকে জানিয়ে রাখা ...যে, আমার এই সমুদয় ঋণের কোনোটাই সুদভিত্তিক নয়। আমার এই ...অবস্থার আলোকে যদি হুযূর আমাকে অনুমতি দেওয়া ভালো মনে ...তাহলে জানিয়ে দেবেন। যেন আপনার খিদমতে হাজির হতে পারি।

বিশ্লেষণঃ 'শুধু ঐ পরিমান করজ আবার নিতে হবে' এ ছাড়া যদি আর কোনো ...সমস্যা আপনার না থাকে, তবে এত বিশাল করজের মধ্যে আর একটু না হয় ...চলোই, তাতে এমন আর কী ক্ষতি? (অর্থাৎ আপনি আরো কিছু করজ নিয়ে ...দশ দিনের জন্য চলে আসুন।)

কালঃ হুযূর! এই করজ এবং অর্থকষ্ট ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে আল্লাহ্ জানেন যে, ...আমার এত বেশি বাতেনি কল্যাণ হয়েছে যা হাজার হাজার মুজাহাদা ও ...সাধনা দ্বারাও হত না। সুতরাং এতদিন তো আমি একথা অন্ধের মতো অন্যের ...মুখে শুনে শুনে বলতাম যে, 'মাহবুব যা করেন ভালোই করেন' কিন্তু আল্লাহ্র ...কসম! এখন পুরাপুরি পরীক্ষা হয়ে গেছে। অভিজ্ঞতাও অর্জিত হয়েছে। হুযূর! ...আমি তো এখন নিজ চোখে এসবের অসংখ্য উপকারিতা দেখতে পাচ্ছি। শুধু ...তাই নয় বরং বর্তমান অবস্থা, আমার অর্থ সঙ্কট ইত্যাদিকে সীমাহীন রহমত ...বলেই মনে হচ্ছে। আর এই অবস্থার মধ্যে যেই পরিমান মজা এবং স্বাদ আমি ...পাচ্ছি, যে আনন্দ ও সুখ আমি উপভোগ করছি মনে হয় না যে, কোনো রাজা-...বাদশা জীবনের এত স্বাদ পেয়ে থাকে।

বিশ্লেষণঃ নিঃসন্দেহে এটা এমনই বিষয়।

কালঃ যিকিরের বরকতে কলবকে সীমাহীন ঐশ্বর্যবান (মুসতাগনী) মনে হয়, ...আল্লাহ্র নিআমাত। আলহামদুলিল্লাহ্! বিষয়টা সেই পংক্তির মতো মনে ...হয়

بے زر و گنج بصد حشمت قاروں باشی

...অর্থ অর্থ-সম্পদ ও রাজ্য ছাড়াই তুমি হয়ে যাবে শত শত কারুনের ...সম্পত্তির অধিকারী)

বিশ্লেষণঃ আল্লাহ্ বরকত দান করুন।

কালঃ হুযূর আমার জন্য ইস্তিকামাতের (অবিচলতার) দুআ করবেন। এটাও ...করবেন যেন আল্লাহ্ তাআলা আমাকে নিজের এবং তাঁর প্রিয় হাবীবের ...মহব্বত এবং ইত্তিবায়ে সুন্নতের তাওফীক দান করেন। হুযূর দয়া করে

https://kitabbhubon.com

আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমার জন্য এটাও দুআ করবেন যেন আল্লাহ্ পাক নিজ হাবীবে পাকের উসীলায় আমাকে দ্রুত বাতেনি নিসবত দান করেন, যার দ্বারা আমার সকল দোষ-ত্রুটির সংশোধন হয়ে যায়।

বিশ্লেষণঃ আপনার জন্য সব দুআই করতেছি।

পীরের মৃত্যুর পর অন্য পীরের মুরীদ হওয়া

প্রশ্নঃ আমার মনের মধ্যে একটি খটকা লেগেছে। সেটা এই যে, আমার প্রথম মুর্শিদের ইন্তেকালের পর আমি পুনরায় মুরীদ হয়েছি হুযূরের কাছে। আমার এই দ্বিতীয়বার বাইআত হওয়া সিলসিলার বুযুর্গদের খেলাফ হল না তো? যদিও মনকে আমি এই বলে বুঝ দিয়ে থাকি যে, আমার প্রথম মুর্শিদ তো নিজেই বলতেন যে, 'যেখানেই ভালো কাউকে পাওয়া যাবে গ্রহণ করে নিবে।' আরো একটি বুঝ আমি এভাবে গ্রহণ করি যে, আমার মরহুম পীরের প্রতি তো কোনো অশ্রদ্ধা আমার নেই, তাঁর ইন্তেকালের কারণে আমি বাধ্য হয়েছি। তাছাড়া আমি এখন যার কাছে মুরীদ হয়েছি সকল বিবেচনাতেই তিনি প্রথম পীরের মতোই, সিলসিলায়ে খান্দান, আক্বায়েদ উভয়ের একই। এছাড়া আমি আরো ভাবি যে, এতে যদি খারাপ কোনো ব্যাপার থাকত তবে আপনি অবশ্যই আমাকে নিষেধ করতেন। উপরোক্ত বিচার বিবেচনায় আমি বুঝি যে, খারাপ কোনো কিছু আমি করি নি। কিন্তু কোনো কোনো আকাবির বুযুর্গের মালফুযাত থেকে পাওয়া যাচ্ছে যে, সব কিছুর পরও এটা অসন্তোষের কারণ। যেমন দেখেছি মির্জা মাযহার জানে জানা (রহ.)এর মালফূযাতে।

জবাবঃ সেটা কী? সেই এবারতসহ এই চিঠি আবার পাঠাবেন।

প্রশ্নঃ যদিও মহান বুযুর্গদের সঙ্গে আমার মতো হতভাগার কোনো তুলনাই চলে না, তারপরও মনের মধ্যে খটকা তৈরি হয়েছে। সেই খটকা দূর করার জন্যই হুযূরের শরণাপন্ন হলাম। হুযূর এ বিষয়ে কিছু এরশাদ করলে মনে শান্তি পাব।

জবাবঃ আমি অপেক্ষায় আছি সেই ইবারতের।

পরবর্তী চিঠি-

অধম পাপী ভীষণ দুর্বল স্মৃতির অধিকারী। আজ আমার নাতো সেই মালফুযাতের নাম স্মরণে আছে, না আমি সেটা কোথাও লিখে রেখেছি। চিন্তা করেই পাচ্ছি না কী জবাব দিব। হযরত মির্যা সাহেবের যে মালফুযাত এ

https://kitabbhubon.com

সংস্করণটি আমার হাতে ছিল, সেটাতে ধারণা মতে খুঁজতে শুরু করলাম কিন্তু যেখানে পাব বলে মনে হয়েছিল অনেক খুঁজেও সেখানে কিছুই পাওয়া গেল না। ভীষণ লজ্জিত হয়ে পড়লাম। চিন্তা-ভাবনা না করে কেন যে, এমন কথা লিখতে গেলাম! এখন কী জবাব দিব? এভাবে হতাশ মনে কিতাবের পাতা উল্টাচ্ছিলাম, এক সময় পেলাম শিরোনাম 'হযরত মির্যা সাহেবের হালত ও মাকামাত এর বর্ণনা'। সেখানে বলা হয়েছে- মির্যা মাযহার জানে জাঁনা বলেন "...(আমার পীর) বার্ধক্যজনিত দুর্বলতার কারণে যখন মুরীদদের তারবিয়াত করতে সক্ষম হচ্ছিলেন না তখন আমি পীরানে পীর হযরত মুহাম্মদ আবেদ কুদ্দিসা সিররুহু'র কাছে রুজু করলাম (আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে তাঁর শরণাপন্ন হলাম)। পাশাপাশি আপন পীরের দরবারেও যাতায়াত চালু রাখলাম। কিন্তু খবরটি পীর সাহেবের কানে একজন খলিফা শেখ সিবগাতুল্লাহ পৌঁছে দিলেন। তিনি অসুন্তুষ্ট হয়ে আমাকে বললেন- এখানে ফয়েয, বরকত ও তাছীরের ব্যাপারে কী ত্রুটি পেয়েছ যে অন্য জায়গায় রুজু করলে? আমি বিনয়ের সঙ্গে নিবেদন করলাম- এই অধম আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে চায়, এছাড়া আমার আর কোনো লক্ষ্য উদ্দেশ্য নেই, আর এজন্য পীরের নিয়মিত তাওয়াজ্জুহ প্রয়োজন, শারীরিক দুর্বলতার কারণে সেটা আপনার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। যার ফলে আমি আপনারই ঘনিষ্ট একজনের কাছে রুজু করেছি। পীরের প্রতি ভক্তি ভালোবাসা আমার পূর্বের মতোই অটুট রয়েছে। (মির্যা সাহেব বলেন) আমার এই কথায় পীর সাহেবের অসন্তুষ্টি দূর হল না। তাঁর ইন্তেকালের পর যখন আমি তাঁর মাযারে গেলাম। বুঝলাম তিনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট। আমার দিক থেকে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন।"

জবাবঃ এটা ছিল পীর বেঁচে থাকতেই অন্যের কাছে রুজু করার ব্যাপার। আপনার রুজুকে এর সঙ্গে কিভাবে তুলনা করতে পারেন?

প্রশ্নঃ বহু বছর পর শেখ সিবগাতুল্লাহ সুসাংবাদ দিয়েছেন যে, (মির্যা সাহেবের) পীর স্বপ্ন যোগে আমাকে বলেছেন যে, আমি মির্জা সাহেবের প্রতি রাজি ও খুশী আছি। তিনি যা করেছেন সেটা আল্লাহ্ তাআলার মর্জি মতো হয়েছে। একথা শুনে অধম (মির্জা সাহেব অথবা শেখ সিবগাতুল্লাহ) সিজদায়ে শোকর করেছেন। কারণ আল্লাহ্‌ওয়ালাদের সন্তুষ্টি লাভ করতে পারা আল্লাহ্ তাআলার বৃহত্তম নেয়ামত।

এখানে আরো একটি ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। হযরত মুহাম্মদ যুবায়েরের এক মুরীদ পীরের ইন্তেকালের পর রুজু করলেন হযরত শেখ মুহাম্মদ আবেদের

https://kitabbhubon.com

কাছে। কিন্তু পীর সাহেব (স্বপ্নে) তার প্রতি ভীষণ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। বরং তরবারী নিয়ে মুরীদের দিকে এগিয়ে এলেন। মুরীদ তখন বর্তমান পীরের (শেখ মুহাম্মদ আবেদের) নিকট আশ্রয় নিলে তিনি (বর্তমান পীর) বললেন এত নাখোশ হবার কী আছে? আল্লাহ্‌কে পাওয়ার উদ্দেশ্যে আপনার সিলসিলারই একজনের কাছে রুজু করেছে। তাকে ক্ষমা করে দেওয়া উচিৎ।

জবাবঃ প্রথম কথা হল স্বপ্ন কোনো দলিল নয়। তাছাড়া হতে পারে এটা ছিল অনাবশ্যক রুজু। সুতরাং আবশ্যক রুজুকে অনাবশ্যক রুজুর সঙ্গে তুলনা করা যাবে না।

প্রশ্নঃ শেখ জালালুদ্দিন পানিপথী রহ.এর কোনো এক পুত্র জনৈক পীরের মুরীদ হলে স্বপ্নে দেখেন যে, শেখ জালালুদ্দিন ক্রুদ্ধ হয়ে বলছেন- তুই কেন নক্‌শবন্দী হয়ে গেলি? কেন আমার তরীকা ত্যাগ করলি?

জবাবঃ সবগুলো ঘটনায় প্রযোজ্য যে জওয়াব স্বপ্ন কোনো দলিল নয়, সেটা ছাড়াও হতে পারে ঐ ব্যক্তি তার পূর্বের তরীকাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেছিল। এসব জবাব তরীকতের চাহিদার খেলাফ নিছক তালিবে ইলম সূলভ লিখেছি। যেন আপনি যুক্তি প্রমাণের হাকীকত বুঝতে পারেন। সকল জবাব লেখা শেষ হবার পর এবার আমি তরীকতের হক আদায় করছি। সেটা এই যে, সন্দেহ যেহেতু আমাকে নিয়েই, সুতরাং আমার জবাব দেওয়ার অর্থ তো এটাই দাঁড়াল যে, আমি নিজের দিকে আপনাকে দাওয়াত দিচ্ছি এবং সংশয় ও সন্দেহে পড়ে থাকা ব্যক্তিদেরকে আমার কাছে সমবেত করতে চাচ্ছি। এটা তো তরীকতের একেবারেই খেলাফ। সুতরাং উচিৎ ছিল বিষয়টি অন্য কারো কাছে তাহকীক করা। কিন্তু তাহকীক যেহেতু আমার কাছেই করেছেন সুতরাং এখন আপনি দয়া করে অন্য কোথাও রুজু করে নিন।

এরপর চিঠি আসল-

এখন রাতের শেষ প্রহর, কবূলিয়তের সময়। হে আল্লাহ্! আমার ফরিয়াদ থানা ভবন পৌঁছে দাও। আমার অশ্রুসজল চক্ষু ও অনুতাপানলে দগ্ধ হৃদয় থানা ভবনওয়ালাকে দেখিয়ে দাও। আমার মহান শেখ তো তরীকতের হক আদায় করে দিয়েছেন অথচ এদিকে তো আমার আশা-আকাঙ্ক্ষার বাগানটাই উজাড় হয়ে গেল। আমি তো ছিলাম তরীকতের আদব-কায়দার ব্যাপারে অজ্ঞ, না জেনে নেক-নিয়তে এই বিশ্বাসে জিজ্ঞাসা করে বসেছি যে- ভালো হোক বা মন্দ যা কিছু আমার করণীয়, সব কিছু আপনাকেই জিজ্ঞাসা করতে

https://kitabbhubon.com

তবে অন্য কারো সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখা আমার উচিৎ নয়। বুঝতেই পারি না যে, এই জিজ্ঞাসাই আমার জন্য কাল হয়ে দাঁড়াবে। এখন বুঝলাম ভুল হয়েছে তাই লজ্জা ও অনুশোচনায় হৃদয় আহত হল। নিজ কৃতকর্মের জন্য তওবা করছি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে অপরাধ ক্ষমা করে দিন। আমি কোনো নতুন মানুষ নই যে, ঘাবড়ে যাব। মুরীদ হওয়ার পূর্বেও আমি আপনার ছিলাম, এখনো আছি, ভবিষ্যতেও থাকব। জুতা খাওয়ার জন্য মাথা হাজির কিন্তু আপনার দুয়ার ছাড়তে রাজি নই। আপনি যদি আমাকে তাড়িয়ে দেন আপনার তাতে কী লাভ! আমার যে তাতে সর্বনাশ হয়ে যাবে। মানলাম আমার গোলামী দ্বারাও আপনার কোনো লাভ নেই, কিন্তু আমার তো ভীষণ লাভ।

জবাবঃ যা কিছু লিখেছেন সবই আপনার বুযুর্গী ও মহত্বের কারণে সম্ভব হয়েছে। নতুবা আল্লাহ্‌র কসম আমি নিজেকে অপদার্থ মনে করি। তা সত্ত্বেও আমি যা কিছু নিবেদন করেছিলাম তা অসন্তুষ্ট হয়ে বা খোদ পছন্দীর কারণে নয়। বরং এটা মুআমালার ব্যাপার। আপনার ব্যাপারটি এরূপ হতে পারত যে, সাধারণ কোনো শিরোনাম দিয়ে তাহকীক করতেন। এরূপ নয় যে, 'আপনার কাছে আমার রুজু করার ব্যাপারটি সম্ভবত...' এই শিরোনামের প্রভাব তো সেটাই হওয়ার কথা যা ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। আমিই বা কী করতে পারি। এসব প্রভাব ও আছর তো 'গায়রে এখতিয়ারী' বিষয়। আপনিই এর একটি ব্যবস্থা বলে দিন যাতে করে মন থেকে এর প্রভাব দূরীভূত হয়ে যায়। সাধারণভাবে আপনাকে তালীম দিতে আমার আপত্তি নেই কিন্তু মনের প্রফুল্লতা, সেটা আমার নিয়ন্ত্রণে নেই। এখন আপনি যে হুকুম দেবেন তৈরি আছি...।

গুনাহগারের অবস্থার নিবেদন

বিনয়ের সঙ্গে মাসনূন সালামের পর নিবেদন করছি যে, আপনার চিঠি পড়ার পর থেকে মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেছে। দু-চোখে নৈরাশ্য ও হতাশার চিহ্ন ভেসে বেড়াচ্ছে। আপনার চিঠির জবাব দিতে এবার অস্বাভাবিক বিলম্ব হয়ে গেল। কিছুই বুঝতে পারছি না যে, কী আবেদন বা নিবেদন জানাব। আল্লাহ্ সাক্ষী আছেন যে, তাহকীক করতে গিয়ে আমার সাধারণ শিরোনাম ব্যবহার না করার কারণ বুদ্ধি ও জ্ঞানের ত্রুটি ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি তো বরং এটাকেই ইখলাস মনে করে বসেছিলাম যে, যেই বিষয়টার সম্পর্ক স্বয়ং আপনার সঙ্গে সেটাকে যে কোনো শিরোনাম দিয়েই হোক না কেন অন্যের কাছে জিজ্ঞাসা করা অনুচিৎ। আমার ভালো-মন্দ, আমল ও আকীদা, ধারণা ও

https://kitabbhubon.com

সম্ভাবনা যা কিছুই হোক সবই আপনার সামনে তুলে ধরা উচিৎ, আপনিই সংশোধন করে দিবেন আমার সকল কিছুকে। এরপর অন্যের সঙ্গে আমার আর কি যোগাযোগ থাকতে পারে? যখন 'সঁপে দিয়েছি যবে তব হাতে, মোর জীবনের পুঁজি সবই।'

বিশ্লেষণঃ এটা তো পুরাপুরিই ঠিক আছে কিন্তু আমি বলছি অন্য কথা। আমি যে সাধারণ শিরোনামের কথা বলেছি, সেটার উদ্দেশ্য এই যে, না হয় জিজ্ঞাসাটা আমাকেই করলেন কিন্তু এই শিরোনামে যে, 'এক পীরের মুরীদের জন্য অন্য পীরের কাছে রুজু করাটা কেমন?' ইত্যাদি।

হালঃ কিন্তু সেটাই তো আমার ভুল। আল্লাহ্‌র ফয়সালায় আমার এই উপলব্ধিরই ফল হল উল্টা। যখন বুঝতে পারলাম ভুল হয়ে গেছে তখন আমার ধারণায় এর প্রতিকার ছিল শুধুমাত্র তওবা। আর তওবার দুয়ার ছিল খোলা। সুতরাং আপন সামর্থ মতো তাই করেছি এবং এখনো তা অব্যাহত রেখেছি। কিন্তু মনে হচ্ছে এখানেও আমার ত্রুটি হচ্ছে। কারণ যেটাকে আমি মনে করেছি ইখলাস সেটা ইখলাস নয়, যেটাকে মনে করেছি তওবা সেটা তওবা নয়। তাই এখন আমি দিশাহারা হয়ে পড়েছি, আমি কী করতে পারি। কয়েকদিন যাবৎ দিশাহারা অবস্থায় কাটানোর পর মনের মধ্যে এই চিন্তা জাগল যে, প্রকৃত বিষয়টি তুলে ধরি, পুরাপুরি আত্মসমর্পন করে সবশেষে গায়েবী সাহায্যের প্রতীক্ষায় থাকি। আর আমি কী ব্যবস্থা আপনাকে বলে দেবার ক্ষমতা রাখি! আবার শুধু তালীমের উপর সন্তুষ্ট থাকাই কি আমার পক্ষে সম্ভব? বিশেষত আমার মতো এমন মূর্খের পক্ষে? আবার বলেছেন- 'আমি যা হুকুম করব...' এও কি সম্ভব? হুকুম করব আমি? আপনাকে? আস্তাগফিরুল্লাহ্‌! কি করে সম্ভব যে, আপনার সামনে মুখ খুলব! আল্লাহ্‌ তাআলা যখন তওবা কবুল করে নেন মেহেরবানী করে পাপী তাপীকেও ক্ষমা করে দিয়ে বিলায়াতের মুকুট তার মাথায় পরিয়ে দেন। তাঁর নেক বান্দারাও তো তাঁর সেই শানেরই প্রকাশস্থল। তাহলে আমি কেন নিরাশ হব? আমি আপন রবের সুপ্রশস্ত রহমত ও অনুগ্রহের আশাবাদী হয়ে থাকলাম। তিনিই আমার ব্যাপারে আপনার অন্তরে প্রয়োজনীয় ইলক্বা (সিদ্ধান্ত) করে দিবেন ইনশাআল্লাহ্‌।

বিশ্লেষণঃ তওবা কবুল হওয়ার বিষয়ে তো আমার কোনো কথা নেই। আমি তো আরয করছি অন্য কথা, অর্থাৎ আপনার সবকিছুই ঠিক আছে, আপনার

https://kitabbhubon.com

কোনোও গ্রহণযোগ্য, ক্ষমার যোগ্য, এসব সত্ত্বেও মনের প্রফুল্লতা আমার হাতে নেই। এটাই ছিল আমার পূর্ব চিঠির আসল উদ্দেশ্য। তবে এখন আমার মনের মধ্যে কোনো সংকোচ নেই। আমার ধারণায় ঘটনাটি আপনার জন্য বিশেষ রহমত হিসাবে সংঘঠিত হয়েছে। কারণ এর মধ্য দিয়ে আপনার অনেক চিন্তা ও ধারণার এসলাহ হয়ে গেল। চিন্তা করে নিজেই বুঝে নিন। যা হোক এখন নিশ্চিন্ত ও শান্ত থাকুন। প্রফুল্লতার সঙ্গেই খেদমত করব ইনশাআল্লাহ্।

পীরের কাছে এমন কোনো আবেদন করা অনুচিত যার মাধ্যমে নিজের রায় প্রকাশ পায়

প্রশ্নঃ বর্তমানে অধমের দিলের মধ্যে একথাটি বসে গেছে যে, যতদিন পর্যন্ত রূহানী শক্তি অর্জিত না হয় ততদিন নেক আমল হওয়া কঠিন। এর তদবীর বলুন।

বিশ্লেষণঃ যা লিখেছেন সেটাই তদবীর। মুরীদের জন্য জরুরি হল শুধু আপন অবস্থা পীরকে জানানো এবং তাঁর নির্দেশনার (অযীফা, আমল, যিকির ইত্যাদি) অনুসরণ করা। এমন সব আবেদন- যাতে প্রকৃতপক্ষে নিজের মত প্রকাশ করা হয়, অনুচিত।

আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পর্ক শুরু হওয়ার লক্ষণ

প্রশ্নঃ আজকাল এ অধমের দিলের মধ্যে নতুন একটা কিছু তৈরি হয়েছে যার ফলে সর্বক্ষণ দিলের মধ্যে আল্লাহ্র স্মরণ থাকে। কখনোই সেটা ভুল হয় না।

বিশ্লেষণঃ এটা (আল্লাহ্র সঙ্গে) সম্পর্কের সূচনা। মুবারক হোক।

প্রশ্নঃ রাতের মা'মূল (আমল ও অযীফা) বারো তাসবীহ, দিনে বারো হাজার কমে যাত। গতকাল সকাল থেকে আমার এক অবস্থা হয়েছে যা হুবহু লিপিবদ্ধ করা প্রায় অসম্ভব। দৃষ্টান্তস্বরূপ পেশ করছি, পৃথিবীতে কারো সঙ্গে যদি গভীর সম্পর্ক এবং ভালোবাসা গড়ে উঠে তবে সারাক্ষণ শুধু তার কথাই মনে পড়ে। তার পছন্দ-অপছন্দ, সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির ভাবনাটাই মনজুড়ে থাকে সারাক্ষণ। মাহবূবের সঙ্গে সংশ্রব নেই এমন কোনো চিন্তা, কথা বা কাজ তখন একদম ভালো লাগে না এবং অন্য যে কোনো বিষয়ে তৈরি হয় মনের মাঝে অন্যমনস্কতা। তখন হৃদয়ে থাকে শুধুমাত্র ঐ মাহবূবের প্রতি প্রচণ্ড ঝোঁক, আমার অবস্থা চলছে ঠিক সেই রকম। এমন অপ্রতিরোদ্ধ ভালোবাসা অনুভূত হচ্ছে

https://kitabbhubon.com

যে, সারাক্ষণ শুধু সেই ভাবনায় ডুবে থাকলে মনের মধ্যে বোধ হতে থাকে ভীষণ শান্তি ও প্রশান্তি। যদিও ঐ অবস্থার মধ্যে মনের উপর এক প্রকার চাপও থাকে কিন্তু সে চাপকে মোটেও কষ্টকর মনে হয় না। বরং তাতেও মনে থাকে আরাম ও আনন্দ। আর যদি ঐ ভাবনার মাঝে এসে পড়ে কোনো প্রতিবন্ধকতা তবে হৃদয়টা হয়ে পড়ে ভীষণ মলিন। আবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ চিন্তায় মগ্ন হলে মনে সুখ এসে যায়। এটা ছিল আমার গত কালকের অবস্থা। আজ তাহাজ্জুদের পর ঐ অবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এই অনুভূতি যে, জগতে একমাত্র আল্লাহ্ জাল্লা জালালুহুই বিদ্যমান। আল্লাহ্ ছাড়া যা কিছু আছে সব তাঁর প্রকাশ ক্ষেত্র (মাযাহের)। আর পরওয়ারদেগার আল্লাহ্ প্রকাশ্য (যাহের)। এর দৃষ্টান্ত এরূপ মনে হল যে, যেমন ঘরের সকল আলোর উৎস হল বিদ্যুৎ। বৈদ্যুতিক বাল্ব যে আলো লাভ করে তা ঐ উৎস থেকে। সে আলো দান করে ঐ উৎসের জোরে। নতুবা তাতে কোনো আলো নেই। যখন ঐ মূল উৎস (বিদ্যুৎ সরবরাহ) কেন্দ্র থেকে আলো বন্ধ করে দেওয়া হয় তখন সকল বাল্বের আলোই বন্ধ হয়ে যায়। ফলে বুদ্ধিমান দর্শক বাল্বকে আলোকিত দেখলেই বুঝতে পারে যে, এই আলো তার নয় বরং ঐ বিদ্যুৎ (সরবরাহ) কেন্দ্র থেকেই আগত। এই সকল বাল্ব ঐ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রকাশ ক্ষেত্র (মাযাহের)। যেমন কাফিরগণ 'মুদিল্ল' (গুমরাহকারী) সিফাতের প্রকাশক্ষেত্র (মাযহার)। আর মু'মিনগণ 'হাদী' (হিদায়াতকারী) সিফাত এর প্রকাশক্ষেত্র (মাযহার)।

এছাড়া সকাল থেকে নিজেকে নিকৃষ্ট ও তুচ্ছ মনে হচ্ছে খুব বেশি। পূর্বে নিজের মধ্যে যে সতর্কতা ও চালাকি ছিল তা একবারেই নেই মনে হচ্ছে আর যে কাজই নিজে করি বা অন্যকে করতে দেখি বুঝতে পারি যে, সকল কাজেরই আসল কর্তা আল্লাহ্ তাআলা। মানুষকে শুধু উসিলা বানিয়ে রেখেছেন।

বিশ্লেষণঃ আলহামদুলিল্লাহ্! বাতেনি নেসবত এবং তাওহীদ ও ফানা'র হালত শুরু হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা পূর্ণতায় উপনীত করুন।

সোহবতের বারাকাত

হালঃ হযরতের খিদমতে আসার পূর্বে কারো প্রতি অন্তরে বিদ্বেষ ছিল আবার কারো প্রতি ছিল মহব্বত। তাদের মধ্য থেকে কারো কথা মনে পড়লে মনের মধ্যে মহব্বত জেগে উঠত কারো প্রতি জাগত বিদ্বেষ। কিন্তু হুযূরের খিদমতে

https://kitabbhubon.com

আসার পর ঐ সব বিষয়ের নাম-গন্ধই নেই মনের মধ্যে। যখনই মনে পড়ে অন্য সাধারণ লোকদের মতোই মনে পড়ে। মনের কোনো বিশেষ প্রতিক্রিয়া হয় না। মোটকথা, মনের মধ্যে এখন আল্লাহ্ তাআলার স্মরণ ছাড়া আর কিছু আছে বলেই মনে হয় না। মনে হয় হৃদয়ের মধ্যে যতটুকু স্থান আছে সবটুকু দখল করে আছে আল্লাহ্ তাআলার স্মরণ এবং তাঁর ভালোবাসা।

বিশ্লেষণঃ মুবারক হোক।

বাইআতের (মুরীদ করার) অনুমতি

হালঃ অধমের বর্তমান অবস্থা হল, যখনই বাড়ি থেকে চিঠি আসে তাতে কোনো আনন্দ বা বেদনার সংবাদ থাকে অথবা অন্য কেউ যখন কোনো আনন্দ বা বেদনার সংবাদ শোনায়, তো যখন শুনি তখন মনের উপর কিছু প্রভাব পড়ে। কিন্তু পরে একেবারেই সেদিকে কোনো খেয়াল থাকে না। দিলের উপর সর্বক্ষণ এক এতমিনান ও সুকূন (শান্তি ও প্রশান্তি) বিরাজ করে। মনটা সর্বদাই আল্লাহ্র দিকে নিবিষ্ট থাকে। কোনো কোনো সময় যিকিররত অবস্থায় কোনো অঙ্গে নড়াচড়া (হরকত) অনুভূত হয়। আর একদিন যিকিরের মাঝে মনে হল যেন সারা দেহে অসংখ্য সুঁই ফোটানো হচ্ছে।

গতরাতে স্বপ্নে দেখলাম যে, হযরত বাদ মাগরিব অধমকে ডাকলেন এবং আমার ডান হাত হযরত নিজের ঘাড়ের উপর রাখলেন। এরপর হযরত বান্দার প্রতি মুতাওয়াজ্জিহ (মনোনিবিষ্ট) হলেন। উৎসর্গ অভিলাষী এই গোলামের উপর তাওয়াজ্জুহ দিলেন, তখন আমার কলবের এক বিস্ময়কর অবস্থা তৈরি হল। মনে হচ্ছিল যে, হযরতের সীনা মুবারক থেকে আমার সীনায় কিছু একটা প্রবেশ করছে। যার ফলে আমার কলব রওশন ও আলোকিত হয়ে উঠল। আমি ভীষণ জোশ ও আবেগে আপ্লুত হয়ে গেলাম। অতঃপর হযরত আমাকে ছেড়ে দিলেন। সেখানে আরো দু-একজন মানুষ ছিলেন। হযরত সকলের দিকেই তাওয়াজ্জুহ দেওয়া শুরু করলেন। তখনও কলবের আশ্চর্যজনক অবস্থা প্রত্যক্ষ করলাম। মনে হচ্ছিল কলব সবটুকু নূর ও আলোয় ভরে গেল। তখন খেয়াল হল যে, হযরত তো বলেন যে, 'আমি কারো উপর তাওয়াজ্জুহ দেই না এবং এটা আমার অভ্যাস নয়।' আমার মনে হল যে, এটা তাওয়াজ্জুহ নয় তো কী? এরপরই ঘুম ভেঙে গেল এবং আমি জেগে উঠলাম। মনের মধ্যে দারুন আনন্দ বোধ হচ্ছিল। সারাদিন ধরে বিস্ময়কর প্রফুল্লতা ও চাঞ্চল্য অনুভব করলাম।

https://kitabbhubon.com

অন্য প্রসঙ্গে আরয এই যে, পিতা-মাতা আজ দু-বছর যাবত আমাকে ডাকছেন। এমন কি রমযান শরীফের পূর্বে যখন আমি এখানে আসলাম তখন উপর্যুপরি তিন-চারটা চিঠি এসেছে জলদি চলে এসো। এভাবে তারা খুবই পীড়াপীড়ি করেছেন। কিন্তু আমি সকল চিঠির জবাবে লিখেছি যে, এখানে হযরতের খেদমতে ছয়-সাত মাস থাকা যতদিন পূর্ণ না হবে, আমি কিছুতেই আসতে পারব না। এই শক্ত অবস্থানের ফলে তারা দীর্ঘদিন নীরব ছিলেন। এখন আবার সেই আগের মতো করে চিঠি লিখা শুরু করেছেন। আবারও সেই একই দাবি তুলছেন জলদি চলে এসো। ছয়-সাত মাসের স্থানে আট মাস পার হয়ে গেছে এখন তো আর কোনো ওযর তোমার নেই। আজ তো পথ খরচাও এসে গেছে।

আমাকে এরূপ ডাকার কারণ এই যে, আমার বড় ভাইকে বিয়ে করাতে চান কিন্তু তিনি আমার উপস্থিতি ছাড়া বিয়ে করতে রাজি নন। ইতোপূর্বে আমাকে যখন রমযানের আগে যাওয়ার জন্য ডেকেছিলেন তখন বিয়ের দিন তারিখ চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমার ভাই সাহেব বিয়ে না করে পালিয়ে কলকাতা চলে যান। সেখান থেকে চিঠি লিখে জানান যে, আমি তাকে (আমাকে) ছাড়া বিয়ে করব না। এখন বাবা অসহায় হয়ে আমাকে চিঠি লিখেছেন যে, যেভাবেই হোক তুমি দ্রুত চলে এসো। এজন্যই অধম হযরতের খেদমতে নিবেদন করছে যে, এ ব্যাপারে হযরত কী মত পোষণ করেন? অধমের জন্য এখানে আরো বেশিদিন থাকা যদি সমিচীন মনে করেন তবে আমার থাকার ইচ্ছা আছে। আর যদি যাওয়াটাই সমিচীন হয় তবে আমি চলে যাব। মোটকথা হযরত যেটা আমার জন্য উত্তম মনে করবেন আমি সেটাকেই আমার স্বার্থ ও কল্যাণ মনে করছি। আমি খুব ভালোভাবে জানি যে, হযরত আমার স্বার্থ দেখেই মতামত দিবেন। যদিও সাধারণভাবে হযরত কাউকে মশওয়ারা দেন না কিন্তু আমি আশা করি এই অধমকে সেই নিয়মের বাইরে রেখে মশওয়ারা দিয়ে কৃতার্থ করবেন।

বিশ্লেষণঃ সকল হাল পড়লাম এবং খুশী হলাম। ইনশাআল্লাহ্ দৈনন্দিন উন্নতি ঘটবে। এখন আর শারীরিক দূরত্ব ক্ষতিকর হবে না। এজন্য দেশে চলে যাওয়াই আপনার জন্য যুক্তিসঙ্গত। আপনার স্বার্থ এবং মঙ্গল এটাই। আমি আল্লাহ্র নামে আপনাকে এজাযত দিচ্ছি। যদি কোনো 'ত্বালিবে সাদিক' (খাঁটি আল্লাহ্র সন্ধানী) আল্লাহ্র নাম বা পথ জানতে চায় অথবা মুরীদও হতে চায় তবে তার আবেদন মঞ্জুর করবেন। ইনশাআল্লাহ্ তাআলা আপনার দ্বারা

https://kitabbhubon.com

মাখলূকের মঙ্গল ও উপকার হবে। সঙ্গে সঙ্গে এটার অনুমতি প্রদান করছি যে, এই এজাযতের খবর নিজের বিশেষ বিশেষ বন্ধুদেরকে জানাবেন এবং প্রচার করাবেন।

চিঠির অনুরোধে পীরকে সালাম না জানানো অপরাধ নয়

প্রশ্নঃ আমাকে যারা চিঠি লেখেন তারা প্রায় সকলেই হুযূরকে সালাম জানানোর অনুরোধ করেন। আমি জানাই না 'আসসালামু...' উচ্চারিত না হওয়ার কারণে। যাদের সাথে সহজ সম্পর্ক (বেতাকাল্লুফি) আছে, তাদেরকে লিখে দেই আমাকে না বলে সরাসরি হুযূরকে লিখুন। প্রশ্ন হচ্ছে এতে আমার কোনো অপরাধ হচ্ছে না তো?

জবাবঃ কোনো অপরাধ হচ্ছে না।

নিজেই লাভ-ক্ষতির প্রস্তাব করা মুরীদের জন্য বেয়াদবী

হালঃ আমি যখন দাওরায়ে হাদীস পড়তাম, এক রাতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখেছিলাম। তখন আমার হালত ছিল খুব ভালো এখন আর সেটা নেই। দিলের তামান্না আবার যদি তাঁর দর্শন পেতাম! আবার যদি আল্লাহ্‌র প্রতি যওক-শওক পয়দা হত! জানি না কী হবে।

বিশ্লেষণঃ আপনি তো একাই এক শ। ফলাফল এবং তা লাভ করার পন্থা নিজেই ঠিক করে ফেলেছেন, আপনি তো নিজেই পীর, শুধু শুধু আমি অধমকে আপনার দরকার কী?

মুনাসাবাত ছাড়া বাইআত উপকারী নয়

হালঃ নেহায়াত আদবের সঙ্গে নিবেদন করছি যে, যদি হযরতের মর্জির খেলাফ না হয় এবং আমার জন্য ক্ষতিকর না হয় তাহলে বরকতের উদ্দেশ্যে এবং পূর্ণ মুনাসাবাত তৈরির লক্ষ্যে আমাকে বাইআত (মুরীদ) করে নিন।

বিশ্লেষণঃ মুনাসাবাত ছাড়া বাইআতে কোনো লাভ নেই। আপনার মুনাসাবাত যে এখনো হয় নি, উপরোক্ত আবেদন সেটাই প্রমাণ করে।

হালঃ হুযূরের মর্জির খেলাফ না হলে কিছু যবানী নসীহত বা মৌখিক আদেশ-উপদেশ কামনা করি।

https://kitabbhubon.com

বিশ্লেষণঃ এটাও মুনাসাবাত না হওয়ারই প্রমাণ। আমার দৈনন্দিন বিশদ দিক নির্দেশনার পরও এ ধরনের **অস্পষ্ট** আবেদনের প্রয়োজন হল?

প্রশ্নঃ সুযোগ পেলে কিতাব দেখব কিনা? যদি অনুমতি প্রদান করেন তবে কোন্ কোন্ কিতাব দেখব?

জবাবঃ পূর্ণ চিন্তা-ভাবনার সাথে দশবার ক্বসদুস সাবীল পড়বেন এরপর আবার জিজ্ঞাসা করবেন।

হালঃ এ অধম হযরত মাওলানা... এর মুরীদ। পীরের ইন্তেকালের পর থেকে মুর্শিদের তালাশ করে যাচ্ছিলাম। কিন্তু কোনো জায়গায়ই মন লাগল না। মনঃপুত হল না কেউই। বেশ কিছুদিন থেকে অধম আপনার রচনাবলী পড়া-শোনা করছে। বিশেষভাবে আল্ ইমদাদ এবং হুসনুল আযীয কিতাব দুটি গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়েছি। তাছাড়া হুযূরের মুরীদদের সঙ্গে মেলামেশা করেও খুব ভালো লেগেছে। এজন্যই অধমের আকর্ষণ তৈরি হয়েছে হুযূরের প্রতি। দীর্ঘদিনের ইচ্ছা সত্ত্বেও এতদিন চিঠি লিখে জানাতে সক্ষম হই নি। আশা রাখি অধমকে হুযূরের খাদেমদের মধ্যে সামিল করে নিয়ে তালীম ও তালকীন দান করবেন। যেন আল্লাহ্ তাআলা ইহ্সান ও আবদিয়াতের মর্তবা দান করেন। দান করেন ইখলাস ও দাসত্বের পূর্ণ মর্যাদা। সাংসারিক কাজ-কর্ম এবং আনুষঙ্গিক কারণে খিদমতে হাজির হতে পারছি না। বর্তমানে আমি মা'যূর। পরবর্তী কোনো এক সময় ইনশাআল্লাহ্ কদমবুছির বরকত হাসিল করব।

অধমের বয়স আনুমানিক চল্লিশ বছর। পেশা দোকানদারী। মস্তিষ্কের দুর্বলতার রোগ আছে। এমন কি অল্প কিছুক্ষণ কিতাব পড়লে বা যিক্‌রে জলী করলে মস্তিষ্কে শুষ্কতা ও দুর্বলতা বোধ হতে থাকে। মরহুম মুর্শিদের নির্দেশ মতো ফজর নামাযের পর ১১০০ বার 'ইয়া মুগনী' পড়ি এবং এক বা দেড় পাড়া কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করি। এশার নামাযের পর ১১০০ বার 'ইয়া ওয়াহ্হাবু' এবং ১০০ বার 'লা হাওলা...' ১০০ বার 'আউযুবিল্লাহ' ১০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে থাকি। এখন হুযূর যেভাবে বলবেন ইনশাআল্লাহ্ সেভাবেই আমল করব। তাহাজ্জুদের আকাঙ্ক্ষা যতই করি পড়তে পারি না। নফ্স খুবই অবাধ্য। আপন মর্জি মতো যা চায় তাই করিয়ে নেয়। অধমের আরো একটি নিন্দনীয় ও নিকৃষ্ট রোগ হল সৌন্দর্যপূজা। দয়া করে এরও এলাজ বলে দেবেন। আদবের খেলাফ কোনো কথা বলা হয়ে থাকলে তার জন্য ক্ষমা চাচ্ছি। চিকিৎসকের কাছে রোগ গোপন করা তো অন্যায়।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-১৪০

https://kitabbhubon.com

বিশ্লেষণঃ বাইআত এবং বিস্তারিত নির্দেশনা মুনাসাবাত এবং সোহবতের উপর নির্ভরশীল যা এখনো আপনি অর্জন করতে পারেন নি। সেটার ইনতেযার ও অপেক্ষায় থাকুন। তবে মোটামুটি এজমালী নির্দেশনা দূর থেকেও সম্ভব। আপনি অযীফার ব্যাপারে কুসদুস সাবীলের আলোকে এবং নফসানী রোগের চিকিৎসার ব্যাপারে তাবলীগে দীনের নির্দেশনা মেনে চলুন। অবস্থার অবগতি যদি দিতে থাকেন তবে তালীমের সিলসিলা চালু রাখব। শর্ত এই এই চিঠিও সঙ্গে পাঠাতে হবে। তাহাজ্জুদ এশার পর পড়ে নিন। সৌন্দর্যপূজার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা এই যে, আকর্ষণ তৈরির ব্যাপারে তো এখতিয়ার নেই কিন্তু সে আকর্ষণকে উপেক্ষা করার বা আমল করার এখতিয়ার তো আপনার আছে। উপেক্ষা করেন না কেন?

কোনো বিশেষ অযীফা বা শোগলের আবেদন করা বেয়াদবী

হালঃ এতদিন ধরে আপনার বরকতে প্রাথমিক তা'লীম-তালকীন এবং প্রচুর ফয়েয ও সফলতা পেয়েছি। হুযূরের খেদমতে প্রার্থনা এই যে, মেহেরবানী করে আরো সামনে অগ্রসর হওয়ার যিকির, মুরাকাবা বা আরো বেশি আমলের অনুমতি দান করুন। ভীষণ কৃতার্থ হব। যদিও এভাবে বলাটা আমার জন্য ভীষণ বেয়াদবী।

বিশ্লেষণঃ তাহলে সেই বেয়াদবী করার প্রয়োজন কী? নিজের অবস্থা ও আমলের খবর বিশদভাবে জানাতে থাকুন। কখনো নিজে অযীফা বা শোগলের ফরমায়েশ করবেন না।

পীরের মহব্বত

হালঃ দীর্ঘকাল ধরে হুযূরের বরকতপূর্ণ সান্নিধ্যের সুযোগ ও সৌভাগ্য এই গোলামের হয়েছে। মাঝে মাঝে সাক্ষাৎও হয়। সকল বুযুর্গের চেয়ে অধিক মহব্বত, সম্মান দিলের মধ্যে সর্বদাই ছিল। কিন্তু এবারের বিরহের কারণে দিল এত অস্থির হয়েছে যা আর কখনো হয় নি। এমন কি যিকিরের হালতেও কখনো কখনো হুযূরের শুধু খেয়ালই নয় বরং পূর্ণ দেহ ও আকৃতিই যেন চোখে দেখতে পাই। দেখি যে হুযূর উস্তাদের মতো তাশরীফ রাখেন আমি অনুগত ছাত্রের মতো সামনে বসে যিকির করছি। এতে যদিও মনের মধ্যে দারুন স্বাদ ও আনন্দ পাই কিন্তু প্রশ্ন জাগছে এই যে, তাহলে কি ইতিপূর্বে হুযূরের খাঁটি মহব্বত আমার অন্তরে ছিল না? অথচ আমি তো সেই

https://kitabbhubon.com

মহব্বতেরই দাবি করে আসছি এতকাল ধরে এবং এ ব্যাপারে আমি একশভাগ নিশ্চিত ছিলাম।

বিশ্লেষণঃ ছিল, পূর্বেও আপনার দিলে খাঁটি মহব্বত ছিল কিন্তু তার বহিঃপ্রকাশের উপকরণ এখনকার মতো ছিল না। কোনো এক বছরে গাছে ফল ধরলে কি এটা প্রমাণ হয় যে, ইতিপূর্বে তার মধ্যে এই (ফল ফলানোর) যোগ্যতা ছিল না?

পীরের জরুরত এবং তাঁর কাছে অবস্থানের শর্ত

হালঃ হুযূরের খিদমতে নিবেদন এই যে, এই অধমের মাতৃভাষা উর্দূ নয় আরবী। আমি আরবী ভাষার বিভিন্ন বিষয়ের কিতাব যেমন, ফিকহের কানযুদ্দাকাঈক, শরহুল বিকায়াহ, ফারাইয এবং তাফসীরের জালালাইন এবং হাদীসের মিশকাত পড়েছি। এছাড়া আপন যোগ্যতা মতো বিভিন্ন কিতাব নিজে নিজে অধ্যয়ন করেছি। এহ্ইয়াউল উলূম কিছুটা একজন উস্তাদের কাছে পড়েছি অবশিষ্ট অংশ নিজে নিজেই দুই তিনবার অধ্যয়ন করেছি। এই পর্যায়ে আমার সুলূকের কিতাব পড়ার আগ্রহ তৈরি হয় এবং সে হিসাবে ইবনে আব্বাদ আশ্শাযুলীর মাফাখিরুল আলিয়্যাহ, ইবনে আতাউল্লাহ আস্সিকান্দারীর হিকাম এবং শা'রানীর তানবীর ফী ইসকাতিত্তাদবীর এবং লাতাঈফুল মিনান ইত্যাদি কিতাব পড়ে শেষ করেছি। এখন আমি ভীষণ পেরেশান, অস্থির ও দিশেহারা এ কারণে যে রদ্দুল মুহ্তার কিতাবে রয়েছে 'আধ্যাত্মিক ইল্ম শিক্ষা করা ফরজে আইন যা আলোচিত হয়েছে এহ্ইয়াউল উলূমের বিনাশন অংশে।' আমি এহ্ইয়াউল উলূমের উল্লেখিত অংশে দেখলাম, সেখানে বলা হয়েছে- 'যে ব্যক্তির কোনো পথ প্রদর্শক পীর নেই শয়তান তাকে আপন গোমরাহীর পথে অবশ্যই টেনে নেবে।' এটা দেখার পর আমার মধ্যে পীর সন্ধানের সংকল্প জাগল। ইতিমধ্যে ইমাম গায্যালীর খুলাসাতুত তাছানীফের মধ্যে পেলাম যে, 'কামেল পীর হবেন এমন ব্যক্তি যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে (হৃদয়যোগে) প্রাপ্ত ইলমের কারণে তথাকথিত আলিমদের (ইলমের) অভাববোধ করবেন না। সুতরাং এরূপ পীর পাওয়া গেলে তাঁর অনুসারী হয়ে যাওয়াটাই হবে একমাত্র সঠিক কাজ তবে এরূপ পীর বিশেষত এই যুগে একেবারেই দুষ্প্রাপ্য...'
এটা পড়ার পর সিদ্ধান্তহীন হয়ে পড়ে থাকলাম। কুরআন সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরে আমল করব বলে স্থির করলাম। কিন্তু আবারও আমাকে পেরেশানিতে ফেলে দিল 'লাতাইফুল মিনান' এর নিম্ন বক্তব্যটি -

https://kitabbhubon.com

পীর ছাড়া সাধনা করতে গিয়ে আমার অবস্থা হয়েছিল এরূপ যে, আমি বিভিন্ন ধরনের কিতাব অধ্যয়ন করতাম যেমন আবু তালিব মক্কীর আল্ কুওওয়া, সোহরাওয়ারিফুল মাআরিফ, রিসালাতুল কুশাইর এবং ইমাম গায্যালীর এহ্ইয়া ইত্যাদি এবং এসব কিতাব থেকে যা বুঝে আসত সে অনুসারে আমল করতাম কিন্তু কিছুকাল পরে মনে হত যা করছি সেটা ঠিক নয় ফলে সেই আমল ত্যাগ করে নতুন আমল শুরু করতাম। এটা হল পীর ছাড়া সাধনাকারীর দৃষ্টান্ত।

অন্যস্থানে তিনি বলেছেন- ইমাম গায্যালী মুর্শিদের হাতে নিজেকে সঁপে দেওয়ার পর বলতেন- এতদিন মুর্শিদ ছাড়া বৃথাই জীবনটাকে নষ্ট করেছি। কারণ তিনি তখন এই সম্পর্ক ও সালেকদের বিভিন্ন অবস্থার স্বাদ পেয়েছিলেন। এছাড়া শেখ ইয্যুদ্দিন বলতেন- আমি আমার মুর্শিদ আবুল হাসান আশ্শাযুলীর সান্নিধ্য লাভের পরেই কেবল পূর্ণাঙ্গরূপে দীন ইসলামকে বুঝতে পেরেছি। পীর বা মুর্শিদের উপকারিতা এটাই যে, এতে মুরীদের সাধনার পথ সংক্ষিপ্ত হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি পীর ছাড়া এই (সুলূকের) পথে পা বাড়াবে জীবন শেষ হয়ে গেলও সে গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবে না। কেননা পীরের দৃষ্টান্ত হল আঁধার রাতে মক্কার পথে হজ্জযাত্রীদের রাহবারের মতো।

তিনি আরো লিখেছেন- বর্তমানে মানুষের সামনে রয়েছে (আল্লাহ্কে পাওয়ার পথে) অসংখ্য-অগণিত বাধা। এ জন্যই কতিপয় উলামায়ে শরীয়ত তালিবের (আল্লাহ্র নৈকট্য সন্ধানীর) জন্য বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন মুর্শিদ এর আশ্রয়গ্রহণ। যিনি তাকে এই পথের বাধা বিপত্তি দূর করার নির্দেশনা দিতে পারবেন।

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে আমি বুঝেছি যে, উল্লিখিত বুযুর্গগানেদীন পীর ছাড়া সাধনার ক্ষেত্রে কষ্টের মধ্যে পড়েছিলেন অতঃপর পীরের বদৌলতে তাঁরা মুক্তি লাভ করেছিলেন। আমি এখন চিন্তায় পড়েছি যে, আমলের কোন্ তরয বা ধারাটি অবলম্বন করব। এ চিন্তাতেই আমি হয়রান হয়ে আছি। আমাদের এলাকায় কিছ বুযুর্গ আছেন যাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে থাকেন যে, বর্তমানে কামেল পীর খুঁজে পাবে না সুতরাং তুমি কুরআন সুন্নাহর উপর আমল কর। সেভাবে আমল করতে গেলে একসময় মনে চায়, এহ্ইয়াউল উলূমের আলোকে আমল করি, আরেক সময় মনে হয় ইবনে আতাউল্লাহর হিকাম বা লাতায়েফের আলোকে আমল করি। আবার কখনো মনে হয় এটাও নয় ওটাও নয়, মাঝখানে আমি অস্থির পেরেশান। অবশেষে হাদীস, ফেকাহ ও তাফসীরের উপর চলতে চাইলাম। এবার দেখি রদ্দুল মুহতার লিখেছে যে,

https://kitabbhubon.com

'ইলমুল কলব' ফিক্হ এবং হাদীসে স্পষ্ট নয়। এটা দেখে আবারও পেরেশান হলাম। আমাদের এলাকায় 'ফুতূহাতুল মাক্কিয়্যাহ' বেশি বেশি পড়েন এমন কতিপয় বুযুর্গ বললেন- ফেকাহ হল শরীয়তের একটি বিষয় যা জনসাধারণের এসলাহের জন্য, আমাদের জন্য নয়। এবং সেটা মানুষের পার্থিব উপার্জনের ক্ষেত্রে হালাল-হারাম বিচারের জন্য আমাদের জন্য নয়। প্রকৃতপক্ষে তাসাওউফ এবং এশকে ইলাহীর তরীকা বর্ণনা করার মতো কোনো মুর্শিদ এই যুগে নেই। এখন আমাদের পীর হলেন পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। অতএব তাঁকে অসীলা বানিয়ে সর্বদা দরূদ শরীফ পড়ে ইয়া রাসূলাল্লাহ ডাকতে থাকা উচিৎ। আমি পেরেশান হই একথা ভেবে যে, তাহলে কি হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী এবং হাম্বালী মাযহাবের মাশায়েখ ও বুযুর্গরাও এরূপই বলেন? অথচ আব্দুল ওয়াহ্হাব আশ্শারানী লাতায়েফের মধ্যে বলেছেন- নিশ্চয় প্রত্যেকেরই কিছু বাতেনি রোগ-ব্যধি আছে যা কোনো জীবিত কামেল পীরের সংস্পর্শ ছাড়া জানা যায় না।

এটা দেখে আমার দিল আপনার প্রতি ধাবিত হয়েছে। কারণ আপনার কিছু লিখনি পড়েই আপনার খিদমতে হাজির হওয়ার ইচ্ছা আমার হৃদয়ে জেগেছে। সে উদ্দেশ্যে আমার বিশেষ হালত আপনাকে জানাচ্ছি, আমার আবাস কিন্নোর-এ। এখানে একটি পুরাতন মসজিদ ছিল যেটাকে শহীদ করে নতুন মসজিদ তৈরি করা হয়েছে। এতে মুসল্লি ও ইমামদের মাঝে তৈরি হয়েছে বিরোধ ও দলাদলি। এক দলের দাবি মসজিদ আমাদের, অন্যদল বলে- না, আমাদের। এভাবে এই বিরোধ শেষ পর্যন্ত আদালতে গড়ায়। ইতিমধ্যে চল্লিশ হাজার রুপি খতম, ফয়সালা এখনো হয় নি। এসব লোকের মাঝে থেকে আমার অন্তরে তৈরি হচ্ছিল পেরেশানি। সুতরাং তাদের ছেড়ে আমি কিন্নোরের অন্যত্র ইমামতি এবং শিক্ষকতা গ্রহণ করেছি। আপনার কয়েকটি রিসালা পড়ার পর বিশেষত তরবিয়াতুস সালিক পড়ে আপনার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছি। আপনার কাছে আসার সংকল্প করেছি, উদ্দেশ্য সেটাই যা বলেছেন ইবনে আব্বাদ-'তরীকতের সবক নেয়ার উদ্দেশ্য হল আত্মাকে শুদ্ধ ও সুসভ্য করে গড়ে তোলার প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং ফানা ফিত্ তাওহীদ ওয়াল বাক্বা (আল্লাহ্র একত্বের ও চিরস্থায়ীত্বের মাঝে বিলীন হওয়া)এর মুশাহাদার উদ্দেশ্যে মুর্শিদের সান্নিধ্যে মুজাহাদা করে যাওয়া'। এভাবেই আপনার খিদমতে তারবিয়াত গ্রহণের জন্য আমার দিল বেকারার ও অস্থির হয়ে আছে। আপনার নির্দেশনাই পালন করব। যদি উক্ত পদ্ধতিতে বাইআত গ্রহণের যোগ্য

https://kitabbhubon.com

আমি না হই তবে ইবনে আব্বাদের অন্য বক্তব্য মতে-'নফসের এলাজ ও তামা শোগল সম্পাদন করা উচ্চমানের ব্যক্তি ছাড়া যেনতেন লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে জনসাধারণের সুলূক এই যে, কোনো একজন নির্ভরযোগ্য ও আল্লাহ্ওয়ালা আলেমের নিকট থেকে নিজের আক্বায়েদ শুদ্ধ করে নেবে। নিজের অবস্থা সম্পর্কে বিশদভাবে জেনে নেবে। নিজের অবস্থা হিসাবে সকল কাজে তাকওয়া ও আল্লাহ্র ভয় এবং ইস্তিকামাত ও অবিচলতাকে যথাসাধ্য আকড়ে ধরে থাকবে।' এছাড়া কাওলে জালীলে উল্লেখ রয়েছে-'নিশ্চয় মানুষ কামেল ব্যক্তিদের সান্নিধ্য ছাড়া সফলতা পেতে পারে না। যেমনিভাবে কেউ ইমামাদের সান্নিধ্য ছাড়া ইল্ম অর্জন করতে পারে না।' উদ্ধৃত এসব বক্তব্যের আলোকে হুযূর যদি আমাকে আসার অনুমতি প্রদান করেন তবে অবশ্যই চলে আসব। নতুবা অধমের কলবের পিপাসা নিবারনের জন্য অন্ততঃপক্ষে হুযূরের কিছু কথা শুনতে আমি অধির হয়ে আছি। হুযূরের খিদমতে হাজির হওয়ার জন্যও ভীষণ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে অপেক্ষা করছি। হুযূর যেভাবে নির্দেশ দেবেন সেভাবেই করব। উর্দূ যেহেতু আমার মাতৃভাষা নয় সুতরাং উর্দূতে লেখা এই চিঠির কোনো শব্দ হুযূরের শানের খেলাফ হয়ে থাকলে মেহেরবানী করে ক্ষমা করে দেবেন। কারণ উর্দূ আমি ভালো জানি না।

বিশ্লেষণঃ আপনার হালত শুনে খুশী হলাম। আমি ছাহেবে কামাল (মকবূল বান্দা) নই এবং খিদমত করতে আপত্তি নেই। তবে আমার নিকট আসার জন্য একটি শর্ত আছে। সেটা এই যে, কিছুদিন পর্যন্ত যা কিছু আমি বলব শুনতে থাকবেন। কোনো প্রশ্ন করবেন না। আমার কথাগুলো গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করবেন। পরে সময়মতো আপনাকে বলার ও প্রশ্ন করার অনুমতি দেওয়া হবে।

তরীকতের মধ্যে নিজেকে সমর্পিত করে দেওয়া প্রধান শর্ত

প্রশ্নঃ এ অধম হুযূরের উর্দূ রচনাবলী পড়ে বারবার আপনার দরবারে হাজির হওয়ার ইচ্ছা করেছি। কিন্তু আফসোস! সাংসারিক ঝামেলা ও আর্থিক পেরেশানি সর্বদাই বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। হায় অভাব! এ অভাবই আমাকে একটু চিন্তামুক্ত হতে দিল না। তাসাওউফের বিভিন্ন কিতাবাদিও পড়েছি। যেমন না কেন মাআরিফে লাদুন্নিয়্যাহ, মাকতূবাতে ইমাম রব্বানী অথবা মকতূবাতে হযরত মাওলানা শাহ খলীলুর রহমান ইত্যাদি আমার বেশি পছন্দ হয়। এ কারণেই নক্শবন্দীয়া তরীকার প্রতি এক বিশেষ ধরনের হৃদ্যতা তৈরি

https://kitabbhubon.com

হয়েছে। সুতরাং হুযূরের কাছে দরখাস্ত এই যে, যদি হুযূরের উসিলায় দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণের কোনো ব্যবস্থা থাকে তবে যেন আমাকে ফিরিয়ে দেওয়া না হয় এবং নক্শবন্দীয়া সিলসিলায় এই অধমকে বাইয়াতের গৌরব দান করা হয়। আর যদি দুর্ভাগ্যক্রমে দূর থেকে আমাকে বাইআত করে নেয়া সম্ভব না হয় তবে কোনো একটি বিশেষ অযীফা বিশেষ এজাযতক্রমে দান করা হোক যার মাধ্যমে হুযূরের তাওয়াজ্জুহের বরকতে আমার দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা নিশ্চিত হবে। কলব একেবারেই অন্ধকারাচ্ছন্ন, পার্থিব ভোগ-বিলাশে অভ্যস্থ। নফসানী খাহেশাতের অনুগত। আল্লাহ্র ওয়াস্তে এই কাফেরকে মুসলমান বানাবেন। আপনার এই খোদায়ী রহমতের দরবারে আমাকে একটু স্থান দিন এবং আমার উপর রহম করুন।

বিশ্লেষণঃ বিশেষত্বের সাথে কারো কোনো খিদমত করার ব্যাপারে আমার আপত্তি আছে। তাছাড়া এরূপ বিশেষত্বের দাবি জানানো সমর্পন বা আত্ম নিবেদনের পরিপন্থী। অথচ আত্ম নিবেদন ও সমর্পনটাই তরীকতের প্রথম শর্ত।

নিসবত ইলক্বা করার পদ্ধতি

হালঃ তা'লীমুদ্দীনের সত্তর পৃষ্ঠায় আপনি লিখেছেন যে, পীরে কামেল খাঁটি তালিবের জন্য... এরপর এজমালী অথবা তফসিলী সাধনা করাবে যার মাধ্যমে কিছুটা নিসবত তৈরি হয়ে যাবে। অথবা প্রথমে নিসবত ইলক্বা (প্রক্ষেপন) করবে তারপর সাধনা করাবে। যখন সকল সম্পর্ক থেকে কলব মুক্ত হয়ে যাবে যা নিসবতের জন্য অপরিহার্য তখন আবার যিকির ও শোগল এবং মুরাকাবার তা'লীম দিবে যদ্দারা নিসবত দৃঢ় হয়ে উঠবে...।
এখানে আমার জিজ্ঞাস্য বিষয় এই যে, প্রথমে নিসবত ইলক্বা করার পন্থা কী?

বিশ্লেষণঃ পন্থাটা হল তাওয়াজ্জুহে হিম্মত (বশীকরণের মতো এক ধরনের নফসানী ক্ষমতা, এর মাধ্যমে ঐ ব্যক্তি যা ভাবে সেটাই ঘটে)। তবে এ পদ্ধতি শুধুমাত্র বুদ্ধিহীনদের জন্য প্রযোজ্য যাদের উপর যিকিরের কোনো প্রভাবই হয় না। নতুবা এতে অনেক ক্ষতিকর দিকও আছে।

শয়তান কর্তৃক পীরের আকৃতি ধারণ না করা সর্বক্ষেত্রে নয় অধিকাংশ ক্ষেত্রের ব্যাপার

হালঃ ইতিমধ্যে আমি আবারও হুযূরকে স্বপ্নে দেখেছি। একবার তো হুযূর বলেছিলেন- যে স্বপ্ন তুমি দেখেছ তা সঠিক। স্বপ্ন থেকে আমার মধ্যে এই

https://kitabbhubon.com

নিশ্চয়তা জন্ম নিয়েছে যে, এতে আমার পক্ষ থেকে কোনো ভুল-ভ্রান্তি হয় নি। কেননা আমি ভীষণ শঙ্কিত থাকি যে, কেউ আমার কারণে গোমরাহী অথবা বিভ্রান্তিতে পড়ে গুনাহ্ না করে ফেলে অথবা দীনী কোনো বিষয়ে আমার কারণে ভুল না বোঝে। এ নিশ্চয়তার কারণ এই যে, হুযূর কোনো এক মালফূযে অথবা কোনো এক স্থানের বয়ানে বলেছিলেন- শয়তান পীরের সূরত ধরে আসে না। এতে বুঝা যায় যে পীর যদি স্বপ্নে দেখা সূরতকে নিজের বলে স্বীকার না করেন তবে সেটা হবে 'লতীফায়ে গায়বিয়া' অর্থাৎ আল্লাহ্র তরফ থেকে মুরীদের প্রশান্তির জন্য এরূপ দেখানো হয়। আর লতীফায়ে গায়বিয়া থেকে যেটা হবে (আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হওয়ার কারণে) সেটা সঠিকই হবে। যাই হোক এতে শয়তানি ওয়াস্ওয়াসা থেকে মাহফুজ থাকা প্রমাণিত হচ্ছে। যা আসল এবং প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

বিশ্লেষণঃ পীরের আকৃতিতে শয়তানের না আসার ব্যাপরটা সর্বাংশে সঠিক নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সঠিক তবে কখনো কখনো আসা অসম্ভব নয়। আর ঐ দাবির জন্য যে প্রমাণ খাড়া করেছেন সেগুলো কোনোটাই অকাট্য নয় বরং সবই সম্ভাব্য।

পীরের ভালোবাসার মাধ্যম রাসূলের ভালোবাসা

হালঃ হুযূর আমি ইত্তেবায়ে সুন্নতের (পুরাপুরি সুন্নত মতো জীবন যাপনের) খুব চেষ্টা করে থাকি। কোনো ব্যাপারে সামান্যতম সুন্নত পরিপন্থী কিছু ঘটলেই আমার মধ্যে অশান্তি শুরু হয়ে যায়। কিন্তু অবাক ব্যাপার এই যে, আমার মনে আপনার মহব্বত যতটা অনুভব করি রাসূলের মহব্বত ততটা নয় কেন? অনেক সময় এটা ভেবে আমি ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়ি। এটা আমার কোনো দুর্ভাগ্য কিনা। আল্লাহ্র ওয়াস্তে হুযূর এ ব্যাপারে আমার জন্য দুআ করবেন।

বিশ্লেষণঃ এটা আপনার একেবারেই অমূলক সন্দেহ। আসলে আপনার মনে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বতই অধিক। এমন কি খোদ আমার প্রতি আপনার যে মহব্বত তৈরি হয়েছে সেটা কিসের মাধ্যমে? রাসূলের প্রতি ভালোবাসা এবং তাঁর সম্পর্কটাই এর মাধ্যম। ভেবে দেখুন, এটাই যদি না হত তাহলে ইত্তেবায়ে সুন্নতের ব্যাপারে আপনার ঐ অবস্থা কেন হয়? তবে এরূপ সন্দেহ কেন হয় সেটা জানা দরকার, এই সন্দেহ হওয়ার কারণ এই যে, কোনো কোনো বিষয়ের মধ্যে থাকে কিছু কিছু

https://kitabbhubon.com

স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। যেমন দৈহিক নৈকট্য ও অনুভূতির আদান-প্রদানের মধ্যে আছে হৃদ্যতা ও আন্তরিকতা তৈরির বৈশিষ্ট্য। [দৈহিক নৈকট্য ও অনুভূতির আদান-প্রদানের ফলে সৃষ্ট ভালোবাসাকে বলা হয় 'হুব্বে ত্বয়ী' অর্থাৎ স্বভাবগত ভালোবাসা। যেমন সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার এবং তাদের প্রতি সন্তানের ভালোবাসা। পক্ষান্তরে রাসূলকে সর্বাধিক ভালোবাসার যে নির্দেশ সেই ভালোবাসাকে বলা হয় 'হুব্বে আকলী' অর্থাৎ বিবেক-বুদ্ধির বিচারে তাঁর প্রতি ভালোবাসা থাকতে হবে সর্বাধিক। -অনুবাদক] যা আমাকে ভালোবাসার বেলায় একটি বাড়তি ব্যাপার হিসাবে থাকলেও নির্দেশিত ভালোবাসার (রাসূলকে ভালোবাসার ক্ষেত্রে নেই)। আর আল্লাহ্‌র ফজলে নির্দেশিত ভালোবাসা (অর্থাৎ হুব্বে আকলী) রাসূলের সঙ্গেই বেশি আছে।

রিসালা আলইয়াম্ম ফিস্‌সাম্ম (তাসাওউফ মহাসিন্ধু এক বিন্দুতে)

এটি একটি চিঠির জবাব যাতে আবেদন করা হয়েছিল একটি অযীফা বা পদ্ধতি জানানোর যার মাধ্যমে আনুগত্যের মধ্যে উন্নতি এবং সকল গুনাহ থেকে দূরে থাকা সহজ হয়ে যাবে। তার জবাব দেওয়া হয়েছিল নিম্নরূপ।

ভালো কাজ করা এবং গুনাহ ছাড়া দুটোই এখতিয়ারী বিষয়, যেখানে অযীফার কোনো দখল নেই। পদ্ধতির ব্যাপার –ইচ্ছাধীন বিষয়ের পদ্ধতি ইচ্ছাশক্তির ব্যবহার বা ইচ্ছাকে কাজে লাগানো ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে হ্যাঁ, ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগকে সহজ করার জন্য জরুরত হয় মুজাহাদা বা সাধনার, যার হাকীকত হল মুখালাফাতে নফস (নফসের বিরোধিতা ও তাকে প্রতিরোধ করা) এটাকে সর্বদা কাজে লাগানোর মাধ্যমে ধীরে ধীরে সহজতা অর্জিত হয়ে যায়। আমি এখানে মাত্র কয়েকটি বাক্যের মধ্যে গোটা ইলমে তাসাওউফকে তুলে ধরেছি।

পুনশ্চঃ এরপর পীরের করণীয় কাজ থেকে যায় দুটো। এক: নফসের রোগ-ব্যাধি চিহ্নিত করণ। দ্বিতীয়: সাধনার কিছু পদ্ধতি নির্বাচন। যার মাধ্যমে নিরাময় হবে উক্ত রোগ-ব্যাধির।

আল্লাহ্‌, রাসূল এবং পীরের ভালোবাসার জন্য দুআ

হালঃ হুযূর! আমি নামাযের পর মুনাজাতে আল্লাহ্‌, রাসূল এবং পীরের ভালোবাসার জন্য প্রার্থনা করে থাকি, দুআ করি। এতে কোনো ভুল-ত্রুটি থাকলে মেহেরবানী করে জানাবেন।

https://kitabbhubon.com

বিশ্লেষণঃ হাদীসে স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত একটি দুআ- 'আল্লা-হুম্মার যুক্বনী হুব্বাকা ওয়া হুব্বা মান য়ূহিব্বুকা' অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমাকে দান করো তোমার মহব্বত এবং এমন ব্যক্তির মহব্বত যে তোমাকে ভালোবাসে। অতএব আপনার দুআ সম্পূর্ণ সুন্নতের মুওয়াফেক।

আত্মশুদ্ধির মহাসাগর সুঁইয়ের ছিদ্রে

(জনৈক ব্যক্তিকে লেখা একটি চিঠি) সামর্থের বাইরের কোনো বিষয়ের (গাইরে এখতিয়ারীর) পেছনে না ছোটা, ইচ্ছার অধীন বিষয়গুলোতে হিম্মত করে কাজে প্রবৃত্ত হয়ে যাওয়া, ত্রুটি হলে ইস্তেগফার করা এবং এর প্রতিকার ও তাওফীকের জন্য দুআ করা। এই হল আত্মশুদ্ধি ও ইসলাহের মূল কথা।

আমলের ইসলাহ বাইআত, যিকির ও শোগলের চেয়ে অধিক জরুরি

হালঃ এই খাদেমকে বাইআত করে মা'রিফাতে ইলাহীর সবক দেওয়া হোক।

বিশ্লেষণঃ বাইআত, যিকির ও শোগল এই সবের চেয়েও অগ্রগণ্য হল আ'মালের ইসলাহ। যার তরীকা জানার জন্য কমপক্ষে আমার চল্লিশ/পঞ্চাশটি মাওয়ায়েয এবং ইসলাহুর রুসূম, আদাবুল মুআশারাত, তাহযীবুস সালেকীন কিতাবগুলো মনোযোগের সঙ্গে অধ্যয়ন করা জরুরি। এটা ছাড়া যিকির ও শোগল বা অযীফা ইত্যাদি সবকিছুই বেকার। সর্বপ্রথম এই কাজগুলো সেরে ফেলুন। তাহলে তারবিয়াত বা সংশোধনের দ্বারা কাজ ভালো হবে নতুবা যেই ইমারতের বুনিয়াদ দুর্বল হবে সেই ইমারত শীঘ্রই ধ্বসে যাবে। এই দিকে না মুরীদদের দৃষ্টি আছে না মাশায়েখদের। এ কারণেই এর ফলাফল আশানুরূপ পাওয়াও যাচ্ছে না।

হালত জানানোর এবং পীরের অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা

হালঃ হুযূরের নির্দেশ মতো মৌলভী আব্দুল মজিদ সাহেবের কাছে কুরআন মাজীদ পড়া শুরু করে দিয়েছি।

বিশ্লেষণঃ আল্লাহ্ তাআলা বরকত দান করুন।

হালঃ অধমের বেশিরভাগ হালতের আলোচনা-পর্যালোচনা মাওয়ায়েয ও তারবিয়াতুস সালিকের মধ্যে পেয়ে যাই। এই হালতগুলোও কি হুযূরকে জানানো জরুরি?

https://kitabbhubon.com

বিশ্লেষণঃ উচিৎ হল নিজের হালতগুলোকে মাওয়ায়েয ও তারবিয়তের বিশ্লেষণসহ জানানো যেন কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে তাতে কোনো কমবেশ করার প্রয়াজনীয়তা থাকলে সেটা আপনাকে জানাতে পারি।

হালঃ হুযূর! এমন কোনো একটি ব্যবস্থা যদি হত যা দ্বারা আমার আল্লাহ্‌কে পাওয়ার উদ্দেশ্য পূরণ হত তবে কতই না ভালো হত!

বিশ্লেষণঃ কাজ করতে থাকুন এবং হালত জানাতে থাকুন। এটাই আপনার উদ্দেশ্য পূরণের পথ। এই পথ ধরেই সকলে গন্তব্যে পৌঁছে থাকে। আল্লাহ্ তাআলা আপনাকেও পৌঁছাবেন।

***

ভূমিকা ঃ দক্ষিণাত্যের জনৈক ব্যক্তি হযরত থানভী রহ.-এর সঙ্গে বহু বছর ধরেই সম্পর্ক রাখতেন। তাঁর মুরীদ ছিলেন এবং সবসময় চিঠি পাঠাতেন কিন্তু প্রয়োজনীয় কথা কখনো জিজ্ঞাসা করতেন না। হযরত সবসময় এ বিষয়ে তাকে সাবধান করতেন কিন্তু তার পরও লোকটি একইভাবে অপ্রয়োজনীয় কথা দিয়ে ভরা চিঠি পাঠাতেন। শেষে তার এক চিঠির জবাবে থানভী রহ. লিখলেন।

পুরা চিঠিটাই ঠাসা ছিল ফুযূল ও বেহুদা কথায়। শেষের দিকে কিছুটা কাজের কথা শুরু করেছিলেন, মা'মূলাত সম্পর্কে আলোচনা এসেছিল দেখে খুশী হলাম কিন্তু তার সমাপ্তি ছিল এত সুন্দর যে কি বলব তিনি এখনো বারো তসবীহ, এক পাড়া তিলাওয়াত আর মুনাজাতে মকবূল নিয়েই খুশীতে আছেন। এতকাল পরে তার মনে হয়েছে যে, অযীফা বাড়ানোর দরকার। প্রচুর অবসর সত্ত্বেও মা'মূলাত বৃদ্ধির হুস হল এতদিনে। এখন বুঝলাম আসলে আমার সঙ্গে আপনার মুনাসাবাত নেই। আপনি অন্য মুর্শিদ দেখুন।

এরপরে তার চিঠি ও থানভী রহ.-এর জবাব

হালঃ আজ সকালে অধমের চিঠির জবাবে হুযূরের লেখা মুবারক পত্র পেয়েছি। শেষের দিকে হুযূর লিখেছেন 'আমার সঙ্গে আপনার মুনাসাবাত নেই, আপনি অন্য মুর্শিদ দেখুন।' এই বাক্য পড়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত সীমাহীন পেরেশানি ও চিন্তার এক বিস্ময়কর বিষাদময় অবস্থার মধ্যে পড়ে আছি। না পারছি খেতে না পারছি কথা বলতে। না পারছি অন্য কিছুতে মন বসাতে। এখন যোহরের নামাযের পর হাকীকী মালিক খোদাওন্দে কারীমের পাক দরবারে পূর্ণ খুশূ-খুযূসহ প্রার্থনা করেছি। তাঁর সুমহান দরবারের কাছে

https://kitabbhubon.com

আশা রাখি যে, এই অসহায়-অস্থির বে-কারারের দুআ কবুল করবেন। হে
আক্বদাস! উল্লেখিত কথার ফলে আমার যে বিপন্ন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে
বর্ণনা আমি দিতে পারছি না দীর্ঘ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায়, আল্লাহ্‌র
স্তে ক্ষমা করে দিন। আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি যে, আমার নিজস্ব
সন্ধানে আপনার চেয়ে অধিক কামেল অভিজ্ঞ এবং আপন মুরীদদের প্রতি
প্রবণ এই জটিল পথে পরিপূর্ণ সফল আর কাউকে নজরে পড়ে নি। আর
আপনার মতো কোনো মুর্শিদ কিয়ামত পর্যন্ত আমার পক্ষে খুঁজে পাওয়া
ব। আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে এই অধম অপদার্থকে আপনার দুয়ার থেকে তাড়িয়ে
দেবেন না। আপনি ছাড়া যখন আর কোনো রাহবার আমার পক্ষে পাওয়াই
ব নয় কেন আমাকে দূর করে দেবেন? কোনো অতিরঞ্জন ছাড়াই শতবার
সম খেয়ে বলছি যদি অসন্তুষ্টির ভয় না হত তবে আমি বেশ কয়েক পৃষ্ঠা
রে এই বিষয়টি লিখতাম। যদিও বর্তমান চিঠির কিছু অংশও হয়ত হুযূরের
ছন্দ হবে না। কিন্তু কী করব বলুন! আমি যে নিজের সামান্য অবস্থার কথাও
জানিয়ে থাকতে পারি না। এখন আমি কসম করে মসজিদে বসে লিখছি
এবং ওয়াদা করছি যে, আজ থেকে পূর্ণ চেষ্টা, মনোযোগ এবং পরিশ্রমসহ
আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে এই পথ অতিক্রম করব। হুযূর যদি এ বিষয়ে আমার
অবহেলা, অলসতা বা গাফলতের খবর পান তবে আমাকে পুরাতন একজন
খাদেম মনে করে অবশ্য অবশ্যই যে কোনো উচিৎ শাস্তি দেবেন। যদি হুযূরের
কাছে থাকা ছাড়া আমার সংশোধন সম্ভব না হয় তবে হুযূর আমাকে আপনার
কাছে আসার অনুমতি দিন। আল্লাহ্‌র কসম! পরকালের কল্যাণের সামনে
পার্থিব কল্যাণের বিন্দুমাত্র পরোয়া করি না।

ইতপূর্বে আমি যখন হুযূরের কাছে আমার মা'মূলাত বৃদ্ধির জন্য আবেদন
করেছিলাম তখন থেকেই আমি সকাল ও সন্ধ্যায় এক পারার পরিবর্তে তিন
পারার এবং এক ঘণ্টা ইসমে যাতের যিকির করে থাকি। এটা এজন্য করি যে
মন আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে কোনো সময় খালি না থাকে। এখন হুযূরের কাছে
পূর্ণ আদব ও বিনয়ের সঙ্গে নিবেদন করছি যে আমার মা'মূলাত ও অযীফার
মধ্যে হুযূর যেভাবে উচিৎ মনে করেন বৃদ্ধি ঘটিয়ে দয়া করে আমাকে কৃতজ্ঞ ও
কৃতার্থ করবেন। আমার এখন পর্যন্ত যে মা'মূলাত চালু আছে তা নিম্নরূপ–
তাহাজ্জুদের পর বারো তাসবীহ, ফজরের পরে এক পারা তিলাওয়াত, যোহর
আছরের পর হুযূরের আল ইমদাদ, হাসানুল আযীয ইত্যাদি থেকে কোনো
অধ্যায় অথবা মালফূয, মাগরিব ও আওয়াবীনের পর ইশা পর্যন্ত বাচ্চাদের
কুরআন মাজীদ শেখানো। এই সময়টুকু এখন ইসমে যাতের যিকিরের জন্য

https://kitabbhubon.com

নির্ধারণ করেছি। এখন থেকে হুযূর যা করতে বলবেন তাই করব। ইশার পর মুনাজাতে মাকবূল। এরপর ঘুম। বাকি যে সময়গুলোর কথা কিছু লিখা হয় নি সে সময়ে সরকারী মাদরাসায় (স্কুলে) ছেলেদের কুরআন মাজীদ, দীনিয়াত এবং উর্দূর ক্লাশ। হুযূর! সাবেক মা'মূলাতের মধ্যে বৃদ্ধি না করার কয়েকটি কারণ ছিল নতুবা অধম অনেক আগেই বৃদ্ধি ঘটাত। উল্লেখযোগ্য কারণ যেমন প্রায়ই আমার মস্তিষ্কগত দুর্বলতা ও অসুস্থতার সমস্যা ছিল আর সুস্থতার সময়ে অভাব অনটনের কারণে স্কুলের সময় ছাড়াও মাগরিবের পর প্রাইভেট পড়ানো লাগত। যা হোক এবারের মতো আমার ত্রুটি, অবহেলা বা অলসতা ক্ষমা করে দেয়া হোক। ভবিষ্যতে জরুরি ও প্রয়োজনীয় বিষয় ছাড়া ফুযূল বিষয়ে কখনোই লিখব না।

বিশ্লেষণঃ আপনার সঙ্গে আমার কোনো শত্রুতা তো নেই। যদি এই তরীকতের উপর চলতে থাকেন তবে খিদমতের জন্য আমি তৈরি আছি। নিজের হালতের কথা এবং মা'মূলাতের কথা জানাতে থাকুন। অন্য কোনো বিষয় লিখবেন না। প্রতি সপ্তাহে চিঠি লিখুন কিন্তু এক পৃষ্ঠার বেশি লিখা থেকে বিরত থাকুন।

***

হালঃ আমি একবার জনৈক মন নিয়ন্ত্রণকারীর মজলিসে বসেছিলাম মনোযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। তার কোনো প্রচেষ্টারই প্রভাব আমার উপর পড়ে নি। এরপর হযরতের (থানভী রহ.) কাছে দুই তিন দিন থেকেছি, অবস্থা শুধরে গেছে। আগে অবস্থা এরূপ ছিল কিন্তু এখন এতেও (আপনার কাছে বসলেও) কোনো কাজ হচ্ছে না। যতদূর চিন্তা করেছি তাতে দুটো সম্ভাবনার কথা মনে এসেছে। হয়ত আমার কলব খুবই পাষাণ হয়ে গেছে অথবা আমার দিকে পূর্বের মতো হুযূরের মনোযোগ নেই।

বিশ্লেষণঃ দুটোর কোনোটাই নয়। আসল বিষয় হচ্ছে এই যে প্রভাব সৃষ্টিকারীর মধ্যে যদি প্রচণ্ডতা না থাকে তবে প্রভাব বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সেটা অনুভূত হয় না।

হালঃ কারণ যেটাই হোক সেটা আমাকে কঠিন বিপদের মুখোমুখি করে দিয়েছে। আপন ত্রুটির প্রতিকার কী হবে! মুর্শিদের সাহায্য চাই।

বিশ্লেষণঃ ত্রুটির প্রতিকার বলুন আর মুর্শিদের সাহায্যের কথাই বলুন সবকিছুর সারকথা এটাই যে মুরীদের পক্ষ থেকে হালতের সংবাদ জানাতে হবে আর

https://kitabbhubon.com

মুর্শিদ সেই হালতের ব্যাপারে যে পরামর্শ দেবেন সেটা মেনে চলতে হবে। এতে অবশ্যই আল্লাহ্ তাআলার সাহায্য এসে যায়।

হালঃ আমার মধ্যে এক ধরনের ভীতি আছে। বেশি সময় ধরে কোনো কাজ করলে আতঙ্কিত হয়ে পড়ি। শিক্ষকতার কাজে প্রতিদিন নতুন সবকের কারণে মনের মধ্যে নতুনত্বের স্বাদ থাকত। পরে এটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল এজন্য মনের মধ্যে কোনো বিরক্তি ও ক্লান্তি ছিল না। কিন্তু যিকির করতে গেলে অল্প সময় পরেই ঘাবড়ে যাই। সাহসও দুর্বল।

বিশ্লেষণঃ যদি শক্তি দুর্বল না হয় তাহলে সাহস তো বলা হয় 'ইচ্ছা'কে (অর্থাৎ আপনার দুর্বলতা ইচ্ছার মধ্যে) যার প্রতিকার এখতিয়ারী বিষয় আবার 'আতঙ্কিত হওয়া' যদিও এখতিয়ারী নয় এবং সে কারণে এটা দূর করাটাও এখতিয়ারী নয় কিন্তু এর চাহিদামতো আমল না করা এবং (আতঙ্কিত হয়ে ছেড়ে না দিয়ে) কাজ পূর্ণ করা তো এখতিয়ারী। সুতরাং এইভাবে আতঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কাজে লেগে থাকলেই আল্লাহ্র অনুগ্রহ হয়ে যায়। তারবিয়াতুস সালিক পড়তে থাকলে এই কথাটি বুঝে এসে যাবে।

হালঃ এ সকল বিষয়ের কথা ভেবেই আমার ভিতরে নৈরাশ্য জেগে উঠে।

বিশ্লেষণঃ মূলত এই নৈরাশ্য তৈরি হয় তরীকতের হাকীকত না জানার কারণে।

হালঃ হযরত! আমার জন্য দুআ করবেন যেন আমার পক্ষে আত্মশুদ্ধির কাজ সহজ হয়ে যায় অথবা মূল লক্ষ্যে সহজে উপনীত হতে পারি অথবা উদ্দেশ্য হাসিলের চেষ্টা করতে করতেই মৃত্যু হয়ে যায়।

বিশ্লেষণঃ এই 'অথবা' গুলি আবার কী? এগুলো সবই তো কাঙ্ক্ষিত। সবগুলোর জন্যই দুআ করছি কিন্তু মনে রাখবেন নিজের প্রচেষ্টাই হল সাধারণ শর্ত।

হালঃ হুযূর! আমার অবস্থা তো খুবই এলোমেলো, এ কারণে হয়ত এক সপ্তাহের মধ্যেই একাধিকবার চিঠি লিখতে হবে। হুযূর যদি মেহেরবানী করে কিছুদিনের জন্য সে অনুমতি প্রদান করেন তবে আমার উপর খুবই দয়া হবে।

বিশ্লেষণঃ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সকলের জন্য আর আপনার জন্য সকল ক্ষেত্রেই অনুমতি রইল।

***

https://kitabbhubon.com

হালঃ আপনাকে নিজের হালত সম্পর্কে অবগতি প্রদান জরুরি সেজন্য সবকিছুই অবগত করাও হবে। নতুবা আজকাল মনের অবস্থা এই যে মন চায় নীরব থাকি, সবকিছু ভুলে থাকি কিন্তু আবার মনে পড়ে যায় যে, অবগতি প্রদান জরুরি, অবস্থার সংবাদ না দিলে উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়ে যায় বরং মনে হয় পূর্বের অর্জিত বিষয়গুলোও হারিয়ে যায়।

বিশ্লেষণঃ হ্যাঁ, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটাই হয়ে থাকে। তবে এখন থেকে আপনার জন্য এটুকুই যথেষ্ট হবে যে, যে অবস্থাটি বুঝে আসবে না শুধু সেটার বিশ্লেষণ জেনে নিবেন।

***

হালঃ মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখে মন খুশী হয়ে যায় মনে হয় ভালো কিছু হবে।

বিশ্লেষণঃ এটা সঠিক ধারণা। কারণ হাদীসে ভালো স্বপ্নকে সুসংবাদ বলা হয়েছে।

হালঃ অবস্থা যাই হোক হুযূরকে জানালে খুব উপকার হয় এবং বেশিরভাগ সময় এর কারণে গুনাহের কাজে মন থেকে বাধা আসতে থাকে।

বিশ্লেষণঃ এটা হল কলব সুস্থ হয়ে উঠার আলামত। এই অভ্যাস ছাড়বেন না।

হালঃ হুযূর বলেছিলেন সফর থেকে যেন দূরে থাকি। কিন্তু তিন চার দিনের জন্য এক অনুষ্ঠানে শরিক হতে বাধ্য হয়ে পড়েছি। সাহেবে নিকাহ (বর) আমার প্রতি নারাজ ছিলেন। আমি যদি শরিক না হই তবে সকলেই বুঝবেন আমি তাঁর প্রতি নারাজ। তাছাড়া ব্যবস্থাপনার কিছু কাজও আমার দায়িত্বে রয়েছে। আশা করছি হুযূরও দুআর সঙ্গে এজাযত দান করবেন আমি হিম্মতের সঙ্গেই যাব ইনশাআল্লাহ্। দুআ ও হিম্মতের ফলে আমলে কোনো ত্রুটি হবে না।

বিশ্লেষণঃ অনুমতি বা বাধা দেওয়ার আমি কে? তবে আমার পূর্ববর্তী মতের এখনো কোনো পরিবর্তন হয় নি। তাদের সন্দেহ দূর করাই যদি আপনার মূল উদ্দেশ্য হয় তবে একটি চিঠির মাধ্যমে সে উদ্দেশ্য পূরণ হতে পারে। এতে যদি তাদের সন্দেহ দূর না হয় তবে আপনার তাতে কী এসে যায়? অবশ্য যদি তাদের দ্বারা আপনার ক্ষতির আশঙ্কা থাকে তবে ভিন্ন ব্যাপার। আর থাকল ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব, তো মূল বিষয়টাই যেখানে ফুযূল বা অনর্থক সেখানে

https://kitabbhubon.com

দায়িত্ব পালনটা কোন্ সওয়াবের কাজ? সিদ্ধান্ত আপনার হাতে। ডাক্তার শুধুমাত্র রুগীর খাহেশের কারণে প্রেসক্রিপশন পাল্টায় না।

***

হালঃ কখনো কখনো যিকির করতে করতে এরূপ হালত হয়ে যায় যে আশ-পাশের কারো কোনো আওয়াজ কানে যায় না। এটা কেন হয়?

বিশ্লেষণঃ এই ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা বেয়াদবী। ত্বালিব (মুরীদ)এর কাজ হবে দুটো, এক- নিজের হালত জানানো। দুই- আমল ও অযীফা বিষয়ক তাহকীক অর্থাৎ কী আমল করব, করা উচিৎ ইত্যাদি।

হালঃ অধমের চিঠির জবাব হিসাবে লিখা হুযূরের হায়াত নামাতে নির্দেশনা ছিল যে মা'মূলাতের পাশাপাশি নিজের হালতগুলোও যেন জানাই। সে হিসাবে প্রথম দিকে কয়েকবার কিছু কিছু স্বপ্নের কথা লিখেছিলাম। জবাবে হুযূর লিখেছিলেন-স্বপ্নের ব্যাখ্যার সঙ্গে আমার মুনাসাবাত নেই। এ কারণেই আর কোনো হালত লিখে জানানোর সাহস হয় নি।

বিশ্লেষণঃ তাহলে কি আপনার হালত শুধু স্বপ্নের মধ্যে সীমাবদ্ধ? জাগরণের কোনো হালতই কি আপনার নেই? কি যে ফালতু বাহানা!

***

জনৈক ব্যক্তি ওয়াস্ওয়াসা ও সংশয়ের কারণে নিজের নানা পেরেশানির কথা লিখে জানাল। তার ওয়াস্ওয়াসাও ছিল এই ধরনের যে তিনি সন্দেহ পোষণ করতেন এবং এই সন্দেহ পোষণের ব্যাপারেও ছিল তার সন্দেহ। এই ব্যক্তিকে থানভী রহ. জবাব দিয়েছিলেন–

জবাবঃ এই ব্যাপারে আলহামদুলিল্লাহ্ আমার এত বেশি অভিজ্ঞতা হয়েছে যা সম্ভবত আর কারোরই হয় নি। আমার সেই অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে এগুলো সব ওয়াস্ওয়াসা এবং এগুলো প্রকৃতই ওয়াস্ওয়াসা কিনা এ ব্যাপারে যে সন্দেহ তৈরি হয়েছে সেটাও ওয়াস্ওয়াসা। আমার অভিজ্ঞতার ব্যাপারে যদি সন্দেহ জাগে তবে সেটাও ওয়াস্ওয়াসা। আপনি বিলকুল পরোয়া করবেন না। আমার অন্ধ অনুসরণ করুন যা বলি তাই শুনুন। এই ক্ষেত্রে আপনার মুক্তির একমাত্র পথ নির্ভুল অনুসরণ। অনুসন্ধান ও তাহকীক আপনার জন্য ক্ষতিকর এবং কষ্টদায়ক।

https://kitabbhubon.com

সেই প্রশ্নকারী ব্যক্তির পরবর্তী অভিব্যক্তি-

হালঃ হুযূরের জবাবে অধমের সীমাহীন প্রশান্তি লাভ হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা হুযূরকে দু-জাহানে উত্তম পুরস্কার দান করুন। মনে হয় যেন হুযূর আমাকে দ্বিতীয়বার ঈমানের দৌলত দান করেছেন। কারণ সন্দেহের রোগ আমাকে নিজের ঈমানের মধ্যে সন্দেহে ফেলে দিতে যাচ্ছিল।

বিশ্লেষণঃ আল্লাহ্ বরকত দান করুন।

***

প্রশ্নঃ তারবিয়াতুস সালিক পড়লে দেখা যায় যে নিজেদের প্রায় সব হালতের কথাই এর মধ্যে এসে গেছে। সমাধানও এসে গেছে। তাহলে এই কিতাবে আলোচিত হালতের কথা যা আমার নিজেরই হালত, আবার কেন হুযূরকে জানাতে হবে? সকলেই উল্লেখিত হালতের উপর নিজেদের হালত ও বিশ্লেষণের সঙ্গে কিয়াস করে নিলেই তো হয়ে যায়।

বিশ্লেষণঃ যিনি বিষয়টি ভালোভাবে বোঝেন, তাসাওউফের যথেষ্ট উপলব্ধি যার ঘটেছে শুধু তার জন্য ঐ অনুমতি আছে।

একজন খলিফার নিজেকে দীনের খিদমত থেকে সরিয়ে নেয়া

প্রশ্নঃ যদি কেউ নিজের মধ্যে দীনী খিদমতের সামর্থ দেখতে পায় কিন্তু সে নিজেকে অযোগ্য মনে করে এবং ফেতনায় জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা করে, এই অবস্থায় নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখার কারণে ঐ ব্যক্তি কি আল্লাহ্র কাছে পাকড়াও হবে?

জবাবঃ না, হবে না যদি অন্য যোগ্য লোকেরা কাজ করতে থাকে।

পীরের ইজাযত ছাড়াই তা'লীমের অনুমতি প্রাপ্ত হওয়া

প্রশ্নঃ যতদুর মনে পড়ে হুযূরের কোনো এক মালফূযে পড়েছিলাম যে, কোনো কারণে পীর যদি কাউকে ইজাযত না দেয় আর মুরীদ নিজের মাঝে যোগ্যতা দেখতে পায় তবে সে তা'লীম ও নসীহতের অনুমতিপ্রাপ্ত। আমার প্রশ্ন হুযূরের কাছে এটাই যে– এটা কি পীরের জীবদ্দশাতেই নাকি মৃত্যুর পর?

জবাবঃ জীবদ্দশাতে তো পীরের কাছে অবস্থা জানিয়ে অনুমতি নেওয়া সম্ভব তাহলে তার অনুমতি না নিয়ে এটা করার প্রয়োজন কী?

https://kitabbhubon.com

প্রশ্নঃ যোগ্যতার মানদণ্ড কী?

জবাবঃ এটা বর্ণনা করা যায় না। যখন এরূপ যোগ্যতা তৈরি হয়ে যায় এবং তার কলব হয় রোগ-ব্যাধিমুক্ত, আল্লাহ্‌র প্রতি সমার্পিত তখন কলব নিজেই ঐ যোগ্যতার সাক্ষ্য প্রদান করতে থাকে। প্রকাশ থাকে যে, কলবে সালীম (রোগ-ব্যাধিমুক্ত, সমর্পিত) হাসিল হয় কামেল পীরের সান্নিধ্যে থেকে তারবিয়াত লাভ করার মাধ্যমে।

ইজাযত প্রাপ্তির (খলিফা হওয়ার) শর্ত

ইজাযত প্রাপ্ত জনৈক খলিফার প্রথম চিঠি

হালঃ মৌলভী... সাহেব বাঙ্গালী যিনি হুযূরের অনুমতিতে আমার সঙ্গে ইসলাহী সম্পর্ক গড়েছিলেন, তার হালত আমি খুবই ভালো এবং উন্নত দেখতে পাচ্ছি, বরং মনে হচ্ছে তাকে ইজাযতে তালকীন (অন্যদেরকে নসীহত ও অযীফা প্রদানের অনুমতি) প্রদান করা যায়। তাকে এর জন্য উপযুক্ত মনে হয়। আমার দৃষ্টিতে তার মধ্যে নিসবতের (আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্কের) আলামত বিদ্যমান রয়েছে। এজন্য আমার মতে এখন তাকে হুযূর নিজের তারবিয়তে নিয়ে নিলেই ভালো হবে। হুযূরের দৃষ্টিতেও সে ইজাযতের যোগ্য হলে তাকে ইজাযত দেওয়া যেতে পারে।

বিশ্লেষণঃ এখন তার বিদায়ের মুহূর্ত। এই মুহূর্তে তার কোনো পরীক্ষা নেওয়ার মতো সুযোগ আমার হবে না। কিন্তু আপনার কাছে যদি তাকে উপযুক্ত মনে হয় তবে আপনিই নিজের তরফ থেকে তাকে ইজাযত দিয়ে দিন। কেননা আমার মুজাযীন (খলিফাগণ)কে এরও ইজাযত দিয়েছি যে তারা যাকে যোগ্য মনে করবেন ইজাযত দিয়ে দেবেন এবং সেই ইজাযত তাদের তরফ থেকেই হবে।

ঐ খলিফার দ্বিতীয় চিঠি

হালঃ মৌলভী... সাহেবের ব্যাপারে হুযূরের পক্ষ থেকে পরীক্ষা ছাড়া ইজাযত প্রদানের সাহস আমার হয় না। হুযূর বেঁচে থাকতে এতটা সাহস আমার হয়ত হবে না। অবশ্য সান্ত্বনার উদ্দেশ্যে তাকে বলে দিয়েছি যে, আমার মতে আলহামদুলিল্লাহ্‌ নিসবতে তামকীন (আল্লাহ্‌র সম্পর্ক) আপনার দিলে অর্জিত হয়ে গেছে। এটা বলার কারণ এই যে তারবিয়াতকারীর অবগতি ছাড়া ত্বালিবের (মুরীদের) মনে প্রশান্তি লাভ হয় না। সে নিজেকে মাহরূম মনে

https://kitabbhubon.com

করতে থাকে। পরবর্তীতে তিনি নিজের হালতের ব্যাপারে হুযূরকে জানাতে থাকবেন। হুযূর যেভাবে ভালো মনে করবেন সেটাই হবে ইনশাআল্লাহ্।

বিশ্লেষণঃ খুবই ভালো ফয়সালা। ইজাযত পাওয়ার জন্য নিসবত (আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পর্ক) প্রাপ্ত হওয়া যেমন শর্ত তদ্রুপ এটাও একটা শর্ত যে, তারবিয়াত করার ও অন্যকে ইসলাহ করার পদ্ধতিগুলো ঐ ব্যক্তিকে অবগত হতে হবে। যাতে করে তিনি মুরীদদের খিদমত করতে সক্ষম হন।

পীরের সোহবতে থাকা জরুরি

হালঃ হুযূর দুআ করে দিন যেন আল্লাহ্ তাআলা আমার জন্য এমন কোনো সুযোগ করে দেন যাতে দুই তিন মাস একদম ফারেগ হয়ে হুযূরের সোহবতে থাকতে পারি। কয়েকবার মনে হয়েছে যে, অর্ধ দিবস কাজ করব বাকি সময় হুযূরের কাছে থাকব। কিন্ত সাংসারিক অভাব একেবারে অক্ষম করে দিয়েছে। দুই সন্তান ও আমরা দুজন মোট চারজনের জন্য খুব বেশি খরচের প্রয়োজন হয় না কিন্তু দ্রব্যমূল্যের উর্ধগতির কারণে সংসার প্রায় অচল। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এর সম্ভাবনার পথ দেখতে পাচ্ছি না। এরপরও মনে করি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যখন মঞ্জুর হবে তখন কোনো না কোনো ব্যবস্থা হবেই। তাঁর কাছে তো কোনো কিছুই জটিল নয়। এই জন্যই হুযূরের নিকট এ ব্যাপারে দুআ চাচ্ছি। আপাতত এই দুআই আমার সর্বাধিক প্রয়োজন।

বিশ্লেষণঃ এটা কি সম্ভব যে, বিবিকে দু-মাসের জন্য তার মা-বাবার কাছে তাদের সন্তুষ্টিতে রেখে আসবেন। এটা যদি সম্ভব হয় তাহলে সহজেই আপনার জন্য সুযোগ তৈরি হতে পারে।

হালঃ অধম দীর্ঘকাল ধরে কামেল পীরের তালাশে ব্যস্ত। এই অবস্থায় তিনবার আমি আপনাকে স্বপ্নে দেখেছি। প্রথমবার দেখেছি জনৈক ব্যক্তি আমাকে বলছে যে, তুমি হযরত মাওলানা আশরাফ আলী মাদ্দাজিল্লাহুল আলীর লিখিত তাসাওউফের কিতাবগুলি পড়। দ্বিতীয়বার দেখলাম যে, আমি হুযূরের খিদমতে হাজির হয়েছি। যে স্থানটিতে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম সেদিকেই আপনি কোনো এক কাজের উদ্দেশ্যে তাশরীফ আনছিলেন। হঠাৎ দেখলাম যে পুরা ঘর আলোয় ঝলমল করে উঠল। তৃতীয়বারে দেখেছি যে, হযরত ওয়ালা আমাকে একটি রুটি দিচ্ছিলেন। এই স্বপ্ন দেখামাত্রই আমার হৃদয় সীমাহীন বেকারার হয়ে উঠল। মনটা অস্থির হয়ে গেল। আমার এতখানি সঙ্গতিও নেই

https://kitabbhubon.com

যে হযরতের দরবারে দু-চার মাস কিয়াম (অবস্থান) করব। সে জন্যই মনের আকাঙ্ক্ষা এই যে, দশ পনের দিনের জন্য হুযূরের খিদমতে হাজির হয়ে আখলাকে যামীমাহ এর ইসলাহ করাব। হুযূরের অনুমতি চাই।

বিশ্লেষণঃ ইসলাহে আখলাকের উদ্দেশ্যে আসার অনুমতি আছে তবে শর্ত এই যে ইলম হাসিলের ক্ষেত্রে যেন কোনোরূপ বিঘ্ন না ঘটে।

***

হালঃ আফসোসের ব্যাপার এই যে, আবারও ওয়াস্ওয়াসাসমূহের প্রবল আক্রমণে অস্থির হয়ে যাচ্ছি। ইচ্ছা ছিল এই রূপ পেরেশানি দেখা দিলে হুযূরের খিদমতে হাজির থাকব। হুযূরের সোহবতের বরকতে যেন এটা দ্রুত দূর হয়ে যায়। কিন্তু আর্থিক অসংগতি বাধা হয়ে গেছে। সম্ভবত হুযূরের স্মরণে আছে যে এই অধম এক চিঠিতে জানিয়েছিল যে, আমার নানা লেবাস-পোশাক ও খানা-পিনার বাইরে মাসিক চার রুপি দেওয়ার ওয়াদা করেছিলেন। এতে আমিও ভেবে খুশী হয়েছিলাম যে যদি তিনি আপন ওয়াদার উপর কায়েম থাকেন তাহলে হয়ত হুযূরের খিদমতে হাজির থাকা এই খাদিমের জন্য সহজ হয়ে যাবে। কিন্তু আফসোস! দুই মাস পার হয়ে গেল তিনি ওয়াদা পূরণ করলেন না। এখন হুযূরের খিদমতে আরয এই যে, মেহেরবানী করে কোনো উপকারী আমল নির্বাচন করে দিন এবং দুআ করুন যেন আল্লাহ্ তাআলা হিম্মত ও সাহস, অবিচলতা ও ইস্তিকামাত দান করেন এবং দীন দুনিয়ার সকল পেরেশানি থেকে নাজাত দান করেন। নানার ওয়াদা তো দেখা হয়ে গেল। এখন ইচ্ছা হচ্ছে যে, তাকে সাফ জানিয়ে দেই হয়ত মাসিক চার রুপি দিন নতুবা যা কিছু আমার পাওনা আছে হিসাব করে দিয়ে দিন যেখানে এবং যা আমার মনে চায়, করব। এখন জানতে চাই যে, এ বিষয়ে হুযূরের কী হুকুম, হুযূর যা বলবেন সেটাই মেনে চলব।

বিশ্লেষণঃ মশওয়ারা কী দিব বুঝে আসছে না, দুআ করছি। তবে আমার এখানে থাকতে যদি ইচ্ছা হয় তবে কোনো তাকাল্লুফ (লৌকিকতা) নয় মাসিক চার রুপি আমি নিজেই দিয়ে দিব ইনশাআল্লাহ্।

মুরীদের রায় ও মত প্রদানের অধিকার নেই

হালঃ হুযূর আমার জন্য যদি ইমালার (স্বভাবের দিক পরিবর্তনের) কোনো তাদবীর মুনাসিব মনে করেন মেহেরবানী করে জানাবেন।

https://kitabbhubon.com

বিশ্লেষণঃ চিকিৎসার ব্যাপারে অসুস্থ রুগীর মতামত প্রদানের কোনো অধিকার নেই। নতুবা সে নিজেই চিকিৎসক হত।

হালঃ অযীফা, যিকির ইত্যাদি হুযূর যেমন ইরশাদ করেছিলেন অথবা কসদুস সাবীল থেকে যেসব আমলের নির্দেশ দিয়েছিলেন, আলহামদুলিল্লাহ্ সেগুলো যথারীতি চালু আছে। মেহেরবানী করে কোনো একটি মুরাকাবার কথা জানাবেন যা বেকারার ও অস্থির দিলের জন্য প্রশান্তির কারণ হবে। মন ঘাবড়ে যায়, যার জন্য আগেও একবার কোনো তাদবীরের দরখাস্ত করেছিলাম। মেহেরবানী করে কোনো তাদবীর বলুন।

বিশ্লেষণঃ 'মুরাকাবা আপনার জন্য উপকারী হওয়া' অথবা 'ঘাবড়ে যাওয়াকে রোগ মনে করা' আবার নিজের রায় ও মতানুসারে তার চিকিৎসা হিসাবে 'মুরাকাবাকে নির্বাচন করা' এইসব কিছু করার কী যোগ্যতা ও অধিকার আপনার আছে? আপনার এই কাজটি কি তেমন নয় যেমন রুগী ডাক্তারের কাছে গিয়ে বলল, আমাকে কোনো রেচক বা জোলাপের প্রেসক্রিপশন করে দিন। তাহলে এই লোক নিজেই ডাক্তার সেজে বসল, রুগী রইল কোথায়? ডাক্তারের আসল কাজই হল রোগ নির্ণয়, রোগ নির্ণিত হলে সেই রোগের ওষুধ নির্বাচন বই পুস্তক থেকে বা অন্যভাবেও করা যায়। আপনি যেহেতু নিজের রোগের নির্ণয় কর্মটি সেরে ফেলেছেন, বাকি কাজটুকুও বিভিন্ন কিতাবে পেয়ে যাবেন। চিকিৎসক বা পীরের কাছে আনাগোনা করা অনর্থক কাজ। বাতেনি হালত জানাবেন এর বাইরে এই আমল সেই আমল- এসব ফরমায়েশ করবেন না।

পীর ছাড়া অন্য কাউকে মা'মূলাত-এর কথা জানানো যাবে না

প্রশ্নঃ বন্ধু-বান্ধব অনেক সময় প্রশ্ন করে- বেশিরভাগ সময় কি কাজ করে থাক। আজকাল দেখি একে অন্যের কাছে মা'মূলাত ও অযীফার কথা আলোচনা করে থাকে। তো নিজের মা'মূলাত ও অযীফার বিষয়ে অন্যকে কি জানানো উচিৎ? কেউ কেউ আবার বলে থাকেন নিজের মামূল অন্যকে জানানো উচিৎ নয়।

জবাবঃ জানানো উচিৎ নয়।

***

https://kitabbhubon.com

প্রশ্নঃ প্রাথমিক মুরীদ নিজের হালত অথবা স্বপ্ন পীর ছাড়া অন্য কাউকে বলবে কিনা। বলা উচিৎ কিনা?

জবাবঃ কক্ষণও বলবে না।

হালঃ তরীকতপন্থী সেই একই বন্ধু বলেছিলেন যে, হযরত মাওলানা মাদ্দাযিল্লাহুর কাছে অনুমতি নিয়ে বারো তাসবীহ শুরু কর। ইনশাআল্লাহ্ খুব দ্রুত আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও মহব্বতের মনযিলগুলো অতিক্রম করতে পারবে। আমি ভয়ে ভয়ে হুযূরের কাছে অনুমতির আবেদন করছি যদি আমার জন্য মুনাসিব হয়। নতুবা আমার অজ্ঞতা ও উপলব্ধির ত্রুটিকে এই ভ্রান্ত ধারণার কারণ ধরে নিয়ে ক্ষমা করে দেওয়ার আবেদন করছি।

বিশ্লেষণঃ তাকে বলুন এবং নিষেধ করুন তিনি যেন আপনাকে পরামর্শ দিতে না আসেন। এ খবর শুনে আমি খুবই বিরক্ত হয়েছি। আর আপনার ব্যাপারে বলছি নিজের মা'মূলাত লিখে জানান, আপনার উপযোগী আমল জানিয়ে দিব।

পীরকে অন্যের মাধ্যমে সংবাদ পৌঁছানো উচিৎ নয়

প্রশ্নঃ হুযূরের লিখা আননূর পড়তে গিয়ে পীরের হক সম্পর্কিত আলোচনার মধ্যে দেখলাম অনেক বিষয়কেই হক হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যার মধ্য থেকে দুটো বিষয়ে আমার খটকা পয়দা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে– 'কারো মাধ্যমে পীরকে সালাম ও সংবাদ পৌঁছাবে না।' অন্যের মাধ্যমে সালাম পৌঁছানোর বিষয়টি হাদীস শরীফে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। তারপরও এটাকে বেয়াদবী বলা যায় কি?

জবাবঃ হাদীস থেকে অন্যের মাধ্যমে সালাম পৌঁছানোর 'বৈধতা' প্রমাণ হয় 'ওয়াজিব হওয়া' নয়। পীর মাশায়েখ তার বৈধতা অস্বীকার করেন না। সুতরাং হাদীসের সঙ্গে কোনো সংঘর্ষ নেই। তারা এটাকে আদবের পরিপন্থী বলে থাকেন। আর কোনো বিষয়কে 'আদব' বা 'আদবের পরিপন্থী' বলার মানদণ্ড হল ঐতিহ্য, প্রথা ও প্রচলিত রীতি। সুতরাং যুগের পরিবর্তনে সেটা পরিবর্তীতও হতে পারে। রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাহাবাদের রসিকতার প্রমাণ পাওয়া যায় কিন্তু বর্তমানে মাশায়েখদের সঙ্গে রসিকতা করাকে আদবের পরিপন্থী বা বেয়াদবী মনে করা হয়।

https://kitabbhubon.com

পীরের বৈঠকখানার দিকে থুথু না ফেলা

প্রশ্নঃ দ্বিতীয় ব্যাপারটি হল পীরের অবস্থানের স্থানটির দিকে থুথু না ফেলা। সেই মুহূর্তে পীর সেখানে থাকুন বা না থাকুন। এটা কি সেই হাদীসের সুস্পষ্ট বিপরীত নয় যেখানে বলা হয়েছে তোমরা কারোর প্রতি অতি মর্যাদা আরোপে লিপ্ত হয়ো না।

জবাবঃ এর অর্থ হচ্ছে শরীয়তের সীমা লঙ্ঘন করা। হাদীসের নিষেধাজ্ঞা সেই সীমা লঙ্ঘনের বেলায়ই প্রযোজ্য। কেউ যদি আদবের খাতিরে এরূপ করে থাকে এবং আকীদার মধ্যে তার কোনো সমস্যা না থাকে তাহলে সে ব্যক্তি শরীয়তের কোন সীমাটা লঙ্ঘন করল?

পীরকে হাদিয়া প্রদানের শর্ত

হালঃ হুযূরের খিদমতে আমার প্রার্থনা ছিল এই যে, হুযূরের অনুমতি পেলে আমার হালাল কামাই থেকে যখন যেটুকু মন চাইবে হুযূরের জন্য পাঠাব।

বিশ্লেষণঃ এর জন্য তিনটি শর্ত আছে এক- নিয়মিত হতে পারবে না। দুই- এত পরিমাণ হতে পারবে না যা সাধারণত কষ্টকর। তিন- এই উদ্দেশ্যে হতে পারবে না যে এই হাদিয়ার ফলে আপনার দিকে আমি অধিক মনোযোগী হব।

***

হালঃ আলহামদুলিল্লাহ্! বর্তমানে হুযূরের তাওয়াজ্জুহের বরকতে নিজের ভেতরের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলির প্রতি মনোযোগ বেড়ে চলেছে।

জবাবঃ আল্লাহ্‌র শুকরিয়া। আলহামদুলিল্লাহ্।

হালঃ হুযূরের কাছে একটি জিজ্ঞাসা এই যে, কোনো কোনো বন্ধু কখনো কখনো আমার জন্য হাদিয়া পাঠায়। আমি আমার নফ্‌সকে লোভ থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে সেই সব হাদিয়া নম্রতার সঙ্গে ফেরৎ দেওয়া শুরু করেছি। উদাহরণ হিসাবে একটি ঘটনা বলি। আমার নামে একজনের একটা চিঠি আসল– 'আমি যখন সাহারানপুর ছিলাম তখন তোমার কাছ থেকে অনেক উপকার পেয়েছি। আমি তোমার জন্য একজোড়া জুতা পাঠাব।' আমি তাকে লিখে জানালাম যে, আমার দ্বারা উপকৃত হওয়ার উল্লেখ না করলে হয়ত আমি হাদিয়া কবুল করে নিতাম কিন্তু এখন তো আপনার এখলাসের মধ্যে আমার রীতিমতো সন্দেহ হয়ে গেছে। আপনি হাদিয়া নয় প্রতিদান দিতে চান, এ

https://kitabbhubon.com

অবশ্যই আপনার প্রেরিত কোনো কিছু আমার হাতে আসলেই ফেরৎ পাঠিয়ে দিব। এটা জানানোর পর এখন পর্যন্ত কিছু আসে নি। যদি এসেও যায় তবে ফেরৎ পাঠিয়ে দেওয়ার ইচ্ছাই আমার এখনো রয়েছে।

বিশ্লেষণঃ আপনি একদম সঠিক বিষয়টাই বুঝেছেন। আর এখলাসের মধ্যে 'সন্দেহ' মানে কি একেবারে নিশ্চিত যে কোনো এখলাস নেই। আফসোস! লোকেরা আহলে দীন কে কত তুচ্ছ জ্ঞান করে।

হালঃ কিন্তু কিছু কিছু বন্ধু এই ফেরৎ প্রদানে কষ্ট পেয়ে থাকেন। তারা এখলাসের দাবিও পেশ করে থাকেন এবং জাহেরি দৃষ্টিতে যাকে মিথ্যা প্রমাণের মতো কিছু পাওয়াও যায় না। এ ধরনের হাদিয়াগুলোর ব্যাপারে কী করণীয়?

বিশ্লেষণঃ জাহেরিভাবে মিথ্যা প্রমাণের মতো কিছু না থাকাই কবুল করার জন্য যথেষ্ট নয় বরং এর জন্য হৃদয়ের প্রশান্তি জরুরি। আরও জরুরি এই মর্মে অন্তরের সাক্ষ্য দান যে, ঐ হাদিয়াদাতার অন্তরে এখলাস আছে। এরূপ হলে গ্রহণ করতে সমস্যা নেই। তবে শর্ত হল এটা যেন তার সঙ্গতির চেয়ে বেশি মূল্যবান না হয় এবং ঐ হাদিয়া যেন নিয়মিত না হয়। এছাড়া আরো একটি জরুরি শর্ত এই যে, সেই হাদিয়ার নিকটবর্তী কারণ হওয়া চাই খোদ গ্রহিতার প্রতি দাতার মহব্বত, গ্রহিতার কোনো পূর্বসূরীর সম্পর্ক অথবা প্রভাব যেন এক্ষেত্রে না থাকে। সেটা দূরবর্তী কারণ হলে হতে পারে (কিন্তু নিকটবর্তী বা প্রধান কারণ হতে পারবে না।) যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মহব্বত যদিও ছিল নবী হওয়ার কারণে কিন্তু তাকে হাদিয়া প্রদানের কারণ ছিল মহব্বত নবুওয়াত নয়।

হালঃ একজন আমাকে একটি পাগড়ি দিয়ে ভীষণ মিনতি করে বললেন দয়া করে ফেরৎ দেবেন না। তার এই মিনতি দেখে রেখে দিয়েছি। উল্লেখ্য একটি পাগড়ি ক্রয়ের ইচ্ছা আমার নিজের মনের মধ্যে ছিল কিন্তু হাতে প্রয়োজনীয় অর্থ না থাকায় পেরে উঠছিলাম না। ইতিমধ্যে এই পাগড়ি হাতে আসায় মনে হল যে ফেরৎ দিলে হয়ত আল্লাহ্‌র দানকে প্রত্যাখ্যান করা হবে। আমার চিন্তার ব্যাপারে হুযূরের বক্তব্য কি?

বিশ্লেষণঃ হাদিয়া গ্রহণে বাধাদানকারী শর্তগুলো– যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, যদি না থাকে তবে ঐ পাগড়ির হাদিয়া গ্রহণ করা সুন্নতের যথার্থ অনুসরণ হিসাবে বিবেচিত হবে। নতুবা নয়।

https://kitabbhubon.com

মুনাসাবাত ও সার্বিক মিলের পর বাইআত করা

হালঃ সিলসিলাভুক্ত হতে ইচ্ছা করে। জোরাজুরি করি না এই কারণে যে, হয়তবা আমার হালতের সঙ্গে মিল নাও হতে পারে। কিন্তু হুযূরের এই দরবার ছাড়া গোলামের আর কোনো ঠিকানা নেই। হুযূর চাই আমাকে সিলসিলাভুক্ত করুন বা না করুন। ভক্তি-বিশ্বাসের ব্যাপারে এতটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করি যে, অন্য কোনো জামাতের সঙ্গে উঠা-বসা করাটাও বিরক্তিকর মনে হয়।

বিশ্লেষণঃ মুরীদ হয়ে কিংবা না হয়ে যেভাবে আপনি খুশী তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই।

পীর ও মুরীদের মধ্যে মুনাসাবাত জরুরি

প্রশ্নঃ আমি... সাহেবের কাছে যিকির ও শোগল সম্পর্কে মাঝে মাঝে কিছু জিজ্ঞাসা করতাম কিন্তু এখন আর তাকে কষ্ট দিতে চাই না। তিনি আমাদের মাসলাকের বিরোধী আমিও তার মতের বিপক্ষে। ফলে তাকে জিজ্ঞাসা করতে মন চায় না। এজন্যই হুযূরের কাছে আবেদন- আমার প্রশ্ন আপনার কাছে পেশ করার অনুমতি দিন অথবা অন্য কারো কাছে আমাকে সোপর্দ করে দিন।

জবাবঃ তোমার ব্যাপারে আমার কী ওজর থাকতে পারে! তোমার সঙ্গে তো সন্তানের মতোই সম্পর্ক। এই মুহূর্তে মৌলভী... সাহেবের কাছে তোমাকে সোপর্দ করলাম। আমার এই পত্র তাকে দেখাবে। তিনি তোমাকে তা'লীম দেবেন। তাকে যখন পঁচিশবার হালত জানানো হয়ে যাবে তখন ইচ্ছা হলে আমাকে জিজ্ঞাসা করে নিয়ো। পাশাপাশি এই অনুমতিও রইল যে তার কাছেই জিজ্ঞাসা করতে থেকো।

***

প্রশ্নঃ হুযূর মেহেরবানী করে আমার সেই ত্রুটির কথাটি জানিয়ে দিন এবং ক্ষমাও করে দিন, যার কারণে এই অধমকে লিখেছেন যে, মাওলানা... এর সঙ্গে সম্পর্ক গড়লে আমার বেশি ও দ্রুত উপকার হবে। হুযূরের এই হুকুমের কারণ যদি আমার এমন কোনো ত্রুটি না হয় যা হুযূরের বিরক্তি উদ্রেক করেছে বরং অন্য কোনো বিশেষ ব্যাপার যা হুযূরের মতে আমি তাঁর খিদমতে দ্রুত লাভ করব, তাহলে আমার আরয এই যে, আমি কি তাঁর কাছে গিয়ে এ কথা বলব যে, আমাকে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী সাহেব (যীদা মাজদুহু)

https://kitabbhubon.com

আপনার খিদমতে পাঠিয়েছেন নাকি নিজের পক্ষ থেকে তার কাছে থাকার খেয়াল জাহের করব?

জবাবঃ এই পরামর্শের কারণ নাতো নারাজী না কোনো গায়বী রাজ। আপনাকে সেখানে পাঠানোর কারণ শুধু এতটুকুই যে, আমার মেজাজে সংকীর্ণতা আছে আর অন্য হযরতদের আখলাকে রয়েছে প্রশস্ততা। সেই সংকীর্ণতার কারণে আমার এবং আপনার রুচির মিল হচ্ছে না। উপকার হওয়ার জন্য এই মিল থাকা জরুরি। যেখানে প্রশস্ততা আছে সেখানে ছোট ছোট ব্যাপারে কোনো প্রভাব পড়ে না। এ কারণে রুচিতে অমিল তৈরি হয় না। সুতরাং সেখানে আপনার কল্যাণ ও উপকারের আশা করা যায়। কোন্ শিরোনাম দেবেন তার কাছে? এ ব্যাপারে আপনার জন্য সবগুলো পথ খোলা থাকল। ইচ্ছা হলে আমার নাম বলুন অথবা নিজের পক্ষ থেকে আবেদন করুন অথবা আমার এই লেখা তাকে দেখিয়ে দিন।

***

হালঃ অন্য কতিপয় বুযুর্গের প্রতি কিছুটা মহব্বত ছিল, সেটাও দুর্বল হয়ে গেছে। আগে মাঝে মাঝে মনে হত যে, অন্যান্য বুযুর্গের প্রতি এই যে মহব্বত হয়ত এটা আমার শেখের প্রতি মহব্বতের ক্ষেত্রে অন্তরায় হবে। তবে বর্তমানে সেটাও আর অবশিষ্ট নেই। আলহামদুলিল্লাহ্ সম্পূর্ণ এককেন্দ্রিক হয়ে গেছি।

বিশ্লেষণঃ তাওহীদ মানে এটাই। এটাই 'একাগ্রতা'। আসল ব্যাপার এই যে, প্রথমে আপনার মধ্যে প্রাধান্য ছিল প্রকাশ্য ও প্রদর্শনমূখী বিষয়গুলোর, এ কারণে সে সব বুযুর্গের প্রতিই ছিল বেশি ভালোবাসা যাদের মধ্যে প্রকাশ্য বিষয়ের প্রাবল্য ছিল। হাজী সাহেব, সত্যিই বলছি বর্তমান সময়ে আহলে বাতেন খুবই কম ইল্লা-মা-শা-আল্লাহ্। আল্লাহ্র শোকর যে, এখন আপনার মধ্যে বাতেনের বিজয় শুরু হতে চলেছে। আল্লাহ্ তাআলা একে পূর্ণতায় পৌঁছিয়ে দিন। আমি এসব আলামত দেখে খুব খুশী হয়েছি। পাশাপাশি এসব আলামতই আপনার অন্তর থেকে অন্তরায় দূরিভূত হওয়ারও প্রমাণ। যা ছিল আপনার এবং আমার মাঝে বাধা। এখন এই মুনাসাবাত ও মিলের বরকত ইনশাআল্লাহ্ দেখতে পাবেন। কিন্তু আপনি নিজে আবার ঐ বরকতসমূহের প্রতীক্ষায় থাকবেন না। সব কিছু ছেড়ে একমুখী হয়ে যান।

https://kitabbhubon.com

নতুন করে বাইআত

প্রশ্নঃ আমার একটি আরজ এই যে, দীর্ঘকাল থেকে আমার মন চায় যে আমাকে বাইআত করে নেওয়ার আবেদন আপনার কাছে জানাব। কিন্তু কখনো এই আবেদন জানাই নি। কারণ ইতিপূর্বে আমি মুফতী আহমাদ আলী মরহুমের কাছে এই ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম। তিনি অস্বীকার করে বলেছিলেন– হাজী সাহেবের মুরীদকে বাইআত করা আমি বেয়াদবী মনে করি। এখন আমার মনে আবার আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। মনে হচ্ছে যে, মহব্বত নিয়ে সঙ্গে থাকার চেয়ে মুরীদ হয়ে থাকা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। যদি হুযূরের বিবেচনায় অসঙ্গত না হয় তবে আমাকে রূপকভাবে হলেও বাইআত করে নিন। হাকীকতে তো বাইআত হয়েছিই।

জবাবঃ এস্তেখারা করার পরও যদি এই চিন্তা ও ইচ্ছা প্রবল থাকে তবে আমাকে জানাবেন।

মুরীদ করতে আখলাক জানতে হবে তালীম করতে নয়

প্রশ্নঃ দু-ব্যক্তি আমার কাছে এসে বলল- আল্লাহ্‌র পথ চিনিয়ে দাও। আজকাল বেশিরভাগ মানুষের মধ্যে ইখলাসের ঘাটতি দেখা যায় আবার অনেকের অবস্থা এরূপ যে, যিকির আযকার ইত্যাদি জেনে তো নেয় কিন্তু আমল করে না কিছুই। এই অভিজ্ঞতা থেকেই আমি ঐ দুজনকে বললাম- আপনারা তো এসেছেন অন্য কাজে। কখনো যদি বিশেষভাবে এই কাজের জন্য ফারেগ হয়ে আসেন তবে ইনশাআল্লাহ্‌ বুযুর্গদের দেখানো সেই পথ আমি বলে দিব। যথেষ্ট সময় পেরিয়ে গেছে তারা আর আসে নি। আজকাল এভাবেই মানুষের মধ্যে ইখলাসের ভীষণ অভাব দেখা যায়। কিন্তু আমার মনে আশঙ্কা জাগল যে, রাব্বুল আলামীন এতে নারাজ তো হবেন না যে তুমি কেন তাদেরকে আমার পথ বলে দিলে না, এমনি এমনি ছেড়ে দিলে। এই ভয়ও জাগল যে এর কারণে আমি হুযূরের নির্দেশ থেকে বিচ্যুত হলাম না তো, কেননা হুযূর তো আমাকে এই কাজের নির্দেশ দিয়েছেন। আবার এ ধরনের মুহূর্তে মনের উপর এক ধরনের চাপ এবং লজ্জা চেপে বসে যে, আমি কি এরও উপযুক্ত নই।

এক ব্যক্তি আমাদের বুযুর্গদের প্রতি যিনি শ্রদ্ধা ও ভক্তি পোষণ করে থাকেন। আমার মনে চিন্তা জাগল যে, যারা আমাদের আকাবের বুযুর্গদের ভক্ত হিসাবে পুরুষানুক্রমে প্রথাগত মুরীদ এবং আমাদের এই সিলসিলা ছেড়ে অন্য

https://kitabbhubon.com

বুযুর্গদের কাছে যেতে লজ্জা ও জড়তা বোধ করেন। শুধু এই কারণেই তারা অন্য বুযুর্গদের কাছে যান না এবং লোক নিন্দার ভয় পান। ভাবেন যে, লোকে বলবে নিজেদের বুযুর্গদের ছেড়ে অন্যদের কাছে চলে গেছে। আমার মনে এই খেয়াল জেগেছে যে, এই লোক লজ্জার কারণে আমাদের দ্বারা এদের কোনো উপকার হবে না। যদি এসব লোককে অন্য বুযুর্গদের কাছে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হয় তবে সেটা ভালো হবে না খারাপ? আমার এই চিন্তা সহীহ না গলদ? বাইআত ও তালকীনের ক্ষেত্রে মানুষের ইখলাস এবং কাজের নিয়ত সম্পর্কে ভালোভাবে বোঝার উদ্দেশ্যে বিলম্ব করা চিন্তা-ভাবনা করা ভালো না মন্দ? নাকি যারাই আসবে তাদের চাহিদা মতো যাচাই-বাছাই না করেই অবিলম্বে বাইআত করতে হবে, তালকীন করতে হবে?

জবাবঃ আপনার এই চমৎকার ভাবনা ও ইখলাসের কথা শুনে সীমাহীন আনন্দিত হলাম। আমার মতে কাউকে মুরীদ করার ক্ষেত্রে যাচাই করা, চিন্তা করা উত্তম কিন্তু সাধারণ তালীম-তালকীনের বেলায় কোনো দিকেই তাকাবেন না। যে আসবে তাকেই তরীকা বলে দেবেন। এর বরকতে ইনশাআল্লাহ্ ইখলাস সহজ হওয়ার আশা করা যায়।

পীরের কাছে থাকতে হলে শর্ত

হালঃ কখনো কখনো ভীষণ আগ্রহ জাগে যে, যে সব লোক মুর্শিদের কাছে থেকে তাঁর নির্দেশ মতো যিকির করে থাকেন আমিও তাহাজ্জুদের পর সেই রকম যিকির আযকার করি। এর সঙ্গে মনে এই খেয়ালও জেগে উঠে যে, সম্ভবত আমার মতো বদ কিসমত ও গুনাহ্গার আর কেউ নেই। কেননা প্রায় নয় বছর হতে চলল আমার বাইআতের বয়স অথচ এতদিনেও হুযূরের কদমবুছি করতে ও দরবারে হাজির হতে পারি নি। এখন মনে হয় আমি না হলাম দীনদার না হতে পারলাম দুনিয়াদার। পার্থিব সম্পর্কের পরিধি দৈনিকই বাড়ছে। কোনোভাবেই হুযূরের দরবারে হাজির হবার সুযোগ খুঁজে পাচ্ছি না। আল্লাহ্ তাআলা পাঁচটি কন্যা সন্তান দান করেছেন। তাদের বিয়ে শাদী করানো ভীষণ দরকার হয়ে পড়েছে। এখনকার মানুষের ভাব দেখে তো পেরেশান হয়ে যাই যে, গরীবদের কথা কেউ কানে তোলে না। তাদের কেউ বিয়ে করতে চায় না। এ অবস্থায় হুযূর রাজি হলে কোনো একভাবে খিদমতে আকদাসে হাজির হয়ে হুযূরের কাছাকাছি দু-চারটা দিন কাটাতে চাই।

https://kitabbhubon.com

নতুন করে বাইআত

প্রশ্নঃ আমার একটি আরজ এই যে, দীর্ঘকাল থেকে আমার মন চায় যে আমাকে বাইআত করে নেওয়ার আবেদন আপনার কাছে জানাব। কিন্তু কখনো এই আবেদন জানাই নি। কারণ ইতিপূর্বে আমি মুফতী আহমাদ আলী মরহুমের কাছে এই ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম। তিনি অস্বীকার করে বলেছিলেন– হাজী সাহেবের মুরীদকে বাইআত করা আমি বেয়াদবী মনে করি। এখন আমার মনে আবার আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। মনে হচ্ছে যে, মহব্বত নিয়ে সঙ্গে থাকার চেয়ে মুরীদ হয়ে থাকা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। যদি হুযূরের বিবেচনায় অসঙ্গত না হয় তবে আমাকে রূপকভাবে হলেও বাইআত করে নিন। হাকীকতে তো বাইআত হয়েছিই।

জবাবঃ এস্তেখারা করার পরও যদি এই চিন্তা ও ইচ্ছা প্রবল থাকে তবে আমাকে জানাবেন।

মুরীদ করতে আখলাক জানতে হবে তালীম করতে নয়

প্রশ্নঃ দু-ব্যক্তি আমার কাছে এসে বলল- আল্লাহ্‌র পথ চিনিয়ে দাও। আজকাল বেশিরভাগ মানুষের মধ্যে ইখলাসের ঘাটতি দেখা যায় আবার অনেকের অবস্থা এরূপ যে, যিকির আযকার ইত্যাদি জেনে তো নেয় কিন্তু আমল করে না কিছুই। এই অভিজ্ঞতা থেকেই আমি ঐ দুজনকে বললাম- আপনারা তো এসেছেন অন্য কাজে। কখনো যদি বিশেষভাবে এই কাজের জন্য ফারেগ হয়ে আসেন তবে ইনশাআল্লাহ্‌ বুযুর্গদের দেখানো সেই পথ আমি বলে দিব। যথেষ্ট সময় পেরিয়ে গেছে তারা আর আসে নি। আজকাল এভাবেই মানুষের মধ্যে ইখলাসের ভীষণ অভাব দেখা যায়। কিন্তু আমার মনে আশঙ্কা জাগল যে, রাব্বুল আলামীন এতে নারাজ তো হবেন না যে তুমি কেন তাদেরকে আমার পথ বলে দিলে না, এমনি এমনি ছেড়ে দিলে। এই ভয়ও জাগল যে এর কারণে আমি হুযূরের নির্দেশ থেকে বিচ্যুত হলাম না তো, কেননা হুযূর তো আমাকে এই কাজের নির্দেশ দিয়েছেন। আবার এ ধরনের মুহূর্তে মনের উপর এক ধরনের চাপ এবং লজ্জা চেপে বসে যে, আমি কি এরও উপযুক্ত নই।

এক ব্যক্তি আমাদের বুযুর্গদের প্রতি যিনি শ্রদ্ধা ও ভক্তি পোষণ করে থাকেন। আমার মনে চিন্তা জাগল যে, যারা আমাদের আকাবের বুযুর্গদের ভক্ত হিসাবে পুরুষানুক্রমে প্রথাগত মুরীদ এবং আমাদের এই সিলসিলা ছেড়ে অন্য

https://kitabbhubon.com

বুযুর্গদের কাছে যেতে লজ্জা ও জড়তা বোধ করেন। শুধু এই কারণেই তারা অন্য বুযুর্গদের কাছে যান না এবং লোক নিন্দার ভয় পান। ভাবেন যে, লোকে বলবে নিজেদের বুযুর্গদের ছেড়ে অন্যদের কাছে চলে গেছে। আমার মনে এই খেয়াল জেগেছে যে, এই লোক লজ্জার কারণে আমাদের দ্বারা এদের কোনো উপকার হবে না। যদি এসব লোককে অন্য বুযুর্গদের কাছে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হয় তবে সেটা ভালো হবে না খারাপ? আমার এই চিন্তা সহীহ না গলদ? বাইআত ও তালকীনের ক্ষেত্রে মানুষের ইখলাস এবং কাজের নিয়ত সম্পর্কে ভালোভাবে বোঝার উদ্দেশ্যে বিলম্ব করা চিন্তা-ভাবনা করা ভালো না মন্দ? নাকি যারাই আসবে তাদের চাহিদা মতো যাচাই-বাছাই না করেই অবিলম্বে বাইআত করতে হবে, তালকীন করতে হবে?

জবাবঃ আপনার এই চমৎকার ভাবনা ও ইখলাসের কথা শুনে সীমাহীন আনন্দিত হলাম। আমার মতে কাউকে মুরীদ করার ক্ষেত্রে যাচাই করা, চিন্তা করা উত্তম কিন্তু সাধারণ তালীম-তালকীনের বেলায় কোনো দিকেই তাকাবেন না। যে আসবে তাকেই তরীকা বলে দেবেন। এর বরকতে ইনশাআল্লাহ্ ইখলাস সহজ হওয়ার আশা করা যায়।

পীরের কাছে থাকতে হলে শর্ত

হালঃ কখনো কখনো ভীষণ আগ্রহ জাগে যে, যে সব লোক মুর্শিদের কাছে থেকে তাঁর নির্দেশ মতো যিকির করে থাকেন আমিও তাহাজ্জুদের পর সেই রকম যিকির আযকার করি। এর সঙ্গে মনে এই খেয়ালও জেগে উঠে যে, সম্ভবত আমার মতো বদ কিসমত ও গুনাহ্গার আর কেউ নেই। কেননা প্রায় নয় বছর হতে চলল আমার বাইআতের বয়স অথচ এতদিনেও হুযূরের কদমবুছি করতে ও দরবারে হাজির হতে পারি নি। এখন মনে হয় আমি না হলাম দীনদার না হতে পারলাম দুনিয়াদার। পার্থিব সম্পর্কের পরিধি দৈনিকই বাড়ছে। কোনোভাবেই হুযূরের দরবারে হাজির হবার সুযোগ খুঁজে পাচ্ছি না। আল্লাহ্ তাআলা পাঁচটি কন্যা সন্তান দান করেছেন। তাদের বিয়ে শাদী করানো ভীষণ দরকার হয়ে পড়েছে। এখনকার মানুষের ভাব দেখে তো পেরেশান হয়ে যাই যে, গরীবদের কথা কেউ কানে তোলে না। তাদের কেউ বিয়ে করতে চায় না। এ অবস্থায় হুযূর রাজি হলে কোনো একভাবে খিদমতে আকদাসে হাজির হয়ে হুযূরের কাছাকাছি দু-চারটা দিন কাটাতে চাই।

https://kitabbhubon.com

বিশ্লেষণঃ সাংসারিক খরচ-খরচা থেকে যদি নিশ্চিন্ত হতে পারেন অর্থাৎ যে কয়দিন থাকতে চান সেই দিনগুলির উপযোগি পরিবার বর্গের চলার মতো অর্থের ব্যবস্থা থাকলে আমাকে জানাবেন তারপর পরামর্শ দিব।

মুরীদ করার পূর্বশর্ত যোগ্যতা

প্রশ্নঃ জনৈক ব্যক্তি যিনি ছিলেন নিজ পীরের অযীফাপ্রাপ্ত, একরাতে নিজ মহল্লার মসজিদে অনুতাপদগ্ধ ও অশ্রুসিক্ত অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়েন। স্বপ্নে দেখলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ এনেছেন এবং তাকে বলছেন- হে ব্যক্তি! তুমি যাও মৌলভী আব্দুর রহমানের কাছে মুরীদ হও। ঐ ব্যক্তি ঘুম থেকে উঠে ছুটতে ছুটতে আমার কাছে এসে হাজির হয়েছেন। তার দাবি হল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশমতো আপনি আমাকে মুরীদ করে নিন এবং আমাকে সবক দিন। এখন আমি ভাবছি- জনাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশপ্রাপ্ত হওয়ার মতো যোগ্যতা আমার মধ্যে নেই। ঐ ব্যক্তি যখন স্বপ্নে দেখেছেন এবং আমার কাছে এসেছেন এখন তার ব্যাপারে আমার করণীয় কী? মেহেরবানী করে বলুন।

জবাবঃ ঐ ব্যক্তির পীর কোথায়? তিনি কেমন? এগুলো জানাতে হবে। ঐ ব্যক্তিকে শুধু তালকীন করতে অসুবিধা নেই। মুরীদ করার ব্যাপারে পরামর্শ দিতে পারব না যতক্ষণ আপনাকে না দেখব। স্বপ্ন কোনো শরয়ী দলিল নয়। তাছাড়া মুরীদ করার জন্য যোগ্যতা পূর্বশর্ত।

মুরীদ হওয়ার আবশ্যকতা

হালঃ এতদিন পর্যন্ত এই ইয়াকীন ছিল যে, যে কাজ সুন্নতে নববীর প্রতি আকর্ষণ করে সেটাই মাকবূল বা আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য। কিছু মানুষ যারা তাসাওউফের নামও জানে না অথচ দিন রাত ইবাদতের মধ্যেই মশগুল থাকেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে আত্মোৎসর্গীত। পক্ষান্তরে তাসাওউফের মাধ্যমেও তো এই ফলাফলই পাওয়া যায়। তাহলে প্রশ্ন হল বাইআত গ্রহণ বা মুরীদ হওয়ার দ্বারা অতিরিক্ত কী লাভ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি কৃত ইসলামী বাইআত কি যথেষ্ঠ নয়?

বিশ্লেষণঃ আপনার ইয়াকীন সঠিক। বাইআতে তরীকতের আবশ্যকতা সকলের জন্যই ব্যাপক নয়। কিন্তু এতে এক ধরনের ধোকা হয়ে থাকে। উক্ত

https://kitabbhubon.com

বিশেষ অবস্থা হওয়া সত্ত্বেও নফসের মধ্যে কিছু গোপন রোগ-ব্যধি, ত্রুটি-বিচ্যুতির অস্তিত্ব থেকে যায় যা একজন মুহাক্কিক ও আরিফ পীরের প্রেসক্রিপশন ছাড়া বুঝা যায় না। বুঝা গেলেও সেটা থেকে মুক্ত হওয়ার পন্থা জানা যায় না। এসব কারণে পীরের সঙ্গে সম্পর্ক গড়াটাই জরুরি বলা হয়।

পীরের সঙ্গে মিল না হওয়ার আলামত

বিরাট ভয়ঙ্কর, ক্ষতিকর ও ধংসাত্মক এবং ভীষণ খারাপ এক রোগ ও হাল আমার মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে বিদ্যমান রয়েছে। সর্বদা চিঠি লিখতে গিয়ে বিষয়টির উল্লেখ করতে চাই কিন্তু লজ্জার কারণে বারবার নিজেকে বিরত রাখি। কিন্তু এখন ভীষণ সাহস সঞ্চয় করে লিখতে বসেছি। ভাবছি আপনাকেই যদি না বলি তবে আর কার কাছে বলব! বিষয়টি এই যে, আমি দিল্লিতেও দশ বারোবার হুযূরের খিদমতে থেকেছি। দুবার থানা ভবনেও হাজির হয়েছি। সাহারানপুর, নাজিবাবাদ, সবূলী, মুরাদাবাদ, মিরাঠ ও দেওবন্দসহ আরো অনেক স্থানেই হুযূরের সাক্ষাৎ ও সোহবত লাভ করেছি। কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, সর্বক্ষণ আপনার কথা মনের মধ্যে কল্পনা হওয়া এবং আপনার প্রতি ভক্তি-ভালোবাসা সীমাহীন থাকা সত্ত্বেও মনের মধ্যে দেখতে পাই এক খবিস মরয। সেটা এই যে, আপনার সামনে আপনার প্রতি ভক্তি-ভালোবাসা কমে যায়। আপনাকে দেখলেই বা আপনার কাছে বসলেই মনের মধ্যে বিরক্তি ও সংকোচ আমাকে ঘিরে ধরে। হুযূর! আমি এই হালতের কথা ভেবে ভীষণ পেরেশান থাকি। বুঝতেই পারি না কেন এমন হয়। আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে এর প্রতিকার বলুন। এই খতরনাক ও বিপদজনক হালত নিয়ে আমি খুবই ভীত ও চিন্তিত। তাহলে কি জাহের আমার বন্ধু আর বাতেন আমার শত্রু। বিরহ উপকারী আর মিলন ক্ষতিকর। অথচ সর্বদা আমার ভেতর জ্বলতে থাকে হুযূরের দর্শন লাভের আকাঙ্ক্ষা।

জবাবঃ এটা মহব্বত ও ভক্তির ঘাটতি নয়। বরং মুনাসাবাত ও অমিলের কারণে এই দূরত্ব ও বিরক্তি। এই দূরত্বের কারণে সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে ভালোবাসা হয়ত কম। আর অমিল এই কারণে হয়েছে যে আমার কাছে আপনার বেশি থাকা হয় নি এবং আমার মেজাজ আপনার জানা হয় নি। মেজাজ না জানার কারণে আপনার দ্বারা কিছু কিছু আমার মেজাজ পরিপন্থী কাজ ঘটে, যদ্দারা আপনার মনের উপর চাপ পড়ে। এ কারণেও আপনার মনের উপর দূরত্ব ও বিরক্তির প্রভাব পড়ে। এর এলাজ করাটা জরুরি নয়।

https://kitabbhubon.com

কেননা এটা ক্ষতিকর নয়। কিন্তু জরুরি না হওয়া সত্ত্বেও যদি আপনার দিল এলাজ করতেই চায় তাহলে বেশি বেশি কাছে থাকতে হবে অথবা বার বার আসা-যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

পীরকে ভালোবাসা আল্লাহ্‌কে ভালোবাসার আলামত

হালঃ কয়েকদিন পূর্বের ঘটনা। নামায পড়ার সময় হুযূরের চিন্তা মনে জাগল এবং আল্লাহ্ তাআলার ধ্যানও জাগ্রত হল। নামাযের তাওফীক প্রদানের কারণে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও এহসানের কথা মনে পড়ল। আবার মনে হল হুযূরের ফয়েয বরকতের ফলে সরল ও সঠিক পথের উপর চলতে পারছি। এই পর্যায়ে এসে হুযূরের মহব্বত এত বেশি মনে হল যে হুযূরের কল্পনা মনের কোনে কোনে ছড়িয়ে পড়ল এবং হৃদয়ের মধ্যে শুধু হুযূরেরই স্থান রইল। আল্লাহ্‌র চিন্তাও ছিল কিন্তু সেটা হুযূরের চিন্তার চেয়ে প্রবল নয়। নামাযের পরে বিষয়টি ভেবে অস্থির হয়ে উঠলাম যে, এটা কেমন ধরনের চিন্তা! কেন এমন হল? কয়েকদিন ধরেই লিখব মনে করছি কিন্তু খুব ভয় পাচ্ছি, শঙ্কিত হয়ে পড়েছি যে, হয়ত এটা খুবই খারাপ কোনো হালত। এরূপ চিন্তাকে সম্ভবত মনে স্থান দেওয়া উচিৎ নয়। পরে মনে হল খুব খারাপ কোনো কিছু ঘটলেও সেটা অবশ্যই হুযূরকে জানাতে হবে। যাহোক শেষ পর্যন্ত হুযূরের নিকট সব খুলে বললাম। হুযূর মেহেরবানী করে আমার কলবের ইসলাহ করুন। বিশেষভাবে দুআ করুন যেন আল্লাহ্ তাআলা সিরাতে মুস্তাকীমের উপর অবিচল রাখেন। হুযূর আমি ভীষণ পেরেশান হয়ে গেছি।

বিশ্লেষণঃ আপনার যে অবস্থা তার মধ্যে ইসলাহের কোনো জরুরত নেই। কোনো নিন্দনীয় অবস্থা নেই। অজ্ঞতার কারণে এই সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র মহব্বত আপনার মধ্যে কম। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র মহব্বতই আপনার মধ্যে বেশি। একথার দলিল এই যে, কেউ যদি আপনার সামনে এরূপ প্রস্তাব করে যে, এই দুটির মধ্যে যে কোনো একটি ভালোবাসা থাকতে পারবে দ্বিতীয়টি অবশ্যই বর্জন করতে হবে সুতরাং আপনি বেছে নিন। এরূপ ক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই আল্লাহ্‌র মহব্বতকে প্রাধান্য দেবেন। আর এটাই হল স্পষ্ট দলিল এ কথার যে, আল্লাহ্‌র মহব্বতই সর্বাধিক শক্তিশালী। কিন্তু এই মহব্বত 'ত্ববয়ী' (স্বভাবগত) হওয়া সত্ত্বেও 'আকলী'র অনুরূপ। এ কারণে এর আলামত গুলো সুক্ষ্ম। এর কারণেই এই মহব্বত দুর্বল হওয়ার সন্দেহ জাগে

https://kitabbhubon.com

অথচ এটাই শক্তিশালী। আবার মানুষের প্রতি নির্দেশ রয়েছে এই আকলী মহব্বতের ব্যাপারেই। আপনি একদম নিশ্চিন্তে থাকুন।
এবার আপনার সন্দেহের আরো একটি উত্তর শুনুন সেটা এই যে, পীরের মহব্বতটাও আল্লাহ্‌রই মহব্বত হিসাবে গণ্য, কেননা সেটা আল্লাহ্‌র জন্যই। কেননা আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছার জন্য পীর হল মাধ্যম। সুতরাং পীরের মহব্বত স্বপ্রমাণে আল্লাহ্ হলেন মাধ্যম ফলে আল্লাহ্ হলেন মাহবূব আউয়াল আর পীর মাহবূব বিল আরয (পরোক্ষ)। আর মাওসূফ বিল আরযের চেয়ে মাওসূফ বিযযাত অধিক শক্তিশালী, পরোক্ষ মাহবূবের (পীরের) চেয়ে প্রত্যক্ষ মাহবূব (আল্লাহ্) অধিক শক্তিশালী।

পীরের প্রতি মহব্বত ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মহব্বত সৌভাগ্যের চাবিকাঠি

হালঃ যখন রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অথবা হুযূরের প্রসঙ্গে কোনো আলোচনা কানে আসে তো ভালোবাসার আবেগ ও উচ্ছাসে কান্নার ভাব প্রবল হয়ে উঠে। কষ্ট করে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়।

বিশ্লেষণঃ এটা উঁচুস্তরের হালত। হুব্বে রাসূল ও হুব্বে শেখ সৌভাগ্যের চাবিকাঠি।

পীরের মহব্বত

হালঃ একটি বিষয় পূর্ব থেকেই আমি কিছুটা লাভ করেছিলাম আজকাল সেটা খুব বৃদ্ধি পেয়েছে। সেটা হল হুযূরের মহব্বত। মন চায় চেহারা মুবারক দেখতে থাকি। যদি হুযূরের প্রভাব ও ভয় না থাকত তবে কপাল মুবারকে চুমু দিতাম, বুকের সাথে মিশে যেতাম এবং পায়ের উপর লুটিয়ে পড়তাম।

বিশ্লেষণঃ পীরের প্রতি মহব্বত সফলতার চাবিকাঠি।

হালঃ শুধু এটাই প্রার্থনা করি যে, আল্লাহ্ তাআলা হযরতের প্রতি মহব্বত আরো বৃদ্ধি করে দিন। মন চায় হযরতের মতোই যেন চলা, বলা ও চিন্তার ধরণ আল্লাহ্ আমাকে দান করেন। এর জন্য হুযূর দুআ করবেন।

বিশ্লেষণঃ মন-প্রাণ দিয়ে দুআ করছি।

হালঃ এরই ভিত্তিতে হুযূরের কাছে আবেদন এই যে, নামাযের পর মাথার উপর হাত রেখে যে দুআ হুযূর পড়ে থাকেন এবং কপালের উপর যা লিখে

https://kitabbhubon.com

থাকেন এবং যেই দুআর মধ্যে 'মহব্বত' শব্দটি আছে এসকল দুআ পড়ার জন্য আমাকে অনুমতি দিন আর কষ্ট না হলে এগুলোর উপকারিতাও জানিয়ে দেবেন। ঐ দুআ এবং কপালের উপর হুযূর যা লেখেন সে ব্যাপারটা আমি অন্যদের কাছে জেনে নিয়েছি।

বিশ্লেষণঃ তারপরও সব লিখে দিচ্ছি, মাথার উপর হাত রেখে পড়ি

بسم الله الذى لااله الا هو الرحمن الرحيم. اللهم اذهب عنى الهم والحزن

এ দুআটি হিসনে হাসীনে পাওয়া যায়। এর উপকারিতা অর্থ থেকেই বুঝা যায়। (চিন্তামুক্ত হওয়া)। কপালে লিখি- الله

এর উপকারিতা কোনো দলিল থেকে জানা নেই। শৈশব থেকে অভ্যাস হিসাবে করে আসছি। মহব্বত শব্দ আছে যে দুআটির মধ্যে সেটা হল–

اللهم أعط محمدا الوسيلة واجعل فى المصطفين محبة والعالين درجة.

وفى المقربين داره

এই দুআটির উল্লেখ করেছেন কাযী সানাউল্লাহ রহ. হাদীসের উদ্ধৃতিতে উপকারিতাসহ কোনো এক রচনায়। শৈশবে পড়েছিলাম। আজ আর সে সবের কথা স্মরণ নেই।

হালঃ পূর্ববর্তী এক চিঠিতে লিখেছিলাম যে, অযীফা আদায় করার সময় বোঝার মতো লাগে, আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে সেটা কেটে গেছে। এখন হুযূরের কাছে আমার যে চিঠিটা রয়েছে সেটাতে উল্লেখ করেছি যে, নামাযের প্রতিটি রোকনে এক বিশেষ মজা আল্লাহ্‌র রহমতে এবং হুযূরের বরকতে পাচ্ছি। তাশাহহুদ, দরূদ এবং দুআর মধ্যে এক খাস কাইফিয়াত তৈরি হয়। হুযূর যখন নামাযের এক একটি তাকবীর বলেন তখন আমার ভেতর থেকে কলিজা লাফাতে থাকে। আজ নতুন একটি বিষয় ঘটল এই যে, যখন ইসমে যাত ইত্যাদি থেকে ফারেগ হলাম এবং আমার কামরার দিকে যেতে লাগলাম তখন মনে হল কেউ যেন আমাকে ধরে থামিয়ে দিচ্ছে। হুযূরের মহব্বতের আবেগ উথলে উঠল। সেই মহব্বতের অশ্রু ঝরতে থাকল দু-চোখে। মনকে বুঝালাম হযরত তো তোমার প্রতি কত দৃষ্টি দিয়েছে। তুমি কী ছিলে আর কী হয়েছ? এ সবই হযরতের সুদৃষ্টির ফল নয় তো কী? আমার মনও হযরতের সকল অবদান স্বীকার করে, তবে তার আকাঙ্ক্ষা আরো বেশি, পেতে চায় আরো বেশি।

https://kitabbhubon.com

শেষ পর্যন্ত যখন আর দূরে থাকা সম্ভব হল না ছুটে গেলাম হযরতের দরবারে। হুযূরের সামনে গিয়ে বসে থাকলাম। সেখানেও কাঁদতেই থাকলাম। মনের ইচ্ছা ছিল এরকম যে, হুযূর যতক্ষণ বসা থাকবেন চেহারা মুবারক দেখতে থাকব। হাফেয... সাহেব চুপি চুপি কথা বলছিলেন হুযূরের সঙ্গে। আমি এই খেয়ালে সেখান থেকে চলে আসলাম যে, হয়ত কোনো গোপন কথা চলছে। সেখান থেকে এসে খেয়ে ঘুমিয়ে গেলাম। ঘুমের মধ্যে দুটি স্বপ্ন দেখলাম। এক- দেখলাম যে, হযরত অত্যন্ত স্নেহপরায়নতার সঙ্গে আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। বলছেন তুমি দুনিয়ার কোনো কিছুকেই ভয় করো না। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারোর পরোয়া করো না। ভয় করবে শুধু আল্লাহ্কে, তাঁর বড় বড় অলীকে। তবে উপরে আমি যে পেরেশানির কথা লিখেছি সেটা ভীতির কারণে নয় বরং সেটার মূল উৎস হুযূরের মহব্বত এবং আমার অকর্মন্যতা আর আল্লাহ্ তাআলার মহব্বতের প্রতি অনুরাগ।

দুই- দেখলাম বিরাট বড় একটি মজলিস। সকলে হালকা বেঁধে বসে হযরতের অপেক্ষা করছেন। সবাই বলছেন হুযূর এসে বুখারী শরীফের সবক উদ্বোধন করবেন। বুখারীর সবক শুরুর জন্য আগ্রহী অপেক্ষামান জামাতের মধ্যে আমিও বসা। হযরত অযু করে দু-রাকাত নামায আদায় করলেন এরপর মজমায় হাজির হলেন। হুযূরের দাড়ি মুবারক যত বড় তার চেয়ে কিছুটা বড় বড় দেখতে পেলাম এবং দেখলাম কোথাও বড় কোথাও ছোট, কোথাও বেশি ঘন কোথাও পাতলা। হযরতের চেহারা দেখাচ্ছিল খুব নূরানী। হুযূর বসলেন এবং বুখারী শরীফ শুরু করলেন। বুখারী পড়া যিনি শুরু করলেন সেই ক্বারী আমার অপরিচিত। হুযূর বিস্ময়কর রহস্য ও হিকমতপূর্ণ বয়ান উপস্থাপন করলেন। যেগুলো মনে নেই বলে আমার পক্ষে বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। তবে একটি বিষয় হুযূর তাকরীর বা আলোচনায় বলেছিলেন যা আমার মনে আছে। সেটা হল- মানুষের সব চেষ্টা, পরিশ্রম ও তদবীরের উপর সর্বদা জয়ী হয় আল্লাহ্ তাআলার তাকদীর। হুযূর মেহেরবানী করে তা'বীর জানিয়ে ধন্য করবেন।

বিশ্লেষণঃ ইনশাআল্লাহ্ তাআলা আপনার ভাগ্যে জাহেরি ও বাতেনিভাবে ইত্তেবায়ে সুন্নতের সৌভাগ্য নসীব হবে এবং সুন্নতের বারাকাত ও সামারাত লাভ করবেন। যা প্রকৃত মাকবুলিয়াতের আলামত। আর সেটার বড় ভূমিকা হল মুর্শিদের প্রতি মহব্বত, আল্লাহ্র মেহেরবানীতে সেটাও আপনি লাভ করেছেন।

https://kitabbhubon.com

হালঃ হুযূর! আমি তো প্রায় দুই শ এর বেশি আপনার বাণী সংকলন করেছি। ইনশাআল্লাহ্ হুযূরের বরকতে সেগুলোর মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতের সীমাহীন কল্যাণ লাভ করব।

বিশ্লেষণঃ যদি কষ্ট মনে না করেন তবে পরিস্কার করে লিখে আমাকে দেখিয়ে নিন। এতে ওটা নির্ভরযোগ্য হবে এবং অন্যদের জন্য কল্যাণকর হওয়ার যোগ্যও হয়ে যাবে।

হালঃ কিন্তু এই খাদেমের আকাঙ্ক্ষা এই যে, হুযূরের মা'মূলাত এবং চাল-চলন ও ভাব-ভঙ্গির কিছু উসূল যদি জানতে পারতাম তবে খুবই ভালো হত। হুযূরের মা'মূল সম্পর্কে লিখা আমার জন্য সহজ হয়ে যেত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ হুযূরের মা'মূলাতের কয়েকটি উসূল উল্লেখ করছি।

১। লা-ইয়া'নী ও ফুযূল অর্থাৎ অনর্থক ও অনাবশ্যক সব কিছু থেকে দূরে থাকা।

২। কলবকে ফারেগ রাখা অর্থাৎ দীনী প্রয়োজনের বাইরে কোনো ব্যক্তি এবং বস্তুর প্রতি কোনোরূপ মোহ না রাখা।

৩। কঠোরভাবে সময়ের শৃঙ্খলা ও রুটিন মেনে চলা।

৪। মাখলুকাতের কল্যাণ করা এবং ক্ষতি থেকে দূরে থাকা।

৫। ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো আমীর উমারার কৃতজ্ঞ ও কৃতার্থ না হওয়া।

এ ধরনের আরো যে উসূল ও নীতিমালা যা আমার জানা নেই বা মনে নেই সেগুলো সম্পর্কে আমার নিবেদন এই যে, যদি সেগুলো কোনো রচনার মধ্যে উল্লেখ হয়ে থাকে মেহেরবানী করে আমাকে জানাবেন। অথবা যদি কষ্টকর না হয় তবে হুযূর এরূপ উসূল লিখে দিলে সারাজীবনের জন্য তাবিজ বানিয়ে সঙ্গে রেখে দিব ইনশাআল্লাহ্।

বিশ্লেষণঃ প্রথম হল আমার এতখানি অবসর নেই। দ্বিতীয়ত এক বৈঠকে এত কথা কি মনে করা সম্ভব? এর জন্য সহজ পন্থা এটাই যে, দেখতে থাকুন, লিখতে থাকুন। তারপরও আপনাকে জানাচ্ছি যে, মৌলভী মুহাম্মদ মুস্তফা সাহেব মা'মূলাতে আশরাফী নামে একটি সংকলন প্রস্তুত করেছেন। সেখান থেকে আপনি অনেক সাহায্য পেতে পারেন।

***

হালঃ মা'মূলাত ও অযীফা সহজেই আদায় হয়ে যাচ্ছে। জমিদারী বিষয়ক কারবারের প্রতি কেমন যেন অনাগ্রহী ও বেপরোয়া হয়ে যাচ্ছি। মেজাজের

https://kitabbhubon.com

মধ্যে আজকাল রাগ বেড়ে যাচ্ছে। শরীয়ত বিরোধী কোনো কাজ বাড়ির লোকজন অথবা অন্য কাউকে করতে দেখলে তাদের সঙ্গে কঠোর ভাষায় কথা বলি। বেশিরভাগ ঘরোয়া বিষয়ে ঝাঁঝালো কণ্ঠে কথা বলা হয়ে যাচ্ছে। নিজের দিকে, পোশাক, ঘর-দোর ইত্যাদি পরিপাটি হওয়ার দিকে, ধন-সম্পদ বাড়ানোর দিকে বিন্দুমাত্র আকাঙ্ক্ষা নেই। নেই এর জন্য কোনো চেষ্টাও। অবশ্য নামাযের পর আল্লাহ্ তাআলার নিকট এই দুআ নিয়মিতই করে থাকি যে, যা কিছু তুমি আমাকে দান করেছ দয়া করে সেগুলো হিফাজতের ব্যবস্থা করে দাও। এতটুকু সম্পদ-সম্পত্তি আমার জীবন ধারণের জন্য আল্লাহ্র ফযলে যথেষ্ট। যখন কোনো কঠিন ঝামেলা বেধে যায় অর্থাৎ আদালতে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই বলে মনে হয় তখন এই খেয়াল চেপে বসে যে, সব ঝামেলা থেকে নিজেকে আলাদা করে নেই। কিন্তু মা এবং আহলিয়ার জোরাজুরির ফলে পড়ে যাই ভীষণ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে। আমি ছাড়া কাজ করার মতো তাদের কেউ নেই। মা বলেন যে, সব ঝামেলা মিটে যাবে। সত্যিই আল্লাহ্র ফযলে সেটাই হয়, আদালতে যাওয়া ছাড়াই সবকিছু মিটমাট হয়ে যায়।

আমার পোশাকের অবস্থা এই যে, ইতিপূর্বে শেরওয়ানী, বুট ইত্যাদি ব্যবহার করতাম কিন্তু এখন হুযূরের লেবাস-পোশাক যখন থেকে দেখেছি সেই তরীকাই মনে-প্রাণে গ্রহণ করে নিয়েছি। ব্যবহার করে সীমাহীন আনন্দ ও মজা পাই। যদিও শুরুর দিকে মানুষ তিরস্কার করেছে, হেঁসেছে, বিদ্রূপ করেছে কিন্তু আল্লাহ্র ফযলে এই অপদার্থের মনের উপর সেগুলো কোনোই প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি।

জমিদারীর কাজ করতে গিয়ে আতঙ্কিত হই এই কারণেও যে, অজ্ঞতার কারণে কখনো শরীয়ত বিরোধী কিছু করে ফেলি কিনা। যদিও আমি সাধ্যমতো সাবধান থাকার চেষ্টা করি।

বিশ্লেষণঃ মা-শা-আল্লাহ্ সবই হালতে মাহমূদাহ।

***

হালঃ কিছুই নেই আমার। আছে শুধু বুকভরা আশা আর সুদৃঢ় ভরসা। আমি নিজেকে বলি তুই তো পৌঁছে গেছিস ফয়েয ও বরকতের এমন এক উৎসমুখে যার দৃষ্টিতে মাটিও হয়ে যায় পরশ পাথর। এখান থেকে সহী ইয়াকীন ও আকীদা নিয়ে কোনো সত্যের পিপাসু পরিতৃপ্ত না হয়ে ফেরে নি কখনো।

https://kitabbhubon.com

বিশ্লেষণঃ আমি আবার এমন কী হয়ে গেলাম! তবে হ্যাঁ যা কিছু এখানে আছে হযরত হাজী সাহেব রহ. এর বরকত। যা প্রবাহিত হচ্ছে আমার মতো এক নিষ্প্রাণ নালার মধ্য দিয়ে।

পীরের প্রত্যেক মন্দ প্রভাব মুরীদের উপর হবে না

হালঃ আমার মনে একটি সংশয় রয়েছে। সেটা এই যে, আমার আমলী হালত খারাপ, এরপরও আমার প্রতি সুধারণাবশত যেসব লোক আমার সঙ্গে ইসলাহী সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন, আমার কারণে যদি তাদের উপর কোনো মন্দ প্রভাব পড়ে তাহলে এর মানে এই যে, আমি তাদেরকে ধোকা দিলাম। এই চিন্তাটা মাঝে মাঝে এত তীব্র হয়ে যায় যে, মন বলে ইসলাহ, তালীম ও তালকীনের এই সব কাজ ছেড়ে দেই এবং লোকজন যা জানতে চাইবে উপস্থিত ক্ষেত্রে জানা থাকলে বলে দিব আর জানা না থাকলে চুপচাপ থাকব। মনে মনে আবার এ কথাটাও ভাবি যে, আপনি তো অনেক ভালো বোঝেন এবং নিশ্চয় জেনে বুঝে আমাকে ইজাযত (খিলাফত) দান করেছেন। এর ভালো-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ এখন আমার জ্ঞান-বুদ্ধির উর্ধ্বে। যাই হোক ইসলাহের কাজ আমি করি আল্লাহ্ তাআলার উপর ভরসা রেখে আমার দিক থেকে নেক আশা নিয়ে এবং এই কাজে বিনা দলিলে আমি আপনাকে অনুসরণ করি। আপনি দুআ করুন আল্লাহ্ তাআলা এই কাজকে আমার আখিরাতের জন্য কল্যাণকর করুন। এবং এ কাজে আমাকে আল্লাহ্ তাআলা যেন সর্বপ্রকার ভুল, গোমরাহী, বিপথগামিতা এবং সর্বপ্রকার ফিতনা থেকে মাহফূয রাখেন। উপরে যে সংশয়ের কথা আমি উল্লেখ করেছি সে বিষয়ে হুযূর মেহেরবানী করে সহজভাবে আমার জন্য প্রশান্তিজনক কোনো জবাব দিন।

বিশ্লেষণঃ এই সংশয় ও সন্দেহের জবাব এই যে, ইসলাহের কাজ আকাবির ও মাশায়িখ সকলেই করেছেন, সুতরাং এর উপর তাদের ইজমা ও ঐক্যমত রয়েছে। অথচ এই সংশয় তো প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই সত্য। কেউই তো নিজের হালতকে ভালো মনে করে না। তারপরও এই খিদমত সকলেই আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। তাহলে ইসলাহী আমলের বুনিয়াদ ইজমায়ীভাবে স্বীকৃত। এর সারমর্ম এটাই যে, অন্যের উপর মুলকিনের (সবক ও অযীফা দানকারী পীরের) প্রত্যেক ত্রুটির প্রভাব পড়ে না। বরং প্রভাব পড়ে সেই ত্রুটির যা

https://kitabbhubon.com

স্পষ্টতঃ শরীয়ত বিরোধী এবং যা পরিমাণে অনেক হয় অথবা পরিমাণে অল্প কিন্তু অনুশোচনা ও প্রতিকার বিহীন হয়। অথবা যে ত্রুটি আকীদা ও নিয়তের মধ্যে হয় যেমন সত্য গোপন করা, হুব্বে মাল, হুব্বে জাহ ইত্যাদি। নতুবা সুধারণার প্রভাবই গালেব এবং উপকারের মাপকাঠি হয়ে থাকে।

পীর থেকে উপকৃত হওয়ার শর্ত

হালঃ হুযূরের প্রতি আমার অগাধ ভক্তি ও শ্রদ্ধা রয়েছে। তবে এই ভক্তি-শ্রদ্ধা হুযূরের ইলমের কারণে। আর আপনার প্রতি আমার মহব্বত ও ভালোবাসার কারণ আপনার নবীওয়ালা আখলাক। তবে যে মহব্বত পীর ও মুরীদের মাঝে হয় এবং যা মানুষের মাঝে প্রচলিত, সেটা আমার মধ্যে নেই। জিজ্ঞাসা এই যে, শেষোক্ত মহব্বতের অনুপস্থিতির কারণে আমি কি আপনার থেকে উপকৃত হতে পারব? নাকি এ ব্যাপারে আমার ত্রুটি হবে।

বিশ্লেষণঃ পীর ও মুরীদের মাঝে যে মহব্বত থাকে সেটা না থাকার কারণে উপকৃত হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি হবে না। ইস্তিফাদার (উপকৃত হওয়ার) শর্ত হুব্বে আকলী হুব্বে ত্বয়ী নয়।

বাইআতের মধ্যে তাড়াহুড়া না করা উচিৎ

হালঃ এই খাদেম নিজের হালতের সংবাদ জানিয়ে এই মর্মে একটি চিঠি হুযূরের খিদমতে পাঠিয়েছিল যে, 'হুযূরের এই খাদেমকে গোলামীর হালকায় সামিল করে মুরীদীর গৌরব দান করবেন। সুলূকের ক্ষেত্রে যে কোনো নির্দেশ অম্লান বদনে মেনে নেওয়ার জন্য হাজির আছি।' এর জবাবে হুযূর ইরশাদ করেছিলেন 'হালত শুনে খুশী হলাম। আপাতত আপনি কসদুস সাবীলের ব্যস্ত আলেমের রুটিন মতো আমল শুরু করে মাঝে মাঝে হালতের এবং মা'মূলাতের অবগতি দিতে থাকুন। ইনশাআল্লাহ্ সিলসিলা চলতে থাকবে। বাইআতের জন্য তাড়াহুড়ার কিছু নেই।'

হুযূরের নির্দেশনা মোতাবেক কসদুস সাবীলের ব্যস্ত আলেমের রুটিন অনুসরণ করে চলছি। যেটুকু সুযোগ পাই সাধ্যমতো আমল করি। আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করি যেন স্থায়িত্ব দান করেন। এখনো পর্যন্ত তাহাজ্জুদের পাবন্দি করছি। মোটকথা সেখানের নির্দেশ যথাসাধ্য পালন করে যাচ্ছি। তবে কোনো স্বাদ ও মজা পাচ্ছি না। এজন্যই নিবেদন এই যে, অধমকে গোলামীর

https://kitabbhubon.com

হালকাতে গ্রহণ করে বাইআতের মর্যাদা দান করুন। হুযূর ছাড়া দুনিয়াতে আমার কোনো সাহায্যকারী নেই। দীনী হালত আমার খুবই খারাপ। তাই হুযূর মেরেবানী করে আমাকে আপনার মুরীদ করে নেবেন।

বিশ্লেষণঃ বুঝাই যাচ্ছে স্বাদ পাওয়ার উদ্দেশ্যে মুরীদ হতে চান। মনে রাখবেন স্বয়ং স্বাদ মাকসূদ বা লক্ষ্য নয় এবং মুরীদ হলেই স্বাদ পাওয়া যাবে সেটাও নিশ্চিত নয়।

অযোগ্য ব্যক্তির প্রতি অন্যকে মুরীদ করার নিষেধাজ্ঞা

প্রশ্নঃ মৌলভী হাফেয... সাহেব যাকে হাজী সাহেব খিলাফত দিয়েছেন তিনি এক স্থানে বলেছিলেন যে, যদি কেউ তোমাদের কাছে মুরীদ হতে আসে এবং অবিলম্বে চিন্তা-ভাবনা না করে মুরীদ করে নাও তবে সেটা ভালো। তাঁর এই বক্তব্যের ভিত্তিতে আমি বেশিরভাগ মানুষকেই মুরীদ করে নেই এবং এখনও মাঝে মাঝে এমন অবস্থা হয় যে, কেউ কেউ মুরীদ করার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। আমি কোনোভাবেই নিজেকে বাইআত নেয়ার (মুরীদ করার) যোগ্য মনে করি না। এবং আমার মধ্যে এরূপ আগ্রহও নেই যে, লোকে আমাকে পীরসাহেব বলুক অথবা (আল্লাহ্ না করুন) এর মাধ্যমে আমি অর্থ-কড়ি কামাই। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে এমন হয় যে, নিজেরই আত্মীয়-স্বজন বা প্রিয় মানুষের মধ্যে পুরুষ এবং মহিলা বাইআত নেওয়ার জন্য জোরাজুরি করেন। এদের চাহিদা মতো মুরীদ করে নেওয়াতে শুধু এতটুকু লাভ দেখেছি যে, এর ফলে আমার মুখ দিয়েও তওবার শব্দগুলো উচ্চারিত হবে। আর কিছু না হলেও তারা নামাযের পাবন্দ হবেন। আমার কথা মানবেন এবং সহীহ আকায়েদ শিক্ষা দেওয়ার একটা সুযোগ আমার লাভ হবে। পক্ষান্তরে আমি তাদেরকে মুরীদ না করলে আমার আত্মীয়ের মধ্যেই বড় বড় পীর রয়েছেন। এসব লোক তাদের কাছে গিয়েই মুরীদ হয়ে যাবেন। তখন তো ঐ লোকগুলোকে কিছুই বলার সুযোগ থাকবে না। ঐ সব পীরের অবস্থা কী বলব! তাদের মধ্যে সর্বাধিক যোগ্য কামেল ও আল্লাহ্ভীরু যাকে মনে করা হয় তার মা'মুলি একটি কথা এ রকম-

وہی جو مسند عرش تھا خدا ہو کر - اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفے ہو کر

(অর্থ- খোদা হয়ে যিনি আরশে ছিলেন হেলান দিয়ে, নেমে পড়লেন মদীনায় তিনিই মুস্তফা হয়ে। (নাউযুবিল্লাহ্)

https://kitabbhubon.com

এটুকু থেকেই বুঝে নিন অন্যদের বিষয়টি। সুতরাং এই কল্যাণ চিন্তা থেকেই হাফেয সাহেবের উক্তির কারণে আমি সাহস করেছি। এখন হুযূর মেহেরবানী করে বলুন যে, আমার উক্ত চিন্তা ও কাজ কতটুকু ঠিক হয়েছে এবং সামনে এরূপ হলে কী আমার করা উচিৎ? মঞ্জুর করব নাকি ফিরিয়ে দেব। আমি নিজেকে খুব ভালো করে চিনি- 'নিজেই পথ হারা অন্যকে পথ দেখাবে কী?'

জবাবঃ সর্বপ্রথম একটি দৃষ্টান্ত শুনুন, মনে করুন কেউ নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে ভুল চিকিৎসা করেন এবং রুগীদের মৃত্যুর অথবা ভয়াবহ রোগের কারণ হন। এটা দেখে একজন দয়াবান ব্যক্তি নিজেই রুগীদের মৃত্যু থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে আরেকটি চিকিৎসা কেন্দ্র খুলে বসেন এবং বলতে থাকেন যে, যদিও চিকিৎসা বিদ্যা আমারও জানা নেই কিন্তু আমার এই চিকিৎসা কেন্দ্র খোলার কারণে রুগীরা অন্তত ভুল চিকিৎসাজনিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যাবে। যদিও চিকিৎসা আমিও করব না যার ফলে বিপদের আশঙ্কা তৈরি হবে কিন্তু ঐ ভুল চিকিৎসকের ভুল চিকিৎসা থেকে বেঁচে থাকার পরামর্শ দিব। (অর্থাৎ বিনা চিকিৎসায় রুগী মারা গেলেও ভুল চিকিৎসায় কেউ মরবে না।) আপনি বলুন ঐ দয়াবানকে কি এই (চিকিৎসাকেন্দ্র খোলার) অনুমতি দেওয়া যাবে, না কি তাকে এটা বোঝাতে হবে যে, চিকিৎসাকেন্দ্র না খোলার চেয়ে এটা (খোলা) এই কারণে বিপদজনক যে, না খুললে ভুল চিকিৎসাজনিত মৃত্যুর জন্য দায়ী এই দয়াবানকে বানানো হত না এর জন্য দায়ী হতেন সেই আনাড়ী চিকিৎসক আর এখন বিনা চিকিৎসায় যারা মারা যাচ্ছে তাদের সকলের জন্যই দায়ী হবে এই দয়াবান।

আপনার অবস্থা এবং ঐ দয়াবানের অবস্থার মধ্যে যদি কোনো পার্থক্য না থাকে তাহলে বুঝে নিন আপনার করণীয়। যদি বলেন পার্থক্য আছে তাহলে বলুন সেটা কী? বাকি থাকল লোকদেরকে গোমরাহী থেকে বাঁচানোর ব্যাপারটি, সেটা তো মুখের দ্বারাও সম্ভব। আপনি বুঝিয়ে বলার পরও যদি কেউ না বোঝে তার জন্য সেই দায়ী। এখান থেকে কেউ যদি এরূপ চিন্তা করে যে, লোকদেরকে মুরীদ করে নিয়ে পরে কোনো কামেল পীরের কাছে পৌঁছে দিলেও তো হবে। চিন্তা করে দেখা যায় যে, তাতেও বহু সমস্যা রয়েছে। প্রথম সমস্যা এই যে, অনেক মুরীদই পরে অন্য কারো কাছে যেতেই রাজি হবে না। দ্বিতীয় সমস্যা এই যে, কয়েকদিনের মধ্যে এই ধরনের অপরিণত পীরের মনে জনগণের ভিড় দেখে তৈরি হবে আত্মপ্রশংসা, উজব ও রিয়া। অন্যের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করাটা লজ্জাজনক বলে শিখতেও যাবে না,

https://kitabbhubon.com

তার অজ্ঞতাও কখনো দূর হবে না। সে (অজ্ঞ হলেও) কখনোই নিজের অজ্ঞতার কথা স্বীকার করবে না। এর ফল হবে- 'নিজেও গোমরাহ হবে অন্যদেরও গোমরাহ করবে' হাদীসের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হবে।

পীরের বিরুদ্ধে আপত্তি উঠানো মাহরূম হওয়ার কারণ

হালঃ হুযূর একটি আম মজলিসে বলেছিলেন- পীরের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন মাহরূমীর (বঞ্চিত হওয়ার) কারণ। হুযূর! আপনার জন্য আমার অন্তরে যে মহব্বত আছে, যে শ্রদ্ধা-ভক্তি আছে সেটা শুধু আল্লাহ্ই ভালো জানেন। কিন্তু এত ভক্তি-ভালোবাসার পরও হুযূরের কোনো কোনো কাজের ব্যাপারে কখনো কখনো অনিচ্ছাকৃতভাবে মনের মধ্যে এই খিয়াল আসে যে, হুযূর এ রকম কেন করলেন, ঐ রকম কেন করলেন। এরপর সাথে সাথেই চিন্তা করি যে, এটা তো এ'তেরায-আপত্তি। আল্লাহ্র কাছে পানাহ চাইতে থাকি। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেছি যে, এটা হুযূরের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অভক্তির কারণে হয় না, হয় শুধুমাত্র আমার বুদ্ধির ত্রুটি ও অজ্ঞতার কারণে। যেখানে বুঝতে পারি না কাজটির কারণ কী? এখন পেরেশান হয়ে আছি যে, আমার মাহরূমীর কারণ নয় তো এটা? এই প্রশ্ন এই আপত্তিই আমাকে বঞ্চিত করে দিচ্ছে না তো? হুযূর মেহেরবানী করে সান্ত্বনার ব্যবস্থা করবেন।

বিশ্লেষণঃ অনিচ্ছাকৃত হওয়ার কারণে এটা গাইরে এখতিয়ারী আবার যথাসাধ্য আপনি সেটা প্রতিরোধের চেষ্টাও চালিয়ে যাচ্ছেন সে কারণে ক্ষতিকর হবে না তবে উত্তম হবে যদি আপনি আল্লাহ্ প্রদত্ত বিবেক-বুদ্ধি খরচ করে ঐ কাজগুলোর হাকীকত বুঝে নিতে পারেন।

পীরের সোহবত ও লিখিত নির্দেশনার (তালীমের) উপকারিতা

প্রশ্নঃ ফিকাহ, হাদীস ও তাসাওউফ ইত্যাদি সকল ইলমেরই কিতাবাদি মওজুদ আছে। কোনো ইলমেরই কোনো কিতাবের অভাব নেই। যে কেউ ইচ্ছা করলে কিতাবাদি দেখে পড়াশোনা ও আমল করতে পারে। তাহলে কোনো বিশেষ ব্যক্তির সোহবত গ্রহণ করা জরুরি কেন? আমার মতে এর বেশ কিছু কল্যাণ রয়েছে, যেমন (ক) সোহবত এখতিয়ার করার দ্বারা বুযুর্গদের সিলসিলার বরকত লাভ করা যায়। (খ) বিশেষ কোনো বুযুর্গ ব্যক্তির যার সোহবত গ্রহণ করা হয় তিনিও কিতাবের লেখা বিষয়গুলোই বলেন কিন্তু বুযুর্গদের মুখের বরকত কিতাবের দ্বারা পাওয়া যায় না, সেটা শুধু সোহবতের

https://kitabbhubon.com

মাধ্যমেই পাওয়া সম্ভব। (গ) এর মাধ্যমে আমলের শওক বৃদ্ধি পায়। (ঘ) নিজে নিজের যোগ্যতা, অযোগ্যতা, ত্রুটি ইত্যাদি বোঝা যায় না। কিন্তু যার সোহবত গ্রহণ করা হয় তিনি লক্ষ্য রাখেন, দোষ-ত্রুটির কথা বলতে থাকেন, সংশোধনের জন্য প্রয়োজনে কঠোরতাও করেন।

আমি যেহেতু সিলসিলাভুক্ত নই এ কারণে উক্ত সব বরকত থেকেই আমি বঞ্চিত। হুযূরের কাছে আমার হাল জানানো, জিজ্ঞাসা সবই হয় লিখিত, যা কিতাবের মতোই লিখিত এবং মৌখিক নসীহতের যে বরকত কাম্য সেটা থেকে আমি হুযূরের সোহবতে থেকেও বঞ্চিত। তাছাড়া এখানে হুযূরের কাছে থেকে কিংবা অন্য কোথাও থেকে জানতে চাওয়া একই রকম হয়ে যাচ্ছে। যা কিছু জানতে চেয়েছি তার জবাব পেয়ে গেছি। এর মধ্যে নিজের জরুরত ও এস্তেদাদ অর্থাৎ প্রয়োজন ও যোগ্যতা নিজেকেই বুঝে নিতে হয়। সেটা না করতে পারলে ঐ জিজ্ঞাসা ও জবাব একেবারেই অর্থহীন। যতক্ষণ পর্যন্ত নির্দেশ, নিষেধ, সুন্নত, খিলাফে সুন্নত ইত্যাদি ব্যাপারে জিজ্ঞাসা বা ধরপাকড় না করা হয় সে পর্যন্ত পূর্ণ পায়রবী বা আনুগত্য তৈরি হওয়া কঠিন আর এর জন্য কঠোরতা করা প্রয়োজন যা থেকে এ অধম বঞ্চিত। মোটকথা এই যে, সিলসিলার মধ্যে দাখেল হওয়ার ব্যাপারে আমার মনোভাব এই যে, যখন আমি এর যোগ্য হয়ে যাব হুযূর নিজেই আমাকে সিলসিলার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নেবেন। তবে এতটুকু প্রার্থনা হুযূরের কাছে করছি যে, হুযূর অনুমতি দান করলে যে বিষয়গুলো লিখিত পেশ করে থাকি এখন থেকে মৌখিক পেশ করব। আশা করি হুযূর পিতৃসূলভ স্নেহে অধমের ভুল-ভ্রান্তি ধরিয়ে দেবেন।

বিশ্লেষণঃ আপনার খিয়ালাত সবই সঠিক যা জেনে খুশী হলাম। জিজ্ঞাসাবাদ ও ধরপাকড় তখনই করে থাকি যখন কোনো ভুল-ত্রুটি দেখি। ভুল-ত্রুটি ছাড়া শুধু শুধু কেন সেটা করতে যাব? লিখিত হালকে আমি যথেষ্ট মনে করি না বরং লিখিত বিষয়ের মধ্যে যে ব্যাপারে প্রয়োজন হয় আমি নিজেই তো মৌখিক আলোচনার জন্য বলে থাকি এবং সময় নির্ধারণ করে সেটা শুনেও নেই। পীরের সোহবতে থাকার ব্যাপার, এ বিষয়ে যে সব উপকারিতার কথা আপনি লিখেছেন সেগুলো সবই ঠিক তবে সেগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, আরো অনেক উপকারিতা আছে। সোহবতে থেকে যে আলোচনা পীরের মুখ থেকে শুনতে পাওয়া যায় সেগুলোই হয়ে থাকে বিভিন্ন কিতাবে বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত তাহকীকাত ও মাসাইলের সার নির্যাস, যার দ্বারা নিজের হালও স্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যায়। তাছাড়া আহলে সোহবতের মধ্যে যারা বরকতওয়ালা হয়ে

https://kitabbhubon.com

থাকেন তাদের সোহবতের একটি উপকারিতা হল বরকত লাভ এবং তাদের (প্র্যাকটিক্যাল) আমলের ধরন দেখে শিক্ষা নেওয়া। সুতরাং কিতাব পড়ে আমল করার চেয়ে এই সোহবত বহুগুণ বেশি উপকারী। এর উপকারিতার ব্যাপারে যদি বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকত তবে কিছুতেই মুরীদদের জন্য আমি এ ব্যবস্থা অনুমোদন করতাম না। আর যদি সোহবত অনাবশ্যক হওয়া সত্ত্বেও কাউকে আমি আবশ্যকতার নিয়ম থেকে ব্যতিক্রম করতে শুরু করি তবে অন্যদেরও এইরূপ দরখাস্ত মঞ্জুর করতে আমি বাধ্য হয়ে পড়ব। তখন এর পরিণতি কী হবে? তখন যেই সব জরূরত ও মাছলিহাত, প্রয়োজন ও কল্যাণ লাভের জন্য আমি এ ব্যবস্থার অনুমোদন করেছি সেগুলো সবই নষ্ট হয়ে যাবে। খুব ভালোভাবে বুঝার চেষ্টা করুন এবং নিশ্চিন্ত থাকুন।

শরীয়ত বিরোধী কারো হাতে বাইআতের শপথ করলে ভেঙ্গে ফেলা ওয়াজিব

হালঃ আমি একজনের মুরীদ হয়ে গেছি। পরে জেনেছি তিনি ভ্রান্ত আকীদায় বিশ্বাসী। পড়েছি ভীষণ চিন্তায়। আমি কি ঐ শপথ ভাঙতে পারি?

বিশ্লেষণঃ ভেঙে ফেলা আপনার উপর ওয়াজিব।

হালঃ ঐ বাইআত ভেঙে ফেলার সংবাদ কি পীরকে জানাতে হবে?

বিশ্লেষণঃ সংবাদ জানিয়ে দেয়া উত্তম যদি কোনো ঝগড়া বা ফেৎনার আশঙ্কা না থাকে। না জানালেও সমস্যা নেই। আপনার ইচ্ছাটাই যথেষ্ট।

বাইআত ভাঙ্গার তরীকা

প্রশ্নঃ বাইআত ভাঙ্গার পন্থা কী?

জবাবঃ মনে মনে সংকল্প করবে যে, তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখব না।

তারবিয়তের পন্থা বহু ও বিভিন্ন

হালঃ অধম বেশ কয়েকবার হুযূরের কাছে লিখার ইচ্ছা করেছি কিন্তু বিভিন্ন বাধা সেই ইচ্ছা পূরণ হতে দেয় নি। কিছু আত্মীয়-স্বজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকায় বারবার সেখানে যেতে হয়েছে। সবচেয়ে বড় বাধা এই যে, যখনই লিখতে চাই বিষয়বস্তুর আধিক্য এমনভাবে ঘিরে ধরে যে কোনটা রাখব কোনটা লিখব ঠিক করাই কষ্ট। তাছাড়া বিষয়বস্তুর উপস্থাপন কীভাবে করব সেটাও ভেবেছি। ভেবেছি কীভাবে কথাগুলো সুন্দরভাবে গুছিয়ে বলা

https://kitabbhubon.com

যায়। শেষ পর্যন্ত স্থির করেছি কথার বিন্যাস যেমন হয় হোক সবকথা বলতে পারি বা না পারি যতুটকু সম্ভব এবং যেভাবে সম্ভব হুযূরকে আমার হালত অবশ্যই জানাব।

অধম গৌরখপুরের সফরে হুযূরের সফরসঙ্গী ছিল। সে সময় হুযূরের কোনো কোনো ওয়ায থেকে মনে হয়েছে যে, আমার স্বভাব-চরিত্রের মূল কাঠামোটাই খারাপ যার পরিবর্তন অসম্ভব। এ ধারণা আরো শক্তিশালী হল আযমগড়-এ হুযূরের ওয়ায থেকে, নৈরাশ্য এমনভাবে ছেয়ে ধরল যে, একদিন তো হুযূরের নিকট থেকে প্রায় চলেই এসেছিলাম। তবে জৈনপুরের ওয়ায থেকে কিছুটা পরিবর্তন হল এবং পরবর্তী ওয়াযগুলো থেকে এই পরিবর্তনের ধারা অব্যহত থাকল। এমন কি কনূজের ওয়াযে হুযূর বলেছিলেন- 'রুহানী চিকিৎসক কোনো রোগকেই চিকিৎসার অযোগ্য বলেন না। চিকিৎসা করে পরীক্ষা করুন' এই বক্তব্য আমাকে কতখানি উজ্জীবিত করেছিল তা আমি বর্ণনা করতে পারব না। পূর্ণ আলোচনার মধ্যে বিশেষ এই স্থানটুকুর উপর আমি চিহ্ন দিয়ে রেখেছি। হুযূরের এই কথায় আমি নতুন জীবন ফিরে পেলাম। কিন্তু এরপরও আমি বারবার চিন্তা করে দেখেছি যে, আমার মতো এত খারাপ হালত আল্লাহ্ না করুন সম্ভবত আর কারোরই নেই। সারা দুনিয়া তো আর খুঁজে দেখা সম্ভব নয় কিন্তু নিজের জানা-শোনাদের মধ্যে এমন কি আমার নিজের ভাইদের হালত চিন্তা করলে হয়রান হয়ে যাই। ...এর হালত তো মা-শা-আল্লাহ্ খুবই উন্নত। আমি বুঝি তার মতো হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। বড় ভাইয়ের কথা চিন্তা করলে দেখি যে, যদিও এ ব্যাপারে তার মধ্যে শিথিলতা আছে তা সত্ত্বেও তার হালত আমার চেয়ে বহুগুণ ভালো। আফসোস! সবচেয়ে নিম্নমানের হালত... এর, কিন্তু সামন্য একটু চিন্তা করলেই বুঝা যায় যে, তারও কিছু কিছু বিষয় একেবারে ঈর্ষনীয়। বাকি থাকলাম আমি, তো বলতে গেলে সকলের আগে কিন্তু বাস্তবে সকলের পিছে। অন্য জিলার এক ব্যক্তিকে আমিই হুযূরের কথামতো যিকিরের তালীম দিয়েছিলাম। এক মাসও পার হয় নি দেখা গেল অবস্থার আকাশ পাতাল পার্থক্য। এখন তার হালত দেখে তো আমার ডুবে মরার ইচ্ছা জাগে। যে কিনা আমারই দীক্ষাপ্রাপ্ত সে এখন এতদূর পৌঁছে গেছে, যার আশপাশেও আমি যেতে পারি নি।

আমি বলতে পারি না আমার মধ্যে কী কী ত্রুটি আছে। কিন্তু আছে অবশ্যই। আমার মনে হয় যদি আজমগড়ের মাওয়ায়েয আবার দেখি তবে সেই নৈরাশ্য আবার জেগে উঠবে। যেটাই হোক আমি সংকল্প করে নিয়েছি যে, প্রত্যেক

https://kitabbhubon.com

ওয়াযের শেষে চিহ্ন দেওয়া বিশেষ স্থানগুলো সম্পর্কে হুযূরের সঙ্গে আলোচনা করব। আমি আমার জীবনের বাগডোর তুলে দিয়েছি হুযূরের হাতে। হুযূরের দুআ প্রার্থী।

বিশ্লেষণঃ পত্রপাঠ সমবেদনায় আমি পেরেশান হয়ে উঠব কি মনে মনে বেশ খানিকটা হেঁসেছি এবং আশ্চর্য হয়েছি যে, আপনি চিকিৎসক হয়ে কী করে এ ধরনের অযৌক্তিক চিন্তায় ক্লিষ্ট হলেন। আপনি কি কখনো দেখেন নি যিনি সাধারণ পরীক্ষায় সুস্থ স্বাভাবিক তিনিও যদি সফরের মধ্যে সুস্থতা ও অসুস্থতা বিষয়ক আপনার সাধারণ আলোচনা শোনেন তবে কি নিজেকে অসুস্থ মনে করবেন না? অথবা যদি আপনার সব সময়ের সাবধান বানী (এটা করো না, ওটা করো না। এতে এই ক্ষতি, ওতে ঐ ক্ষতি ইত্যাদি) যা আপনি সতর্কতামূলক পূর্ণ সুস্থতা লাভের উদ্দেশ্যে বা বিদ্যমান সুস্থতাকে টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে দিয়ে থাকেন, সম্পর্কে চিন্তা করতে থাকে তবে কি নিজের অসাবধানতার ব্যাপারে তার ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যাবে না? এ অবস্থায় তাকে সুস্থ বলা কি আপনার ঠিক হবে অথবা ঐ ব্যক্তির কি নিজেকে অসুস্থ ভাবা ঠিক হবে?

হযরত! মনে রাখবেন প্রকৃত চিকিৎসা শাস্ত্রের বিচারে যেমন কোনো ব্যক্তিই পূর্ণ সুস্থ নন তেমনিভাবে প্রকৃত রুহানী চিকিৎসা শাস্ত্রের বিচারেও কেউই পূর্ণ সংশোধিত নয়। প্রত্যেক ব্যক্তিকে সুস্থতার সার্টিফিকেট দেওয়া হয় তার নিজস্ব ও বিশেষ শারীরিক বৈশিষ্ট্যের বিচারে।

পীরের ধমকী ও তিরস্কার

প্রশ্নঃ আমি এক জায়গায় দেখেছি যে, আল্লাহ্‌র অলীদের মধ্যে একদল এমন থাকেন যারা নিজেদেরকে তিরস্কৃত (মালামাতিয়া) হিসাবে গণ্য করেন। তাদের কাজকর্ম বাহ্যপন্থীদের নিকট নিন্দনীয় বা অন্যায় মনে হয়। শুধু তাই নয় আহলে জাহের তাদের কাজকর্মকে আপত্তিকর মনে করে তাদের উপর লানত (দোষারোপ) করতে থাকেন। কিন্তু ঐ সব আল্লাহ্‌র ওলী এগুলোর কোনোই পরোয়া করেন না বরং ইচ্ছাকৃতভাবে এমন ধরনের কাজ করেন যেন মানুষের দৃষ্টিতে তারা নিকৃষ্ট ও ধিকৃত থাকেন। সুতরাং অধমের এটাই বুঝে এসেছে যে, হুযূরও নিজেকে উল্লেখিত দলের মধ্যে গণনা করে মুরীদদেরকে ধমক, তিরস্কার ও রাগ করে থাকেন। যা আহলে জাহেরের কাছে ভুল মনে হয়। হুযূর এমন একটি প্রশংসনীয় পন্থা অবলম্বন করেছেন যার দ্বারা নেককার

https://kitabbhubon.com

ও খাঁটি তালেবীনের দ্রুত ইসলাহ হয়ে যায় পক্ষান্তরে একই পন্থায় বদদীনদের গুমরাহী বেড়ে যায়। বিষয়টি ঠিক সেই রকম যা বলা হয়েছে কুরআনে- 'উহা দ্বারা তিনি বিভ্রান্ত করেন অনেককে আবার হিদায়াত দান করেন অনেককে।' তো ব্যাপারটি যেন শানে নবুওয়াত। হুযূরের কাছে আমার জিজ্ঞাসা যে, অধমের উক্ত ধারণা ও বিশ্বাস কি ঠিক না ভুল?

জবাবঃ একটি কথা ছাড়া সব ধারণা সঠিক। ...ইচ্ছাকৃতভাবে এমন কাজ করেন যার দ্বারা তারা মানুষের চোখে নিকৃষ্ট ও ধিকৃত। কেননা আমি ইচ্ছাকৃত এরূপ কিছু করি না যার কারণে ধিকৃত হতে হয়।

রুহানী চিকিৎসা একই পীরের নিকট করানো উচিৎ

হালঃ মা'মূলাতের মধ্যে অনেক কিছুই হুযূরের মাশরাব ও মাসলিহাতের খেলাফ ছিল, হুযূরের পূর্ণ মনোযোগের আশায় সেগুলো সব ছেড়ে দিয়েছি।

বিশ্লেষণঃ এটা আপনার মহব্বত ও তলব, ভালোবাসা ও আকাঙ্ক্ষার প্রমাণ। কিন্তু এতে এখনো পূর্ণাঙ্গতার জরুরত রয়েছে। এ বিষয়ে আজ পর্যন্ত আমি স্পষ্ট ভাষায় কিছু বলি নি এ কারণে যে, তাতে কারো মধ্যে আমার ব্যাপারে একজন বড় বুযুর্গ সম্পর্কে বেয়াদবীর ধারণা জন্ম নিতে পারে। অথচ এ ব্যাপারে আলহামদুলিল্লাহ্ আমি মুবাররা বা দোষমুক্ত। ইশারা ইঙ্গিতে যদিও প্রায়ই এদিকে আপনাকে সজাগ করতে চেয়েছি কিন্তু আজ আপনার '...মা'মূলাতের অনেক...' বাক্যটি অনুমতি দিয়েছে যে একটু খোলাসা করে বলি। সেটা এই যে, কখনো কখনো দুজন চিকিৎসকের চিকিৎসা পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। আবার চিকিৎসা পদ্ধতি অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও খোদ রুগীর অবস্থা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন হতে পারে। একজন রুগী ডাক্তার পরিবর্তন করে চলে গলেন দ্বিতীয় ডাক্তারের কাছে। ইতিমধ্যে রুগীর অবস্থার এমন পরিবর্তন হয়েছে যে, প্রথম ডাক্তারের কাছে থাকলে তিনিও এই রুগীর পূর্ববর্তী চিকিৎসা পরিবর্তন করতেন। এখানে সারকথা এই যে, কখনো কখনো রুগীর জন্য জরুরি হয়ে পড়ে যে, তিনি প্রথম চিকিৎসকের প্রতি ভক্তি বিশ্বাস পূর্ণই রাখবেন কিন্তু উভয়ের চিকিৎসা একত্রে প্রয়োগ করবেন না। বরং দ্বিতীয় চিকিৎসকের চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্যেই নিজের রোগমুক্তিকে সীমাবদ্ধ ভাববেন। উক্ত ভূমিকার পর নিবেদন এই যে, আল্লাহ্ সাক্ষী আমি আপনার কল্যাণ চিন্তা এবং এর সঙ্গে নিজের অন্তর্দৃষ্টি ও গভীর বিশ্বাস নিয়ে বলছি যে, যেগুলোকে আপনি হাল মনে করতেন সেগুলো আপনার হার্ট ও ব্রেনের দুর্বলতা ছাড়া আর

https://kitabbhubon.com

কিছু নয়। যত ধারণা আপনার মাথার মধ্যে আছে অর্থাৎ ঐ যে, তাওহীদে উজূদী সম্পর্কে যেসব কথা শুনেছেন সেই সব কিছুকে আপনি নিজের জন্য ক্ষতিকর এবং বাতিল মনে করে আ'মালে জাহেরা ও বাতেনাকে মাকসূদ এবং রেজায়ে মাওলাকে গায়াতুল মাকসূদ (চূড়ান্ত লক্ষ্য) মনে করে কাজ করে যান। 'লানাহদিয়ান্নাহুম সূবুলানা' (আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথগুলো দেখিয়ে দেব) এর ওয়াদা নগদ দেখতে পাবেন ইনশাআল্লাহ্।

আল্লাহ্র নৈকট্যপ্রাপ্তি বাইআতের উপর নির্ভরশীল নয়

হালঃ হুযূরের নিকট চিঠি পাঠিয়ে দীর্ঘদিন অপেক্ষায় থাকলাম, আফসোস! জবাব প্রাপ্তির সৌভাগ্য হল না। জানি না চিঠিই হুযূরের কাছে পৌঁছে নি না কি জবাব হারিয়ে গেছে।

বিশ্লেষণঃ এটা কি আমাকে জিজ্ঞাসা করার মতো কোনো প্রশ্ন? বিশেষ কারো চিঠি আসার না আসার কথা কি আমার মনে থাকা সম্ভব?

হালঃ সেই চিঠিতে আমার একটি খটকার কথা হুযূরের কাছে জানিয়েছিলাম। সেটি এই যে, হাফেজ সাইয়্যেদ আহমাদ সাহেব বেরেলভী রহমাতুল্লাহ আলাইহির জীবনী পড়লাম। এতে তার প্রতি আমার কলবের যে আকর্ষণ তৈরি হয়েছে এবং যা এখনো রয়েই গেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী পড়ার পর তাঁর প্রতি কলবের এরপর আকর্ষণ কেন তৈরি হয় না? পূর্বের যে চিঠিটার কোনো সন্ধান পেলাম না সেটাতে হুযূরকে আমার এই খটকার বিষয়ে অবগত করেছিলাম। যাই হোক অনেক চিন্তা-ভাবনার পর মনে হয়েছে যে, এর কারণ সম্ভবত এটাই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের বেশিরভাগ ঘটনা বারবার শোনা হয়েছে পক্ষান্তরে হযরত সাইয়্যেদ সাহেবের বিস্ময়কর ঘটনাবলী প্রথম জানলাম, এজন্যই সেগুলো মনের উপর বিস্ময়কর প্রভাব ফেলেছে। অধম রোগ ও প্রেসক্রিপশন দুটোই করে দেওয়ার গোস্তাখী ক্ষমা চাচ্ছে। পূর্বের চিঠির জবাব না পাওয়ার কারণে মনের সান্ত্বনার জন্য অধম নিজের মন থেকে এই জবাব বের করে নিয়েছি। তবে হুযূর যেটা বলবেন সেটাকেই মনে করব প্রকৃত সান্ত্বনা।

বিশ্লেষণঃ বিষয়টি যেহেতু গায়রে এখতিয়ারী আর গায়রে এখতিয়ারী কোনো বিষয়ের কারণে কাউকে দোষারোপ করা হয় না, করা হয় না অভিযুক্তও। সুতরাং এর ব্যাপারে তত্ত তালাশ, তাহকীক করতে যাওয়ার প্রয়োজন কী?

https://kitabbhubon.com

হালঃ অধম বান্দা আজ পর্যন্ত হুযূরের কাছে এই দরখাস্ত করি নি যে, অধমকে হুযূরের খাদেমদের মধ্যে শামিল করে নিয়ে মুরীদীর গৌরব দান করা হোক। এর প্রথম কারণ এই যে, সম্ভবত আমার মধ্যে মুরীদ হওয়ার আবেদন করারই যোগ্যতা নেই। দ্বিতীয়, আকাঙ্ক্ষা এরূপ ছিল যে, অনুকম্পা হলে নিশ্চয় হুযূর কোনো এক সময় মুরীদ করে নেবেন। যদিও আমার কোনো যোগ্যতা নেই কিন্তু হুযূরের এজাযত হলে এসে মুরীদ হয়ে যাব। এই মনোভাব নিয়ে এতদিন ভালোই ছিলাম কিন্তু আল্ ইমদাদে হুযূরের এই বক্তব্য প্রকাশ হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র নৈকট্য চাইলে তার জন্য সহজ পন্থা এটাই যে, কোনো কামেল পীরের হাতে হাত দিয়ে তার অনুগত হয়ে যাও।

বিশ্লেষণঃ এর মানে কি বাইআত? যদি এটাই আপনি বুঝে থাকেন তবে সেটা ভুল। অনুগত হওয়া আপনার এখতিয়ারী বিষয়। আর এটা নিশ্চিত যে, যায়েদের আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছা আমরের এখতিয়ারী বিষয়ের উপর নির্ভরশীল হতে পারে না। বাইআত কবূল করা না করাটা পীরের এখতিয়ারভুক্ত। সুতরাং...

মুরীদ হওয়ার শর্তসমূহ

হালঃ আমি গত বছর অসুস্থ অবস্থায় স্বপ্নে দেখেছিলাম যে, হযরতের খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করছি যে, আমার মাদরাসা থেকে ছয় মাসের ছুটি পেয়েছি। এই ছুটির সময়টা কোথায় থাকা আমার জন্য মুফীদ ও উপকারী। হযরত বললেন যে, তুমি... সাহেবের নিকট থাক অথবা আমার কাছে থানা ভবন থাক। এরপর এ বছর আবারও অসুস্থতার মধ্যে স্বপ্ন দেখলাম যে, আমি হুযূরের খিদমতে হাজির হয়েছি এবং মুরীদ হওয়ার জন্য আবেদন করছি। হযরত হাতের মধ্যে আমার হাত নিয়ে বাইআত করাচ্ছেন। এই দুটি স্বপ্ন দেখেছি অথচ আমি হযরত মাওলানা... সাহেবের কাছে বাইআত হয়েছি। কিন্তু হুযূরের প্রতি যে পরিমাণ আমার কলবী মহব্বত আছে, আল্লাহ্ সাক্ষী এবং আমি কলবের পরীক্ষা করে জেনেছি যে, উল্লিখিত হযরতের প্রতি তা নেই। কিন্তু ভক্তি-শ্রদ্ধায় আমার মধ্যে কোনো ঘাটতি নেই। উক্ত স্বপ্ন ও রহস্য সম্পর্কে অবগতি দান করবেন।

বিশ্লেষণঃ পূর্ণাঙ্গ জবাব মৌখিক আলোচনাতেই হতে পারে, লিখে আর কতটুকু কী বলা যাবে! তবুও আবশ্যক হিসাবে কয়েকটি বিষয় লিখে দিচ্ছি। (১) যদি এক জায়গায় বাইআত হয়ে অন্য জায়গায় তালীম ও ইসলাহের সম্পর্ক রাখেন

https://kitabbhubon.com

তাতে কোনোই সমস্যা নেই, বিশেষত যদি বাইআতের জায়গার সঙ্গে মুনাসাবাত কম থাকে এবং অন্য জায়গায় মুনাসাবাত বেশি থাকে। (২) যেখানে তালীম ও ইসলাহের সম্পর্ক রাখতে চান সর্বপ্রথম জরুরি হল সেখানের রীতি-নীতি সবকিছু ভালোভাবে জেনে নেবেন যেন পরে কোনো সংকোচ তৈরি না হয়। (৩) যেহেতু প্রত্যেক মুরব্বির পন্থা ভিন্ন, সেজন্য পন্থা জানার পর সেটা কবূল করার জন্য নিজেকে পরিপূর্ণরূপে প্রস্তুত করতে হবে। প্রস্তুতির মানে এই যে, সেই পন্থা গ্রহণ করতে গিয়ে যে কোনো বাধা আসুক না কেন (যেমন কোনো কষ্ট, লাঞ্ছনা দৈহিক, মানসিক বা আর্থিক ক্ষতি ইত্যাদি সবকিছু) মেনে নেবার প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। (৪) তারবিয়তের ব্যাপারে আমার কর্মপদ্ধতি কিছুটা কঠিন, যা সহ্য করা ইসলাহের আশেক ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারোর দ্বারা সম্ভব নয়। (৫) এ কারণে ইসলাহের সম্পর্ক গড়ার পূর্বে যদি কিছুদিন আমার নিকট অবস্থান করে আরো বেশি চাক্ষুস অভিজ্ঞতা অর্জন করে নেওয়া যায় এবং নিজের জন্য প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে ফয়সালা করা যায় তবেই উত্তম। এই সব কিছুর পর ইসলাহের কাজ শুরু করাটাই মঙ্গলজনক। (৬) বিশেষত কিবির বা অহঙ্কারের এলাজ আমার নিকট খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং খুব কঠিনও। এর জন্য ধমক এমনকি কখনো প্রহারের ঘটনাও ঘটে থাকে। (৭) অহঙ্কারের রোগ বেশিরভাগ মানুষের মধ্যে বিজয়ী ও ব্যাপকরূপে বিদ্যমান। বিশেষভাবে যিনি শিক্ষকতা করেন অথবা ওয়ায মাহফিলের সভাপতিত্ব কখনো লাভ করেছেন। (৮) অহঙ্কারের প্রকার এত বেশি যে, প্রায় অগণিত। আবার তার অধিকাংশই এত সুক্ষ্ম ও গুপ্ত যে মুহাক্কিক ছাড়া কারোর দৃষ্টিও অতদূর পৌঁছে না। এ ব্যাপারে উলামায়ে জাহেরদেরও কোনোরূপ হাকীকত অনুসন্ধান ছাড়াই মুহাক্কিকদের অন্ধ অনুসরণ করতে হয়। এ সকল বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে যদি কিছু লিখতে হয় তবে লিখুন।

ইসলাহে বাতেনের জন্য পীরের জরুরত

বখিদমতে শরীফ হযরত তাজুল আউলিয়া সানাদুল আতক্বিয়া সাইয়্যিদুল উলামা দামাত বারাকাতুহুম, আলসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ্।

কিছুদিন থেকে ভাবছি হুযূরের কাছে অন্তরের ময়লা সম্পর্কে কিছু আরজ করব। যিকির ও শোগল থেকে তো মাহরূম আছিই অন্তত আখলাকের কিছুটা ইসলাহ হয়ে গেলেও তো গণীমত মনে করতাম। কিন্তু নিয়মিত সেই কাজটাও

https://kitabbhubon.com

করার তাওফিক হল না। বর্তমান চিঠির উদ্দেশ্য হল- রযায়েল (অন্তরের পঙ্কিলতা বা রোগ) সম্পর্কে এজমালীভাবে পুরাপুরি নিশ্চিত যে এই দালায়েকের মধ্যে সবই আছে। জায়গামতো সেগুলোর প্রকাশও ঘটে। যেমন 'অহঙ্কার' সময় ও সুযোগ পেলে ঠিক জাহের হয়ে পড়ে। যেমন কিতাব পড়াতে গিয়ে হয়ত কোনো জটিল জায়গার ব্যাখ্যা করলাম, অমনি মনের মধ্যে এই ভাব জেগে উঠবে যে, বাহ! কী চমৎকার ব্যাখ্যা দিলাম, সব জটিলতা মিটে গেল এবং সব ছাত্র ঠাণ্ডা হয়ে গেল। অমুক হুযূর কি পারবে? এই ভাবনার গায়ে যদি তালিবুল ইলম একটু বাতাস দিয়ে বসে তাহলে তো হল- নফসের খুশী আর দেখে কে! ব্যাস, এভাবেই অন্যের আযমত দিল থেকে উধাও। এমনিভাবে অন্যের ভালো কিছু শুনলে নফ্স কামনা করে যে, আহা! এটা যদি তার না হয়ে আমার হত। যদিও নফ্সের চাহিদা মতো আমল হয়ত হল না এবং অসম্ভব নয় যে, হয়ত কখনো আমল হয়েও যায়। আমার নিবেদন এই যে, আমি বুঝি রযায়েলের (কুস্বভাবগুলোর) একদম মূল্যোৎপাটন অসম্ভব এবং মানুষের ঘারে সে দায়িত্ব চাপানোও হয় নি এবং এটাও বুঝি যে মানুষের দায়িত্ব হল ঐ গুলোর চাহিদামতো আমল না করা এবং সেটা এখতিয়ারী। আমি আরো বুঝি যে, এখতিয়ারী বিষয় সম্পাদন করার জন্য এখতিয়ার প্রয়োগ করা ছাড়া আর কোনো এলাজ নেই। অন্য কোনো ওষুধ নেই। অবশ্য মাশায়েখগণের তাওয়াজ্জুহ দুআ ও কিছু চিকিৎসার মাধ্যমে এখতিয়ার প্রয়োগ করা সহজ হয়ে যায়। কিন্তু মূলত মানুষকেই হিম্মত করে বিরত থাকতে হয় সেটা সহজ হোক বা কঠিন। এই সবকিছুর পর আমার নিবেদন এই যে, উপরে যেসব কথা লিখেছি সেগুলো সহী না গলদ? ভুল না শুদ্ধ?

বিশ্লেষণঃ সহী।

হালঃ যদি সহী হয়ে থাকে তাহলে পীরের কাছে কুস্বভাব দূর করার জন্য কেন যেতে হয়? পীরের কাছে কিসের ইসলাহ করাতে হয়?

বিশ্লেষণঃ খোদ এই উপলব্ধি অর্জনটাও পীর এর মুখাপেক্ষী। পীরের সোহবত থেকেই এই উপলব্ধি অর্জিত হয় এবং এর তরীকা জানা যায়। এরপর বাকি থাকে আমল, সেটা মুরীদের কাজ। আমলের ক্ষেত্রে পীরের প্রয়োজন নেই। অবশ্য এরপরও কিছু কিছু রযায়েল (কুস্বভাবসমূহের) এর বিশ্লেষণে পীরের প্রয়োজন হয়।

https://kitabbhubon.com

হালঃ দ্বিতীয় নিবেদন এই যে, কখনো কখনো সন্দেহে পড়ে যাই যে, এটা কিবির না এস্তেগনা, অহঙ্কার নাকি নির্মোহতা। কোন্‌টা কিবির আর কোন্‌টা এস্তেগনা এটা বুঝার সহজ পন্থা কী?

বিশ্লেষণঃ অহঙ্কারের সংজ্ঞার সঙ্গে মিলে গেলে অহঙ্কার নতুবা এস্তেগনা।

হালঃ তৃতীয় নিবেদন এই যে, হয়ত কখনো কখনো চাহিদামতো আমল হয়ে যাচ্ছে কিন্তু বুঝতে পারছি না, এটা বুঝার কোনো পন্থা আছে কী? এটা কি নিছক ওয়াস্‌ওয়াসা না কি বাস্তবে সম্ভব যে, কেউ রযায়েলের চাহিদামতো আমল করে যাচ্ছে অথচ সে জানতেও পারছে না?

বিশ্লেষণঃ এতো ঘাঁটা-ঘাঁটির প্রয়োজন নেই। গুরুত্বের সাথে চেষ্টা করা সত্ত্বেও যেটা বুঝে আসছে না সেটার জন্য মানুষকে কোনো জবাবদিহি করতে হবে না।

হালঃ চতুর্থ নিবেদন এই যে, যদি কেউ মাঝে মাঝে বরং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রযায়েলকে চিনতেই না পারে, যেমন প্রকৃত অহঙ্কারকে এস্তেগনা থেকে আলাদা করতে না পারে তাহলে সেটা বুঝার জন্য কি নিজের পীরের সাহায্য নেবে নাকি তাসাওউফের কিতাব দেখলে উপকার পাবে?

বিশ্লেষণঃ দুটোই সঠিক পন্থা। দু-ভাবেই উপকার হবে।

***

জনৈক ব্যক্তি একটি কিতাব থেকে তাওয়াদু বা বিনয় বিষয়ক আলোচনা হুবহু লিখে থানভী রহ. এর নিকট পাঠান। তিনি জানান সেই কিতাবী বক্তব্যের আলোকে আমি আমল করতে চাই। দয়া করে হুযূর জানাবেন– এটা ঠিক আছে নাকি ভুল। এর জবাব দিয়েছিলেন হযরত থানভী রহ. নিম্নোক্ত ভাষায়।

বিশ্লেষণঃ মনে রাখবেন চিকিৎসা বিষয়ক বই পুস্তক চিকিৎসকদের জন্য, রুগীদের জন্য নয়। রুগীদের জন্য তো চিকিৎসকের কথাই কিতাব। আপনার মতো বুযুর্গদের দায়িত্ব হল শুধু কিতাব ও বই-পুস্তক দেখে আমল না করা। বরং নিজের অবস্থা কোনো মুসলিহ (সংশোধনকারী পীর) এর কাছে তুলে ধরে তার চিকিৎসা জিজ্ঞাসা করে নেওয়া। অবশ্য মুসলিহ যদি কোনো কিতাব বা বই পড়ার জন্য নির্দেশনা দেন তবে ঐ কিতাব পড়াটা মুসলিহের বক্তব্য শোনার মতোই উপকারী হবে।

https://kitabbhubon.com

ইসলাহে নফসের জন্য পীরে কামেলের আবশ্যকতা

হালঃ সুদীর্ঘকাল থেকে হুযূরের প্রতি এ অধমের রয়েছে ভীষণ ভক্তি ও শ্রদ্ধা। আমার ভীষণ আগ্রহ রয়েছে সেই বিষয় অর্জনের প্রতি, যা মানুষ আল্লাহ্ ওয়ালাদের নিকট থেকে হাসিল করে। আমি এক মূর্খ আনাড়ি আমি এটুকুও জানি না বুযুর্গদের কাছ থেকে কী বস্তু হাসিল করা হয়? অতএব হুযূর জানাবেন যে, বুযুর্গদের থেকে কী জিনিষ অর্জন করা হয় এবং সে মুতাবেক আমাকে একজন সাধারণ ব্যস্ত মানুষ হিসাবে তরীকতের শিক্ষা এরশাদ করবেন। যা আমার আমলের যোগ্য হবে। জাযা-কাল্লা-হু খাইরান ফিদ্দা-রাইন।

বিশ্লেষণঃ মনের কিছু রোগ ব্যধি থাকে যার চিকিৎসা কিতাবের মধ্যে লিখা আছে। কিন্তু যেমনিভাবে দৈহিক রোগের চিকিৎসার কথা কিতাব বা বই পুস্তকে লিখা থাকলেও ডাক্তার বা চিকিৎসকের প্রয়োজন পড়ে ঠিক তেমনি ভাবে রুহানী রোগ সমূহের চিকিৎসার জন্যও শেখ অর্থাৎ শিক্ষকের প্রয়োজন পড়ে।

এই কথাটুকু যদি আপনি বুঝে থাকেন তবে এরপর রোগের কথা বলব এবং সেটা বুঝার পর বলব চিকিৎসার কথা ইনশাআল্লাহ্।

হালঃ বুযুর্গদের কাছে শিক্ষনীয় বিষয় কি এবং তার পদ্ধতি কি?

বিশ্লেষণঃ করণীয় কাজগুলোর মধ্যে কিছু আছে জাহেরি কিছু বাতেনি। বর্জনীয় বিষয়গুলোর মধ্যেও আছে জাহেরি ও বাতেনি। উভয়শ্রেণীর মধ্যেই কিছু ত্রুটি হয়ে যায় চাই সে ত্রুটি ইলমি হোক বা আমলি। তরীকতের মাশায়েখগণ তালেবের অবস্থা শুনে উক্ত সমস্যাগুলো বুঝে তাদের এলাজ বা মুক্তির ব্যবস্থা ও পদ্ধতি বলে দেন সে অনুযায়ী আমল করা হল তালেব (মুরীদের) এর কাজ। কাজগুলো করা যেন সহজ হয় সে উদ্দেশ্যে কিছু যিকির তারা নির্ধারণ করে দেন। এ আলোচনা থেকে তরীকত ও তার উদ্দেশ্য দুটোই স্পষ্ট হয়ে গেছে।

পীরের সঙ্গে মুনাসাবাত তৈরি হওয়ার পন্থা

হালঃ একটি কথা বলতে চাচ্ছি যদিও ভয় হচ্ছে যে, বেয়াদবি হয়ে যায় কিনা। কিন্তু হাদীস শরীফ থেকে জানা যায় যে, কোনো একজন সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ইয়া

https://kitabbhubon.com

রাসূলাল্লাহ! আপনার সর্বাধিক প্রিয় সবচেয়ে পছন্দের মানুষ কে? এই হাদীসের কারণে সাহস হচ্ছে যে এটা সুন্নতের খেলাফ হবে না। জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, তরীকতের মধ্যে যারা হযরতের সঙ্গে তাআল্লুক রাখেন তাদের মধ্যে আপনার সর্বাধিক মাহবূব ও পছন্দনীয় কে? প্রশ্নটা মনে জেগেছে, মনের মধ্যে বারবার জিজ্ঞাসাটা উঁকি মেরেছে তাই লিখলাম। হুযূর যদি তার নাম গোপন রাখার নির্দেশ দেন তবে আজীবন ইনশাআল্লাহ্ গোপন রাখব। কাউকেই জানতে দিব না।

বিশ্লেষণঃ বলতে আমি দ্বিধা করতাম না যদি কেউ এরূপ থাকত কিন্তু সত্য কথা এটাই যে এখন পর্যন্ত কারোরই পূর্ণ মুনাসাবাত আমার সঙ্গে গড়ে উঠে নি। দূরত্বের কারণ এটাই যে, কেউই আমার চিন্তার পূর্ণধারক হতে পারে নি। সম্ভবত এর জন্য দায়ী আমিই। ত্রুটি হয়ত আমারই।

হালঃ আমার মনে হচ্ছে তৃতীয় প্রশ্নটি জবাবসহ তাররিয়াতের মধ্যে উল্লেখ হয়ে যাওয়া সালিকীনের জন্য ভীষণ উপকারী হবে। হয়তবা কোনো আল্লাহ্র বান্দার মনে হুযূরের সঙ্গে পূর্ণ মুনাসাবাত হাসিলের আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়ে যাবে। পূর্বের জবাব দেখে যে অবস্থা আমার হয়েছে, আল্লাহ্র কসম! কী যে বলব। সত্যিই বলেছেন-

ہر کے از ظن خود شد یار من - وز دروں من نہ جست اسرار من

অর্থ- যাকেই ভেবেছিলাম হবে সুজন-সুহৃদ আমার
রাখে নি খবর সেও কী ছিল রহস্য ভেতরে আমার।

হুযূর! আল্লাহ্র শপথ! আপনার রহস্যগুলো জানার ভীষণ আগ্রহ আমার। আর এটাই প্রশ্ন জাগার মূল কারণ। সেই আসরার ও রহস্যগুলো যদি আমার সহ্য ক্ষমতার অতিরিক্ত না হয় তাহলে আল্লাহ্ করুন আমি যেন জানতে পারি। তবে জিজ্ঞাসা করতে সাহস হয় না এ জন্য যে, ছোট মুখ বড় কথা কী করে বলি! দ্বিতীয়ত আমি কিছুতেই এর যোগ্য নই যে, পীর-মাশায়েখের রাজ ও আসবার জানব কিন্তু এতটুকু আবেদন আমার অবশ্যই আছে যে, আমার জন্য দুআ করুন যেন আল্লাহ্ তাআলা আমাকে হযরতের সঙ্গে মুনাসাবাতে তাম্মাহ দান করেন। আমীন।

বিশ্লেষণঃ প্রিয়তম! ঠিক আছে তৃতীয় বিষয়টিও তারবিয়াতুস সালিকে উঠিয়ে দেওয়া হোক। বিষয়টি প্রকাশে আমাকে বাধা দিচ্ছিল এই চিন্তা যে, এতে না

https://kitabbhubon.com

জানি প্রিয় মানুষদের মনে ব্যাথা লেগে যায়। তবে যেহেতু গোপন রাখার চেয়ে উল্লেখ করার মধ্যেই বেশি কল্যাণ রয়েছে সুতরাং আপনার সঙ্গে আমি ঐক্যমত পোষণ করছি।

ওহে প্রিয়! আমার আবার রহস্য কী! আসরার কী! মাওলানার ঐ-কাব্যের উল্লেখ করেছি শুধুই বরকতের জন্য। বুঝাতে চেয়েছি এটাই যে, আমার রুচি ও মাযাক্বের সঙ্গে পূর্ণ মুনাসাবাত কেউই পয়দা করে নি। কেউই আমার সঙ্গে আমার সকল বিষয়ের সঙ্গে পুরোপুরী আত্মস্থ হতে পারে নি। সুতরাং আযীযে মান! এটা তো আমার বলে দেওয়ার মতো বিষয় নয়, এ হচ্ছে মহব্বত ও খোদ আহলে মহব্বতের ব্যাপার। অনুসন্ধানে থাকা খুঁজে খুঁজে বের করে নেওয়া এবং নির্ভুল অনুসরণ এগুলোই হল তার পন্থা। তাওফীক দানকারী আল্লাহ্। আর এতটুকু মুনাসাবাতের পর আপনা আপনি আমার মনে আসরার ও রহস্য প্রকাশের আবেগ জেগে উঠবে যদি সেরকম রহস্য কিছু থেকেই থাকে। অথবা নুতন রহস্য সৃষ্টি হয়ে যাবে।

***

প্রশ্নঃ মাশায়েখদের কথা থেকে জানা যায় যে, পীরের হুকুম ছাড়া কোনো দীনী বা দুনিয়াবি কাজ করবে না। কিন্তু হুযূরকে দেখেছি আমি দুনিয়াবি কোনো বিষয় জানতে চাইলে আমাকে বাধা দিয়েছেন। এ ব্যাপারে বান্দার জন্য হুযূরের কি নির্দেশ?

জবাবঃ মাশায়েখগণ যেটা বলেছেন তার অর্থ হল পীরের অনুমতি ছাড়া করবে না। অর্থাৎ জানানোর পর যদি পীর নিষেধ করে তবে করবে না। হুকুম মানে নির্দেশ বা আদেশ নয়, অনুমতি।

পীরের সোহবতের প্রয়োজনীয়তা

হালঃ আমার এক আশ্চর্যরকমের অবস্থা তৈরি হয়েছে। কেমন যেন ভয় সংকোচ হতে থাকে। সকল কাজ ও সময়ের মধ্যেই পার্থক্য এসে গেছে। হয়রান ও পেরেশান হয়ে আছি যে আমার কী হল! হুযূর! এর এলাজ বলে দিন। হুযূরের নিকট আবারও নিবেদন করছি মেহেরবানী করে নামাযের পর পড়তে পারি এমন কিছু আমাকে বলে দিন। যেন অযীফা সময়মতো আদায় করতে পারি এবং মনের মধ্যে প্রশান্তি থাকে। কোনো রোগ শোক আমার নেই। মস্তিষ্কের দুর্বলতাও নেই। হুযূর! মাঝে মাঝে তিলাওয়াতে কুরআন বা

https://kitabbhubon.com

মুনাজাতে মকবূল পড়তে একদম মন চায় না আবার মাঝে মাঝে এত খুশী ও আনন্দ লাগে যে মন বলে শুধু এই কাজই করি। আর সে সময় খুব কান্না আসে। এই একেক সময় একেক পরিবর্তনের কারণে আরো বেশি হয়রান হয়ে পড়েছি।

বিশ্লেষণঃ বর্তমান অবস্থায় কমপক্ষে এক মাসের জন্য এখানে চলে আসাটা আপনার জন্য খুবই কল্যাণকর হবে। কিছু কিছু বিষয়ের জন্য শারীরিক নৈকট্য জরুরি হয়ে যায়। আপনি চলে আসুন।

হালঃ এর সাথে সাথে মন এটাও চায় যে, আহা! যদি হুযূরের কদম মুবারকের ধূলা এই অধমের চোখে লাগানো যেত তাতেই এই অন্ধ হয়ত চক্ষুওয়ালা হয়ে যেত।

বিশ্লেষণঃ নিজের মুলকিন (পীর) এর মহব্বত সৌভাগ্য ও সফলতার চাবি।

হালঃ তৃতীয় ব্যাপার এই যে, হুযূরের থেকে দূরে থাকার সময় ভীষণ জোশ ও আবেগ টগবগ করতে থাকে। মনে মনে বলতে থাকি এবার যখন হুযূরের কাছে যাব একদম গিয়ে কদমের উপর পড়ব, কদম মুবারক চুমু খাব, এই করব সেই করব। অথচ কাছে গেলে দূরের সেই আবেগের প্রকাশ ঘটাতে পারি না কিছুই। কসম করে বলছি, সত্যি বলছি মাঝে মাঝে সবকিছুর উপর বিরক্ত হয়ে বলতাম– সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে চলো যাই হুযূরের কাছে।
খাক আইসী যিন্দেগী পর হাম কাঁহি আওর ওহ কাঁহি (চুলোয় যাক আমার এমন জীবন আমি কোথায় আর তিনি কোথায়)
মাঝে মাঝে চিঠি লিখতে বসে কাঁদতে কাঁদতে বেহাল হয়ে যাই। কিন্তু হুযূর হয়ত নারাজ হবেন এই ভয়েই আসতাম না। নতুবা এই বান্দা কবেই এসে হাজির হতাম। আবেগের আতিশয্যে কয়েকটি কথা লিখে ফেললাম। কারণ 'ইশ্‌ক ও মেশ্‌ক গোপন করা যায় না।' এটাও আমার একটি অযোগ্যতা নইলে যাদের কামেল মহব্বত আছে তারা হয়ত এ রকম দাবি করে বেড়ায় না।
হুযূরের কাছে আসার পর জানি না সেই সব জোশ কোথায় হারিয়ে গেল। মনে হয় যেন আগুনের উপর পানির ছিটা দেওয়া হয়েছে। হুযূর! এর কারণ কী? আমার মহব্বতের কমতি নয় তো?

বিশ্লেষণঃ না, বরং এটাও মহব্বতেরই একটি বিশেষ রং, বিশেষ প্রকাশ। এটাকে বলে ভালো লাগা। এটাই আগ্রহের সূচনা।

https://kitabbhubon.com

বিনা চেষ্টায় কলবের উপর পীরের আকৃতি ফুটে উঠা নেয়ামত

হালঃ রুহুল আরওয়াহ কিতাবটি পড়েছি। পড়ার সময় মন নরম হয়েছিল। পরে আবারও সেই পাষাণ অবস্থায় ফিরে এল। ইসমে যাতের যিকির করার সময় হুযূরের অবয়বের ছবি কলবের উপর অঙ্কিত হয়ে উঠে। আর আল্লাহ্ শব্দের হাল্কা জরব গিয়ে পড়ে অঙ্কিত আকৃতির উপর যার দ্বারা আমি সন্দেহে পড়ে গেছি যে, এটা জায়েয না নাজায়েয। কখনো কখনো মনের উপর এই ছবি অঙ্কিত হওয়ার ব্যাপারটা এতদূর বেড়ে যায় যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়ের সময়েও হুযূরের সূরত মুবারক কলবের মধ্যে আটকে থাকে। মোটকথা এই ব্যাপারটা মাঝে মাঝে খুব বেড়ে যায়। আবার মাঝে মাঝে পাষাণ হৃদয়ের ফলে কিছুই থাকে না।

বিশ্লেষণঃ মা-শা-আল্লাহ্, সামগ্রিক অবস্থা খুবই ভালো। আমার তো খুবই ভালো লাগল। হৃদয় ও মনের কোমলতা বা নম্রতার মধ্যে কম-বেশ হওয়া, পরিবর্তন হওয়া খারাপ নয়, যতটুকু হয়ে যায় আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামত। আপনার 'হালতে মাহমূদাহ' এর উন্নতি হবে ইনশাআল্লাহ্। নিজের চেষ্টা তদবীর ছাড়াই পীরের ছবি তৈরি হয়ে যাওয়া বিরাট বড় নেয়ামত। কত মানুষ কত সাধনা করে এই আকৃতি মনের উপর বসাতে সক্ষম হয়। যেটা আমার দৃষ্টিতে পছন্দনীয় নয়। আপনাকে আল্লাহ্ বিনা সাধনায়, বিনা চেষ্টায় দান করেছেন, শুকরিয়া করুন।

ঐ আকৃতির উপর জরব্ (আঘাত) পড়লে সমস্যা কী? নাজায়েয বা অবৈধ হওয়ার তো কোনো কারণই নেই। ভালোই, আপনার বরকতে হয়ত আমার মধ্যে কিছু ভালো প্রভাব পড়বে। ওয়াস্সালাম।

নিসবতে বাতেনিয়্যার সূচনা

হালঃ আজকাল অধমের মনে হচ্ছে যে, আমার দিলের মধ্যে নতুন কোনো ঘটনা ঘটেছে, নতুন কিছু একটা হয়েছে যার কারণে সর্বদা আল্লাহ্র স্মরণ মনের মধ্যে থাকছে কখনোই তাঁর বিস্মরণ হচ্ছে না।

বিশ্লেষণঃ একেই বলে নিসবতের ইবতিদা, আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পর্কের সূচনা। আল্লাহ্ বরকত দিন। মুবারক হোক।

https://kitabbhubon.com

দ্বিতীয় অধ্যায়
আখলাকে হামীদার বর্ণনা

নির্জনতা, ভ্রমণ এবং তাওয়াক্কুল ও তাদবীর

হালঃ হুযূরের সান্নিধ্য থেকে দূরে আসার পর থেকে কয়েকটি বদ স্বভাবে আক্রান্ত হয়ে পড়েছি। প্রথমটি হল চিৎকার করা ও ধমকানো। এর কারণ অবুঝ ছাত্রদেরকে অন্যায় থেকে দূরে রাখা কঠোর-কর্কষ ভাষা, চিৎকার ও ধমক ছাড়া অত্যন্ত কঠিন। দ্বিতীয়টি হল- স্ত্রীকে শরীয়ত ও সুন্নত অনুসারে পরিচালিত করা এবং তার অন্যায় ও অসদ আচরণে সবর করা এ অধমের জন্য ভীষণ কষ্টকর হয়ে পড়েছে। হুযূরের খাস দুআ চাই।

জানতে চাই যে, দীন এবং আখলাকের শিক্ষাদান উত্তম নাকি আউলিয়া কিরামের কবর ও মাজার যিয়ারত উত্তম? বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ উত্তম নাকি নির্জনতা অবলম্বন? সালিকের জন্য আসবাব গ্রহণ ও তাদবীর উত্তম নাকি বিনা তাদবীর, বিনা আসবাবে তাওয়াক্কুল উত্তম? মেহেরবানী করে আমার বুঝ মতো হেদায়াত (নির্দেশনা) দান করবেন। আশা করি হুযূরের নির্দেশনায় সান্ত্বনা পাব।

বিশ্লেষণঃ দুআ করছি আপনার জন্য। সেই হাদীসের কথা স্মরণ করুন- "যেই মুমিন মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করে এবং তাদের দেয়া কষ্টে সবর করে সে উত্তম ঐ মুমিন থেকে যে মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করে না এবং তাদের দেয়া কষ্টে সবর করে না।" নির্জনতা ও ভ্রমণ ঃ প্রাথমিক সালিকের জন্য নির্জনতা উত্তম। চূড়ান্ত পর্যায়ের সালিক গায়রে আলিম (আলিম নয়) এর জন্য পর্যটন বা কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর ক্ষতিকর নয়। প্রাথমিক মুরীদের জন্য ক্ষতিকর। আলিমের জন্য উপকারী নয়।

তাদবীর ও তাওয়াক্কুল ঃ দুর্বল মানসিকতা ও পরিবার বিশিষ্ট লোকের জন্য আসবাব ও তাদবীর গ্রহণ উত্তম। হিম্মতওয়ালা, মজবুত ও পরিবারমুক্ত লোকের জন্য তাওয়াক্কুল উত্তম।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-১৯৬

https://kitabbhubon.com

আল্লাহ্ ও রাসূলের মহব্বত লাভের এবং গায়রুল্লাহর মহব্বত দূর করার পন্থা

হালঃ এমন একটি দুআ লিখে দিন যার মাধ্যমে আল্লাহ্ ও রাসূলের মহব্বত বেড়ে যায়। দিলের মধ্যে আল্লাহ্র ভয় বসে যায় এবং গায়রুল্লাহর মহব্বত অন্তর থেকে একদম দূর হয়ে যায় অথবা কম হয়ে যায় এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনো ভয় যেন একদমই না থাকে।

বিশ্লেষণঃ বেশি বেশি যিকির, শোগল এবং উপকারী কিতাবাদি মনোযোগের সঙ্গে পড়তে থাকলে এবং আহলুল্লাহ্দের (আল্লাহ্ওয়ালা) সোহবতে থাকলে এই মহা দৌলত লাভ হয়। এর জন্য কোনো বিশেষ অযীফা বা দুআ নেই।

খুশূ' তৈরি হওয়ার পন্থা

হালঃ আমার বাড়ি আলহামদুলিল্লাহ্ নির্জন, কোলাহল মুক্ত। কিন্তু ইবাদত বন্দেগীতে আমার মনে এত বেশি এলোমেলো চিন্তা-ভাবনা ভিড় করে যে, আতঙ্কিত হয়ে পড়ি। মুখ চালু আছে কিন্তু কোনো মনোযোগ নেই। তিলাওয়াত করতে অনেক সময় মনের মধ্যে এত বেশি গাফলত এসে যায় যে কোথায় পড়ছি কিছুই মনে থাকে না। নামাযের মধ্যেও অমনোযোগিতার একই অবস্থা। একাগ্রতা, ইখলাস ও খুশূ' কিছুই নেই।

বিশ্লেষণঃ অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে যখন খুশূ' তৈরির উদ্দেশ্যে যিকির, তিলাওয়াত ও নামাযের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালু রাখা যায় তখন খুশূ'সহ সকল (কায়ফিয়াতে মাহমূদাহ) প্রশংসনীয় অবস্থা তৈরি হয়ে যায়। বিলম্বের কারণে চিন্তায় পড়ে যাবেন না। কাজে লেগে থাকুন।

***

হালঃ বর্তমান অবস্থা এই যে, যখন নামাযের সর্বশেষ রাকাতে সিজদায় যাই তখন আমার চেতনা জাগে এবং খুশূ' তৈরি হয়। তখন আমি সেই সিজদার মধ্যে খুব থেমে থেমে, বিগলিত কণ্ঠে, নিজের কানে ভালোভাবে শোনা যায় এমন আওয়াজে এবং পরিমানে অনেক বেশি তাসবীহ পড়তে থাকি। নামাযের শেষ রাকাতের সিজদায় তো এই অবস্থা বেশিরভাগ সময়ই হয়ে থাকে অথচ অন্যান্য সিজদায় এমন অবস্থা কমই হয়। রুকূতে আরও কম, কিয়ামে (দাঁড়ানো অবস্থায়) তার চেয়েও কম আর বৈঠকে খুশূ' একেবারেই হয় না। হঠাৎ কখনো কিয়ামের মধ্যে ঐ (খুশূ'র) অবস্থা হলে আমার মাথা, ঘার ও

https://kitabbhubon.com

কোমর কিছুটা বাঁকা হয়ে নত হয়ে যায়। সোজা হয়ে দাঁড়ানো তখন দোষণীয় মনে হয়। ঝুঁকে দাঁড়ানো এবং নিজের দীনতার এরূপ প্রকাশ ভালো লাগে। দুআ ও প্রার্থনার সময়ও বেশিরভাগ এরূপ হয়ে থাকে।

বিশ্লেষণঃ সমস্যা নেই। তবে এই প্রচেষ্টার মধ্যে খুব বেশি মুবালাগা বা অতিরঞ্জন করবেন না। কারণ ওতে হয় কষ্ট, কষ্ট থেকে ক্লান্তি এবং সবশেষে হয় দ্বিধা।

***

হালঃ নামাযের মধ্যে যথাসাধ্য খুশূ' খুযূ'র জন্য খুব চেষ্টা ও চিন্তা করি, বাহ্যিক সূরত বা ভাব-ভঙ্গি হয়ত হয়ে যায় কিন্তু এর হাকীকত কিছুই বুঝি না। শেষ পর্যন্ত এ ব্যাপারে নিজ অক্ষমতা ও অনুশোচনা জানিয়ে নিবেদন করি যে, এরচেয়ে বেশি আমার সাধ্যাতীত ব্যাপার। আল্লাহ্! আমাকে কামেল নামাযের তাওফীক দাও।

বিশ্লেষণঃ নামাযের পূর্ণাঙ্গতা যেমনিভাবে একাগ্রতা ও খুশূ' খুযূ' দ্বারা হয়, তেমনিভাবে বিনয় ও অনুশোচনার দ্বারাও ক্ষতিপূরণ (অতঃপর নামাযের পূর্ণাঙ্গতাও) হয়ে যায়। ইনশাআল্লাহ্ আপনার নামাযে পূর্ণাঙ্গতা এসে যাবে।

প্রশ্নঃ আল্লাহ্ আল্লাহ্ ছাড়া অন্যান্য যিকিরের মধ্যে (সে সবের) অর্থ বুঝলেই কি খুশূ'র জন্য যথেষ্ট হবে?

জবাবঃ তারচেয়েও (অর্থ চিন্তা করার চেয়েও) অধিক কল্যাণকর এই যে, আল্লাহ্ তাআলা আমাকে দেখছেন এই ধ্যান মনে জাগ্রত রাখা। যেমন আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন- "যিনি আপনাকে দেখেন ঐ সময় যখন আপনি নামাযে দণ্ডায়মান হন এবং (নামায শুরু করার পর) নামাযীদের সঙ্গে আপনার অবস্থান্তরও (অবলোকন করেন)।"

মহব্বতের আলামত

হালঃ আপনি এখানে এসে যখন আবার ফিরে চলে যান সেদিন আমার কোনো কিছুই করতে ভালো লাগে না। খেতেও মন চায় না, পড়াতেও ইচ্ছা হয় না। মুরদা লাশের মতো অবস্থা হয়ে যায়, যার প্রভাব শরীরের উপরও প্রকাশ পেতে শুরু করে।

বিশ্লেষণঃ এর কারণ মহব্বত যা প্রশংসনীয় একটি বিষয়।

https://kitabbhubon.com

হালঃ হুযূরের কদমবুসি করতে খুব ইচ্ছা হচ্ছে, প্রায়ই হুযূরকে স্বপ্নে দেখি।

বিশ্লেষণঃ এটা মহব্বতের একটি নিশানা, যা তরীকতের মধ্যে সীমাহীন উপকারী।

***

হালঃ বেশ কিছুকাল আমি হুযূরের কাছে হালত জানাতে পারি নি। এর কারণ অলসতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমার অযীফা বারো তাসবীহ এবং বারো হাজার ইসমে যাতের যিকির, মাঝে মধ্যে ছুটে যায়। দিলের অবস্থা এই যে, না ভালো পোশাকের চাহিদা আছে না ভালো খাবারের আকাঙ্ক্ষা। মন চায় যে সংসারের দায়িত্ব যদি না থাকত তাহলে মদীনা তাইয়্যেবায় গিয়ে পড়ে থাকতাম যেন জান্নাতুল বাকী'তে দাফন হতে পারি অথবা থানা ভবন এসে হুযূরের কাছাকাছি থেকে জীবনটা পার করে দেই! এ দুটো চিন্তাই নিত্যদিন মনের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে রাখে। কখনো তো এটা এতো প্রবল হয়ে উঠে যে, ইচ্ছা হয় এভাবেই চলে যাই, থানাভবন যেতেই ইচ্ছাটা বেশি হয়। এটা বুঝি যে, মদীনা তাইয়্যিবা'তে অবস্থানটাই সর্বোত্তম কিন্তু আমি মুবতাদী (প্রাথমিক স্তরের) ও অযোগ্য যে পর্যন্ত আমার আখলাক সুন্দর না হবে সে পর্যন্ত আমি মদীনার মর্যাদা রক্ষার অযোগ্য। এ কারণে থানা ভবনের আকাঙ্ক্ষাটাই তীব্র থাকে। এখন হুযূরের খিদমতে আরজ এই যে, এটা আমার ওয়াস্ওয়াসা না অন্য কিছু?

বিশ্লেষণঃ কোনো ওয়াস্ওয়াসা নয়, এটা সত্য ভালোবাসা।

হালঃ কেননা প্রায় প্রতিদিনই এই ইচ্ছা মনে জাগে যে, থানা ভবন অথবা মদীনা যাবার প্রস্তুতি শুরু করা উচিৎ। এরপর দেখি মনের মধ্যে এটাই স্থির হয়েছে যে জানুয়ারীর পর চার মাসের জন্য থানা ভবনে অবস্থান করব। আমার অবস্থার আলোকে যা উপযোগী হুযূর সেটা বলে দেবেন।

বিশ্লেষণঃ বলার মতো আর তো কিছু দেখি না।

হালঃ বুঝি না আমার অন্তরে আল্লাহ্র মহব্বত আছে কি না?

বিশ্লেষণঃ এই চিন্তাটাই প্রমাণ করে যে, আপনার মধ্যে আল্লাহ্র মহব্বত অবশ্যই আছে।

হালঃ যিকিরের সময় মনে পড়ে (পাই বা না পাই খুঁজব তারে জীবনভর।) এরপর এত কান্না আসে যে, সেই কান্নার বেগে যিকির চালু রাখা দুরূহ হয়ে

https://kitabbhubon.com

পড়ে। রাতে যখন ঘুমাতে যাই দীর্ঘসময় ঘুম আসে না তখনও শুয়ে শুয়ে কাঁদতে থাকি।

বিশ্লেষণঃ সবই আল্লাহ্‌র মহব্বতের দলিল।

হালঃ যিকির করতে করতে কখনো কখনো মনে ইচ্ছা জাগে যে, কেউ যদি এসে আমার মাথাটি তরবারির কোপে দেহ থেকে আলাদা করে দিত! আমাকে টুকরো টুকরো করে ফেলত! এভাবেই যদি আমার মৃত্যু হত!

বিশ্লেষণঃ আল্লাহ্‌র মহব্বতের প্রশংসনীয় আলামত।

আল্লাহ্‌র ভালোবাসা এবং পীরের ভালোবাসা প্রবল হওয়া

হালঃ (থানভী রহ. এর এক খলিফার চিঠি) কয়েকদিন পর্যন্ত আল্লাহ্‌র মহব্বত ও ভালোবাসা ভীষণ প্রবল থাকল এবং এই চিন্তা প্রবল হয়ে উঠল যে, যদি মৃত্যুর পর আল্লাহ্‌র সঙ্গে হিজাব (আড়াল) তৈরি হয় তাহলে আমার কী হবে? এই ব্যাথা আমি কী ভাবে সহ্য করব? নিজেকে যতই বুঝালাম যে, নৈরাশ্য তো ভালো নয়, কিন্তু দৃষ্টি ছিল আপন অযোগ্যতা ও অকর্মন্যতার প্রতি। যার ফলে মন বলে উঠছিল– এমন হওয়া তো বিচিত্র নয় কারণ আমি তো একেবারেই অযোগ্য। না-আহাল, নালায়েক। ইতাআত ও শোকর, আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা কিছুই তো করতে পারি নি। বারবার মনে হচ্ছিল জান্নাতের একটি নেয়ামতও যদি না পাই অন্তত আল্লাহ্‌ তাআলার সঙ্গে যেন আমার কোনো আড়াল বা হিজাব না থাকে। সবর ও ধৈর্য্যের সঙ্গে আপাতত ঐ হালত মাগলূব (পরাজিত) রয়েছে। তবে শওক এখনো আগের মতোই রয়েছে। আকাঙ্ক্ষা এখনো মনের মধ্যে এটাই যে, আল্লাহ্‌র সঙ্গে আমার যেন কোনোরূপ হিজাব না থাকে।

হুযূরের বরকতে আল্লাহ্‌র মহব্বত যৎসামান্য অর্জিত হয়েছে এবং সেটা আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে দীর্ঘকাল থেকে আছে কিন্তু এবার সেটাই হয়ে উঠেছিল ভীষণ প্রবল।

এখন আবার কয়েকদিন থেকে হুযূরের মহব্বত ভীষণ প্রবল ও গালিব হয়ে উঠেছে। হুযূরের যে তীব্র ভালোবাসা ও অসামান্য শ্রদ্ধা আমার অন্তরে লুকানো আছে তার প্রকাশ ঘটানো সম্ভব নয়, কেননা সে যোগ্যতাও আমার মধ্যে নেই। তাছাড়া এটা কোনো প্রশংসনীয় বিষয়ও নয়। যা হোক বারবার মনকে বোঝানোর পরও এই চিন্তা আমাকে উদ্বিগ্ন করে তোলে যে, যদি আমার মৃত্যুর

https://kitabbhubon.com

পূর্বেই হুযূরের বেসাল (মৃত্যু) হয়ে যায় তাহলে আমি কীভাবে নিজেকে স্থির রাখব!? এভাবে হুযূরের সীমাহীন মহব্বত প্রবল হয়ে উঠেছে। যদিও এ ক্ষেত্রে কখনোই শরীয়তের সীমা লঙ্ঘন হচ্ছে না কিন্তু বে-চাইনি অবশ্যই হচ্ছে। অস্থির হয়ে উঠছি। উল্লেখিত সব কিছুর পরও যদি আমার মহব্বত 'মাহমূদ' ও 'মাকসূদ' হয় তাহলে আলহামদুলিল্লাহ্, কষ্ট যতই হোক, কোনো আপত্তি নেই। আর যদি কোনো বিষয় বা দিক ত্রুটিপূর্ণ (মাযমূম) থাকে তবে মেহেরবানী করে এলাজ বা ইসলাহ করে দেবেন।

পরশু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখেছি। তখন থেকে মনের মধ্যে কিছুটা শান্তি ও প্রশান্তি পাচ্ছি নতুবা অবস্থা ছিল ভয়াবহ।

বিশ্লেষণঃ আমার প্রিয় মাহবূব ও হে আমার প্রিয় মুহিব! আল্লাহ্ তাআলা আপনার অন্তরে তাঁর মা'রেফাত ও কুরবত (পরিচিতি ও নৈকট্য) বৃদ্ধি করে দিন। আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, মুবারক হোক, মা-শা-আল্লাহ্ দুটি হালতই খুব উঁচু স্তরের। প্রথম হালতের ব্যাপারে তো স্পষ্ট হাদীস রয়েছে যার মাধ্যমে আল্লাহ্র দীদার ও সাক্ষাৎকে কাঙ্ক্ষিত জানানো হয়েছে। অতএব আপনার উক্ত হালত যে, উঁচু স্তরের সেটা ঐ হাদীসই স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে। অবস্থা ভেদে এই সবই ঐ আকাঙ্ক্ষার বিভিন্ন প্রকার। এগুলো সবই মাহমূদ বা প্রশংসনীয় তবে ভারসাম্যপূর্ণ হালত বা অবস্থাটি অধিক প্রশংসনীয় এবং হাদীসের সঙ্গে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আর দ্বিতীয় অবস্থা (পীরের মহব্বত) সেটাও হুব্বুল্লাহ্ এরই একটি বিশেষ প্রকার। পরোক্ষভাবে হলেও এটাও আল্লাহ্র মহব্বতেরই অংশ। কোনো কোনো অবস্থায় কিছু কিছু কল্যাণ প্রথম অবস্থার চেয়ে এই অবস্থার উপর অধিকহারে প্রতিফলিত হয়। এ কারণে এটা সম্পূর্ণরূপেই প্রশংসনীয়। মোটেও সন্দিহান হবেন না।

আমার মৃত্যুর কথা চিন্তা করে আপনার ব্যাথিত হওয়ার চিন্তা–এটা হল ঐ মহব্বতেরই একটি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। প্রশংসনীয় বিষয়ের আলামত ও বৈশিষ্ট্য সবই প্রশংসনীয়। তবে যেহেতু এটা স্বভাবগত অস্থায়ী বিষয়, এগুলো একই অবস্থায় স্থির থাকে না। তাছাড়া এগুলো হুব্ব্ ফিল্লাহ। এজন্য আল্লাহ্ তাআলা এই ধরনের অবস্থায় সাহায্য করবেন। যেভাবে সাহাবায়ে কেরামকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর করা হয়েছিল।

https://kitabbhubon.com

আলামাতে আবদিয়াত বা দাসত্তের চিহ্ন

হালঃ যোহরের নামাযের পর যখন আমি যিকির করছিলাম তখন দুটি বিষয় আমার চিন্তায় এল। প্রথমটি এই যে, মৃত্যু আমার কী অবস্থায় হবে? এখনতো আল্লাহ্‌র রহমতে হুঁশ-জ্ঞান ঠিক আছে তারপরও আমি ওয়াস্‌ওয়াসায় পড়ে যাই অথচ ঐ সময় তো জ্ঞানও ঠিক থাকবে না, অনুভূতিও সজাগ থাকবে না। অতএব তখন আমার অবস্থা কী হবে? দ্বিতীয়টি এই যে, আখিরাতে আমার পরিণাম কী হবে? এই চিন্তার কারণ এই যে, নিজের আমলের দিকে তাকালে বদ আমল ছাড়া কোনো নেক আমল খুঁজে পাই না।

বিশ্লেষণঃ এটা হল আবদিয়াতের আলামত বা দাসত্তের চিহ্ন। আর এটা উঁচু স্তরের একটি হালত।

হালঃ আমার গৃহিনী আল্লাহ্‌ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এমন আশিক যে, শরীয়তের কোনো বিষয় কোনো অবস্থাতেই তার কাছে অপছন্দনীয় মনে হয় না। আমি চাই হুযূর এবার তাকেও কিছু তালীম দেবেন। নামাযের ব্যাপারে খুবই সচেতন। আমি কয়েকবার তাকে জিজ্ঞাসা করেছি যে, হুযূরের কাছে তার কোনো হালত লিখব কি? জবাব দিয়েছেন– আমি একজন মানুষ আমার আবার হালত...। আলহামদুলিল্লাহ্‌ কোনো বিষয়ে তার কোনো ওয়াস্‌ওয়াসা হয় না।

বিশ্লেষণঃ তার এই যে মনোভাব... আমার আবার হালত... এটাই তো অনেক বড় একটি হালত। যার নাম আবদিয়াত। আল্লাহ্‌ তাআলা বরকত দান করুন। তাঁর জন্য মুনাসিব যিকির হল- লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ্‌। সবসময় এটাই খেয়াল রাখবে। এটাই ভাববে। কোনো একটি সময় নিজেই নির্ধারণ করে নেবে। সেই সময়ের জন্য একটি সহজ পরিমান নির্ধারণ করে প্রতিদিন সেই সময়ে সেই পরিমান কালিমার যিকির করবে এবং মাঝে মাঝে হালত জানাবেন।

হালঃ নামায কাযা হলে আমার মনে এত ব্যাথা লাগে না যে, আমি অস্থির হয়ে যাব। বরং আমার মধ্যে শুধু এরূপ চিন্তা হতে থাকে যে, ব্যাথা কেন লাগে না? কাযা হলে হোক কিন্তু কোনো ব্যাথা কেন জাগে না। অথচ কোনো কোনো গুনাহের কাজ হয়ে গেলে ভীষণ কষ্ট হয় আবার কোনো কোনো গুনাহের ক্ষেত্রে খুব অল্প অথবা একদম কষ্ট হয় না।

বিশ্লেষণঃ কষ্টতো সব গুনাহর উপরই হয় তবে কষ্টের ধরন ভিন্ন ভিন্ন। একটি ধরন হল কষ্ট না হওয়ার কারণে কষ্ট পাওয়া। কথাটির ব্যাখ্যা এই যে,

https://kitabbhubon.com

কতিপয় গুনাহের কারণে স্বভাবের কষ্ট হয় (তবয়ী...) আর কতিপয় গুনাহের কারণে আকল ও বুদ্ধির কষ্ট (আকলী সদমা) হয়। আপনার স্বভাবগত কষ্ট না হওয়ার কারণে কষ্ট পাওয়া থেকে বুঝা যায় যে, আপনার জ্ঞানগত কষ্ট ঠিকই হচ্ছে।

হালঃ মাঝে মাঝে ভাবি, আমার হালত তো একেবারেই বাজে। খুবই খারাপ। অথচ হুযূর আমার হালতের জবাবে যা লেখেন তা পড়ে শুকরিয়া আদায় না করে পারি না। বুঝতে পারি না, অবস্থা এতো খারাপ তারপরও কীভাবে হুযূরের এতো দয়া ও স্নেহ পাই? ভয় লাগে কবে কখন হুযূরের সু-ধারণার বেলুন ফুটো হয়ে যাবে আর আমি হয়ে যাব লাঞ্ছিত।

বিশ্লেষণঃ সমস্যা কী! 'না জানি কখন লাঞ্ছিত হয়ে যাই' এই চিন্তাটা পীর ও মুরীদের মাঝে একটি আড়াল তৈরি করে রাখে। এটাও দূর হওয়া উচিত।

মহব্বত ও আবদিয়াতের লক্ষণ

হালঃ যিকিরের সময় মন কোমল, বিগলিত ও আবেগাপ্লুত হয়ে যায় এবং কিসের যেন আওয়াজ কানে আসতে থাকে। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে কিছুই পাওয়া যায় না। আওয়াজটার ধরণ হল– যিকিরের প্রতিধ্বনি। জানি না এটা প্রকৃতই কোনো আওয়াজ নাকি মনের কল্পনা। যেটাই হোক আমি সেদিকে মনোযোগ দেই না। কেননা আমার আসল মাকসূদ আল্লাহ্ তাআলার পাক ও পবিত্র যাত। তবে ঐ আওয়াজটি ভালো লাগে।

হুযূর! রমযান শরীফের পর থেকে আল্লাহ্ তাআলার প্রতি আগ্রহ অনেক বেড়ে গেছে। তাঁর চিন্তায়ই সারাদিন কেটে যায়। বরং কখনো কখনো কান্না এসে যায় এবং ঐ কান্নাতে আশ্চর্য রকমের স্বাদ অনুভব করি। বেশি কান্না পায় দুআয় এবং দুআ শেষ করতে মন চায় না, দুআর সময় মনের মধ্যে জাগে যে, আমি খুব গুনাহ্গার, বাস্তবেও আমি তেমনই। ভালো যদি কিছু থাকে তবে হুযূরের সঙ্গে যোগাযোগ আর আল্লাহ্ পাকের মেহেরবানী। এছাড়া এই অপদার্থের দ্বারা কিছুই হওয়া সম্ভব ছিল না।

ইবাদত-বন্দেগীতে কিছুটা একাগ্রতা লাভ হয়েছে তবে হুযূরের কাছে জানতে চাই যে ধ্যান কোন্ দিকে রাখা উচিৎ, মাথার উপর না সামনে? নিজের কাছে না দিলের মধ্যে? এ অধমের ধ্যান ও কল্পনা বেশিরভাগ সময় দিলের মধ্যে থাকে। আরো জানতে চাই যে, আল্লাহ্র যাতের ধ্যান কিভাবে করা উচিৎ?

https://kitabbhubon.com

তিনি মওজুদ, তিনি বাকী না কি তিনি মা'বূদ? কোন কল্পনা বা ধ্যানটি করা উচিৎ? মেহেরবানী করে জবাব দিয়ে শুকরিয়ার সুযোগ দান করবেন।

একটি স্বপ্ন দেখলাম। স্বপ্নের মধ্যে আমি নামায পড়ে মসজিদ থেকে বাড়ি ফিরব। মসজিদের দরোজার পাশে এক মহিলা দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি আমার সম্মুখে হাঁটতে থাকলেন। আমি তাকে বললাম আমার পিছনে আসতে। তিনি কোনো জবাবও দিলেন না পিছনেও এলেন না। আমি তার সামনে যাওয়ার উদ্দেশ্যে দৌড় দিলাম, তিনিও দৌড় দিলেন, আমি তাকে পিছে ফেলতে পারলাম না। বাম দিকে আমার বাড়ির দরজায় পৌঁছে গেলাম। এরপর জানি না তার কী হল?

বিশ্লেষণঃ মা-শা আল্লাহ্! সকল হালতই মাহমূদ। যে আওয়াজের ব্যাপারে জানতে চেয়েছেন সেটা বেশিরভাগ নিজের ভেতরেরই আওয়াজ হয়ে থাকে। যাকে কিছু লোক সর্বাবস্থায় গায়েবের আওয়াজ মনে করে ভুল করে। যদিও কখনো কখনো সেরকমও হয়ে থাকে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আপনার ঐ আওয়াজটাও এ কারণে মাহমূদ যে, সেটা মনের মধ্যে একাগ্রতা তৈরি করে এবং ওয়াস্ওয়াসা প্রতিরোধ করে। সুতরাং এর জন্য আল্লাহ্র শুকরিয়া করুন। কিন্তু যেহেতু এটা মাকসূদ (লক্ষ্য) নয় সে কারণে এটাকে বুযুর্গী মনে করবেন না এবং সেদিকে মনোনিবেশ করবেন না, এটাও স্মরণ রাখবেন যে, মাহমূদ (প্রশংসনীয়) হলে মাকসূদ (লক্ষ্য) হওয়াও জরুরি নয়।

যিকিরের সময় মন কোমল ও বিগলিত হওয়া– আল্লাহ্র প্রতি মহব্বতের লক্ষণ। তেমনিভাবে আল্লাহ্র ফিকিরে পুরা দিন মগ্ন থাকা, কান্না আসা এগুলি সবই তাঁর মহব্বতের আলামত। আর নিজেকে তুচ্ছ মনে করা 'আবদিয়াতের' আলামত। উক্ত অবস্থা সবই 'আহওয়ালে মাতলূবাহ' কাঙ্ক্ষিত অবস্থাবলী। আল্লাহ্ তাআলা বরকত দান করুন।

ধ্যান সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তাআলার যাতের হওয়া উচিৎ, সেটা যে কোনো সহজ পদ্ধতিতেই করতে পারেন। এর কোনো নির্ধারিত পদ্ধতি নেই। সর্বোত্তম হল এটা ভাবা যে, আল্লাহ্ তাআলা আমাকে দেখছেন, যদি কখনো আল্লাহ্র যাতের ধ্যান ও কল্পনা দৃঢ়তা না পায় এবং নানান ওয়াস্ওয়াসা এসে পেরেশান করে তবে ক্বল্বের দিকে এভাবে তাওয়াজ্জুহ দিবেন যেন সেটা আল্লাহ্ আল্লাহ্ যিকির করছে।

https://kitabbhubon.com

এ মহিলা ছিল শয়তান। শুকরিয়া আদায় করুন। কারণ আপনি তার থেকে বাঁচার চেষ্টাই করেছিলেন। ইনশাআল্লাহ্ আপনি শয়তান থেকে মাহফুজ থাকবেন।

***

হালঃ (বাতেনি কিছু হালত লিখার পর লিখেছিলেন) কিন্তু এখন অবস্থা এতই খারাপ হয়ে পড়েছে যে, আগের ঐ অবস্থাগুলো মিথ্যাদাবির মতো মনে হয়। বর্তমানে আমার মধ্যে পূর্বের কোনো কিছুরই প্রভাব অবশিষ্ট নেই। 'হায়! যদি এর পূর্বেই আমার মৃত্যু হয়ে যেত আর আমি একেবারে মুছে যেতাম স্মৃতির পাতা থেকে।' এখন নিজের চেয়ে নিকৃষ্ট অন্য কাউকে মনে হয় না। মনে হয় কাফেরও আমার চেয়ে উত্তম কেননা সেতো কোনো সুযোগ পায় নি আর আমাকে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর অনুগ্রহ দান করেছিলেন, গুনাহের দ্বারা যা আমি নষ্ট করে ফেলেছি।

বিশ্লেষণঃ বর্তমান দাবিকৃত অবস্থা, সন্দেহপূর্ণ পূর্ব অবস্থার চেয়ে হাজার গুণ উত্তম। কারণ আগে আপনার মধ্যে আত্ম-অহঙ্কার ছিল, মনে মনে আত্ম-প্রশংসার মিথ্যা দাবি ছিল। এখন আপনার মধ্যে এসেছে তুচ্ছতা ও নিকৃষ্টতার বোধ, নিজের মধ্যে জেগেছে ফানা ও বিলীন করে দেওয়ার সাধ। 'কোথায় নিভে যাওয়া প্রদীপ আর কোথায় আলোকিত সূর্যের কিরণ।'

***

হালঃ হুযূর! গেল মাসের শেষ দিকে কয়েকবার মনের মধ্যে আল্লাহ্র মহব্বত ও একাগ্রতা ভীষণভাবে প্রবল হয়ে থাকল। এবং বেশিরভাগ সময়

انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم ...إلخ

(অর্থ- যারা ঈমানদার, তারা এমন যে, যখন আল্লাহ্র নাম নেওয়া হয় তখন ভীত হয়ে পড়ে তাদের অন্তর। যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয় কালাম, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় তখন তারা স্বীয় পরওয়ারদেগারের প্রতি ভরসা পোষণ করে।)

-আয়াতটি মুখে অনবরত চালু ছিল। মুখ ও অন্তর একাকার হয়েছিল। ভেতর ও বাহিরের মধ্যে দূরত্ব ছিল না। এরূপ ঘটত বেশিরভাগ এশার নামাযের পূর্বে এবং বেশ কয়েকদিন এশার নামাযে এমন লয্যত ও স্বাদ পেলাম যার বর্ণনা দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। মাআনীয়ে নামায এবং মাকাসেদে নামাযের

https://kitabbhubon.com

দিকে ভীষণ একাগ্রতার সঙ্গে মন নিবিষ্ট থাকল। ভেতর ও বাহির একই রকম হয়ে থাকল। তবে এই অবস্থায় মনে হত বিরাট কোনো বোঝা আমার উপর চাপানো আছে। যার ফলে দুই রাকাত নামায পড়লেও শরীরে দুর্বলতা বোধ হত।

ঐ অবস্থা এখন আর নেই কিন্তু প্রায় এক সপ্তাহ যাবৎ মনের মধ্যে লজ্জা, অনুতাপ এমনভাবে জ্বলছে যে, কেউ যদি এই অবস্থায় আমাকে হত্যা করে ফেলে তবে মনে মনে খুশী হব (স্বভাবগত ভাবে। বুদ্ধিগত ভাবে না হলেও) ঐ লজ্জা ও অনুশোচনার কারণে ভীষণ দুঃখ হচ্ছে। মনে হচ্ছে– এই জগতে থাকার উপযুক্ত নই আমি। নিজের দোষ-ত্রুটিগুলো খুব স্পষ্ট হয়ে ধরা দিচ্ছে। আপাদমস্তক শুধু ত্রুটি আর ত্রুটি। যেটুকু ইবাদত বন্দেগী করেছি সবই ত্রুটিপূর্ণ। আযাবের কোনো আশঙ্কাও মনে জাগে না, সওয়াব ও পুরস্কারেরও কোনো আকঙ্ক্ষা নেই। অন্তরের মধ্যে প্রবলভাবে জেগে আছে শুধু অনুতাপ ও অনুশোচনা। যদিও আল্লাহ্ পাকের সীমাহীন রহমতের কথা বলে কলবকে সান্ত্বনা দিচ্ছি কিন্তু হালত এত বেশি প্রবল যে কোনো আছরই পড়ছে না। নিজেকে না কোনো দীনী কাজের উপযুক্ত মনে হচ্ছে, না দুনিয়া ও দীনের মধ্যে থাকার যোগ্য। নফ্সকে এভাবে বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে, এটা তো তাকদীর (আল্লাহ্র ফয়সালা) এর বিরুদ্ধাচরণ যে, আল্লাহ্ যার অস্তিত্ব চান তুমি চাও তার ধ্বংস। কিন্তু কোনো ফলাফল নেই। তবে আলহামদুলিল্লাহ্ গুনাহের কোনো কাজ এই হালতের কারণে হয় নি। মনের মধ্যে খুবই কষ্ট হয়। এই কষ্টের ব্যাপারটি সত্তেও গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে পারাটাই প্রকৃত পক্ষে দুনিয়ার হাজার আনন্দের চেয়েও বড় বিষয়।

বর্তমান অবস্থায় নিজের অক্ষমতা ও আখিরাতের হিসাবে নিঃস্বতার কারণে খুব কাঁদতে ইচ্ছা হয়। বাধ্যতামূলক আপন অযোগ্যতার কারণে ভীষণ দুঃখ হয়।

আজকাল আল্লাহ্র মেহেরবানীতে শরীর সুস্থ। উল্লেখিত বিষয়গুলো কোনো শারীরিক অসুস্থতাজনিত কারণে নয়।

বিশ্লেষণঃ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্। মুবারক হোক। এসবই আবদিয়াতে কামেলা (পূর্ণাঙ্গ দাসত্ব) এর আলামত। অত্যন্ত উঁচু মাকাম। শুকরিয়া কবুন। আল্লাহ্ তাআলার ওয়াদার কারণে শুকরিয়ার ফলে নিয়ামত বেড়ে যাবে ইনশাআল্লাহ্।

***

https://kitabbhubon.com

হালঃ আমি যে আপনাকে বশীকরণকারীর নিকট কিছুদিন থাকার ইচ্ছা জানিয়েছিলাম, আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে সেটা একদম দূর হয়ে গেছে। আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। নিজ অযোগ্যতার কথা আমার খুব জানা আছে। এজন্যই আল্লাহ্‌র কাছে শুধু কবীরা গুনাহসমূহ থেকে বাঁচা এবং ফরযসমূহের উপর অবিচল থাকার তাওফীক কামনা করি। এই তাওফীককেই (যদি হাসিল হয়) মে'রাজ মনে করব। কিন্তু যিকির করতে করতে যখন আবেগ উথলে উঠে তখন আবার চাওয়া শুরু করে দেই এবং নানান রকম মুনাজাত করতে থাকি। একবার জোশ ও আবেগের বশে ভাবলাম যে, আমার কলব তো নাপাক কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা! তুমি আমার কলবে এসে আমার অন্তরের সকল ময়লা জ্বালিয়ে ভস্ম করে দাও, কিন্তু এরপরই এই উচ্চমার্গের চিন্তা থেকে তওবা করে নিলাম এবং সাধারণ স্তরের তাকওয়াকেই আমার জন্য চূড়ান্ত হিসাবে স্থির করলাম।

যিকিরের উপর অবিচলতা নেই (অর্থাৎ রুটিনমাফিক আদায় করা হয় না) অথচ আপনি বলে দিয়েছেন- এটাও এক ধরনের অবিচলতা (দাওয়াম)।

'ছেমা' শ্রবনের প্রতি আগ্রহ বেশ পুরাতন। সেটাও দূর করতে পারছি না। 'ছেমা' এর কিছু কিছু কথা আমি মুনাজাতে ব্যবহার করে থাকি।

আমার ব্যাপারে আপনার সবই জানা আছে। দীনের কোনো কাজ করারও হিম্মত নেই। মস্তিষ্ক, হার্ট ও অন্যান্য অঙ্গ প্রায় সবই দুর্বল। পাকস্থলি এবং দৃষ্টিশক্তিও দুর্বল। কোষ্ঠ, অর্শ, অনিদ্রা ইত্যাদি রোগও যোগ হয়ে গেছে।

আমার করনীয় কাজ একটাই তা হল নিজের ইসলাহ। অন্যের কল্যাণ চিন্তা তো পরের কথা আমার এখন 'আপনা জান বাঁচা' এর অবস্থা। আমার ইসলাহ আপনার কাছে থেকেই সম্ভব। এখানে মায়ের কোনো খেদমত আমার দ্বারা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ আমি নিজেই থাকি ভাইয়ের জিম্মাদারিতে। (এখানে থাকার জন্য মায়ের দিক থেকে আমার প্রতি কোনো আদেশও নেই) মা শুধু আমাকে নিয়ে চিন্তিত। ভাই দিনভর দোকানে থাকেন। বলুন এই অবস্থায় আমি কী করতে পারি? আমি কি মায়ের দিকে তাকাব না আপনার দিকে? আমি কি মায়ের খেদমতের জন্য এখানে থাকব নাকি ইসলাহের উদ্দেশ্যে আপনার নিকট চলে আসব? আমি দ্বিধামুক্ত হতে চাই। কোনটা আমার জন্য অধিক কল্যাণকর মেহেরবানী করে জানাবেন।

বিশ্লেষণঃ বশীকরণকারীদের নিকট থাকার ইচ্ছাটা দূর হয়েছে জেনে খুব খুশী হলাম। আল্লাহ্ তাআলা বরকত দান করুন। এরপর যে হালতের কথা

https://kitabbhubon.com

লিখেছেন 'সাধারণ তাকওয়াকেই চূড়ান্ত...' পর্যন্ত, এতে আরো বেশি খুশী হয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ্, আল্লাহ্ তাআলা আবদিয়াতের একটি আকাঙ্ক্ষিত স্তর আপনাকে দান করেছেন। ইনশাআল্লাহ্ এতে ক্রমান্বয়ে উন্নতি হবে।

'ছেমা' এর প্রতি আকর্ষণ 'গায়রে এখতিয়ারী' সুতরাং এটা দোষণীয় নয়। তবে ঐ আকর্ষণের কারণে 'ছেমা' শ্রবনে মশগুল হওয়া যাবে না। কারণ সেটা ক্ষতিকর। অবশ্য একাকী নির্জনে সুর করে আশ্'আর, কবিতা, ক্বাসীদা ইত্যাদি পড়াতে কোনো সমস্যা নেই। সেটা যে ভাষাতেই হোক।

আপনি নিজের শারীরিক সমস্যা, দুর্বলতা ও অক্ষমতার যে কথা লিখেছেন এগুলি ইসলাহে বাতেনের ব্যাপারে ক্ষতিকর নয়। নিশ্চিন্ত থাকুন।

'মায়ের দিকে না তাকানো' মানে হল তাঁকে অসন্তুষ্ট করে আমার কাছে চলে আসা এমন মুহূর্তে যখন আপনার খেদমত তাঁর খুবই প্রয়োজন অথবা প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘ সময়ের জন্য তাঁকে ফেলে রেখে চলে আসা। নতুবা আমার কাছে বেশি থাকা এবং মাঝে মাঝে মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আবার ফিরে আসা, এটাকে মায়ের দিকে না তাকানো বা মাকে ত্যাগ করা বলে না। আশা করি এ ব্যবস্থাকে আপনার মাও আনন্দের সঙ্গে মেনে নেবেন।

***

হালঃ একদিন নিজের হালত সম্পর্কে চিন্তা করছিলাম, আমার বিবেক বলে উঠল "যদিও তোমার দায়িত্ব খিদমতে খাল্ক কিন্তু তোমার কোনো যোগ্যতাই নেই। তোমার নিজের ইসলাহের প্রয়োজন রয়েছে। তুমি কখনোই নিজেকে 'মুকতাদা' বা অনুসরণীয় মনে করো না। পীরের নির্দেশ পালনের জন্য যা করণীয় তা করে যাও। তাঁর বরকতে কারোর কোনো ইসলাহ হলে হোক। কিন্তু তুমি মোটেও যোগ্য নও। তুমি কখনোই নিজেকে কোনো অলী বা পীরের দলভুক্ত মনে করো না। কেননা তাদের হালত, দীনের বুঝ, মেধা, বিচক্ষণতা ও তাদের মর্যাদার স্তর অনেক উর্ধ্বে।" 'কোথায় তুই আর কোথায় সেই সব পবিত্র আত্মার বুযুর্গানে দীন।' 'কোথায় খাক (মাটি) কোথায় আলমে পাক? (পবিত্র জগৎ)'

মনের উপর দিয়ে যখন এই চিন্তার ঝড় বয়ে গেল তখন নিজের হালত খুবই দুর্বল এবং নিকৃষ্ট মনে হল। এতে মনের মধ্যে ইবরত ও নাদামাত, শিক্ষা ও অনুশোচনা তৈরি হল। এমনিতেও যখন যেটুকু দীনী বিষয়ে নিজের ত্রুটি ধরা পড়ে মনে মনে ভীষণ লজ্জা ও অবর্ণনীয় যন্ত্রণা অনুভব করি। তওবা ও

https://kitabbhubon.com

ইস্তিগফার দ্বারা ঐ সব দোষ ত্রুটির ক্ষতিপূরণের চেষ্টা চালাই। ভবিষ্যতের জন্য সংকল্প করি যে, আর কখনোই এরূপ করব না। তবে পূর্ণ সফলতা পাই না। আপনিও মেহেরবানী করে দিল থেকে দুআ করবেন যেন ঐ ত্রুটিগুলির পূর্ণ ইসলাহ হয়ে যায় এবং আল্লাহ্ তাআলা যেন আমাকে একজন 'আবদে কামেল' বানিয়ে মৃত্যু দান করেন। আখিরাতের আযাব থেকে মুক্তি দান করেন। এই ব্যাপারেই খুব বেশি চিন্তিত এবং এর জন্যই আপনার বিশেষ দুআ প্রার্থী। এছাড়া আর কোনো বুযুর্গী ও কামালাতের আকাঙ্ক্ষা আমার নেই। যেমন কেউ বলেছেন-

زاہد شدی شیخ شدی دانشمند - ایں جملہ شدی ولیکن انسان نہ شدی

অর্থ- পীর হলে, যাহেদ হলে, হলে মহাজ্ঞানী, সব হলেও হও নি মানুষ এই শুধু জানি।

সত্যিই কোনো মানুষ সব কিছু হল কিন্তু মানুষ হল না তাহলে সে কিছুই হল না। এতদিন পর্যন্ত আমি তাসাওউফ বা দরবেশীকে কত কিছু ভাবতাম, কিন্তু অনেক ঘাত প্রতিঘাতের পর এখন বুঝেছি যে, ব্যাস, মানুষ হয়ে যাও তাতেই সব কিছু হবে আর যদি কেউ মানুষ হতে না পারে তাহলে তার কোনো বুযুর্গী কিছুই নয়। সকল 'কামালাতে ইনসানিয়া' এর মূল কথা হল 'আবদে কামেল' (আল্লাহ্র পূর্ণাঙ্গ দাসত্বকারী বান্দা) হয়ে যাওয়া। সুলূক, তরীকত বা তাসাওউফের পথ ধরার আসল মাকসূদও এটাই। এছাড়া অন্য সব কামালাত, বুযুর্গী, হালত, কাইফিয়াত ও মুকাশাফাত ইত্যাদি মাকসূদ বিল গায়র (উপলক্ষ্য অর্থাৎ মূল লক্ষ্য নয়) এই চিন্তাতেই মগ্ন ছিলাম এমনি অবস্থায় মনে জেগে উঠল অন্য একটি শ্লোক –

ہفت شہرے عشق را عطار گشت - ماہنوز اندر خم یک کوچہ ایم

অর্থ ঃ ইশ্ক প্রেমের বাকি রয়ে গেছে সপ্তদেশ, আমরা কেবল এক গলিতেই ঘুরছি বেশ।

বুঝতে পারলাম সত্যিই নিজের অবস্থা এখনো উল্লেখ করার মতো কিছুই নয়, তবে যা কিছুই আছে তার জন্য আল্লাহ্র শুকরিয়া। আর যা নেই তার ইসলাহের জন্য যত্নবান হতে চাই এবং হুযূরের কাছে দুআ চাই... আল্লাহ্ তাআলা হুযূর এবং সকল আহলুল্লাহ্ ও পীরানে তরীকতের সদকায় আমার সকল ত্রুটিকে শরীয়তের মুতাবেক ইসলাহ করে দিন। এই কাজে আমাকে কামিয়াব ও সফল করুন।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-২০৯

https://kitabbhubon.com

হুযূর! আমি একেবারে সাধারণ একজন সুস্থ মানুষ। এখানে নিজের সংক্ষিপ্ত বাতেনি হালতের বিবরণ পেশ করলাম। হঠাৎ হঠাৎ সম্পূর্ণ সজাগ ও সচেতন অবস্থায় ঐ হালত গালেব ও প্রবল হয়ে উঠে। তখন আমার সব ভালো-মন্দ হালতের চিত্র চোখে ধরা দেয়। তখন ভীষণ লজ্জা ও অনুতাপ জেগে উঠে। উপরোল্লিখিত পংক্তি 'ইশক প্রেমের...' এর তাৎপর্য ভালোভাবে বুঝতে সক্ষম হই নি। যদিও এতটুকু বুঝেছি যে, তিনি এজমালীভাবে (সংক্ষেপে) আল্লাহ্‌র প্রেমের অনেক স্তরের কথা বলেছেন।

বিশ্লেষণঃ এটাই তাৎপর্য যা আপনি বুঝেছেন। ঐ স্তরগুলোর নাম একটা একটা করে বর্ণনা করাটা কি মোটেও জরুরি?

তাওয়াক্কুল

প্রশ্নঃ এ অধম নিজ ব্যয়ের মধ্যে সাধ্যমতো শরীয়তের অনসুরণের চেষ্টা করে থাকি। অর্থাৎ জরুরি বা ওয়াজিব খরচপাতির পর মুস্তাহাব জায়গাগুলিতে খরচ করে থাকি তবে এতটুকু পরিমান যেন করয বা ঋণ হয়ে না যায়। চাই তাতে সঞ্চয় কিছুই না হোক। এরই ভিত্তিতে নিজের মুরব্বি অথবা প্রিয়জনদের অথবা কখনো কেউ ধার-কর্য চাইলে উক্ত নীতির আলোকে সাধ্যমতো দান ও খেদমত করে থাকি। কিন্তু বেশিরভাগ সময় মন চায় যে, মুরব্বিদের আরো বেশি খেদমত করি। আমার আশপাশে যে দরিদ্র ও অভাবী কৃষক বসবাস করেন তাদের নানান অভাব দেখে তো মনে হয় যে, শরীয়তের উপরোল্লিখিত নীতির অনুসরণ যদি না করতাম তাহলে তাদেরকে দান করে অথবা ধার করয দিয়ে হয়ত নিজেই নিয়মিত ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়তাম। মনে ইচ্ছা জাগলেও খরচের বেলায় আয়াতটিতে-

والذين اذا انفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و كان بين ذلك قواما

অর্থ- (আর আল্লাহ্‌র বান্দাদের আর্থিক ইবাদতের অবস্থা এই যে,) তারা যখন খরচ করে তখন (গুনাহের কাজে ব্যয়ের মাধ্যমে) অপচয় করে না এবং (নেকির কাজে) কৃপণতা করে না আর তাদের ব্যয় হয়ে থাকে (অপচয় ও কৃপনতার) মধ্যবর্তী ভারসাম্যপূর্ণ পন্থায়। -সূরা ফুরকান, আয়াত-৬৭)

দৃষ্টি রেখে নিজের সাধ্যমতোই দান করার চেষ্টা করে থাকি। যদিও জানি যে, শরীয়ত মুতাবেক করছি বলে এটা প্রশংসনীয় তারপরও যখন এই হাদীসগুলো দেখি-

https://kitabbhubon.com

لكن الزهادة فى الدنيا أن لا تكون بما فى يديك أوثق مما فى يدى الله

অর্থ- কিন্তু পৃথিবীতে নির্মোহতা এই যে, তুমি আল্লাহ্‌র ভাণ্ডারের চেয়ে নিজের সম্পদের ব্যাপারে বেশি আস্থাশীল হয়ো না।

وأنفق يابلال ولاتخش من ذى العرش إقلا لا

অর্থ- হে বেলাল! তুমি খরচ কর এবং আরশের মালিকের দিক থেকে অভাবের আশঙ্কা করো না।

তখন মনে হয় সকল দানের ক্ষেত্রে তাৎক্ষনিক খরচ করা উচিৎ, ঋণগ্রস্থ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটাও ভাবা উচিৎ নয়। এরপর আবার মনে হয়– হাদীসের বিষয়টি বড় মানুষদের জন্য, আমি দুর্বল, সুতরাং আমার জন্য এটা সমিচীন নয়। কিন্তু বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এই অবস্থা প্রথম তিরির চেষ্টা চালানো। কিন্তু নিজের মনের ভেতর তাকালে দেখি যে, অন্যের দয়াকে কঠিন বোঝা মনে হয়। এটা একদম বরদাশত হয় না যে, আমার কাছে কেউ পাওনাদার থাকুক। আমি অন্যের প্রতি দয়া ও ইহসান করি তাতে সমস্যা নেই। যদিও আমি আল্লাহ্ পাকের সীমাহীন রহমত ও অসংখ্য অনুগ্রহের মুরাকাবা করি যে, আমার অবস্থা পাল্টেও যেতে পারে, এতকিছুর পরও শরীয়তের প্রথম নীতিটাই আমার কাছে নিরাপদ মনে হয় এবং দ্বিতীয় নীতির উপর আমলের কথা শুধু ভাবনা ও চিন্তাতেই ঘুরপাক খাস। আমার জিজ্ঞাসা এই যে, এটা কি তাওয়াক্কুলের ঘাটতি? যদি তাই হয় তবে চিকিৎসার ব্যবস্থা কী?

জবাবঃ এটা তাওয়াক্কুলের ঘাটতি নয় এবং প্রশ্নে বর্ণিত হাদীস দুটোরও পরিপন্থী নয়। প্রথম হাদীসে নিজের সম্পদের প্রতি ভরসা ও আস্থা রাখার নিষেধ রয়েছে ইমসাক (খরচ না করা) এর নিষেধাজ্ঞা নেই। আর দ্বিতীয় হাদীসে এই খরচের নির্দেশ 'আপন সাধ্যমতো' বুঝে নিতে হবে। (অর্থাৎ হাদীসে বলা হয়েছে - হে বেলাল! তুমি খরচ কর এবং... অভাবের আশঙ্কা করো না, এখানে 'তুমি খরচ কর' কথাটি সাধারণ ও মুক্তভাবে বলা হলেও প্রকৃত নির্দেশটি হল– তুমি আপন সাধ্যমতো খরচ কর। সাধ্যাতীত খরচের নির্দেশ দেওয়া হয় নি।) কারণ 'সাধ্যমতো' কথাটি অন্যান্য হাদীসে স্পষ্টভাবেই বলা আছে। সুতরাং আপনার চিকিৎসার প্রয়োজন নেই।

***

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-২১১

https://kitabbhubon.com

হালঃ সব সময় আমার লক্ষ থাকে যে, প্রত্যেক কাজের মধ্যে যেন আল্লাহ্ তাআলার উপর ভরসা রাখতে পারি। বিশেষত রুটি-রুজির ব্যাপারে এটা খুব বেশি ভাবি। কিন্তু অবস্থা এই যে, তিনদিনের জন্য হলেও যদি আয়-রোজগার বন্ধ হয়ে যায় তবে মনের মধ্যে পেরেশানি এসে যায়। অথচ আল্লাহ্ তাআলা অকল্পনীয় স্থান থেকে দিয়ে দেন। আয়-রোজগার হলে মন চিন্তামুক্ত হয়ে যায়। আবার বিলম্বেও মন অস্থির হয়ে যায় তবে পেরেশানির কালে সব সময়ই রুজূ ইলাল্লাহ্ বা আল্লাহ্র প্রতিই মনোযোগ বেড়ে যায় আর টানাটানির কথা মুখে আসা তো দূরের কথা মনের মধ্যেও অভিযোগ জাগে না। এ হল আমার হালত। আর আমার বাড়ির অবস্থা এই যে, অভাব ও টানাটানি দেখা দিলে তার মনে কোনোই পেরেশানি বা দুশ্চিন্তা জাগে না, উল্টো সে বলে– আল্লাহ্ দেবেন, আমাদের চিন্তিত হওয়া উচিৎ নয়। এতে আমার নিজের উপর আফসোস হয়। মনে হতে থাকে যে, মেয়ে মানুষ হয়েও আমার চেয়ে বেশি উন্নতি করে ফেলেছে। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, আমার এই হালত কি মাহমূদ না গায়রে মাহমূদ? গায়রে মাহমূদ হলে কী চিকিৎসা করব?

বিশ্লেষণঃ উভয়ের হালতই মাহমূদ ও প্রশংসনীয়। দুজনের পার্থক্যটা স্বাভাবিক। কেননা মেয়েদের মধ্যে পরিণাম চিন্তাটা স্বভাবগতভাবে কম আবার পুরুষদের চিন্তাশক্তি অধিক কার্যকর হয়ে থাকে। এ কারণেই দুজনের মধ্যে এই পার্থক্য।

***

হালঃ সাতদিন পূর্বে আনুমানিক সকাল দশটার দিকে মনটা এত বেশি ঘাবড়ে গেল যে তৎক্ষনাৎ স্থির করে ফেললাম হুযূরের দরবারে কমপক্ষে আটদিন থাকব। কিন্তু জনাব খাজা আযীযুল হাসান সাহেব (মাজযূব) এর সঙ্গে পরামর্শ করলাম। তাঁকে জানালাম যে, বর্তমানে আমি ঋণগ্রস্থ, জরুরি প্রয়োজনে খরচ-খরচা তো করতেই হয় কিন্তু আমার আশঙ্কা এই যে, অতিরিক্ত ঋণগ্রস্থ অবস্থায় হুযূরের দরবারে আসার কারণে হুযূর একথা বলে বসেন কিনা যে, এত ঋণ থাকতে কেন এলে? খাজা সাহেব পরামর্শ দিলেন যে, খোদ হুযূরের নিকটেই সব হালত জানিয়ে ইজাযত চাও। যদি অনুমতি দেন তাহলে তো আর সমস্যা নেই। সেই পরামর্শের আলোকেই আমি অনুমতি প্রার্থনা করছি এবং আমার অবস্থাটাও হুযূরের খিদমতে নিবেদন করছি– আমি প্রায় দেড় হাজার রুপি করয করেছি। প্রায় সবসময় শোধ করে দেওয়ার চিন্তা মাথায়

https://kitabbhubon.com

ঘুরপাক খেতে থাকে এবং আমি পরিশোধ করা শুরুও করে দিয়েছি। কিন্তু আমার উপার্জন ও সংসারের পিছনে ব্যয় করার পর যা অবশিষ্ট থাকে তা ঐ করযের পিছনেই ব্যয় হয় যার পরিমান খুবই সামান্য। আমার উপার্জনের মাধ্যম ছোট্ট ব্যবসা, তার মাধ্যমে যা আসে আলহামদুলিল্লাহ্ সেটা সু-নির্ধারিত নয়, একেবারে সম্পূর্ণ তাওয়াক্কুল করেই চলতে হয় আমাকে। অর্থাৎ আমি ছোট্ট একটি চামড়ার ব্যবসা করি। কান্‌পুরে কিনে আবার কানপুরেই বিক্রি করি। পূর্বের এক চিঠিতে আমি হুযূরকে জানিয়েছিলাম যে, আমি আল্লাহ্ পাকের এক সরকারী চাকুরী শুরু করেছি, পাশাপাশি ৬-৭ ঘণ্টা চামড়ার ব্যবসার পিছনে ব্যয় করে থাকি। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত আমি তো কাজ একদম কম করি কিন্তু মহান আল্লাহ্ আমার ঐ অঙ্গীকারের লাজ রেখেছেন এমনভাবে যে, তিনি ব্যবসায় আমাকে প্রচুর লাভ দান করেন। শুধু এতটুকু নয় বরং যেদিন আমি আল্লাহ্‌র ডিউটি ঠিকমতো পালন করি সেদিন আমার মালিক যেন গায়েব থেকে আমাকে তাঁর দান দিয়ে থাকেন। সেদিন লোকসান হওয়ার মতো মাল কিনলেও লাভই হয়। আর যদি কখনো আল্লাহ্‌র কাজ করা না হয়, ভুল হয়ে যায় তবে লাভের মাল কিনে আনলেও দেখেছি লোকসান হয়। আবার যেদিনই খুব বেশি লোকসান হবে এবং সেটা আমার পক্ষে বরদাশ্‌ত করাও সম্ভব নয়, এরূপ পরিস্থিতি তৈরি হয় তওবা করে আল্লাহ্‌র দিকে রুজু করেছি অমনি দেখেছি যে, বিস্ময়করভাবে লোকসানের মালের মধ্যেই প্রচুর লাভ হয়ে যায়। আমার আল্লাহ্ আমাকে লাভবান করেন। এই অবস্থা আমি তো নিয়মিত দেখছি। যার ফলে আমার বিশ্বাস জন্মেছে যে, যদি আমি মালিকের ডিউটি ঠিকমতো পালন না করি তবে আমার দুনিয়ারও লোকসান হয়। আর যদি আমার অঙ্গীকার মতো লাগাতার মাওলা পাকের ডিউটি করতে থাকি তাহলে আল্লাহ্ পাক জানেন যে, আমার ব্যবসার মধ্যেও লাগাতার লাভই হতে থাকে, লোকসানের কোনো আশঙ্কাই থাকে না। এছাড়া রূহানী উপকার যা আছে সেটা তো আছেই সেকথা আমার আল্লাহ্‌র জানা আছে।

জবাবঃ আল্লাহ্ তাআলা বরকত দান করুন, যিনি আপনাকে ইয়াকীন ও তাওয়াক্কুলের দৌলত, বিশ্বাস ও ভরসার সম্পদ দান করেছেন। এমন ইয়াকীন যখন প্রাপ্ত হয়েছেন ইনশাআল্লাহ্ তাআলা আর কোনো পেরেশানি থাকবে না।

হালঃ আমি হুযূরের নিকট নিবেদন করছি যে, হুযূর অনুমতি দিলে আটদিনের জন্য হাযিরে খিদমত হয়ে যাব। হয়ত আটদিনের অল্প সময়ে আমার কিছু

https://kitabbhubon.com

উন্নতি হবে। ঋণের বিষয়টি যদি প্রতিবন্ধক হয় তবে আমি বলব আল্লাহ্ না করুন! আজ যদি হঠাৎ আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি, যার চিকিৎসা নেয়া জরুরি। দিল্লিতে হাকীম আজমল খান সাহেবের কাছে ছুটে যেতে হয় তখন তো নিরুপায় হয়ে সকল ব্যয় বহন করতে হবে এবং বলা হবে যদিও আমি ঋণগ্রস্থ হিসাবে সব কিছুর পূর্বে ঋণ পরিশোধ করা জরুরি কিন্তু শরীর সুস্থ না হলে তো ঋণ শোধ করাও সম্ভব হবে না। সুতরাং শরীর সুস্থ রাখা সকলের কাছেই অধিক জরুরি বলে সাব্যস্ত হবে। একই রকমভাবে জরুরি মনে করে আমি হুযূরের খিদমতে আটদিনের জন্য হাজির থাকার অনুমতি চাচ্ছি। আমার মতে শারীরিক সুস্থতার চেয়ে রুহানী সুস্থতা বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরি। তাছাড়া দেখা যাচ্ছে আমার দুনিয়াবি বিষয় বা ব্যবসায়ের উন্নতিটাও নির্ভরশীল আত্মিক সুস্থতার উপর। মোটকথা, হুযূরের মতে মুনাসিব হলে আমাকে আসার অনুমতি প্রদান করা হোক।

বিশ্লেষণঃ সার্বিক বিবেচনায় আসার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা নেই।

হযরত থানভী রহ. এর একজন খলিফার চিঠি

হালঃ অধমবান্দা উপায়-উপকরণ ছেড়ে তাওয়াক্কুল এখতিয়ার করেছি। এ কারণে চিঠি পাঠাতে বিলম্ব হল। কার্ড কেনার পয়সা হাতে ছিল না। হুযূরকে জানিয়ে রাখা ভালো যে, এ অধমবান্দা কারো কাছে এক পয়সারও করযদার নয়, কারো একটি পয়সাও পাওনা নেই আমার কাছে। আমি নিজের দোস্ত আহবাবের কাছে স্পষ্ট জানিয়েও দিয়েছি যে, আমার কাছে আসতে হলে হয়ত নিজের খানার ব্যবস্থা নিজেই করে এসো অথবা আল্লাহ্ তাআলার উপর তাওয়াক্কুল করে এসো। পেলে খাব না পেলে খাব না। কেননা আমার মুআমালা চলছে তাওয়াক্কুলের উপর, বিনা লোভ-লালসায় আল্লাহ্ তাআলা যে হালাল রিযিক পাঠাবেন তাই খাব এবং অন্যকেও খাওয়াব। ধার-কর্জ করে নিজেও খাব না অন্যকেও খাওয়াব না। এভাবেই আমার ভালো লাগে। এভাবেই শান্তি পাই। এটাই আমার রুচি, এটাই আমার পছন্দ। এটা শুনে আমার এক দোস্ত বলতে লাগল ধার নিলেও কোনো সমস্যা নেই। এধরনের ধার আল্লাহ্ তাআলা দ্রুত শোধ করার ব্যবস্থা করে দেন। আমি তাকে বললাম, ভাই এতে সন্দেহ নেই যে, শোধ হয়ে যায় কিন্তু এটাও ঠিক যে, এভাবে লালসা বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। কেননা ঋণ গ্রহণের পর পরিশোধের অব্যাহত চিন্তাও তো তৈরি হবে। পাওনাদার লোকটিও তো চাইতে থাকবে।

https://kitabbhubon.com

নিজের কাছে না থাকার কারণে মাখলুকের প্রতি নজর যেতে থাকবে। এরপর সর্বক্ষণ মাথার মধ্যে এই চিন্তা হতে থাকবে যে, কোথায় পাব কিছু টাকা যা দ্বারা পাওনা শোধ করতে পারব? এভাবেই হালাল-হারামের পার্থক্যটাও ঘুঁচে যাবে। এসব কথা শুনে ঐ বন্ধু নীরব হয়ে গেল। এরপর ঐ বন্ধুকে আরো বললাম– ভালো সাজার কোনো খাহেশ আমার নেই যে, ঋণ করে কাউকে খাওয়াতে হবে। কেউ আমাকে যতই ভালো-মন্দ বলুক, তাতে কী এসে যায়? আপন কর্তব্যটাই বড়।

হুযূরকে জানাতে চাই যে, যেদিন অভুক্ত থাকি সেদিন আমি একটুও ক্ষুধা ও পিপাসার কথা বুঝতে পারি না। মনের মধ্যে কোনো কষ্ট, বিরক্তি বা অস্বস্তি বোধ হয় না। বরং দিলের মধ্যে এহসাস হতে থাকে ফারহাত, লয্যত ও নূর। পেট ভরা মনে হতে থাকে। ইবাদতে খুব স্বাদ পাই।

ভালো ভালো খাদ্য ও বস্ত্রের কোনো আকাঙ্ক্ষা এই অধমের নেই। আল্লাহ্ তাআলা যা দেন তাই খাই ও পরি, আল্লাহ্র নেয়ামত জেনে শুকরিয়া আদায় করি। আমি নিজেকে অত্যন্ত তুচ্ছ ও হাকীর মনে করি। আল্লাহ্র ভয়ে ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকি। কখনো রহমতের আশায় বুক বাঁধি, কখনো আযাবের ভয়ে অস্থির হয়ে উঠি। দুনিয়ার ক্ষণস্থায়িত্ব ও আখিরাতের চিরস্থায়িত্বের কথা ভাবি। দুনিয়াকে খুবই নিকৃষ্ট ও অবাস্তব মনে হয়। দুনিয়ার প্রতি এতটা বিতৃষ্ণা এসে গেছে যে, এর কোনো বস্তুর প্রতি নেই কোনো মোহ, নেই কোনো আগ্রহ। আগ্রহ রয়েছে শুধু আমালে সালেহার প্রতি। সকল কাজ ও সকল ইবাদতের মধ্যে আল্লাহ্র সন্তুষ্টিই কাম্য থাকে, আল্লাহ্ ও রাসূলের কাজের প্রতি থাকে হৃদয়ের এতো প্রবল আকর্ষণ ও অন্তরের আনন্দ যা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। গুনাহের কাজে এমন ঘৃণা ও কষ্ট হয় যা লিখে বোঝাতে পারব না। গুনাহের কাজ দেখলে আমার চোখের মধ্যে ব্যাথার মতো অনুভূত হতে থাকে। বাদ্য, বাজনা অথবা গানের আওয়াজ কানে গেলে ব্যাথা বোধ হতে থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুনাহের কাজ দেখলেও কষ্ট হতে থাকে। কখনো শয়তানের ধোকায় অধমের দ্বারা কোনো গুনাহের কাজ হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে বাজতে থাকে।

হুযূর! আমার অন্তর থেকে সব যমীমা ও রযীলা (মন্দ ও নিকৃষ্ট স্বভাব) বের হয়ে গেছে। আওসাফে হামীদাহ (প্রশংসনীয় গুণাবলী) যা তৈরি হয়েছে সবগুলোতেই আল্লাহ্ দিন দিন দৃঢ়তা দান করে চলেছেন। হযরতকে জানিয়ে রাখছি যে, একুশে শাবান থেকে ই'তিকাফে চল্লিশ দিনের নিয়ত করে চিল্লায়

https://kitabbhubon.com

আছি। নির্জনতা খুব ভালো লাগে। সব সময় দিলের মধ্যে নূর অনুভব করি। সর্বদা অধম যিকিরের সঙ্গে থাকে, সামান্য একটুও যদি গাফলত এসে যায় তবে মনের মধ্যে অস্থিরতা তৈরি হয়। ইবাদতের সময় মন একাগ্র থাকে এবং খুবই মনোযোগের সঙ্গে ইবাদত আদায় হয়ে থাকে। মুখ মিষ্টি হয়ে যায়। কলবের মধ্যে শান্তি, দিলের মধ্যে নূর মাহসূস হতে থাকে। মন শুধু এটাই চাইতে থাকে যে বন্ধ না করি, থামিয়ে না দেই, চলতেই থাকুক অবিরাম, নামায পড়তে লাগলেও এই একই অবস্থা হয়ে যায়।

কুরআন (তিলাওয়াতের) এর মধ্যে, মুনাজাতে মকবূল এবং যাদুস সাঈদের মধ্যে, যিকির করার মধ্যেও এবং সর্বদা যিকিরের হালতে থাকার ক্ষেত্রেও এই কাইফিয়াত চালু থাকে। আর আল্লাহ্ নামের মধ্যে এ অধমের যে মজাটা হয়, যিকিরের সময় যে স্বাদ পাই সেটা আর কোনো কিছুতে পাই না। এমন লয্যত পাই যা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। ইবাদতের ঐ একাগ্রতা, মনোযোগ ও লয্যত (স্বাদ) এর সামনে বিশ্বজাহানের রাজত্বও তুচ্ছ মনে হতে থাকে। ঐ মজার কথা আসলে লিখে বোঝানো সম্ভব নয়। ইশক যার অন্তরে আছে কেবলমাত্র সেই এটা উপলব্ধি করতে পারে।

যিকির করতে করতে কখনো এই অবস্থা হয়ে যায় যে, প্রতিটি পশম থেকে আল্লাহ্ আল্লাহ্ যিকিরের আওয়াজ বের হতে থাকে আর সম্মুখে একদম উজ্জল ও নূরানী আলোতে আলোকিত হয়ে ওঠে। একদিন ই'তিকাফের হালতে আমি ঘুমাচ্ছিলাম, ঘুমের মধ্যে মনে হতে লাগল যে, শরীরের উপর পূর্ণিমা চাঁদের জোসনার মতো আলোকিত হয়ে আছে। ঘুম ভাঙলে নিজেকে যিকিররত দেখতে পেলাম। কিন্তু আসল কথা হল হুযূর! এই অধমের না কোনো আলোর খাহেশ আছে না আছে কোনো কাইফিয়াতের খাহেশ। সর্বদা চাই শুধু আল্লাহ্ তাআলার রেযামন্দি ও সন্তুষ্টি। আর আমার অবস্থা হল-

اندریں رہ می تراش وی خراش - تادم آخر دمے فارغ مباش

অর্থ- আল্লাহ্কে পাবার জন্য অবিরাম সাধনা করে যাও, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এক মুহূর্তের জন্যও গাফেল হয়ো না।

হযরত! আপনার সোহবত ও দুআর বরকত এবং আল্লাহ্ তাআলার ফযল ও করম, নতুবা এই নালায়েকের নসীব কোথায় ছিল যে এমন সব অমূল্য দৌলত জুটবে! হুযূর! আপনার শুকরিয়া আদায় করতে পারব না এবং আল্লাহ্ তাআলার এসব মেহেরবানী ও অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেও কখনোই

https://kitabbhubon.com

শেষ করতে পারব না। এই অধম তাঁর কী শুকরিয়া করতে পারবে? অধম ইসলাহের তলবগার এবং এই দুআ প্রার্থী যে, আল্লাহ্ তাআলা যেন আমালে সালেহা বা নেক কাজ সমূহের ক্ষেত্রে ইস্তিক্বামাত নসীব করেন।

বিশ্লেষণঃ দিল সীমাহীন খুশী হল। প্রকৃত দৌলত হল এইগুলি। আল্লাহ্ তাআলা এই দৌলত আরো বাড়িয়ে দিন।

***

হালঃ হযরত! অভাব, ক্ষুধা এবং কষ্টের সময়ে কলবের যে হালত ছিল এক মাসের মধ্যেই সেই খাস হালতের মধ্যে দিন ও রাতের মতো পার্থক্য এসে গেছে। যদিও আলহামদুলিল্লাহ্! এখনো তার আছর অবশ্যই রয়ে গেছে। তবে সেখানে ঘাটতিও নিশ্চিতভাবে এসেছে।

বিশ্লেষণঃ এমন কম বেশির দিকে লক্ষ করা উচিৎ নয়। কখনো কখনো এরূপ কথা না শুকরী ও অকৃতজ্ঞতার প্রকাশ ঘটায়। মনে রাখবেন- 'বন্ধু যা দেয় তাই ভালো।' আনন্দ, বেদনা যেটাই হোক না কেন?

***

হালঃ এখন আলহামদুলিল্লাহ্ ভালো খাবার ও ভালো পোশাকের প্রতি আগ্রহ জাগে না বরং যা পাওয়া যায় সেটাকেই যথেষ্ট মনে করি এবং ইনশাআল্লাহ্ করব। যাই সামনে আসে মনে হয় যে ফ্রি পেয়ে গেলাম এবং মনে হয় খুব বড় কিছু পেলাম। গুনাহের প্রতি ঘৃণা এসে গেছে এবং দূরে থাকার অভ্যাসও তৈরি হয়ে গেছে। হুযূরের একটি কথা অধমের জন্য ভীষণ উপকারী হয়েছে। সেটা হল এই 'তোমার এই জবাব কি আল্লাহ্র কাছে চলবে? আমি না হয় তোমার মুখের কথা মেনে নিব কিন্তু আল্লাহ্ তো হাকীকত দেখছেন।' একথাটি সব সময় আহ্করের যেহেন নশীন হয়ে থাকে। সর্বদা মনে জাগ্রত থাকে। যার ফলে কাউকে মিথ্যা বলা বা কোনো প্রকার চালবাজি করা, প্রতারণা বা অপব্যাখ্যা করার সাহস হয় না। এই কথার সামনে নফসের কোনো চালাকিও চলে না। আল্লাহ্র দরবারে হাজার হাজার শুকরিয়া আদায় করি কারণ আমল যদিও কিছুই করা হয় না কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা হুযূরের সোহবত নসীব করেছেন। যার দ্বারা নিজের ক্ষুদ্র ও সুক্ষ্ম ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং নফ্স ও শয়তানের চালবাজি ধরা পড়ে যায়, ভবিষ্যতে ঐ ভুল ত্রুটি পুনরায় না করার সংকল্প, হিম্মত ও তাওফীকও আল্লাহ্ দান করে দেন। মনে আগ্রহ জাগে যে, ইনশাআল্লাহ্ এরূপ আর কখনোই করব না।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-২১৭

https://kitabbhubon.com

বিশ্লেষণঃ মুবারক হোক। মুবারক।

তওবার তাওফীক পাওয়া সফলতার লক্ষণ

হালঃ অনেকদিন হল হুযূরের চিঠি পেয়েছি। হুযূরের হিদায়াত ও নির্দেশনা মতো আমল করছি আলহামদুলিল্লাহ্। জাযাউল আমাল হাতে পেতে বিলম্ব হয়েছিল। বর্তমানে পরীক্ষা নিকটবর্তী ও সুযোগের অভাবের কারণে প্রতিদিন পনের মিনিট করে পড়া চালু রেখেছি। গতকাল ও পরশু রাতে আগে আগে ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম বলে পড়াটা ছুটে গেছে। জাযাউল আমাল পড়া, যিকির ও তাকাশশুফের হিদায়াত মতো আমল করার কারণে এই আছর নিশ্চিতরূপেই হয়েছে যে, কোনো গুনাহ যদি হয়ে যায় তবে কলব সেটা ইহসাস (অনুভব) করতে পারে। ফলে রাতে মুহাসাবার সময় তওবা করে নেই। আমি আমার জন্য এই আছরকেই বিরাট মনে করি।

বিশ্লেষণঃ বিশাল সফলতা সন্দেহ নেই। আল্লাহ্ তাআলা ইস্তিকামাত দান করুন।

যিকিরের মধ্যে উন্নতি করা

প্রশ্নঃ হুযূর! কালিমা অথবা ইসমে যাতের যিকির করার মাধ্যমে যারা ঘুমে ও জাগরণে আল্লাহ্কে স্মরণে রাখার যোগ্যতা অর্জন করেছেন তাদেরকে আর কী আমল বলা ভালো হবে?

জবাবঃ ঐ লোকদেরকে নতুন কোনো কিছু বলার প্রয়োজন নেই। যদি তাদের ফুরসত, হিম্মত, শক্তি এবং মিজাযের সুস্থতা থাকে তবে তারা যা কিছু করছেন সেগুলোই বাড়িয়ে দিন।

রিযায়ে হক হাসিল করার পন্থা

প্রশ্নঃ আমাকে এমন কোনো দুআ শিখিয়ে দিন যার দ্বারা আমার ইবাদতের লয্যত এবং গুনাহ থেকে নফরত হাসিল হবে। ইবাদতে স্বাদ পাব গুনাহকে ঘৃণা করতে পারব। শয়তানের ওয়াস্ওয়াসা বিদূরিত হবে।

জবাবঃ এই সকল কিছুর জন্যই হল যিকির এবং যিকিরই এই উদ্দেশ্যগুলো পূরণে সহায়ক। তবে লয্যত (স্বাদ) প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়, প্রকৃত উদ্দেশ্য হল রিযায়ে হক বা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি। সেটা লাভ করার পথ হল যিকির ও ইতায়াত।

https://kitabbhubon.com

আসল মাকসাদ তাআল্লুক মাআল্লাহ্ বৃদ্ধি পাওয়া

হালঃ আলহামদুলিল্লাহ্ গত দেড় মাস যাবৎ হুযূরের কথা মতো তাহাজ্জুদ ও ইসমে যাতের যিকির যথা সময়ে চলছে। দুআ চাই যে, আল্লাহ্ যেন চালু রাখার তাওফীক এনায়েত করেন। কোনো কোনো সময় যিকিররত অবস্থায় কলবের মধ্যে আনন্দ ও খুশী অনুভূত হয় আবার কখনো কখনো যতই যর্‌ব লাগাই কলবের উপর কোনোই আছর হয় না। কণ্ঠের নিচেই নামে না শুধু মুখে নামটা চলতে থাকে। তবে সেদিকে আমি মনোযোগ দেই না। যদিও মন চায় যে অন্তরটাও মুখের সঙ্গী হয়ে থাক। জানি না কোনো কোনোদিন কেন এমন হয়ে যায়? দয়া করে জানাবেন।

বিশ্লেষণঃ আল্লাহ্ তাআলা বরকত ও ইস্তিকামাত দান করুন। যিকিরের মধ্যে আনন্দ ও খুশী বিরাট বড় দৌলত সন্দেহ নেই। তবে আমার খুব হাঁসি পেল এই কথায় যে, 'কলবের উপর কোনোই আছর হয় না।' 'আছর' আপনি কোন জিনিসকে মনে করেন? তাআল্লুক মাআল্লাহ্ বেড়ে যাওয়াটা হল আসল আছর আর মূল লক্ষ্য এটাই। আল্লাহ্‌র শোকর এটাতো হচ্ছেই। না জানার কারণে আপনার এই পেরেশানি, ইনশাআল্লাহ্ খুব শীঘ্রই সান্ত্বনাও পেয়ে যাবেন। তাছাল্লী নসীব হবে। এতমিনানের সঙ্গে কাজে লেগে থাকুন আর অবস্থা জানাতে থাকুন।

তাওহীদের গালাবা বা প্রাধান্য

হালঃ হুযূরের মনোযোগ আকর্ষণ করছি এই হালতের ব্যাপারে যে, ইতিপূর্বে আমি সরওয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফায়াত ও সাহায্য লাভের আকাঙ্ক্ষামূলক আশ্‌আর ও কবিতা বেশি বেশি পড়তাম। দরুদ শরীফও ছিল আমার খাস অযীফা। কুরআন শরীফের চেয়েও বেশি আমার দরুদ শরীফ ভালো লাগত। কিন্তু ইদানিং না আছে ওইসব কবিতার আগ্রহ, না সরওয়ারে কায়েনাতের প্রতি পূর্বের সেই মহব্বতের প্রাধান্য। জনাব সরওয়ারে কায়েনাতের প্রতি দিলে আকর্ষণ, তাঁর প্রেমে বে-তাব ও মাতোয়ারা হয়ে যাওয়া এগুলো যেন একেবারে ভুলে গেছি। দরুদ শরীফও যেন শুধু অভ্যাসের বশে পড়ে থাকি; মন লাগে না। পক্ষান্তরে কুরআন শরীফের মধ্যে এখন খুব মন বসে। হুযূরের মন্তব্যের অপেক্ষায়...

বিশ্লেষণঃ এটা হল তাওহীদের গালাবা বা প্রাধান্য যা মূল লক্ষ্য ও মাকসাদের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং শুকরিয়া আদায় করুন।

***

https://kitabbhubon.com

হালঃ কিছুদিন থেকে এমন মনে হচ্ছে যে, যদি কখনো অনিচ্ছাকৃতভাবে বরং নিরুপায় অবস্থায় বাদ্য-বাজনার আওয়াজ কানে যায় তখন আশ্চর্য রকম তাওয়াজ্জুহ ইলাল্লাহ্ জেগে ওঠে। আল্লাহ্র প্রতি ভীষণ মনোযোগ তৈরি হয়। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে সচেতনভাবে সেটা শোনা থেকে বিরত থাকি। এটা অবনতি তো নয়? বাহ্যিকভাবে মুখালাফাতে সুন্নতের (সুন্নতের বিরোধিতার) কারণে এরূপ উল্টা প্রতিক্রিয়া নয় তো?

বিশ্লেষণঃ এটা তাওহীদের গালাবা (প্রাধান্য) কেননা সৃষ্টবস্তু আকর্ষণকারী হয় সৃষ্টিকারীর প্রতি। এটা যদিও প্রত্যেক সৃষ্টবস্তুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য কিন্তু মিষ্টি ও সুরেলা আওয়াজের মধ্যে কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে যে কথাটি আওয়াজ ও সুরবিশেষজ্ঞদের কাছে স্বীকৃত। আকর্ষণ তৈরি হওয়াটা স্বাভাবিক ব্যাপার এবং অনুভূতির সুস্থতা ও উপলব্ধির তীক্ষ্ণতা থেকে উদ্ভুত বিষয়। স্বাভাবিক কোনো ব্যাপার সুন্নতের মুখালেফ নয় বরং মুত্তাকী পরহেযগারের জন্য এই আকর্ষণ দীনের ক্ষেত্রে অনেক সাহায্যকারী ভুমিকা রাখে। কেননা আকর্ষণ হওয়া সত্ত্বেও তার চাহিদামতো আমল না করাটা তাক্বওয়ার অধিক নিকটবর্তী।
কোনো কোনো অবস্থায় এর প্রতি (মিষ্টি ও সুরেলা আওয়াজের প্রতি) স্বভাবগত বিতৃষ্ণা ও ঘৃণাবোধ হওয়া সেটা গালাবায়ে হাল (বিশেষ হাল এর প্রাধান্য) থেকে উদ্ভুত, যা হয়ে থাকে প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের সালিকদের ক্ষেত্রে, উঁচু ও চূড়ান্ত স্তরের লোকদের ক্ষেত্রে নয়।

***

হালঃ আজ ফজরের নামাযের পর থেকে আমার হালত এই যে, নিজের সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, সকল মানুষ, সকল জীব ও জড় পদার্থের প্রতিই এমন মহব্বত হয়ে গেছে যে, বারবার নিজেরই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে চুমু দিচ্ছি এবং অন্যদেরকেও চুমু দিতে মন চাচ্ছে। এমনকি কুকুর, শুকরকে চুমু দিতেও মনের মধ্যে চাহিদা হচ্ছে। আর তখন থেকেই শরীর ঘর্মাক্ত ও কম্পিত হয়ে উঠছে। আসবাব-উপকরণ থেকে দৃষ্টি একদম উঠে গেছে। প্রকৃত আছরকারী (মুআচ্ছির হাকীকী) হলেন আল্লাহ্ তাআলা। আসবাব উপকরণ শুধু আলামত মাত্র। যেমন বলেছেন শেখ আশআরী রহ.। আসবাব যেহেতু কিছু করতে পারে না সুতরাং রুটি-রুজি সংক্রান্ত আমার ইতিপূর্বে যে পেরেশানি ছিল, আলহামদুলিল্লাহ্! আজকে সেটাও দূর হয়ে গেছে। এখন দৃষ্টি সম্পূর্ণ আল্লাহ্র উপর নিবদ্ধ। যেমন ইরশাদ হয়েছে- هوا اغنى واقنى

(অর্থ- তিনিই ধনবান করেন তিনিই সম্পদ দান করেন)

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-২২০

https://kitabbhubon.com

আর যেহেতু সকল মাখলূকের প্রতি মহব্বত হয়ে গেছে সেজন্য সকলের কল্যাণের দুআ করছি। আল্লাহ্ তাআলা হুযূরের মর্যাদা বাড়িয়ে দিন। আমীন, ছুম্মা আমীন। আমার এই হালত তো হুযূরের জুতার কল্যাণে হয়েছে নতুবা আমি তো জানি আমি কী? মহব্বতের কারণ আমি বুঝেছি এই যে, সব মাখলূক আমার রবের কুদরতি হাতের সৃষ্টি। যেমন মজনু লায়লার কুকুরের পায়ে এজন্য চুমু দিত যে, এই কুকুর তো লায়লার কখনো না কখনো ঘনিষ্ট সান্নিধ্য পেয়েছে। তেমনি সকল মাখলূক যেহেতু আল্লাহ্ জাল্লাজালালুহুর দস্তে কুদরতে তৈরি সুতরাং আমি তো সকলের খাদেম। সকলের সেবা আমার কর্তব্য। এজন্য চুমু দেই।

বিশ্লেষণঃ মুবারক হোক। এটা হল গালাবায়ে তাওহীদ। ইনশাআল্লাহ্ তাআলা এরপরে আরো উঁচু মাকামে আপনার উন্নতি হবে যা আপনি নিজেই দেখতে পাবেন তখন বলা হবে আরো কিছু কথা।

আবদিয়াত ও নুযূল কামেলের আলামত

(এক খলিফার চিঠি)

আজকাল এ বান্দার দিন রাত কাটছে মাছ ও পাখির মতো, যখন থেকে হুযূরের ইনায়াতনামা বা খিলাফত প্রদান এর খবর সম্বলিত চিঠি প্রচার হয়েছে। হুযূরের নির্দেশনা মেনে চলছি কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে, আমার মাধ্যমে ছিলছিলায় প্রবেশকারীদের অবস্থা হয়ে চলেছে ঈর্ষণীয় আর খোদ আমি হয়ে পড়ছি নিভু নিভু। দিলের চেরাগ একেবারে নিভে যাওয়ার উপক্রম। রাতদিন অন্যদের চিন্তায় বিভোর থাকি যে ইনি এগুলেন, তিনি পিছালেন কিন্তু নিজের কোনো খবর নেই। বেশিরভাগ সময় এমন বেখবর হয়ে থাকি যে, নিজের দেহ ও মনেরও খবর থাকে না। মৃত্যু-চিন্তা আজকাল আমাকে এত বেশি ঘিরে ধরেছে যে রাতভর কান্না ও অস্থির সময় যাপনটাই যেন আমার রাতের আরাম হয়ে দাঁড়িয়েছে। জীবনের শান্তি সব খতম হয়ে গেছে। আগে তো স্বাধীন জীবন-যাপন করতাম, যদিও আলহামদুলিল্লাহ্! কবীরা গুনাহে লিপ্ত ছিলাম না, কিন্তু স্বাধীনতা ছিল অনেক। এখন যেদিন থেকে হুযূর বন্দি করে ফেলেছেন, পথ চলা, খাওয়া-পড়া ও কথা বলা ইত্যাদি সব কিছুতেই ভয় ভয় লাগে। এমন কি ওয়ায নসীহতেও ভয় ভয় লাগে। বরং এরজন্য তো অনেক দিনের আকাঙ্ক্ষা হুযূর মেহেরবানী করে হয়ত আমাকে ওয়ায থেকে নিষেধ করে দেবেন। যদি এটা হত তাহলে মানুষের হাত থেকে বাঁচতে পারতাম।

https://kitabbhubon.com

এতে অনেক বেশি 'সময়' খুন করা হয় এছাড়া এতে একটু আধটু প্রচার ও খ্যাতির ব্যাপারও থাকে যাতে নফ্‌স খুশী হয়। অথবা এর কোনো এলাজ করুন।

হুযূর অবশ্যই আমাকে জানাবেন যে, কেন অন্যদের (মুরীদদের) অবস্থা ভালো হচ্ছে আর আমি নিজে খারাপ হয়ে যাচ্ছি? নতুবা আমার তো এটা মনে হয় যে, হুযূর যার প্রতি নারায হন তাকে খিলাফত দান করে দরবার থেকে বিদায় করে দেন আর যার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন তাকে দরবারে রেখে মারপিট করে সোজা করতে থাকেন। এজন্যই আমার আবেদন– হয়ত আমার অবস্থা আগের মতো বানিয়ে দিন অথবা দুআ করুন হুযূরের সঙ্গে সম্পর্কওয়ালা যারা আমার চেয়ে অনেক এগিয়ে গেছেন, আমি যেন তাদের চেয়ে বেশি উন্নতি করতে পারি। এটা না হলে আমার কী লাভ হবে?

পূর্বে আমার নাজাতের উসিলা অনেক মনে হত এখন মনে হয় কোনোটাই নিশ্চিত নয়। না নামায-রোযা, না যিকির-শোগল। দয়া করে এমন কিছু বলুন যার নিশ্চয়তা আছে আমি নাযাতের জন্য সেটা করব। এখন তো মনে হয় আমি না হলাম ইধারকা না উধারকা।

বিশ্লেষণঃ এগুলো সবই আবদিয়াত ও নুযূলে কামেলের আলামত। পূর্ণ দাসত্ব ও আল্লাহ্‌র নূরের তাজাল্লি বর্ষণের লক্ষণ। আল্লাহ্ তাআলা মুবারক করুন। এভাবেই কাজে লেগে থাকুন। যেখানেই কোনো ত্রুটি অনুভব হবে, ত্রুটির কারণে আল্লাহ্‌র দরবারে ইস্তিগফার আর ঐ অনুভব-অনুভূতির কারণে শুকরিয়া আদায় করবেন। নিজের রায় মতো কোনো রদবদল বা পরিবর্তন ঘটাবেন না। আল্লাহ্‌র প্রতি অতঃপর পীরের প্রতি পূর্ণ সমর্পণ এটাকেই আপন শেআর (বৈশিষ্ট্য) বানাবেন। আমি হিফাজতের দুআ করছি।

সদাচরণের উদ্দেশ্য

হালঃ একদিন খোশআখলাকী ও সদাচরণের বয়ান শুনে এটাই বুঝলাম যে, সব লোক আসলে আল্লাহ্‌র মানুষ, তাদের সঙ্গে ভালো আচরণ করা উচিৎ। তাদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করলে আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হয়ে যান।

বিশ্লেষণঃ ঠিকই বুঝেছেন।

সত্য উপলব্ধির আলামত

হালঃ ইতিপূর্বে আমার মধ্যে যে মোহিনী বিদ্যার (যাদু টোনার) প্রতি আকর্ষণ

https://kitabbhubon.com

ছিল, আলহামদুলিল্লাহ্ এখন সেটা একেবারেই দূর হয়ে গেছে। মীর দরদ সাহেবের এই রুবাঈ হয়েছে আমার প্রশান্তির কারণ–

ہر چند نشد دل ز حقیقت اگاہ - پائے طلبش ہست ہماں بر ہر راہ

یارب تو ز خود نشاں دہی یا ندہی - ما ایم ہمیں نام تو اللہ اللہ

অর্থ- আল্লাহ্কে পাবার পথ যতই হোক অচেনা এই দিলের কাছে, তবু যে সে পথেই চলছে অবিরাম। হে আল্লাহ্ আমাকে তোমার প্রেম দাও বা না দাও, তোমার আল্লাহ্ আল্লাহ্ নাম আমি জপেই যাব।

এই অধমের উপর আল্লাহ্ তাআলার সীমাহীন অনুগ্রহ যে আল্লাহ্ তাআলার রিযা ও সন্তুষ্টি ছাড়া আর কোনো কিছুর আকাঙ্ক্ষা দিলের মধ্যে জাগে না।

বিশ্লেষণঃ এটা হল হাকীকত শেনাছী বা সত্য উপলব্ধির আলামত। হাজার বার মুবারক।

হালঃ আমার এটাও মনে হয় না যে, এই মামুলাত গুলোর বিশেষ কোনো মূল্য আছে।

বিশ্লেষণঃ একদম ঠিক। তবে এই মূল্যহীনতা শুধু এই বিবেচনায় যে এগুলো আমাদের আমল। অন্য বিবেচনায় অনেক বেশি মূলবান এবং অনেক বড় নেয়ামত অর্থাৎ এই বিবেচনায় যে এগুলো আল্লাহ্র দান এবং তাঁর তাওফীক।

খাশ্য়াতের আছর

হালঃ আলহামদুলিল্লাহ্! মা'মুল যথা সময়ে চালু রয়েছে কিন্তু মৃত্যুর ভয় এত বেশি পরিমানে ভীত করে তোলে যে অনুভূতি লোপ পেয়ে যায়। যতই আমি নিজেকে আরহামুর রাহিমীনের উপর ভরসার কথা বুঝাই তারপরও ভীতির অবস্থাই প্রবল থাকে। এজন্যই এ বিষয়ে হুযূরের মন্তব্য শুনতে চাই।

বিশ্লেষণঃ এই হালত এককভাবে নিন্দনীয় নয়। এটা আল্লাহ্র ভয়ের প্রভাব, যা পরিপূর্ণরূপে মাহমূদ ও প্রশংসনীয়। অবশ্য এর পাশাপাশি আপনার মধ্যে কিছুটা হার্টের দুর্বলতাও সংযুক্ত আছে। এর ডাক্তারি চিকিৎসা করানো উচিৎ। আমার লেখা 'শাওক্বে ওয়াত্বান' বারবার পড়লে উপকার পাবেন।

হালঃ আর ঐ সময় আপন জীবন খুবই প্রিয় মনে হয়।

বিশ্লেষণঃ এটা পূর্বোক্ত ব্যাপারটিরই ব্যাখ্যা। স্বতন্ত্র কোনো অবস্থা নয়।

***

https://kitabbhubon.com

হালঃ যে কাজ করার সিদ্ধান্ত হয়, প্রথমেই মনে পড়ে যায় যে, কাজটি করার দ্বারা দীনী কী কল্যাণ হবে এবং কী ক্ষতি হবে। তখনই শুকরিয়া আদায় করি যে, সতর্ক হতে পারব।

বিশ্লেষণঃ খাশয়াত এর আছর। আল্লাহ্‌র ভয়ের আলামত। মুবারক হোক।

তাফবীয ও তাওয়াক্কুলের গালাবা

হালঃ হুযূরের খিদমতে আরয এই যে, দীর্ঘদিন হুযূরের খিদমত করার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে আছি। কয়েকবারই আসার ইচ্ছা করলাম কিন্তু বার বার সেই ইচ্ছা বাতিল হয়ে গেল। আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন কী হিকমত এতে আছে যার ফলে খিদমতে উপস্থিত হতে বিলম্ব হচ্ছে। ভালো ছাড়া মন্দ কিছু যেন না হয় এটাই আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা জানাই। আপনি দুআ করবেন যেন আল্লাহ্‌ তাআলা এই নাচীয আহকারকে আপন মর্জিমতো চলার তাওফীক দান করেন এবং তাঁর স্থায়ী সন্তুষ্টি আমাকে নসীব করেন এবং আপন গযব থেকে আমাকে পানাহ দান করেন।

বিশ্লেষণঃ আমীন।

হালঃ বর্তমান অবস্থা এই যে, শরীয়তের আওয়ামের ও নাওয়াহী (আদেশ নিষেধসমূহ) ছাড়া অন্য সব কাজে বিশেষত জীবিকার ব্যাপারে আমার মধ্যে তাফবীয (সমর্পণ) ও তাওয়াক্কুলের প্রবল অবস্থা বিরাজ করছে। আমার অবস্থা বলা চলে এরকম– 'আমি এরাদা না করার এরাদা করি, পছন্দ না করাটাই পছন্দ করি আর নিজের সকল বিষয়কেই আল্লাহ্‌র কাছে সোপর্দ করি।'

আদেশগুলো পালন করা এবং নিষেধগুলো থেকে দূরে থাকার ব্যাপারেও এই পদ্ধতিই ভালো লাগে। কেননা নিজের তাদবীর ও ভাবনাকে অন্যায় অনধিকার মনে করি। নিজের প্রচেষ্টা, নিজের গ্রহণ ও বর্জন সবগুলোকেই বেখাপ্পা মনে হয়। ব্যাস এখন তাদবীর এটাই যে, কোনো তাদবীরই আর নয়।

'আরেফদের মতে তাদবীর তো এটাই যে, নিজের সব কাজ ছেড়ে দেওয়া তাকদীরের উপর।' কিন্তু এসব সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র কাছে জান্নাতের প্রার্থনা জানাই এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাই। সকল ভালো কাজের জন্য দুআ এবং মন্দ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

বিশ্লেষণঃ হুবহু সুন্নতের অনুসরণ। মুবারক হোক।

https://kitabbhubon.com

হালঃ কখনো কখনো এই বস্তুজগতের পঙ্কিলতা ও কষ্টে স্বাভাবিকভাবে দিল হয়ে পড়ে জান্নাতের প্রতি উদগ্রীব আর সে অবস্থায় জান্নাতকে (রুচিগতভাবে) প্রত্যক্ষ করি নিজের নিকটবর্তী। কখনো কখনো রুচিতে এই অবস্থার এমন প্রাবল্যও হয়েছে যার মিসদাক (সত্যতা প্রমাণকারী) ছিল এই হাদীস 'যেন আমি জান্নাতের সুঘ্রাণ পাচ্ছি।' এরই আছর ছিল কলবের মধ্যে, প্রফুল্লতা ও প্রশস্ততা 'আর নিশ্চয় আখিরাতই চিরস্থায়ী আবাস।' কিন্তু চাক্ষুষ দেখার ক্ষেত্রে মানবীয় হায়াতের পর্দাকে অন্তরায় মনে হয়। এই অবস্থারই একটি প্রভাব অনুভূত হয় এটাও যে, কলব দুনিয়াকে এড়িয়ে চলে।
এটা আল্লাহ্ তাআলার স্পষ্ট রহমত যে, তিনি কত রকমের হালত দ্বারা সালিকের তারবিয়াত করে থাকেন। এ অবস্থায় মৃত্যুর কষ্টের কথা মনেই পড়ে না, মনে পড়ে শুধু তার পরবর্তী জান্নাতের কথাই।

বিশ্লেষণঃ অবস্থা উন্নত। আল্লাহ্ একে স্থায়ী করুন।

তাআল্লুক মাআল্লাহ্‌র সামনে লতীফা– নূর এসবের কোনো মূল্য নেই

হালঃ হযরত তো আমার সান্ত্বনার উদ্দেশ্যে লিখেছেন– দুঃখ দুর্দশার জীর্ণ কুটির ফুলবাগানে পরিণত হয়ে গেছে। কিন্তু মাহবুবে হাকীকীর কসম আমি আজ পর্যন্ত এটাই বুঝতে ছিলাম যে, আমার সেই পয়লা কদম যা এই পথে ফেলেছিলাম তারপর আর দ্বিতীয় কদমই ফেলা হয় নি, গন্তব্য তো পড়ে আছে আরো কতদূরে! কেননা কিতাবাদিতে যে লাতায়েফে ছিত্তা, আন্‌ওয়ার ও আহওয়ালের কথা লেখা হয়, সেগুলোর কোনো কিছুই আমার সামনে আসে নি। হযরত যদি 'ঘটিতব্য' হিসাবে সান্ত্বনাস্বরূপ বলে থাকেন ওইকথা, তবে নিঃসন্দেহে আমার উদ্দেশ্যে সেটা উন্নত ধরনের ভবিষ্যৎবানী হয়েছে যাকে নিজের জন্য আমি মনে করি এক মহা সুসংবাদ।

বিশ্লেষণঃ ঘটিতব্য (সম্ভাব্য) তো আপনার বেলায় পুরাঘটিত। আলহামদুলিল্লাহ্ একেবারে নগদ হাসিল হয়ে গেছে, যার সামনে লাতায়েফ আবার কী চীজ! আবার সেগুলোর আনওয়ার-ই বা কী মূল্য রাখে? ঐ সবের আকাঙ্ক্ষা করা এখন মূল্যহীন কাজ–

কলবী ইসলাহ

হালঃ আমার সব আমল ও হালতের তাওফীক হয়েছে হুযূরের কদমের বরকতে আর এগুলোর উপর অবিচল থাকার তাওফীক লাভের শুকরিয়া আদায় করতে আমি অক্ষম।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-২২৫

https://kitabbhubon.com

অনেকদিন হল আমার সকল অতীত গুনাহ নাবালক অবস্থার গুনাহ পর্যন্ত মনে পড়ত, এখন সর্বক্ষণ সেগুলো চোখের সামনে ভাসতে থাকে। এর প্রভাব এই যে, আমার মনে হতে থাকে আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মধ্যে আমার চেয়ে নিকৃষ্ট ও গুনাহগার প্রকৃতই আর কেউ নেই। আমি একদমই জাহান্নামের উপযুক্ত। আল্লাহ্ তাআলার মর্জিমতো কোনো কাজই আমার দ্বারা হয় নি। যদি আল্লাহ্ তাআলা ক্ষমা না করেন তবে আমার জন্য জাহান্নাম থেকে বাঁচার কোনো পথ নেই। অতীতের হক্কুল্লাহ ও হক্কুল ইবাদ যা মনে পড়েছে, আদায় করে দিয়েছি। ভবিষ্যতেও আদায় করতে থাকার সংকল্প করে নিয়েছি। এখন যেগুলো আদায় করতে সক্ষম সেগুলো আদায় করেছি এবং আদায় করা অব্যাহত রেখেছি। অতীত হক ও হুক্কুক্ব (দেনা) এর থেকে অব্যাহতির ব্যাপারে পাওনাদারদের নিকট চিঠিপত্রও পাঠানো হয়ে গেছে। রোযা যেগুলো কাযা হয়েছিল সেগুলোও আল্লাহ্ তাআলা আদায় করার তাওফীক দান করেছেন। হুযূরের কথা ও কাজ থেকে ভালোভাবে বুঝে নিয়েছি যে, আল্লাহ্ তাআলার রেযামন্দির মাধ্যম হচ্ছে শরীয়তের পাবন্দি ও অনুসরণ। তাসাওউফটাও এরই অন্তর্ভুক্ত। বিগত দিনে বেশি বেশি গুনাহ প্রকাশ পাওয়ার কারণ মনে হয় এটাই যে, যেহেতু পিতা-মাতা ইলমে দীন শিক্ষা না দিয়ে সরকারি স্কুলে পড়িয়েছেন আর সেখানে লেখা পড়ার শেষ সময় পর্যন্ত কাফেরদের সোহবতে থেকেছি এজন্যই হয়ত জীবনের সময়গুলো বরবাদ হয়ে গেছে। এই পর্যায়ে হুযূরের সোহবতে উপস্থিত হতে পারাকে সীমাহীন সৌভাগ্য ও গনীমত মনে করি। এখানে ইলমে দীন ও নেক সোহবত- যা ইত্তেবায়ে শরীয়তের (শরীয়ত মেনে চলার) সহায়ক, সে দুটো দিকই পাওয়া যাচ্ছে। এখন আর অন্য কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন নেই। বিশেষত যখন এখানে সেখানের চেয়ে বেশি হালাল ও সংশয়মুক্ত রিযকও আল্লাহ্ মিলিয়ে দিয়েছেন। এখন ইচ্ছাটা এরকম যে, বাকি জীবনটা এখানেই কাটিয়ে দিব। হুযূর দুআ করবেন যেন হক্ব তাআলা আমার এই আর্জি কবূল করেন।

বিশ্লেষণঃ মন প্রাণ উজাড় করে দুআ করছি।

বিনয় ও কৃতজ্ঞতার প্রাধান্য

হালঃ বান্দার হালত এই যে, আল্লাহ্ তাআলার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত এবং সেটা গভীর বলে মনে হয়। কোনো কাজ করি কিংবা না করি আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামত সমূহের কথা অনুভূত হয়। খানা খেলে অথবা পানি পান

https://kitabbhubon.com

করলে কলবের কোমলতা এমনরূপ ধারণ করে যা বর্ণনাতীত। (খাওয়া বা পান করার পর) বলি– হে আল্লাহ্! তোমার দেওয়া একটি লোকমা অথবা পানির এক ফোটারও শুকরিয়া আদায় হল না এই নাফরমানের দ্বারা। নিজের গুনাহের কথা সর্বদা চোখের সামনে থাকে, এ কারণেই কেউ যদি আমাকে খারাপ বলে তবে আমার বেশি খারাপ লাগে না। আর যদি কেউ ভালো বলে তবেও নিজেকে খুব ভালো মনে হয় না। মাঝে মাঝে তো আকাশের দিকে দৃষ্টি উঠাতেও লজ্জাবোধ হয়। মন চায় যে, এই মুখ কাউকেই না দেখাই। হযরত কী বলব! কিছুই বলতে পারি না। মেহেরবানী করে দুআ করবেন আল্লাহ্ তাআলা যেন ইস্তিকামাত, আক্বলে সালিম এবং হুসনে খাতেমা (অবিচলতা, বিশুদ্ধ উপলব্ধি এবং শুভ পরিণতি) নসীব করেন।

বিশ্লেষণঃ যে অবস্থাগুলোর কথা আপনি লিখেছেন সেগুলো সম্পর্কে দুটি আয়াত পড়ে দেওয়াই যথেষ্ট, তরজমা– 'আর ঐ বিষয়ে প্রতিযোগিতাকারীদের প্রতিযোগিতা করা উচিৎ', এবং 'এ ধরনের ব্যাপারেই আমালকারীদের আমল করা উচিৎ' আল্লাহ্ তাআলা ইস্তিকামাত ও বরকত দান করুন।

যুহদ ও দুনিয়া বিমূখতার লক্ষণ

হালঃ যে বস্তু বাহ্যিক সৌন্দর্যমণ্ডিত, যা কিছু চোখে ভালো লাগে সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে এইভাব জেগে ওঠে যে, এটা আজ এত সুন্দর কিন্তু কাল ফানা (ধ্বংস) হয়ে যাবে। মৃত্যুর কথা প্রায় সকল সময়ে মনের মধ্যে জাগ্রত থাকে। কখনো কখনো অবস্থা এমন হয় যে, মনে হতে থাকে আমি হয়ত আজ অথবা আগামীকালই মরে যাব।

বিশ্লেষণঃ এটা যুহদের আছর। দুনিয়া বিমূখতার লক্ষণ। মুবারক হোক।

আক্বলী খাওফ (মানসিক ভীতি) এর জরুরত

হালঃ এই অভাগা দ্বারা জীবনে যে পরিমান বড় বড় গুনাহ সংঘটিত হয়েছে এবং যেগুলোর কোনো সীমা সংখ্যা নেই, সেগুলো প্রায় সকল সময় চোখের সামনে বিদ্যমান থাকে। অবাধ্য নফ্স এরপরও যথারীতি আমাকে লজ্জিত ও ভীত হতে দেয় না। মামুলিভাবে মনে হয়– এমন এমন গুনাহ আমার দ্বারা হয়েছে যার শাস্তি এমন ভয়াবহ, এই অভাগা কি ক্ষমার আশা করতে পারে? আল্লাহ্র রহমতের কথা অবশ্য ভিন্ন।

https://kitabbhubon.com

বিশ্লেষণঃ স্বভাবগত লজ্জা ও ভয় যদি সৃষ্টি নাও হয় মানসিক লজ্জা ও ভয় যথেষ্ট যা আপনার আয়ত্তাধীন (এখতিয়ারী)।

হালঃ একটি চিন্তা আমার মাঝে ভীষণ অস্থিরতা তৈরি করে, নিজের পাপাচার এর প্রতি সজাগ দৃষ্টি এবং নিজেকে একদম শাস্তি ও আযাবের উপযুক্ত মনে করা এবং নিজের আমল অতি তুচ্ছ ও সামান্য হওয়া সত্ত্বেও আমার মধ্যে সর্বদা এই ধরণা হতে থাকে যে, হক্ব তাআলা এই অভাগাকে মাফ করে দেবেন, এছাড়া জান্নাতের নেআমত সমূহের কল্পনার মধ্যে সুখ অনুভূত হতে থাকে। জানি না এটা কোন্ পর্যায়ের গাফলত ও নির্দয়তা। 'নরকের কাজ করি ভাবি স্বর্গের ভাবনা' দোযখের আযাব যতই জানা থাক এবং সে কথাগুলো যতই মনের মধ্যে জাগ্রত থাক কিন্তু এই সীমাহীন গাফলতের কারণে মনে কখনো আতঙ্ক ও ভীতি জাগে না। এই হাল ও খিয়াল আমার মধ্যে রয়েছে সর্বদা। এটাকে আমার নিজের ভীষণ অকল্যাণ ও বরবাদী মনে হয়। ভীষণ কষ্ট সত্ত্বেও আমার এই অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয় না। আমার উক্ত খিয়াল ও চিন্তা যদি প্রতিরোধ ও তিরস্কারযোগ্য হয় তবে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে এই নালায়েকের বদহালী ও তাবাহী, দূরবস্থা ও দুর্ভাগ্যের প্রতি দয়ার দৃষ্টি ও সাহায্যকারী মনোযোগ দান করবেন।

বিশ্লেষণঃ এই প্রত্যাশা ও আকাঙ্ক্ষা স্বভাবগত। যদি আকলী খওফ বা মানসিক ভীতি থাকে তবে কোনো সমস্যা নেই।

দুআ বা দাওয়া রেযা বিল কাযা এর বিপরীত নয়

হালঃ আমার মধ্যে একটি সন্দেহ মাঝে মাঝেই জেগে ওঠে। সেটা এই যে আল্লাহ্ তাআলা নিজের বান্দাদের প্রতি তাদের মায়েদের চেয়ে অধিক স্নেহশীল এবং তিনি যখন বান্দাকে পরকালীন কোনো উঁচু মর্যাদা দান করেন যেটা নিজ আমল দ্বারা অর্জন করা ঐ বান্দার পক্ষে সম্ভব নয়, এরূপ ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তাআলা ঐ বান্দাকে দুঃখ, শোক, নানা মুসিবত ও কষ্টে আক্রান্ত করে সেই মর্যাদার উপযুক্ত বানিয়ে দেন। আবার কখনো কখনো পরীক্ষা স্বরূপও এমন করেন, সেখানেও উদ্দেশ্য এমনই থাকে যে, সবর করার পর আল্লাহ্ ঐ বান্দার উপর রহম করবেন। এ পরীক্ষাগুলো হয়ে থাকে শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যে যে, বিশেষ মর্যাদা প্রাপ্তির যোগ্যতার ব্যাপারে যেন অন্যদের সামনে এগুলো প্রমাণ হিসাবে থাকে। মোটকথা মানুষের উপর বিপদাপদ আসা তাদের জন্য আল্লাহ্ পাকের রহমত। তাহলে এটাকে (বিপদকে) দূর করার জন্য তদবীর

https://kitabbhubon.com

করা অথবা আল্লাহ্ তাআলার কাছেই এরূপ দুআ করা যে, আমার এই বিপদ দূর করে দাও– এমনই হবে যেমন কোনো অবুঝ সন্তান পিতার কঠোরতা কে– যা তার ভবিষ্যত জীবনের জন্য ভীষণ কল্যাণকর, দূর করার জন্য চেষ্টা করে। বিশেষত যখন সন্তানের জানা থাকে যে, এই পরীক্ষার পর পিতা তাকে যুবরাজ বানাবেন এবং এটাও তার জানা থাকে যে, এই কঠোরতা এজন্যই করা হচ্ছে যে, এই পদের যোগ্যতা আর কারো নেই এ কথা যেন অন্য লোকেরা বুঝতে পারে। জানা কথা যে, সন্তান যদি এরূপ ক্ষেত্রে ঐ কষ্ট ও কঠোরতা দূর করার চেষ্টা করে এবং খোদ পিতার কাছেই গিয়ে আবদার জানায় যে, এরূপ কষ্ট আমাকে দেবেন না, অথবা এই উদ্দেশ্যে বিভিন্নজনের সুপারিশ পাঠায় অথবা বিভিন্ন চেষ্টা তাদবীর করতে থাকে তাহলে ঐ সন্তানের চেয়ে বড় নালায়েক আর কে হবে? এতে কষ্ট ও ব্যাথা পাবেন পিতা নিজেও তাছাড়া মানুষের কাছেও স্পষ্ট হবে তার অযোগ্যতা। এতে বোঝা যায় যে, দুআ অথবা দাওয়া রিযা বিল কাযার (আল্লাহ্র ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকার) খেলাফ (পরিপন্থী) হওয়া ছাড়াও যুক্তির দিক দিয়েও সঠিক নয়। মনে পড়ছে মুসলিম শরীফের ঈমান অধ্যায়ে এই বিষয়ে একটি হাদীস রয়েছে। বর্ণিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তিকে রাতে বিচ্ছু দংশন করে। দীর্ঘ হাদীসের শেষাংসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

يدخل الجنة من امتى سبعون ألفا بغيرحساب، قالوا من هم يارسول الله؟ قال

الذين لايكتوون ولايسترقون وعلى ربهم يتوكلون.(أوكما قال)

(অর্থ– আমার সত্তর হাজার উম্মত বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে। তারা জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা কারা? তিনি বললেন– যারা গরম লোহার ছ্যাক নেয় না এবং যারা (রোগমুক্তির উদ্দেশ্যে) ঝাড়-ফুঁক নেয় না এবং যারা নিজেদের রবের উপর তাওয়াক্কুল করে।)

এই হাদীস দ্বারা ধারণা প্রসূত ও অনুমান নির্ভর উপকরণ এবং কল্পনা প্রসূত গোপন দূরবর্তী উপরকণ উভয় প্রকার আসবাব থেকে দূরে থাকাকে তাওয়াক্কুল বলা হয়েছে। দাওয়া কিংবা দুআর মধ্যে ধারণা প্রসূত ও অনুমান নির্ভর উপকরণ ছাড়া আর কিছুই নেই। সুতরাং বুঝা গেল উভয়টা থেকে দূরে থাকা উত্তম। কিন্তু এটাও আমরা জানি যে দুআরও অনেক অনেক ফযীলত রয়েছে। এমন কি বলা হয়েছে– দুআ তাকদীর কে পরিবর্তন করে দেয়। দাওয়াও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত। আবার কোনো কোনো

https://kitabbhubon.com

পরীক্ষা (বিপদ) থাকে গুনাহ মিশ্রিত, যদি সেটাকে প্রতিরোধের চেষ্টা না করে তাহলে তো গুনাহের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা হয়ে যায়। আল্লাহ্‌র কসম! আমার এই সংশয় প্রকাশের উদ্দেশ্য ইলমী তাহকীক নয় বরং আসল উদ্দেশ্য হল আমার অস্থিরতা ও দিশাহারা অবস্থা প্রকাশ। আমি কী করব! কী করা উচিৎ? কখনো ফোঁড়ায় ব্যাথা হয় তখন এটা ভাবি যে, আল্লাহ্ তাআলার ফয়সালা এটাই, তিনিই এটা মঞ্জুর করেছেন। আমিও তাঁর ফয়সালায় সন্তুষ্ট। গুনাহ মাফ হয়ে যায়। দাওয়া বা ওষুধ ব্যবহার করি না। ব্যাথার মধ্যে এক দারুন লুত্‌ফ ও মজা বোধ হয়। আবার মাঝে মাঝে নামাযে উঠা-বসা করা সম্ভব হয় না। কাপড়ে রক্ত বা পুঁজ লেগে যায় তখন আবার সন্দেহ হয় নামায হল কিনা? অথবা ব্যাথার কারণে মনোযোগের সঙ্গে নামায হল না, আল্লাহ্ তাআলা নারাজ হয়ে যান কিনা?

বিশ্লেষণঃ যেহেতু রহমত বালা মুসিবতের ছূরতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, সুতরাং দুআ করার দ্বারা বালা মুসিবতের ছূরতটাকে দূর করা উদ্দেশ্য। বালা মুসিবতের ভেতরের রহমত কে দূর করা দুআর উদ্দেশ্য নয়। অতএব দুআর মতলব এই যে, হে আল্লাহ্! এই রহমত আমাকে ভিন্ন ছূরতে দান কর। যতদিন পর্যন্ত ঐ (বিপদের) ছূরত দূর না হবে মনে করে নেবে যে ততদিন পর্যন্ত ঐ (বিপদের) ছূরতে রহমত প্রদানটাই আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য। সুতরাং ঐ (বিপদের) অবস্থার প্রতি রাজি থাকবে।

ধারণা নির্ভর উপকরণের ব্যাপারটি ভিন্ন একটি প্রসঙ্গ। এর সঙ্গে সেটার কোনো মিল নেই। এটার সঙ্গে সেই বিষয়টিকে মেলানো অন্যায়। ঝার ফুঁক ত্যাগ করার ব্যাপরটিকে দুআ ও দাওয়ার ব্যাপারে প্রমাণ উপস্থাপনটাও অসম্পূর্ণ। এ ব্যাপারে ইচ্ছা হলে আপনি আমার সঙ্গে সরাসরি আলোচনা করতে পারেন।

দূরত্বের আকৃতিতে নৈকট্য

হালঃ মাঝে মাঝে মনে হয় কলব আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে গাফেল হয়ে আছে। আল্লাহ্‌র যে ধ্যান আমি করি তাতে মনে হয় যে আমার দিক থেকে আমি তো আল্লাহ্‌র দিকে ঝুঁকে আছি কিন্তু ওদিক থেকে আমার প্রতি কোনো মনোযোগ বা তাওয়াজ্জুহ নেই। আবার আমার ধ্যান ও মনোযোগের মধ্যেও ভীষণ দুর্বলতা অনুভূত হয়।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-২৩০

https://kitabbhubon.com

বিশ্লেষণঃ এটাও ছিল প্রকৃতপক্ষে চূড়ান্ত মনযিলের নৈকট্য তবে দূরত্বের আকারে। এখন আকার আকৃতিতেও নৈকট্যকে অনুমোদন করা হল।

আল্লাহ্‌র ভালোবাসা ও রাসূলের ভালোবাসায় যুগলবদ্ধতা

হালঃ নিবেদন এই যে, অধমের সামনে যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম মুবারক আলোচিত হয় তখন শরীরে এক রকম কম্পন তৈরি হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে দরূদ মুবারক মুখে এসে যায় এবং দীর্ঘ সময় ধরে চালু থাকে। অবস্থা এমন হয় যে, যদি ইচ্ছাকৃতভাবে আমি দরূদ না পড়তে চাই তবে সে ক্ষমতা আমার থাকে না। কিন্তু আমার সামনে যখন আল্লাহ্‌ তাআলার নাম মুবারক আলোচিত হয় তখন তো বিশেষ কোনো অনুভূতি হয় না। এটা দীনের মধ্যে কোনো সীমালঙ্ঘন নয় তো? সে রকম হলে চিকিৎসা কী?

বিশ্লেষণঃ এ বিষয়ে স্বভাবগত রুচির ভিন্নতা ও বৈচিত্র রয়েছে। কারো ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র মহব্বতের আছর গালেব ও প্রবল থাকে আবার কারো মধ্যে হুব্বে রাসূলের আছর গালেব থাকে। যেহেতু উভয় ভালোবাসার মধ্যে যুগলবদ্ধতা (পারস্পরিক সংযুক্তি) আছে সুতরাং উভয়রুচিই মাকবুল ও মাহবূব। বাহ্যিক বর্ণ ও রঙের মধ্যে শুধু পার্থক্য, হাকীকত উভয় স্থানে সংরক্ষিত ও সঠিক। মূল লক্ষ্য হাকীকত। সুতরাং সংশয় ও দ্বিধা করবেন না। এটা না তো সীমালঙ্ঘন এবং না এর কোনো চিকিৎসা প্রয়োজন। মুবারক হালত। যখন রুচির এই দিকটি গালেব ও প্রবল থাকে তখন এদিকটারই অনুসরণ করা উচিৎ। অবশ্য এ'তেক্বাদে আকলী (যুক্তিনির্ভর ও মানসিক বিশ্বাস) এখতিয়ারী বিষয়। এর সম্পর্ক 'ওয়াজিব' (আল্লাহ্‌) এবং 'মুমকিন' (রাসূল) এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ হিসাবে তারতম্য হওয়া উচিৎ।

বিনয়ের প্রাবল্য, রহমতের প্রশস্ততা ও আল্লাহ্‌র মহত্ব

হালঃ ইতিপূর্বে কাউকে সুন্নতের খেলাফ দেখলে মনের উপর ভীষণ বোঝা চেপে বসত। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দিলের মধ্যে রাগ থেকে যেত। বর্তমানে সেই অবস্থাটি নেই। এখন বরং কারো দিকে মনোযোগ দিয়ে তাকাতেও মন চায় না। কেউ যদি আমার সামনে শরীয়তের খেলাফ কোনো কাজ করে বসে তৎক্ষনাৎ মনের মধ্যে এই ভাবনা উদয় হয় যে, হয়তবা এই ব্যক্তি আল্লাহ্‌র

https://kitabbhubon.com

কাছে আমার চেয়ে উত্তম। প্রশ্ন হল হাদীস শরীফে যেটা এসেছে যে, কোনো অন্যায় দেখলে মনে মনে তাকে ঘৃণা করা দুর্বলতম ঈমান। তাহলে কি আমার ঈমানের মধ্যে কোনো ত্রুটি এসে গেছে? (নাউযুবিল্লাহ্) এরপর যখন আল্লাহ্ তাআলার বড়ত্বের প্রতি দৃষ্টি পড়ে তখন দিলের মধ্যে আরো বেশি পেরেশানি এসে যায়।

বিশ্লেষণঃ অন্যায়কে মন-প্রাণ দিয়ে ঘৃণা করা 'এ'তেকাদান' (বিশ্বাসগত) হলেই চলবে। স্বভাবগত না হলেও অসুবিধা নেই। অন্যায়কে প্রতিরোধ করা বা বাধা প্রদানের ক্ষেত্রে অন্যান্য কিছু বিষয় প্রবল হয়ে ওঠে, সেই বিষয়গুলোর মধ্য থেকে একটি হল সেই কাইফিয়াত যা আপনার মধ্যে প্রবল। যার মূল কথা হল বিনয় ও রহমতের প্রশস্ততা এবং আল্লাহ্র আযমত মহত্বের প্রতি দৃষ্টি। যেটা কাঙ্ক্ষিত একটি লক্ষ্য। সুতরাং ঐ বিষয়গুলো প্রবল হওয়ার কারণে যদি স্বভাবগত প্রতিরোধ প্রবল ও জয়ী না হয় তবে সেটা দ্বিধা-দ্বন্দের বিষয় নয়। নিশ্চিন্ত থাকুন।

যথার্থ তওবার আলামত

হালঃ যিকির করতে করতে কখনো নিজের গুনাহ গুলো মনে পড়ে যায় তখন আল্লাহ্ শব্দটি বলা কঠিন হয়ে পড়ে।

বিশ্লেষণঃ এটা যথার্থ ও পূর্ণাঙ্গ তওবার আলামত।

আল্লাহ্র কাছে পৌঁছার হাকীকত

হালঃ বর্তমানে আল্লাহ্র প্রতি আগ্রহের মধ্যে উন্নতি হয়েছে কিন্তু আল্লাহ্র কাছে পৌঁছার ব্যবস্থা কী? মনে নানান রকম ভাবনা আসে কিন্তু আমি নিরুপায়। শুধু হুযূরের স্নেহদৃষ্টির আশা নিয়ে আছি। ভাবি যেভাবে আমার মধ্যে আল্লাহ্র প্রতি শওক্ব ও ত্বলবের দৌলত দান করেছেন একইভাবে আমি ইনশাআল্লাহ্ পেয়ে যাব আমার মতলূব (আল্লাহ্) কে।

বিশ্লেষণঃ ওছল ও কুরব অর্থাৎ আল্লাহ্প্রাপ্তি ও তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্তি এটাই যে, সকল গাইরুল্লাহ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করবে যেটা আলহামদুলিল্লাহ্ আপনি লাভ করেছেন। দুআ করছি আল্লাহ্ সেটাকে আরো বাড়িয়ে দিন। এই জগতে এর চেয়ে বেশি নৈকট্যের আশা করা অযৌক্তিক আবদার।

https://kitabbhubon.com

আখিরাতের ভয় কাঙ্ক্ষিত

হালঃ আজকাল বেশি পরিমানে মৃত্যুর ভাবনা জাগে। নিজের গুনাহগুলো যখন চোখের সামনে ভেসে ওঠে তখন লজ্জা হয় এবং পরিণতির ভয় জেগে ওঠে। ভয় হয় যে না জানি আখিরাতে আমার সঙ্গে কী আচরণ করা হবে? এই ভাবনা ও ভয়ের সময় মন খুব উদাস হয়ে যায়। কাজ কারবার কোনো কিছুতেই মন বসে না।

বিশ্লেষণঃ আখিরাতের ভয়ের কারণে দুনিয়া থেকে মন উঠে যাওয়াটাই কাঙ্ক্ষিত এবং এটাই হাদীস শরীফ (অর্থ) 'তুমি দুনিয়াতে এমনভাবে থাক যেন তুমি একজন ভিনদেশী বা প্রবাসী' এবং 'দুনিয়াটা মুমিনের জন্য কারাগার' এর মূল লক্ষ্যবস্তু। মুবারক হোক।

হালঃ ভয় ও মহব্বতের কারণে বেশি বেশি ক্রন্দন, যিকিরের সময় স্বাভাবিক কিন্তু তিলাওয়াত, মুনাজাত ও দুআর সময় এত বেশি যে, নামাযের তিলাওয়াতের শুদ্ধতায় ত্রুটি এসে যায়, তিলাওয়াতে বাধাপ্রাপ্ত হতে হয়। এমন অতিরিক্ত কান্নাকাটির ফলে শারীরিক সুস্থতাও বিঘ্নিত হচ্ছে। হুযূরের সুদৃষ্টি ও পরামর্শ চাই।

বিশ্লেষণঃ এটাই তো মাতলুব। এটাকে কেন দূর করতে হবে? শারীরিক কোনো সমস্যা দেখা দিলে তার জন্য শারীরিক চিকিৎসা করুন।

ইসলাহে বাতেন যেটুকু ফরয

হালঃ কিছুদিন থেকে এক নতুন চিন্তা মাথায় ঢুকেছে। সেটা এই যে, তালিবুল ইলমের যামানায় (ছাত্রকালে) ইসলাহে বাতেনের একদম প্রয়োজন নেই বরং ঐ সময়ে এই বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া ইল্‌ম হাসিলের ক্ষেত্রে ভীষণ ক্ষতিকর। এই ধারণার শুদ্ধতা অথবা ভ্রান্তি সম্পর্কে বলুন।

বিশ্লেষণঃ ইসলাহে বাতেন এর একটি অর্থ হল তাকওয়া অর্জন ও গুনাহ বর্জন। এটা সর্বদাই ফরয এবং ইল্‌ম শিক্ষার ক্ষেত্রে বিঘ্নসৃষ্টিকারী নয়। আর অন্য অর্থ হল যিকির আযকার ও প্রচলিত শোগল বা অযীফার প্রতি মনোযোগী ও নিয়মিত আমলকারী হওয়া। এটা ফরযও নয় এবং ইল্‌ম শিক্ষাকারী তালিবে ইলমের জন্য ক্ষতিকরও।

https://kitabbhubon.com

তরীকতের মূল লক্ষ্য 'নিসবত' সম্পর্কে বিশ্লেষণ

(চূড়ান্তস্তরের একমুরীদের চিঠি)

হালঃ হুযূর! এই নালায়েক জরুরি এক নিবেদন হুযূরের খিদমতে পেশ করতে চায়। আশা রাখি যে, হুযূর মনোযোগ প্রদান করে বিষয়টি সম্পর্কে যথার্থ মত দিয়ে আমাকে গৌরবান্বিত করবেন। বিষয়টি এই যে, আমি নালায়েক তেইশ বছর ধরে হুযূরের দরবারে আসা যাওয়া করি, এখনো আমি সেই প্রথমদিনের মতো নালায়েক আছি। ইচ্ছা ও সংকল্প করেছি শেষবারের মতো আরো একবার চেষ্টা চালাব। হয়ত তাতে কিছু দয়া ও করুনা পেয়ে যাব। এরপর আমি বুঝে নিব যে, আমার সব চেষ্টা ব্যর্থ। এজন্য আপনার খিদমতে নিবেদন এই যে, আপনি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘ মেয়াদ– যা আমার জন্য মুনাসিব, নির্ধারণ করুন। মেয়াদ পূরণ করব ইনশাআল্লাহ্। আর যদি আমার অপরাধ ক্ষমার যোগ্য না হয় তবে আপনি আমাকে অন্য কারো কাছে পাঠিয়ে দিন যেন সেখানে গিয়ে নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখতে পারি। এই শেষ আবেদন সম্পর্কে আপনি নিজে একটু ভেবে দেখতে পারেন। কতখানি ব্যাথা নিয়ে আমি একথা লিখলাম যে, সারাজীবনের সঙ্গ ছেড়ে দিতে রাজি হয়ে যাচ্ছি। আফসোস!

বিশ্লেষণঃ আমি খুশী হব যদি মনের মধ্যে কিছু গোপন না করে বে-তাকাল্লুফ এটাও প্রকাশ করেন যে, আপনার মতে তরীকতের মাকসূদ কী? এবং যাকে আপনি মাকসূদ বলে জানেন সেটাই যে মাকসূদ একথার সহীহ দলিল কী? আর সেই মাকসূদ অর্জিত না হওয়াটা কি যুক্তি নির্ভর না আবেগ– উপলব্ধি নির্ভর? আর ঐ মাকসূদ কারো ক্ষেত্রে অর্জিত হতে দেখেছেন কিনা? এগুলি জানার পর পরামর্শ দিব।

ঐ ব্যক্তির দ্বিতীয় চিঠি

হালঃ আমি এই প্রশ্নগুলোরই অপেক্ষায় ছিলাম। এবার আমি ধারাবাহিকভাবে উত্তর লিখছি।

১। আমি তরীকতের মাকসূদ মনে করি নিসবত কে।

২। নিসবত যে তরীকতের মাকসূদ একথা খোদ আপনার মুখেই শুনেছি যখন আপনি... এর গৃহে আমাদেরকে ডেকে ইরশাদ করেছিলেন যে, "আমার কাছে যে বিষয়টি তাহকীকের মাধ্যমে এই তরীকতের মূল লক্ষ্য বা মাকসূদ বলে প্রমাণিত হয়েছে সেটা তোমাদের কাছে বয়ান করছি, তা দুটো জিনিষ; নিসবত

https://kitabbhubon.com

এবং মাকামাত। আর সকল মাশায়েখের স্পষ্ট উক্তি হল– সকল আহওয়াল (হাল সমূহ) এর বুনিয়াদই হল নিসবত।" খোদ আপনি একথাটি তা'লীমুদ্দীন কিতাবেও স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন।

৩। নিসবত অর্জিত হওয়া আবেগ ও উপলব্ধি নির্ভর। অর্থাৎ ক্ষুধা পিপাসার মতো এটাও বোঝা যায়। এটা যুক্তি নির্ভর নয়। আমি খোদ নিজের জন্য দুবার এটা অর্জিত হতে দেখেছি। একবার যখন আপনি হজ্জ থেকে ফিরে আসলেন আর আমি যিকির শুরু করলাম তখন একদিন আপনি বলেছিলেন – বীজ বপনের কাজ আমি করে দিলাম পানি ছিটানো বা সেচের কাজটি তুমি নিজে করে নিয়ো। সেদিন থেকেই আমি নিজের মধ্যে বুঝতে পারলাম এক বিশাল বিপ্লব। এর কয়েকদিন পর হঠাৎ করেই সব কিছু উধাও হয়ে গেল। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে আপনার কাছে ছুটতে থাকলাম। তখন আমি এটা জানতে পারলাম যে, আপনি মনে মনে বলেছেন- যেহেতু পড়াশোনায় ক্ষতি হচ্ছিল এজন্য ঐ অবস্থা ফিরিয়ে নেয়া হয়েছে। লেখাপড়া শেষ হলে দিয়ে দেওয়া হবে। কথাটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত মাধ্যমে আমি জেনেছি, যাকে বলা যায় এ ব্যাপারে আমার আইনুল ইয়াকীন অর্জন হয়েছে। আমি বিষয়টিকে সূলূকের কিতাবাদিতে উল্লেখিত 'খাতরায়ে শেখ' মনে করে নিরব থাকলাম। এরপর আমার যখন লেখাপড়া শেষ হল এবং আপনার কাছে 'যিয়াউল কুলূব' পড়া শুরু করলাম যাতে প্রায় বিশজন মানুষ শরিক ছিলেন। খতমের দিন আপনি বললেন- যিনি যিকির ও শোগল করতে চান তিনি বসুন আর যারা চান না তারা এখন যেতে পারেন। সবাই বসে থাকলেন, কেউই উঠলেন না তখন আপনি বললেন– আমার কাছে যা কিছু ছিল সব আমি দিয়ে দিলাম এরপর সকলকে বারো তাসবীহের যিকির, শোগল ছারমাদীর আমল এবং আরো কিছু দিক নির্দেশনা দান করলেন। আমি নিজের নির্বুদ্ধিতার ফলে 'আমার কাছে যা কিছু ছিল সব দিয়ে দিলাম' কথাটির ব্যাখ্যা দাঁড় করালাম এই যে, ভীষণ উপকারী যে বিষয়গুলো আমার জানা ছিল সব বলে দিয়েছি। এটা বুঝতে পারি নি যে, বেলায়াতের নূর এবং চিরস্থায়ী সুখের বীজ প্রদান করা হয়েছে। নিজের মধ্যে যে প্রভাব পেলাম সেটাকে যিকিরের ফলশ্রুতি ধরে নিলাম। ঘটনাক্রমে আমাকে ঐ দিনই বাড়ি যেতে হল। বাড়িতে বিয়ের আয়োজন ছিল। প্রিয়জন ও আত্মীয় স্বজনের হৈ চৈ এর ফলে কলব পেরেশান হয়ে গেল। মাদরাসার তুলনায় খাওয়া দাওয়া ভালো হচ্ছিল। সুস্বাদু ও উপাদেয় খাবার বেশি বেশি খাওয়া হচ্ছিল। ভরাপেটে ঘুম বেশি হচ্ছিল।

https://kitabbhubon.com